বাংলাদেশ সংবিধানে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন ১৯৭২-২০০৪ ঃ একটি পর্যালোচনা

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক
ড.শওকত আরা হোসেন
অধ্যাপক,রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

গবেষক
মঞ্জুয়ারা পারভীন
এম.ফিল রেজি. নং-১৫৪
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০২-২০০৩
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

448923

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
448923

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য এই অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করা হ'ল)

448923

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মঞ্জুয়ারা পারভীন কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য রচিত "বাংলাদেশ সংবিধানে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন ১৯৭২-২০০৪ ঃ একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে তাঁর একক সম্পাদনায় একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানা মতে সে এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেনি।

৫৫৪৭৭৩

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

শওকত হোসেন ২৬/৪/১০

(ড. শওকত আরা হোসেন)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশ সংবিধানে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন ১৯৭২-২০০৪ ঃ একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে একই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করিনি।

৫৫৪৭৭৩

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

মঞ্জুয়ারা পারভীন

(মঞ্জুয়ারা পারভীন)
এম.ফিল গবেষক
রেজি. নং-১৫৪
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০২-২০০৩
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয়া মা জয়নব করিম,

প্রয়াত ছোট বোন নাজমা ও সদ্য প্রয়াত বাবা

মোঃ ফজলুল করিম মোল্লাকে -

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

আমাদের দেশে একজন মানুষ হিসেবে নারীর যা পাওয়া উচিৎ, প্রাপ্তি হিসেবের খাতায় তিনি তার থেকে অনেক পিছিয়ে। এর অন্যতম কারণ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। সমাজে নারী তার অধিকার আদায়ে বা প্রাপ্তিতে পুরুষের সাথে বৈষম্যের শিকার। সমাজে, রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে এমনকি রাজনীতি সহ সকল ক্ষেত্রে তার অবদান থাকলেও স্বীকৃতি অতি অল্প। নেতৃত্বে, কর্তৃত্বে তার অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। সমাজ সংসারে তার অবদান স্বীকার না করাটাই যেন স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে যাচ্ছে। সমাজ এগিয়ে চলছে, আমরা ও এগোচ্ছি। নারীরা এখন শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকটা এগিয়েছে, এমন কি নেতৃত্বে, রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। তার পরও দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের সামনে রয়েছে প্রচুর বাধা। নারীর প্রতি বৈষম্য প্রায় সকল ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এখনও প্রকট। আর নারী নির্যাতন-শিওরে উঠার মত খবর প্রতিদিনই দেখতে হয় খবরের পাতায় অথবা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায়। নির্যাতনের আরো নতুন উদ্ভাবন হচ্ছে পারিবারিক পর্যায়ে। এটাতে আবার পুরুষ সমাজ কিছুই মনে করে না। অথচ পারিবারিক নির্যাতনে অনেক পরিবারে নারীর জীবন ওষ্ঠাগত। সমাজ, রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য আর নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রয়োজন সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে, সকল পর্যায়ে সম অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নারীর ফলপ্রসু অংশগ্রহণ। আর সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজন নারীর শিক্ষা বিস্তার, নারীর সচেতনতা সৃষ্টি, বৈষম্য রোধ ও নির্যাতন বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ।

রাজনৈতিক শক্তি একটি দেশের প্রধান নিয়নন্ত্রণকারী শক্তি। পৃথিবীর প্রতিটি দেশই পরিচালিত হয় রাজনৈতিক শক্তি দ্বারা। আর জাতীয় সংসদ হচ্ছে এ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের প্রধান উৎস বা প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা। সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে এর ক্ষমতা আরো বেশী।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীরা অনেক পিছিয়ে আছে। প্রচলিত অর্থে নির্বাচন করে নির্বাচিত হওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন নারীর সংখ্যা মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন। এহেন অবস্থায় আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাষ্ট্র পরিচালনায় আইন প্রণয়নের পাশাপাশি সকল নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত সমূহ জাতীয় সংসদ থেকে হয়ে থাকে। পিছিয়ে পড়া নারী সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে কিছু নারী মনোনীত বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে সংসদে অংশগ্রহণ করেন। এ সদস্যদের কার্যক্রম নিয়ে দেশে দীর্ঘদিন ধরে বির্তক চলে আসছে। অভিযোগ আছে যে, সংসদের সংরক্ষিত আসনে যে সব নারী সদস্য মনোনীত হন তাদের অধিকাংশই রাজনীতি বা নারী ইস্যুগুলির সাথে সম্পর্কিত নন। তাই সংসদে এসে তারা নারীর উন্নয়নের জন্য যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছেন না। তাছাড়া সংরক্ষিত আসনে সংসদ সদস্য মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের গুরুত্বহীন করে রাখা হচ্ছে মর্মেও বিভিন্ন মহলের ভিন্ন ভিন্ন মতামত

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। এহেন অবস্থায় বহু বিতর্কিত এ বিষয়টি নিয়ে আমি গবেষণা করতে আগ্রহী হই। আমার বিশ্বাস এ গবেষণা থেকে কিছুটা হলেও দেশ ও জাতি উপকৃত হবে এবং নীতি নির্ধারণী মহল সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্য পাবেন।

আমার এ গবেষণার কাজ যখন শুরু করি সে সময় দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছিল। জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রশ্নে বিএনপির নেতৃত্বে জোট সরকার ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪দল বা মহাজোট মুখোমুখি। চরম অস্থিরতার মধ্যে জানুয়ারী/০৭ এর ১১ তারিখে দেশে জরুরী অবস্থা জারী হয়। শুরু হয় রাজনীতির সবচেয়ে সংকটাপন্ন ক্রান্তিকাল। বড় বড় রাজনীতিবিদদের নানা অভিযোগে জেলে যেতে হয়েছে। এমনকি দেশে সবচেয়ে প্রভাবশালী দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রধান নেত্রীদ্বয়কেও বিশেষ কারাগারে আটক রাখা হয়। রাজনীতির এ ক্রান্তিকালে আমার এ গবেষণা কাজটি সহজ সাধ্য ছিল না। তারপরও নানা চড়াই উৎড়াই পার হয়ে অনেকের সহযোগিতায় আমি কাজটি শেষ করতে পেরেছি এ জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর প্রতি কৃতজ্ঞ।

এম. ফিল থিসিসের কাজে যাদের আন্তরিক অনুপ্রেরণা, সার্বক্ষনিক সহযোগিতা আমাকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করতে উৎসাহ যুগিয়েছে তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার গবেষণার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক এম, নজরুল ইসলাম এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি গবেষণার প্রারম্ভে অনেক মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করে আমাকে সাহস যুগিয়েছিলেন। তিনি বিদেশ যাওয়ার পর থিসিস এর কাজ তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব সাদরে গ্রহণ করেন অধ্যাপক জনাব এ,এইচ,এম আমিনুর রহমান স্যার (গত ১৯/০৭/২০০৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে.....রাজিউন)। স্যারের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা নিতে গিয়ে ভাবীকেও অনেক বিরক্ত করেছি। তাঁরা উভয়ই অত্যন্ত স্বহৃদয়তার সাথে আমাকে সহায়তা করেছেন। আমি এজন্য স্যার ও ভাবী উভয় এর প্রতি কৃতজ্ঞ। গবেষণার কাজ সঠিক ভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য আমার তত্ত্বধায়ক ছাড়া আরও যাদের কাছ থেকে মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি তারা হলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ড. হারুন অর রশিদ (বর্তমানে প্রো-ভিসি), অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভুঁইয়া, অধ্যাপক সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া, ড. নুরুল আমিন বেপারী এবং শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগের ড.ডালেম চন্দ্র বর্মন স্যার। স্যারদের সবাইকে জানাচ্ছি আমার গভীর শ্রদ্ধা।

থিসিস সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহকালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থগার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রালয়, সংসদ সচিবালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, জাতীয় মহিলা সংস্থা, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, নারী সংগঠন যেমন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, উইমেন ফর উইমেন থেকে প্রভূত সহযোগিতা পেয়েছি। আমি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

যারা আমার এ গবেষণার কাজটি শেষ করার জন্য তাড়া করে বেড়িয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন আমার সেজদা ফয়েজ আহমেদ (জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী), আমার স্বামী আবুল কালাম আজাদ (উপ-সচিব), জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুর, ছোট বোন রেজিনা আরজু লাভলী (উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ)। এছাড়া জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ মিয়া (অবঃ সিনিয়র সহকারী কমিশনার) আমাকে গবেষণার কাজে নানাবিধ পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

এ গবেষণা কাজে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আর্থিক ভাবে সহায়তা দিয়েছে। তাই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগ এর আওতাধীন সামাজিক গবেষণা পরিষদ বিশেষ করে এর পরিচালক জনাব মুহঃ আব্দুর রহীম খান-এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ভারাগঞ্জ ও/এ ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব আব্দুস ছাত্তার শাহ সহ কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের প্রতি যারা আমাকে শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. করার সুযোগ প্রদান করেছেন।

গবেষণা কাজে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, টেবুলেশন, সারণি ও লেখচিত্র প্রস্তুত সহ পান্ডুলিপি কম্পিউটারে টাইপ করার কাজে সহায়তার জন্য সর্ব্বজনাব মোঃ লাইবুল ইসলাম (মমিন), মোঃ মাহামুদুল হাসান এবং কারুক হোসেনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

নানারকম প্রতিবন্ধকতা এবং চড়াই-উৎড়াই এর মধ্য দিয়ে শেষ করতে হয়েছে আমার এ গবেষণার কাজ। তাই এতে রয়ে গেছে অনিচ্ছাকৃত নানা ত্রুটি বিচ্যুতি। গবেষণার কাজে যখন পুরোপুরি ব্যস্ত সময় কাটাই, ঠিক সেই সময় এক ঘাতক ব্যধিতে আক্রান্ত হয় ছোট বোন নাজমা। শুরু হয় ওকে নিয়ে হাসপাতাল আর ডাক্তারের চেম্বারে দৌড়াদৌড়ি-ছোটাছুটি। অতঃপর ওর মৃত্যু স্তব্ধ করে দেয় আমাকে, থেমে যায় গবেষণার কাজ। আত্মীয়-স্বজনদের সহযোগীতায় যখন শোক কাটিয়ে উঠতে থাকি তখন আবারও শুরু করি গবেষণার কাজ। সারাদিন লাইব্রেরীতে থেকে কাজ করি, প্রায়ই বাসায় ফিরতে রাত হয়ে যায়। এরই মধ্যে একমাত্র সন্তান শাদমান আক্রান্ত হয় জন্ডিসে, শুরু হয় ওকে সারিয়ে তোলার প্রানান্তর চেষ্টা। মনে হলো আমার বুঝি আর গবেষণার কাজ শেষ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু যখনই মনে হলো আমার গবেষণার কাজ সমাপ্ত করতে পারলে সবচেয়ে খুশি হবেন আমার প্রাণপ্রিয় বাবা তখনই আবারও নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করি। গবেষণার কাজ যখন শেষ পর্যায়ে ঠিক সেই সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন বাবা। আবারও থেমে যায় গবেষণার কাজ। সতের দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে বাবা যখন আমাদের ছেড়ে চির বিদায় নিলেন তখন পৃথিবীটা আমার কাছে হয়ে এলো অন্ধকার। আজো এক অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করি, কিন্তু বাবার

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্ন পূরণের তাগিদ থেকে বাকী কাজটুকু শেষ করতে উদ্যত হই। কাজ শেষ করার ধৈর্য্য ও শক্তিটুকু আমায় দান করার জন্য মহান সৃষ্টিকর্তাকে জানাচ্ছি অসীম কৃতজ্ঞতা।

আমার তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. এ এইচ এম আমিনুর রহমান আমার পান্ডুলিপি পড়ে গত ৩০/০৬/২০০৯ তারিখে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সহ থিসিস জমা দেয়ার নির্দেশনা দেন। স্যারের নির্দেশনা মোতাবেক যখন থিসিস জমাদানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম ঠিক সে সময় ১৯/০৭/২০০৯ তারিখ দুপুর ২টায় হঠাৎ বজ্রাঘাতের মত খবর এলো শ্রদ্ধেয় আমিনুর রহমান স্যার আর আমাদের মাঝে নেই। আবারও পড়ি চরম হতাশায়।

অতঃপর নতুন তত্ত্বাবধায়কের জন্য যোগাযোগ করি। ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ স্যার আমার এ বিপদের সময় খুব সহজেই তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে বিপদমুক্ত করেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে স্যার সম্পূর্ণ পান্ডুলিপি পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। শুরু হয় আবারও থিসিস জমাদানের প্রস্তুতি। কিন্তু বিপদ যেন আমার পিছু ছাড়ে না। হঠাৎ খবর পাই ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ স্যার চাকুরী থেকে অগ্রীম অবসর নিচ্ছেন। স্যারের সাথে যোগাযোগ করি আমার অসহায়ত্বের কথা জানাই। স্যার আমাকে আশ্বস্থ করেন যে, অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেন তাঁর অনুরোধে আমার তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছেন। ম্যাডামের সাথে যোগাযোগ করি এবং পান্ডুলিপি সহ দেখা করি। তার মূল্যবান পরামর্শ অনুযায়ী বেশ কিছু পরিবর্তন- পরিমার্জন করি। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ম্যাডামের স্বহৃদয় আন্তরিকতায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ করতে পেরে মহান সৃষ্টিকর্তাকে আবারও জানাচ্ছি অসীম কৃতজ্ঞতা এবং ম্যাডামের প্রতি রইল অন্তরের নির্যাসিত শ্রদ্ধা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সংবিধানে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন ১৯৭২-২০০৪ ঃ একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী এবং নারী সমাজ যথেষ্ট পশ্চাৎপদ। দরিদ্রতা বিবেচনায় নারীর অবস্থা পুরুষের তুলনায় অত্যন্ত দুর্বিষহ। বিশেষ করে গ্রামীন নারী ও মেয়ে শিশুরা সর্বক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে বৈষম্যের শিকার। আমাদেব সংবিধানে নারী-পুরুষ সমতা স্বীকৃত হলেও রাজনীতি, অর্থনীতি, ক্রীড়া সহ রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পুরুষ নারীর উপর প্রভাব বিস্তার করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অবস্থান নেই বললেই চলে। পরিবার বা সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রেও নারীর অংশগ্রহণ সীমিত। নারীর ক্ষমতায়নের পথটিও মসৃন নয়। আবার নারীর ক্ষমতায়নের পথে রাজনীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতিতে নারীর ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। অথচ রাজনীতি হচ্ছে একটি দেশের প্রধান চালিকা শক্তি। আর এ রাজনীতিই নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় সংসদ, যা দেশের আইন প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অথচ জাতীয় সংসদেই নারীর অবস্থান উল্লেখ করার মত নয়। স্বাধীনতার পর থেকে কোন নির্বাচনেই ২/৪ জনের বেশী নারী সরাসরি নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারেনি। যদিও বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রীদ্বয় প্রতিটি নির্বাচনে ২-৫ টি পর্যন্ত আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। অবশ্য তাঁদের একাধিক আসনে বিজয়, তাঁদের ব্যক্তিগত অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার কারণে সম্ভব হয়েছে।

জাতীয় সংসদে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং নারীর স্বার্থ রক্ষা ও নারী উন্নয়নের স্বার্থে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ করা আছে। এ সংখ্যা প্রথমে ১৫টি, পরে বৃদ্ধি করে ৩০টি, তারপর ৪৫টিতে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু তাদের সংসদে অংশগ্রহণ বা সংখ্যা বৃদ্ধি নারীর উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারেনি। আর এ না পারার সমাধান খোঁজার চেষ্টায়ই এ গবেষণা। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের গুরুত্ব, সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত/মনোনীত সংসদ সদস্যদের কৃতকর্ম, আসন সংরক্ষণ পদ্ধতি, নির্বাচন/মনোনয়ন পদ্ধতি, রাজনীতি ও নীতি নির্ধারণে নারীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি ও সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় নারীর অবদান রাখার উপায় নিয়ে পর্যালোচনাই এ গবেষণার উদ্দেশ্য। আমি বিশ্বাস করি এ গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের দুর্বল দিকগুলি উন্মোচিত হবে। তাতে এ বিষয়ে নীতি নির্ধারকগণ তাঁদের পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা নিতে পারবেন। তাই এ গবেষণাটি পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপায় অনুসন্ধান করা হয়েছে। জাতীয় সংসদে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের যৌক্তিকতা, আসন সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে নির্বাচন/মনোনয়ন পদ্ধতি, জনগণের/সুশীল সমাজের প্রত্যাশা এবং লক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

অর্জনে জনগণের মনোভাব অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ গবেষণার সম্পূর্ণ কার্যক্রম ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান, রাজনীতি ও জাতীয় সংসদে তার অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যা সমূহ বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর এ গবেষণার যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্যাবলী নিয়ে আলোকপাত সহ গবেষণার রূপরেখা, গবেষণা পদ্ধতি, অনুমিত সিদ্ধান্ত, গবেষণা সম্পাদন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা/পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ গবেষণাটি বিশ্লেষণধর্মী ও বর্ণনামূলক। গবেষণা সংশ্লিষ্ট সরকারী দলিলাদি ব্যবহার সহ প্রশ্নপত্র তৈরী পূর্বক মতামত জরিপ করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষণা পত্র, জার্নাল, বই ও লেখা ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায়ে আলোচ্য গবেষণা সংশ্লিষ্ট সরকারী দলিলাদি সহ পূর্ব গবেষণার ব্যাপক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশে নারীর বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থান, নারীর প্রতি বৈষম্যের ধরণ, নারীর সাংবিধানিক অধিকার, নারীর রক্ষাকবচ আইন সমূহ এবং তার আইনগত মর্যাদা, নারী ও শিক্ষা, নারীর স্বাস্থ্য, তার কর্মসংস্থান ও দরিদ্রতা, নারী নির্যাতন, পারিবারিক নির্যাতন এবং সে আলোকে প্রতিকারের পক্ষে দেশে এবং আন্তর্জাতিক ভাবে গৃহীত কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায়ে নারীর রাজনৈতিক অবস্থান বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা হয়েছে। আজকের বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে রাজনীতি দ্বারা। তাই নারীর ক্ষমতায়নের পূর্ব শর্ত হ'তে হবে তার রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। কারণ, আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ না থাকলে, নিজের মতামত প্রকাশ করতে না পারলে তার অবস্থানের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে না। এ অধ্যায়ে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন, কারাবরণ, সশস্ত্র সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান, স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সরকার আমলে নারী উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম, রাজনীতিতে নারীর অবস্থান, নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণে সমস্যা ও সমস্যা নিরসনের উপায় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

এ অধ্যায়ে মূলতঃ বিভিন্ন তথ্যের আলোকে জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ ও অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংসদে সাধারণ ও সংরক্ষিত উভয় প্রকার আসনের ক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহণ যে যৎসামান্য তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত/মনোনীত সংসদ সদস্যদের সামাজিক ও রাজনৈতিক যোগ্যতা,

Dhaka University Institutional Repository

সংসদে অংশগ্রহণ, যথার্থতা, সংরক্ষিত আসন সংক্রান্ত বিভিন্ন নারী সংগঠনের আন্দোলন এবং সুশীল সমাজের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংসদে নারীর অংশ গ্রহণের অন্তরায় সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

এ অধ্যায়টি এ গবেষণায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রাথমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে নারীদের বঞ্চনার ক্ষেত্রসমূহ, নারীর ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক দলগুলির মনোভাব, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁদের সাফল্য-ব্যর্থতা, রাজনীতিতে নারীর পশ্চাৎপদতার কারণ, সংরক্ষিত আসন নিয়ে বিতর্ক, যৌক্তিকতা, নির্বাচনে নারীর সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ সহ সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি বিশেষ করে সংবিধানে ১৪তম সংশোধনীর বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এ অধ্যায়ে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সমন্বিতকরণ ও সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে গবেষণার আলোকে গবেষণার উপসংহার রচিত হয়েছে। সে সাথে ভবিষ্যতে আরো গবেষণার জন্য কিছু দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

সূচী		পৃষ্ঠা নম্বর
	মুখবন্ধ	i
	সারসংক্ষেপ	v
	সারণি	xv
	লেখচিত্র	xviii
প্রথম অধ্যায় ঃ	ভূমিকা	১-১৭
১.১	ভূমিকা	১
১.২	সংরক্ষিত নারী আসন যৌক্তিক অবস্থান	৩
১.৩	গবেষণার উদ্দেশ্য	৫
১.৪	গবেষণার যথার্থতা	৬
১.৫	পুস্তক পর্যালোচনা	৬
১.৬	অনুমিত সিদ্ধান্ত বা কল্পনা (Hypothesis)	১০
১.৭	তথ্য উৎস	১২
১.৮	গবেষণার কৌশল	১২
১.৯	গবেষণা পদ্ধতি	১২
১.৯.১	গবেষণা উপকরণ	১৩
১.৯.২	তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও সঠিকতা	১৩
১.৯.৩	তথ্য প্রক্রিয়াকরন ও বিশ্লেষণ	১৪
১.১০	কর্মপরিকল্পনা/গবেষণা রূপরেখা	১৪
১.১১	গবেষণা সীমাবদ্ধতা	১৪
১.১২	ফলাফল (Output)	১৫
	তথ্যনির্দেশ	১৬
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	নারীর বর্তমান সাংবিধানিক ও সামাজিক অবস্থান	১৮-৩৩
২.১	ভূমিকা	১৮
২.২	নারীর সামাজিক অবস্থান	২০
২.২.১	নারী ও বাংলাদেশের সংবিধান	২৩
২.২.২	জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিধান।	২৫

Dhaka University Institutional Repository

২.২.৩	নারী ও তার জন্য আইন	২৬
২.২.৪	নারী ও তার আইনগত মর্যাদা	২৬
২.৩	জাতীয় নারী উন্নয়ণ নীতি	২৮
২.৩.১	নারী নীতি ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ।	২৯
২.৪	বাংলাদেশের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নারী	৩০
২.৫	বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উত্তরণ	৩০
	তথ্যনির্দেশ	৩২
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	নারী ও রাজনীতি	৩৪-৬৭
৩.১	ভূমিকা	৩৪
৩.২	বাংলার রাজনীতিতে নারী - অতীত কাল (১৯০১-১৯৪৬)	৩৫
৩.৩	রাজনীতিতে নারী -পাকিস্তান আমল	৪০
৩.৪	কাল পর্ব ১৯৭১ ও মুক্তিযুদ্ধে নারী	৪৪
৩.৫	স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ - রাজনীতিতে নারী	৪৫
৩.৫.১	শেখ মুজিব, জিয়া, এরশাদ আমল	৪৫
৩.৫.২	খালেদা জিয়ার শাসন আমল (১৯৯১-১৯৯৬)	৪৬
৩.৫.৩	শেখ হাসিনার শাসন আমল (১৯৯৬-২০০১)	৪৬
৩.৫.৪	খালেদা জিয়ার শাসন আমল (২০০১-২০০৬)	৪৭
৩.৬	ফালপর্ব (১৯৭২-২০০৪)	৪৭
৩.৭	রাজনীতিতে নারী ও নারীর আন্দোলন	৪৯
৩.৭.১	বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকার	৫০
৩.৭.২	রাজনীতিতে নারী ও নারী রাজনীতির স্বরূপ	৫২
৩.৭.৩	রাজনীতি ও নারী উন্নয়ণে নারী	৫২
৩.৭.৪	রাজনীতিতে নারীর পশ্চাৎপদতা	৫৩
৩.৮	রাজনৈতিক কাঠামোতে ৩৩% নারী প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচন কমিশন	৫৬
৩.৯	বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক অধিকার	৫৬
৩.৯.১	রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পক্রিয়ায় নারীর অনুপস্থিতির কারণ	৫৭
৩.৯.২	রাজনৈতিক দল ও দলের মহিলা শাখায় নারীর অবস্থান	৫৭
৩.৯.৩	মন্ত্রী সভায় নারী ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত	৫৮
৩.১০	রাজনীতি ও নারী ঃ জনগনের মতামত	৫৮
৩.১১	বাংলাদেশে নারীদের রাজনীতি করার ক্ষেত্রে অন্তরায়	৫৯
৩.১১.১	মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সমস্যাবলী	৬০
৩.১১.২	রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের সমস্যা দূরীকরনের উপায়	৬১
	তথ্যনির্দেশ	৬৩

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ	নারী ও জাতীয় সংসদ	৬৮-১৩৬
৪.১	ভূমিকা	৬৮
৪.২	সংরক্ষিত নারী আসন ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত	৬৮
৪.৩	সংরক্ষিত আসনের যৌক্তিকতা	৭০
৪.৩.১	সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরাসরি নির্বাচনের যৌক্তিকতা	৭০
৪.৪	বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব	৭১
৪.৪.১	বিভিন্ন সংসদীয় নির্বাচনে সাধারণ আসনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রতিনিধিত্ব	৭২
৪.৪.২	১৯৭৯ থেকে ২০০১ পর্যন্ত সংসদ নির্বাচনে নারী অংশগ্রহণের হার	৭৩
৪.৪.৩	সংসদের সাধারণ আসনে নারী ও নারীর মনোনয়ন	৭৩
৪.৫	১৯৯৬-র নির্বাচনে সাধারণ আসনে বিজয়ী মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিদের বিবরণ	৭৪
৪.৬	জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন ও নারী সাংসদ নির্বাচন	৭৫
৪.৭	রাজনৈতিক দলের মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন	৭৬
৪.৮	অষ্টম সংসদে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন	৭৭
৪.৯	জাতীয় সংসদ ও নারী প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে জনগণের মতামত	৭৭
৪.৯.১	নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত	৭৮
৪.৯.২	নির্বাচনী এলাকা ও নিজ জেলা	৭৯
৪.৯.৩	জেলা ভিত্তিক সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা	৭৯
৪.১০	সংরক্ষিত নারী সাংসদ ও জনপ্রতিনিধিত্ব	৭৯
৪.১০.১	সংরক্ষিত আসন দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা বৃদ্ধির হাতিয়ার	৮০
৪.১০.২	সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নারী সাংসদের অবস্থান	৮০
৪.১০.৩	সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	৮৫
৪.১০.৪	সংসদ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণে বাঁধা সমূহ	৮৭
৪.১০.৫	সংসদে নারীর জন্য আসন বিন্যাস ব্যবস্থা	৮৮
৪.১০.৬	জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সীমানা বিন্যাস	৮৮
৪.১০.৭	সংরক্ষিত আসনে দায়িত্ব পালন	৯০
৪.১০.৮	নির্বাচন পদ্ধতি	৯২
৪.১০.৯	নারীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের বাঁধা	৯২
৪.১০.১০	রাজনীতিতে যোগদান/রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা	৯২
৪.১০.১১	পুরুষ ও মহিলা সংসদ সদস্যদের রাজনীতিতে যোগদান	৯৩
৪.১০.১২	জাতীয় সংসদে নির্বাচিত পুরুষ ও নারী সংসদ সদস্যদের সামাজিক পরিচিতি	৯৪
৪.১০.১৩	সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত (১-৭) সংসদ সদস্যগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচিতি	৯৫
৪.১১	সংসদে নারী ঃ বৈশ্বিক চিত্র এবং বাংলাদেশ	৯৫

Dhaka University Institutional Repository

৪.১২	সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ও সরাসরি নির্বাচন- রাজনৈতিক দলের মতামত	৯৯
৪.১৩	সংরক্ষিত আসন ও সরাসরি নির্বাচন প্রশ্নে নারী সংগঠনের দাবী	১০১
৪.১৩.১	পায়রাবন্দ ঘোষনা	১০১
৪.১৩.২	সম্মিলিত নারী সমাজ	১০১
৪.১৪	সংরক্ষিত নারী আসন বিষয়ে বিভিন্ন নারী সংগঠনের সুপারিশ	১০১
৪.১৪.১	নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা'র প্রস্তাব	১০১
৪.১৪.২	নারী পক্ষ এর প্রস্তাবনা	১০২
৪.১৪.৩	উইমেন ফর উইমেন এর প্রস্তাবনা	১০২
৪.১৪.৪	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এর প্রস্তাবনা	১০৩
৪.১৪.৫	নারী নেত্রী ও গবেষক ফরিদা আখতার ও মেরিনা চৌধুরীদের প্রস্তাব	১০৩
৪. ১৫	নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার আলোচনা সভা	১০৪
৪.১৫.১	তিনটি সভার আলোচনা থেকে চিহ্নিত প্রস্তাব	১০৫
৪.১৬	জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ও সরাসরি নির্বাচন বিষয়ে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত	১০৬
৪.১৭	নারী আন্দোলন--নারী সংগঠন	১১০
৪.১৭.১	নারী সমাজের সাংবাদিক সম্মেলন	১১০
৪.১৭.২	নারী সমাজের আন্দোলন কর্মসূচি	১১১
৪.১৭.৩	নারী সমাজের অবস্থান ধর্মঘট,অনশন ও সমাবেশ	১১২
৪.১৮	নারী ও সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী ঃ আশাহত নারী সমাজ	১১৩
৪.১৮.১	আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক আনীত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন বিল-২০০০	১১৩
৪.১৮.২	৮ম জাতীয় সংসদ ঃ সংরক্ষিত নারী আসন	১১৪
৪.১৯	নারী সংগঠন প্রণীত খসড়া বিল-২০০০	১১৭
৪.১৯.১	এ্যাকশন কমিটি গঠন	১১৭
৪.১৯.২	এ্যাকশন কমিটির বিভাগীয় কর্মশালার সুপারিশ	১১৮
৪.১৯.৩	ভিন্ন প্রস্তাব	১১৮
৪.১৯.৪	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান ঃ চতুর্দশ সংশোধনী (খসড়া) বিল (নারী সংগঠন প্রণীত)	১১৯
৪.২০	সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী	১২১
৪.২১	জাতীয় সংসদে নারীর আসন, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারী	১২২
৪.২১.১	গোলটেবিল আলোচনার সুপারিশসমূহ	১২৪
৪.২২	নির্বাচনী সংস্কারে নারী প্রসংঙ্গ-অভিমত	১২৫
৪.২৩	নারীর সক্রিয় রাজনীতি আর সংসদে পিছিয়ে থাকার বিষয়ে অভিমত	১২৮
	তথ্যনির্দেশ	১৩২

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ঃ	তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিত করন	১৩৭-১৮৪
৫.১	ভূমিকা	১৩৭
৫.১.১	মতামত প্রদাণকারী/ উত্তরদাতাদের সাধারণ তথ্যাবলী	১৩৭
৫.১.২	উত্তরদাতাদের বয়স সীমা (বৎসর)	১৩৮
৫.১.৩	উত্তরদাতাদের সামাজিক পরিচিতি	১৩৮
৫.১.৪	উত্তবদাতা (মহিলা/পুরুষ) সংক্রান্ত তথ্য	১৩৯
৫.১.৫	উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৩৯
৫.১.৬	রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা (বৎসর)	১৩৯
৫.১.৭	উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরণ	১৪০
৫.১.৮	উত্তরদাতাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা	১৪০
৫.১.৯	পরিবারের মহিলা সদস্যগণের রাজনৈতিক সচেতনতা	১৪১
৫.১.১০	মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে মতামত	১৪১
৫.২.১	নারী অধিকার প্রাপ্তি সংক্রান্ত মতামত	১৪১
৫.২.২	নারীদের অধিকার বঞ্চিতের ক্ষেত্র সমূহ	১৪২
৫.২.৩	বাংলাদেশের নারীদের অধিকার সচেতনতা বিষয়ে মতামত	১৪৩
৫.২.৪	নারীর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য করণীয়	১৪৩
৫.৩.১	নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের মনোভাব	১৪৪
৫.৩.২	মনোভাব ইতিবাচক না হলে কি কি ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন	১৪৫
৫.৩.৩	নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে বিগত জোট সরকারের ভূমিকার যথার্থতা	১৪৫
৫.৩.৪	নারীর ক্ষমতায়নে জোট সরকারের ভূমিকা যথার্থ না হওয়ার কারণ	১৪৬
৫.৪	নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিকা	১৪৭
৫.৪.১	নারীর ক্ষমতায়নে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিকা যথাযথ না হওয়ার কারণ	১৪৭
৫.৫	আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-র প্রধান, প্রভাবশালী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তার পরেও নারীর অধিকার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় একটি ভাল ভিত্তি দেয়া গেল না শীর্ষক মতামত	১৪৮
৫.৫.১	নারী অধিকার বাস্তবায়ন ভিত্তি প্রসংগে	১৪৮
৫.৫.২	অধিকার আদায়ে রাজপথে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রসংগে	১৪৯
৫.৫.৩	অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে নামার প্রস্তুতি প্রসংগে ।	১৪৯
৫.৫.৪	নারীদের রাজপথে নামার প্রয়োজন হবে কিনা, সে বিষয়ে মতামত	১৪৯
৫.৬	ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় মহিলাদের সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা প্রসঙ্গ	১৫০
৫.৬.১	ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থার ত্রুটি	১৫০
৫.৬.২	স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নারীর অবস্থায় উন্নয়ন প্রসঙ্গে	১৫১
৫.৭	সক্রিয় রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ কম বিষয়ে মতামত	১৫১
৫.৮	জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে নারীদের সরাসরি নির্বাচনে সীমাবদ্ধতা প্রসংগে	১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

৫.৮.১	সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনে নারীদের সীমাবদ্ধতা সমূহ	১৫৩
৫.৮.২	সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনে কোন সীমাবদ্ধতা না থাকার পক্ষে অভিমত প্রদানকারীদের প্রদর্শীত যৌক্তিকতা	১৫৪
৫.৯	সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখা প্রসংগে মতামত	১৫৫
৫.৯.১	সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন প্রসংগ	১৫৫
৫.৯.১.১	সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যৌক্তিকতা	১৫৬
৫.৯.১.২	সংরক্ষিত আসন রাখার বিপক্ষে যৌক্তিকতা	১৫৮
৫.১০	১৯৭৩ সালে সংবিধানের ১৫টি সংরক্ষিত আসন সৃষ্টির যৌক্তিকতা প্রসংগে	১৫৯
৫.১০.১	১৯৭৩ সালে সৃষ্ট সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষন এর যৌক্তিকতা	১৫৯
৫.১১	সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী প্রসংগ	১৫৯
৫.১১.১	১৪তম সংশোধনীর পক্ষ সমর্থনকারীদের যুক্তি	১৬০
৫.১১.২	সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর বিরোধীতাকারীদের যুক্তি	১৬০
৫.১১.৩	সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন প্রসংগ	১৬১
৫.১১.৪	১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের অধিকার খর্ব হওয়া প্রসঙ্গ	১৬১
৫.১১.৫	১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের অধিকার খর্ব হওয়ার প্রেক্ষিতে করনীয়	১৬২
৫.১১.৬	১৪তম সংশোধনী ও বিএনপির নির্বাচনী অঙ্গীকার	১৬২
৫.১১.৬.১	বিএনপির নির্বাচনী অঙ্গীকার থেকে সরে যাওয়ার কারণ	১৬৩
৫.১১.৭	সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন	১৬৪
৫.১১.৭.১	বাছাই প্রক্রিয়া যথার্থ নয় কেন মর্মে মতামত	১৬৪
৫.১১.৭.২	এই প্রক্রিয়াটির নৈতিকতা প্রসংগে	১৬৪
৫.১১.৭.৩	আনুপাতিক মনোনয়ন পদ্ধতি এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রসংগে	১৬৫
৫.১১.৮	১৪তম সংশোধনীর বিরোধিতা বিষয়ে	১৬৫
৫.১১.৮.১	১৪তম সংশোধনীর বিরোধীতার যথার্থ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মূল্যায়ন	১৬৬
৫.১১.৮.২	১৪তম সংশোধনীর সমর্থন ও উত্তরদাতাদের মতামতের যৌক্তিকতা	১৬৬
৫.১২	সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনে নারীদের প্রস্তুতি প্রসংগে	১৬৭
৫.১৩	মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি প্রসংগে	১৬৭
৫.১৪	সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যগণের দায়িত্ব পালন প্রসংগে	১৬৮
৫.১৫	সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন পদ্ধতি প্রসংগে	১৬৮
৫.১৬	১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়ন নীতিমালা এবং ২০০৪ সালে সংশোধিত নীতিমালার তুলণামুলক মূল্যায়ণ	১৬৮
৫.১৬.১	পছন্দনীয় নীতিমালাটি নারী উন্নয়নের জন্য যথার্থতা বিষয়ে	১৬৯
৫.১৬.২	পছন্দের নীতিমালাটি নারী উন্নয়নে যথার্থ না হলে এতে কী কী সংযোজিত হওয়া উচিত	১৬৯
৫.১৭	জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নারীর সমস্যা	১৭০

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৮	মহিলা সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য একজন নারীর যোগ্যতা প্রসংগে	১৭১
৫.১৯	সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহনে নারীর সমস্যা	১৭১
৫.২০	জাতীয় সংসদে ও রাজনীতিতে নারীর সমস্যা মোকাবিলায় করণীয়	১৭৩
৫.২০.১	সরকারী ভাবে	১৭৩
৫.২০.২	দলীয় ভাবে	১৭৩
৫.২১	জাতীয় সংসদ ও নারী আসন, অন্য প্রসংগ	১৭৪
৫.২১.১	সংসদে নারী আসন ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন।	১৭৪
৫.২১.২	জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ	১৭৫
৫.২১.২.১	জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও মনোনয়নের ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান	১৭৫
৫.২১.২.২	সংরক্ষিত নারী আসন ও নির্বাচন পদ্ধতি	১৭৫
৫.২১.৩	জাতীয় সংসদ ও সংসদে নারী সদস্যদের অংশ গ্রহণ	১৭৬
৫.২১.৩.১	জাতীয় সংসদ ও নারী সদস্যদের গুরুত্ব	১৭৭
৫.২১.৪.১	মন্ত্রীসভা ও নারীর অবস্থান	১৭৮
৫.২১.৫.১	জাতীয় সংসদ ও সংরক্ষিত নারী আসন	১৭৮
৫.২১.৬.১	জাতীয় সংসদ ও নারী নেত্রী	১৮০
৫.২২	সমাজ, রাজনীতি ও জাতীয় সংসদে নারীর অবস্থান	১৮০
৫.২৩	কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন (রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক,সামাজিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে)	১৮১
৫.২৩.১	সরকারী কাঠামোতে	১৮২
৫.২৩.২	জাতীয় সংসদে	১৮২
৫.২৩.৩	স্থানীয় সরকার কাঠামোতে	১৮৩
৫.২৪	নারীর উন্নয়ন বা নারীর ক্ষমতায়নে জাতীয় সংসদের ভূমিকা বিষয়ে সুপারিশ বা মতামত	১৮৩

ষষ্ঠ অধ্যায়	ফলাফল ও সুপারিশমালা	১৮৫-২১০
৬.১	ভূমিকা	১৮৫
৬.২	নারী ও তার বর্তমান অবস্থান	১৮৫
৬.৩	নারী ও রাজনীতি এবং ক্ষমতায়ন	১৮৭
৬.৪	নারী ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজনীতি	১৮৭
৬.৫	নারী ও নারী উন্নয়ন নীতি ঃ বিভিন্ন শাসন আমল	১৮৮
৬.৬	নারী ও রাজনৈতিক দলে নারীর অবস্থান	১৯০
৬.৭	নারী ও জাতীয় সংসদ এবং নারীর প্রতিনিধিত্ব	১৯১
৬.৮	নারী ও সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী	১৯২
৬.৯	নারী ও সংরক্ষিত আসনে সংসদ সদস্যদের রাজনৈতিক অবস্থান	১৯৩
৬.১০	নারী ও নারী সংগঠন এবং সংরক্ষিত আসন	১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

৬.১১	নারী ও রাজনীতি এবং তার অধিকার	১৯৫
৬.১২	নারী ও তার ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক দলের মনোভাব	১৯৬
৬.১৩	নারী ও জাতীয় সংসদ এবং নারীর সীমাবদ্ধতা	১৯৭
৬.১৪	নারীর সংরক্ষিত আসন	২০০
৬.১৫	জাতীয় সংসদ ও নারীর সমস্যা	২০১
৬.১৬	গবেষনায় প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল	২০৩
৬.১৭	গবেষনায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশমালা	২০৮
সপ্তম অধ্যায়	উপসংহার	২১১-২১৪
	সহায়ক দলিলাদি ও গ্রন্থপুঞ্জি	২১৫-২২২

Dhaka University Institutional Repository

সারণি তালিকা

	সূচী	পৃষ্ঠা নম্বর
তৃতীয় অধ্যায়		
৩.১	বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা	৫৪
৩.২	রাজনৈতিক দলের কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব	৫৪
৩.৩	মন্ত্রিপরিষদে নারীর প্রতিনিধিত্ব	৫৮
চতুর্থ অধ্যায়		
৪.১	জাতীয় সংসদ ও নারীর প্রতিনিধিত্ব	৭১
৪.২	সংসদীয় নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব	৭২
৪.৩	সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনে নারী প্রার্থী	৭৩
৪.৫	১৯৯৬-র নির্বাচনে সাধারণ আসনে বিজয়ী মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিদের বিবরণ	৭৪
৪.৬	সাধারণ আসনে উপ-নির্বাচন ও নির্বাচিত নারী সাংসদ	৭৫
৪.৭	বিভিন্ন উপনির্বাচনে জয়ী নারী সাংসদ	৭৫
৪.৮	১৯৯৬ নির্বাচনে মহিলা মনোনয়ন	৭৬
৪.৯	বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক সাধারন আসনে নারী মনোনয়ন	৭৭
৪.১০	সংসদে নারী আসন বিষয়ে জনগণের অভিমত	৭৮
৪.১১	মহিলা সাংসদের দলীয় নমিনেশন লাভের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর	৭৮
৪.১২	অন্য জেলা থেকে সংরক্ষিত মহিলা সাংসদ	৭৯
৪.১৪	বিভিন্ন সময়ে সংরক্ষিত নারী আসন ও নির্বাচন পদ্ধতি	৮২
৪.১৫	জাতীয় সংসদ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণে অন্তরায়	৮৭
৪.১৬	জাতীয় সংসদে নারী সদস্য থাকার প্রয়োজনীয়তা	৮৭
৪.১৯	সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচিতি	৯৫
৪.২০	বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টে নারী সদস্য	৯৬
৪.২১	দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ সমূহে পার্লামেন্টে নারী (১৯৯৬)	৯৬
৪.২২	বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উচ্চ কক্ষ বা নিম্নকক্ষে নারীর অবস্থান	৯৮
পঞ্চম অধ্যায়		
৫.১	উত্তরদাতাদের বয়স সীমা (বৎসর)	১৩৮
৫.২	উত্তরদাতাদের সামাজিক পরিচিতি	১৩৮
৫.৩	উত্তরদাতা (মহিলা/পুরুষ) সংক্রান্ত তথ্য	১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪	উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৩৯
৫.৫	রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা (বৎসর)	১৪০
৫.৬	উত্তবদাতাদের পরিবারের ধরণ	১৪০
৫.৭	পরিবারের মহিলা সদস্যগণের রাজনৈতিক সচেতনতা	১৪১
৫.৮	মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে মতামত	১৪১
৫.৯	নারী অধিকার প্রাপ্তি সংক্রান্ত মতামত	১৪২
৫.১০	বাংলাদেশের নারীদের অধিকার সচেতনতা বিষয়ে মতামত	১৪৩
৫.১১	নারীর ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক দলের মনোভাব	১৪৪
৫.১২	নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে বিগত আওয়ামী লীগ সবকারের ভূমিকার যথার্থতা বিষয়	১৪৭
৫.১৩	নারীর অধিকার বাস্তবায়ণ ভিত্তি শীর্ষক মতামত	১৪৮
৫.১৪	অধিকার আদায়ে রাজপথে আন্দোলন প্রসংগে	১৪৯
৫.১৫	অধিকার আদায়ে রাজপথে নামার প্রস্তুতি প্রসঙ্গ	১৪৯
৫.১৬	নারীদের রাজপথে নামার প্রয়োজন হবে কিনা, সে বিষয়ে মতামত	১৪৯
৫.১৭	ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌবসভায় সরাসরি নির্বাচনেব মাধ্যমে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা আছে এর যথার্থতা বিষযে মতামত	১৫০
৫.১৮	আমাদের দেশে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ খুব কম এর কারণ	১৫২
৫.১৯	সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখা প্রসংগে	১৫৫
৫.২০	সংবক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনেব প্রয়োজনীয়তা	১৫৫
৫.২১	১৯৭৩ সালের সংবিধানে ১৫টি সংরক্ষিত আসন সৃষ্টি করা যথার্থ হয়েছিল কি না?	১৫৯
৫.২২	সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত আসন ৩০ থেকে ৪৫-এ উন্নীত করা এবং বিজয়ী দল সমূহের মধ্যে সংখ্যানুপাতে আসন বন্টন করার বিধান সময় উপযোগী কিনা সে মর্মে উত্তরদাতাদের মতামত	১৬০
৫.২৩	সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন প্রসংগ	১৬১
৫.২৪	১৪তম সংশোধনী ও বিএনপি'র নির্বাচনী অঙ্গীকার প্রসংগে মতামত	১৬২
৫.২৫	সংবক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন প্রক্রিয়া প্রসংগে মতামত	১৬৪
৫.২৬	আনুপাতিক মনোনয়ন পদ্ধতির এবং নারীদের ক্ষমতায়নের পথে বাধা	১৬৫
৫.২৭	১৪তম সংশোধনীর সময় তৎকালীন বিরোধী দল এবং অধিকাংশ নারী সংগঠন ও নারী নেত্রীগণ এর বিরোধিতা করে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখার আহবান জানিয়েছিলেন। এ বিরোধিতার যথার্থতা বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত নিম্নরূপ।	১৬৫
৫.২৮	সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের পরিবেশ বিষয়ে অভিমত	১৬৭
৫.২৯	সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যগণের যথাযথ দায়িত্ব পালন	১৬৮
৫.৩০	সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন পদ্ধতি	১৬৮
৫.৩১	১৯৯৭ সালের গুরুত্ব এবং ২০০৪ সালে সংশোধিত নারী উন্নয়ন নীতিমালার গুরুত্ব	১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩২	উত্তরদাতার পছন্দনীয় নীতিমালাটি নারী উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট কিনা সে মর্মে উত্তরদাতার মতামত	১৬৯
৫.৩৩	জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের যর্থাথতা	১৭৪
৫.৩৪	সংসদে নারী জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক অভিমত	১৭৫
৫.৩৫	নারীদের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মনোনয়নের সংখ্যা বাড়ানো প্রসংগে	১৭৫
৫.৩৬	সংরক্ষিত আসনে নারীদের নির্বাচন শুধুমাত্র নারী ভোটারদের ভোটে হওয়া প্রসংগে	১৭৬
৫.৩৭	সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন সাধারণ আসনে নির্বাচিত এমপিদের ভোটে হওয়া উচিত কি না	১৭৬
৫.৩৮	সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যগণের সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ প্রসংগে	১৭৬
৫.৩৯	সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যগণের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন প্রসংগে	১৭৭
৫.৪০	সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যগণের নারী স্বার্থের বিষয়ে সচেতনতা এবং তাদের যোগ্যতার পরিচয় প্রদান প্রসংগে	১৭৭
৫.৪১	সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সাংসদ ও সাধারণ আসনে নির্বাচিত সাংসদ এর সার্বিক গুরুত্ব প্রাপ্তি প্রসংগে	১৭৭
৫.৪২	সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ দলীয় যোগ্যতা দিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন কি না	১৭৮
৫.৪৩	মন্ত্রীসভায় আরো অধিক সংখ্যক মহিলা সংসদ সদস্য থাকা প্রসংগে	১৭৮
৫.৪৪	সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫-এ উন্নীত করা বিগত জোটসরকারের স্বদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ কি না	১৭৮
৫.৪৫	প্রতিটি জেলাতে একটি করে সংরক্ষিত নারী আসন ঘোষণা করা প্রয়োজন কি না	১৭৯
৫.৪৬	প্রতি ৩টি সাধারণ আসনের বিপরীতে ১টি করে সংরক্ষিত নারী আসন নির্ধারণ প্রসংগে	১৭৯
৫.৪৭	মহিলা আসন সংখ্যা বর্তমান ৪৫টি রাখাই যথেষ্ট কি না	১৭৯
৫.৪৮	মহিলা আসন সংখ্যা ১৫০টি করার প্রস্তাব প্রসংগে	১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

লেখচিত্র তালিকা

	লেখচিত্র	পৃষ্ঠা নম্বর
৪.১	সংসদে নারী ঃ বৈশ্বিক চিত্র এবং বাংলাদেশ	৯৭
৫.১	উত্তরদাতাদের সামাজিক পরিচিতি	১৩৮
৫.২	উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৩৯
৫.৩	উত্তরদাতাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা	১৪০
৫.৪	নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে বিগত জোট সরকারের ভূমিকা	১৪৬
৫.৫	জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন করা ক্ষেত্রে নারীর সীমাবদ্ধতা	১৫৩
৫.৬	১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের অধিকার খর্ব হওয়ার বিষয়ে মতামত	১৬২
৫.৭	সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনে নারীদের প্রস্তুতি প্রসঙ্গ	১৬৭
৫.৮	সংরক্ষিত আসনে নারীদের নির্বাচন নির্বাচনী এলাকার জনগণের সরাসরি ভোটে হওয়া উচিৎ	১৭৫
৫.৯	জাতীয় সংসদ ও নারী নেত্রী	১৮০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১। ভূমিকা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী এবং দারিদ্রের মাপকাঠিতে সকল দিক দিয়েই পুরুষের তুলনায় নারীরা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আছে। বাংলাদেশপৃথিবীরচরমদারিদ্র পীড়িত একটি দেশ আর এই দারিদ্রের সর্বাধিক ভার বহন করে এ দেশের দুস্থ নারীরা। আমাদের দেশে নারীর অবস্থার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও গ্লোবালাইজেশন-এর আধুনিক একবিংশ শতাব্দীতেও অনেক ক্ষেত্রে এদেশে নারীরা আজ বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। এ দেশে অনেক ক্ষেত্রে আজও প্রতিধ্বনিত হয় 'নারী মায়ের জাত' কিংবা 'মেয়ে মানুষ পরের ভাগে খায়'। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নিদারুণ কষাঘাতে যুগ যুগ ধরেই নারীরা ছিল নিষ্পেষিত এবং নিগৃহিত। এ কারণেই বাংলাদেশে নারী-পুরুষের মাঝে বৈষম্য ইস্যুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আলোচিত হয় যাতে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর প্রবেশ ও অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি পেতে পারে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এদেশে সাংবিধানিক অঙ্গীকার রক্ষায় নারীর জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন-চাকুরীর ক্ষেত্রে নারীর জন্য কোটা সংরক্ষণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা নিয়োগে ৬০ ভাগ মহিলা নিয়োগ, ডিগ্রী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষালাভের সুযোগ ইত্যাদি। তথাপি নারী উন্নয়ন তথা নারীর সম-অধিকার অর্জন এবং তার আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য যে কার্যকর নীতি ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার দরকার তা এদেশে মারাত্মকভাবে অনুপস্থিত বলে অনেকেই মনে করেন।[১]

মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রণীত সংবিধানে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১০, ১৯, ২৭, ২৮ এবং ২৯ নম্বর ধারাসমূহে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ধরণের বৈষম্য রাখা না হলেও রাজনীতিতে নারীরা পুরুষদের সম-পর্যায়ে নেই, নারীরা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এ চিত্র শুধু রাজনৈতিক অঙ্গনেরই নয়, বাংলাদেশের অন্যান্য সকল পর্যায়েই নারীর অবস্থান এরূপ। রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেও পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত কম, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ বৈষম্য আরো প্রকট।[২]

তাই জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধিকরণ পূর্বক ফলপ্রসূকরণে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণের আবশ্যকতা এখন সময়ের দাবী হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। সংবিধানে নারীদের মর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হলেও নারীর মর্যাদা এদেশে আজও পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং সামন্তবাদী ও পশ্চাৎপদ ধ্যান ধারণা প্রধান বাধা হিসেবে অব্যাহত রয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তারা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাংবিধানিক অধিকার প্রাপ্ত। সে কারণেই নারীদের ভোটাধিকারও রয়েছে। নারীদের ভোটাধিকার থাকলেও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা কখনই সক্রিয় ভোটার হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারে না। সন্ত্রাস, ফতোয়াবাজি, পারিবারিক বিধি-নিষেধ, ভোটকেন্দ্রের দূরত্ব, যাতায়াতের

Dhaka University Institutional Repository

অসুবিধা, পর্দা প্রথাসহ পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি কারণ এর জন্য দায়ী। এক কথায় জাতীয় রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত কম।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ৩০০টি সাধারণ আসন রয়েছে। মহিলাদের জন্য কিছুদিন আগ পর্যন্তও ৩০টি আসন সংরক্ষিত ছিল এবং বর্তমান সংসদে এ আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৪৫টি করেছে। তাছাড়া সরাসরি নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং নির্বাচিত হবার পরিসংখ্যানও নিতান্তই অল্প। জাতীয় সংসদসহ রাজনীতির সকল স্তরে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও নারীরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। জাতীয় সংসদসহ স্থানীয় সকল পর্যায়ে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা তার সাক্ষ্য বহন করে। বাস্তবিক অর্থে নারীরা পিছিয়ে আছে বলে তাদের জন্য আলাদা আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এত কিছুর পরেও এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান এখনো ইতিবাচক নয়।[৩]

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ২জন নারী সরাসরি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন এবং পরাজিত হন। ১৯৭৯ সালে ৯%, ১৯৮৬ সালে ১.৩%, ১৯৮৮ সালে ০.৭%, ১৯৯১ সালে ১.৫%, ১৯৯৬ সালে ১.৩৬% এবং ২০০১ সালে ২% নারী সরাসরি নির্বাচনে সংসদে আসন লাভ করেন।[৪] পরিসংখ্যান থেকে যদিও এটা প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয় সংসদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে বাড়ছে তবুও তা উল্লেখ করার মত নয়।

এখনও বাংলাদেশের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। জাতীয় সংসদে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি এ যাবতকাল শুধু বক্তৃতা বিবৃতিতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ১৯৯১ সাল থেকে এ দেশে সরকার প্রধান মহিলা হলেও জাতীয় সংসদ এবং জাতীয় রাজনীতিতে নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব সংখ্যার বিচারে নিতান্তই অপ্রতুল। এ বিষয়ে নারী সমাজ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, নারী ও মানবাধিকার সংগঠন সমূহের অব্যাহত আন্দোলন ও দাবী সত্ত্বেও নারীর ক্ষমতায়নের ইস্যুটি এখনো ধোঁয়াচ্ছন্ন এবং অমিমাংসিত রয়ে গেছে।[৫]

আমাদের সংবিধানে নারী-পুরুষ সমতা স্বীকৃত হলেও রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও ক্রীড়াসহ রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুরুষদের সিদ্ধান্ত মহিলাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় এবং যুক্তি দেখানো হয় যে, এটা করা হয়েছে নারীদের স্বার্থেই। নারীদের তথাকথিত স্বার্থে গৃহীত এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদের মতামত স্থান পায়না মর্মে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। নারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন কোন ক্ষেত্রে আবার নারীদের নিজেদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্তি পরিলক্ষিত হয়। এ সব বিষয়ের মধ্যে এ মুহূর্তে সর্বমহলে যে বিষয়টি ব্যাপক আলোচিত হচ্ছে তা হলো বাংলাদেশ সংবিধানে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে সংবিধানের ১৪ তম সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে রয়েছে বহু বিতর্ক। সরকারী দল ও বিরোধীদলের বক্তব্য বিপরীতমুখী। সরকারী দল বলছে বিরোধী দলের আগ্রহ না থাকায় সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান রাখা হয়নি। অন্যদিকে বিরোধী দল বলেছে সরকারী দলের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ থাকায় তারা বিরোধী দলের মতামতকে উপেক্ষা করে সংবিধান সংশোধন পূর্বক সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫ করেছে এবং হীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে আইন প্রণয়ন করে রাজনৈতিক দল গুলোর জাতীয় সংসদের সাধারণ আসন প্রাপ্তির অনুপাতে দলীয় মনোনয়ন সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অথচ উভয় দলের

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে মহিলাদের নির্বাচিত করা। নারী নেতৃত্বের এক অংশ এর পক্ষে ও এক অংশ এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তাই এ বিষয়টি বর্তমানে একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

১.২। সংরক্ষিত নারী আসন যৌক্তিক অবস্থান

সারা বিশ্বে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায়নি কোথাও। যদিও উন্নত বিশ্বে সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবারের অবস্থান একটা সহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। তারপরও সে সব দেশে পুরুষের তুলনায় নারীরা তাদের সক্ষমতা অর্জনে সুযোগ পায়নি। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন) গণতান্ত্রিক শাসনের মানকে সমুজ্জ্বল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নেও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে।[৬] বর্তমানে স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন রয়েছে, যাতে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যবস্থা স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদে একজন করে মহিলা সহ সভাপতি (সংরক্ষিত) পদ সৃষ্টিপূর্বক নারীর ক্ষমতায়নকে আরো একধাপ এগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতির সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদে এ চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্থানীয় সরকারের সাফল্য অনুসরণ করে জাতীয় সংসদেও এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে জাতীয় পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত হবে, সাথে সাথে দেশের উন্নয়নে নারীর ভূমিকাও আরো সংহত হবে।[৭]

নারীর প্রতি বৈষম্য সারা বিশ্বব্যাপীই বিদ্যমান, নারীর প্রতি এই বৈষম্য নিরসন হবে তখনই যখন জাতীয় সংসদ সহ সর্বস্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশ গ্রহণকে নিশ্চিত করা যাবে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত মহা-ক্ষমতাশালী গণতান্ত্রিক দেশেও একজন নারীকে দেশের রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে মেনে নেওয়া এখনও সুদুর পরাহত। তাই হিলারী ক্লিনটন অত্যন্ত উঁচুমানের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনের জন্য মনোনয়নের দৌড়ে পিছিয়ে পড়েন। যদিও তাঁর স্বামী বিল ক্লিনটন পর পর দু'বার নির্বাচিত অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট ছিলেন। অথচ নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষার পাশাপাশি যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হলো রাজনীতিতে নারীদের অংশ গ্রহণ এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক নারীর প্রতিনিধি সংসদে থেকে নারীর স্বার্থে যথাযথ আইনপাশ সহ সার্বিক ভূমিকা রাখা। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বিভিন্নভাবে দীর্ঘদিন পূর্বে শুরু হলেও সংসদে নারীর প্রথম প্রবেশের সুযোগ হয় ১৯০৭ সালে। ১৯০৭ সালে ফিনল্যান্ডের সংসদ নির্বাচনে বেশ কিছু নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং তাঁদের মধ্যে কয়েক জন জয়লাভ করেন। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন নির্বাচনে ফিনল্যান্ড পার্লামেন্ট এডুসকুনটাতে ২০জন নারী সাংসদ হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেন।[৮]

বাংলাদেশে রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সহ সকল ক্ষেত্রে তারা বৈষম্যের শিকার। পুরুষের তুলানায় তাদের গুরুত্ব

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত নগন্য। দেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের প্রধান নারী হলেও উভয় দলের রাষ্ট্র পরিচালনাই নারীদের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে বলা যায় না। আমাদের সংবিধানে সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান ক্ষমতা স্বীকৃত হলেও কার্যক্ষেত্রে এর প্রয়োগ নারী বান্ধব নয়। তাই ১৯৯৭ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে ২০০৪ সালে রাষ্ট্রক্ষমতায় একজন নারী প্রধানমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নারী উন্নয়ন নীতিতে চুপিসারে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হয়। নারী নেতৃত্বের কারো কারো মতে এটা ছিল সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল বিকৃতি যা কার্যত নারী উন্নয়নকে ব্যাহত করার ষড়যন্ত্র ।

এ দেশে নারীরা সমাজের সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে সর্বাগ্রে তাদেরকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রসরমান করতে হবে। বেঞ্জামিন বেকারের মতে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষের উদাসীনতা দুর হয়[৯] এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। তাই নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ জরুরী। এতে এদেশের নারী সমাজের মাঝে বিরাজমান হীনমন্যতা, উদাসীনতা দূর হবে এবং তার স্বীয় অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। কিন্তু রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য সুযোগের প্রয়োজন। প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। কেননা মানুষ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই রাজনীতিতে জড়িত হয়।[১০]

জাতির সত্যিকারের উন্নয়নের স্বার্থে নারীদেরকে উন্নয়নের স্রোতধারায় নিয়ে আসতে হবে। নারীকে গৌণ করে দেখার বা রাখার মনোভাব পরিহার করতে হবে। প্রয়োজনে লিঙ্গ বৈষম্য রোধ করা সহ লিঙ্গ সমতা আইনের জন্য অন্যান্য কাজের সাথে (১) নারী শিক্ষা (২) নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাজেট সহ অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো। (৩) সহায়ক আইন প্রণয়ন (৪) সংসদে নারী আসন সংরক্ষণ ও সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে সংরক্ষিত আসন সহ সাধারণ আসনে নারীকে বেশী সুযোগ দেয়া (৫) নীতি নির্দ্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ। (৬) পুরুষকে সহায়ক শক্তি হিসাবে রাখা ও (৭) নারীর অবস্থা বিষয়ে ভালো গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।[১১]

বাংলাদেশের অর্ধেক ভোটার মহিলা, যারা ভোট দিয়ে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধি নির্বাচন করেছে। কিন্তু তাদের পক্ষে কথা বলার জন্য তাদের (নারীদের) নিজস্ব প্রতিনিধিত্ব আনুপাতিক হারে খুবই কম। সংসদে নারীরা হচ্ছে সংখ্যালঘু, নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা তাদের মোকাবেলা করতে হবে। তাই সংসদে তাদের প্রকৃত ভূমিকার স্বরূপ উন্মোচন করার জন্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন।

আমাদেব বিকাশমান গণতন্ত্র চর্চায় বা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও নেতৃত্বের প্রয়োজন। অধিক হারে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি ও তাদের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি নারীদের সম্পৃক্ত ইস্যুগুলোর প্রতি নজর দেয়া সহজ হবে। তাই জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সাধারন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি সংরক্ষিত আসন রক্ষা করা বা বৃদ্ধি করা বা একটি গ্রহণযোগ্য আসন সংখ্যা নির্দ্ধারিত রাখা অত্যাবশ্যক এবং সেটি সংরক্ষিত আসনগুলির নির্বাচন প্রক্রিয়া এমন হওয়া উচিৎ যাতে করে নারীরা কারো করুণায় নয় বরং নির্বাচনে নিজের যোগ্যতায় নির্বাচিত হতে পারে। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সরকারী ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ অবহিত হওয়ার দাবি রাখে,

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারকে জনগণের সরকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১২] আর বাংলাদেশের বিদ্যমান সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার তার কর্মকান্ডের জন্য সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। আর সংসদে আসার জন্য সাংসদদের ম্যান্ডেট দেয় জনগণ। সার্বিকভাবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আইনসভার কার্যক্রমের আওতায় সরকার নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পায়। সরকারী নীতি/সিদ্ধান্তকে জনগণের আশা আকাঙ্খার অনুকূলে পরিচালিত করা এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে দুর্নীতি ও অকল্যাণকর কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধি হিসেবে মহিলারা আইনসভায় এ সুযোগ কতটুকু লাভ করেন?[১৩] জনপ্রতিনিধি হিসেবে তারা আইন সভায় কতটুকু সুযোগ লাভ করেন সে ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ একটি জরুরী ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নারীর সম্ভাবনা ও সমস্যা উভয়ই বিদ্যমান। এ সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো দেশ তথা জনগণের স্বার্থে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। আশা করা যায় এ গবেষণা এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

১.৩। গবেষণার উদ্দেশ্য

কি উদ্দেশ্যে গবেষণা পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীর ক্ষমতায়ন বা সমকক্ষতা আইন, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, নারীর প্রতি সর্বধরণের সহিংসতার বিনাশ সাধনের লক্ষ্যে নারীর যেমন রাজনীতিতে অধিক মাত্রায় অংশ গ্রহণ জরুরী তেমনি এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় সংসদকে নারীর সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি করার জন্য এ অনুসন্ধান। তাই এ গবেষণার উদ্দেশ্য হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্ধারণ করা হলো ঃ

(ক) জাতীয় সংসদ ও রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়?

(খ) সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশ গ্রহণের গুরুত্ব পর্যালোচনা।

(গ) সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত বর্তমান সময় উপযোগী কিনা?

(ঘ) উল্লেখিত আইনে সংসদের মাধ্যমে মহিলাদের অধিকার খর্ব হয়েছে কি না?

(ঙ) মহিলারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনে অংশ নেয়ার মত প্রস্তুত কি না?

(চ) বিগত চারদলীয় জোট সরকারের অংশ বিএনপি তার নির্বাচনী অঙ্গীকার জনস্বার্থে রহিত করে নারীর আসনে পরোক্ষ বাছাই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে কি না?

(ছ) এ বিষয়ে বিগত বিরোধী দলের (আওয়ামী লীগ) মনোভাব যথার্থ কি না?

(জ) মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? সে ক্ষেত্রে আসন সংখ্যা কত হওয়া যুক্তিযুক্ত।

(ঝ) সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? সে ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়া কি হবে।

(ঞ) সর্বোপরি এ ব্যবস্থায় জনগণের বিশেষ করে মহিলাদের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে কি না?

১.৪। গবেষণার যথার্থতা

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থার পদ্ধতি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোরই চিন্তা চেতনার ফল। ১৯৭৩ সালে সংবিধানের ৬৫ নং আর্টিকেলের মাধ্যমে মহিলাদের জন্য ১৫টি সংরক্ষিত আসন সৃষ্টি করা হয়। মহিলাদের পশ্চাৎপদ অবস্থা এবং রাজনীতিতে অনভিজ্ঞতার কারণে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। ১৯৭৯ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এ আসন সংখ্যা ৩০ এ উন্নীত করা হয় এবং ২০০৪ সালে তা আবার বাড়িয়ে ৪৫ করা হয়। অথচ এ আইন তৈরি করার সময় যুক্তি দেয়া হয়েছিল যে যখন নারীরা রাজনীতিতে যথেষ্ট পরিমান অভিজ্ঞতা অর্জন করবে তখন এ ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ বিষয়ে যথেষ্ট কৌশলী। জাতীয় নির্বাচন গুলোতে রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক মনোনীত মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা থাকে হাতে গোনা। মনে হয় কেবল মাত্র ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহারের জন্যই নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যার ফলে সংসদে ঐ সব মহিলা সাংসদের কার্যকরী ভূমিকা রাখা সম্ভব হয় না এবং এ সংক্রান্ত তেমন কোন ইস্যুই দৃষ্টি গোচর হয় না। বিগত (২০০১) সংসদ নির্বাচনের সময় প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল সংসদে মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন করা।[১৪] কিন্তু এ বিষয়ে সংবিধান সংশোধনী অন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তদানিন্তন সরকার দীর্ঘ তিনটি বৎসর সময় নিয়েছে এবং সে ক্ষেত্রেও সরকারের বড় অংশীদার বিএনপি তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার থেকে পিছিয়ে এসেছে মর্মে বিতর্ক উঠেছে। অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদল তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার মোতাবেক প্রত্যক্ষ নির্বাচন দাবী করলে নব প্রণীত আইনের আওতায় সংসদে তাদের হিস্যা অনুযায়ী সদস্যপদ গ্রহণেও দলের অনেকের আগ্রহ আছে মর্মে পত্র পত্রিকা থেকে প্রতীয়মান হয়। আবার এ বিষয়ে নারী নেতৃত্বও দ্বিধা বিভক্ত। ফলে এ বিষয়টি এখন একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে খুবই সীমিত গবেষণা হয়েছে। গৃহীত বিষয়টি নারী উন্নয়ন বা ক্ষমতায়নের পাশাপাশি দেশ ও জাতীর সার্বিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। এর মাধ্যমে রাজনৈতিকদল ও জনগণের মনোভাব প্রতিফলিত হবে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যক্রমের আলোকে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারী নেতৃত্বের অবস্থা রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে সুযোগ-সুবিধা, সমস্যা ও সম্ভাবনা, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, জাতীয় সংসদের কার্যক্রম ও সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সাংসদ হিসেবে সংসদীয় এলাকার জনগণের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, সরকারের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, সংসদ ও নারী নেতৃত্বের বিভিন্ন দিক, অবস্থা, বিকাশের ধারা, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ইত্যাদি অনুসন্ধানের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের চিত্র চিত্রিতকরণ এবং এ বিষয়ে নবতর জ্ঞানের সংযোজন ঘটানো ছাড়াও সংসদীয় ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকরী করার ক্ষেত্রে এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে আলোচ্য গবেষণার ফলাফল বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

১.৫। পুস্তক পর্যালোচনা

বাংলাদেশের সংবিধান একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান। দেশের শতকরা অর্ধেক জনশক্তি নারী এবং সংবিধানের নারী-পুরুষের সমাধিকার স্বীকৃত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে নারী তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্দোলন করেছে, জেল-জুলুম সহ্য করেছে। নারী সমাজের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের মনোভাব অথবা রাষ্ট্রের একজন নাগরিক এবং সমাজের একজন মানুষ হিসেবে নারীকে অধিকার দেয়ার যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা আমাদের দেশে অনুপস্থিত থাকায় সংবিধানে নারী-পুরুষ সমাধিকারের ধারাগুলো বাস্তবে অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর কোথাও নারীকে নিয়ে কম লেখা হয়নি। অতীতের সব লেখায় নারী ছিল কল্পনার, প্রেরণার অংশ। নারী একজন মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে। নারী পরিবার, সমাজ, রাজনীতি বা রাষ্ট্রীয় অংশীদারিত্বে অংশ নিতে শুরু করেছে মাত্র। সকল ক্ষেত্রে নারীর বিচরণ

Dhaka University Institutional Repository

এখনও অবাধ নয়, নানা বৈষম্যের মধ্যে তার বসবাস। নারী ভিত্তিক সমকালীন লেখাগুলো নারীর অসহায়ত্ব, বৈষম্য এবং তা থেকে বেড়িয়ে আসার প্রেরণায় উজ্জীবিত। তা সত্ত্বেও নারী বেশী দুর এগিয়ে আসতে পারেনি। সে আঙ্গীকে "বাংলাদেশ সংবিধানে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন ১৯৭২-২০০৪ ঃ একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কারণ এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত চোখে পড়ার মত খুব একটা গবেষণা হয়নি বললেই চলে।

সমাজিক গবেষণায় গবেষণা সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট পুস্তক পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এর মাধ্যমে গবেষক-

(ক) যে বিষয়ে গবেষণা করতে চান সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা পেতে পারেন।

(খ) চিহ্নিত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার আদৌ প্রয়োজন আছে কি না বা ইতোপূর্বে কেউ এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন কিনা বা আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে কিনা সে মর্মে ধারণা নিতে পারেন।

(গ) এর মাধ্যমে গবেষক তার গবেষণার বিষয়বস্তু ঠিক করতে পারেন।

(ঘ) এর মাধ্যমে গবেষণার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় এবং একটি প্রাথমিক খসড়া (Outline) তৈরী করা যায়।

তাই আলোচ্য গবেষণায় প্রাথমিক ভাবে নারী, নারীর রাজনীতি, ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় সংসদে নারী ভিত্তিক বিভিন্ন পুস্তক পর্যালোচনা করা হয়।

বাংলাদেশ সংবিধান, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বা নারী অধিকার বিষয়ক সরকারী দলিল পর্যালোচনায় দেখা যায় জাতীয় সংসদে মহিলাদের অসহায় অবস্থার বিষয়ে কোন নির্দেশনা বা প্রস্তাবনা নেই।

সাম্প্রতিক সময়ে নারী বিষয়ে বেশ কিছু লেখালেখি বা গবেষণা হলেও নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ বা নারীর ক্ষমতায়ন বা নারীর সমস্যা সমধানের লক্ষ্যে আরো ব্যাপক ভিত্তিক গবেষনার প্রয়োজন রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। নারীকে রাজনীতিতে উৎসাহিত করা ও জাতীয় সংসদের মাধ্যমে নারীর সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করণসহ সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষন করা হয়। কিন্তু অভিযোগ আছে যে সংরক্ষিত আসনে মনোনীত নারী সাংসদগণ তেমন কোন ভুমিকা রাখতে পারছেন না। অথচ এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যৎসামান্য গবেষণা হলেও তা থেকে পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না।

নারীদের নিয়ে লেখা বহুল আলোচিত গ্রন্থ যেমন মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হকের "আমি নারী, তিনশ বছরের বাংগালী নারীর ইতিহাস"[১৫], সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত "নারীর ক্ষমতায়ন, রাজনীতি ও আন্দোলন"[১৬] বা নারী নেত্রী মালেকা বেগম এঁর "নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক"[১৭] অথবা নারী নেত্রী ফরিদা আখতার এঁর "প্রতিরোধ-অর্থনীতি * যুদ্ধ * নারীমুক্তি"[১৮]সালমা খান এঁর "বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা"[১৯], মাহমুদা ইসলাম এঁর "নারী ইতিহাস ও প্রেক্ষিত"[২০] অথবা হাসনা বেগম এঁর "নৈতিকতা নারী ও সমাজ"[২১] এমনকি মেঘনা গুহঠাকুরতা, সুমাইয়া বেগম ও হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত, "নারী, প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি"[২২] গ্রন্থে নারীর ইতিহাস-ঐতিহ্য, নারীর আন্দোলন, নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা, বৈষম্য, নারীর দরিদ্রতা, পুষ্টিহীনতা, নারীর অধিকার, ভোটাধিকার,

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদে অংশীদারীত্ব, নারীর ক্ষমতায়নে সাফল্য-ব্যর্থতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে। তা থেকে নারীর অতীত ও বর্তমান বিষয়ে ব্যাপক ধারনা লাভ করা যায়। অবশ্য তাদের রচিত গ্রন্থে জাতীয় সংসদ যে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে বিশেষ কোন পর্যালোচনা নেই।

মাহমুদ কবীর তাঁর " বাংলাদেশের নারী"[২৩] গ্রন্থে নারীর কর্মক্ষেত্র, তার শ্রম, কম মজুরী প্রাপ্তিসহ নারীর প্রতি বৈষম্য, নারী নির্যাতন, গৃহ পরিচারিকা হিসেবে, ইটের ভাটা বা ইপিজেড নারীর অসহায় ও মানবেতর অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে একই শিরোনামে বেবী মওদুদ পাকিস্তান আমল থেকে নারীর সামাজিক ও সংগ্রামী ভূমিকার বর্ণনার পাশাপাশি ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে তার বীরত্বগাঁথা সহ নারীর বৈষম্য চিত্র তুলে ধরেছেন।

"বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব"[২৪] শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে জেসমিন আরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর দুর্বল অবস্থান, রাজনীতিতে ২ জন প্রভাবশালী নারীর উত্থান ও উত্তরাধীকারের ধারা সৃষ্টি, আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ও বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে নারীর জন্য গৃহীত কর্মসূচীর তুলনামুলক বিশ্লেষণ সহ জাতীয় সংসদে নারীর যথসামান্য প্রতিনিধিত্ব নিয়ে আলোচনা/পর্যালোচনা করেছেন।

হাসনা বেগম তাঁর "Women in the Developing world", Thoughts and Ideals'[২৫] গ্রন্থে সরকারী প্রচার যন্ত্রে নারীকে যথাযথ মূল্যায়ন না করা, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, ধর্মে নারীর অবস্থান এবং চাকুরীতে নারীর জন্য সংরক্ষিত কোটা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

নাজমা চৌধুরী, হামিদা আক্তার, মাহমুদা ইসলাম ও নাজমুন্নেছা মাহতাব সম্পাদিত "Women & Politics"[২৬] গ্রন্থে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও সে প্রেক্ষিতে সমস্যাবলী, গণতন্ত্র, আন্দোলন, রাজনৈতিক দলে নারীর অবস্থান এবং জাতীয় রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন তবে এতে সামগ্রীকভাবে জাতীয় সংসদে নারীর অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেনি।

মালেকা বেগম তাঁর গ্রন্থ "সংরক্ষিত মহিলা আসন-সরাসরি নির্বাচন"[২৭]-এর ৮টি প্রবন্ধে নারীর ভোট দান ও প্রার্থী হওয়ার অধিকার প্রাপ্তির ইতিহাস, রাজনৈতিক দলে নারীর অবস্থান, সংসদে সংরক্ষিত আসন বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু জাতীয় সংসদে মহিলা সাংসদদের সমস্যা বা নারীর স্বার্থে নারী সাংসদদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত বা নির্বাচন পদ্ধতি কি হওয়া উচিত সে মর্মে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পর্যালোচনা করা হয়নি। অন্যদিকে ফরিদা আক্তার সম্পাদিক "সংরক্ষিত আসন-সরাসরি নির্বাচন"[২৮] গ্রন্থে নারী আসন সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধান, সংরক্ষিত আসন ও সরাসরি নির্বাচন প্রসংগে বিভিন্ন নারী সংগঠনের দাবী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিমত লিপিবদ্ধ হয়েছে। আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, সব সময়ই বিরোধী দলগুলো জাতীয় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে মতামত দিলেও সরকারে গিয়ে তারা তা পালন করেনি বরং নানা টালবাহানার মাধ্যমে তা ভন্ডুল করেছে।

ড. শওকত আরা হোসেনের "স্বাধীনতা ও আমাদের প্রত্যাশা"[২৯] গ্রন্থের "সংরক্ষিত নারী আসন স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা" প্রবন্ধে কেন বাংলাদেশের নারীরা সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচন চান তার সাবলীল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার মতে, "সরকারী দল নিজেদের স্বার্থেই সংরক্ষিত আসনগুলো ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

করছে, জাতীয় স্বার্থে নয়" । তিনি উল্লেখ করেছেন ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে সংসদে নারীর জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিলেও বিএনপি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি । তাই লেখকের মতে "আমাদের দেশের রাজনীতি প্রতিশ্রুতির রাজনীতি । রাতের স্বপ্নে দেখা অনেক আশা বাস্তবতার আলোকে বুদ্বুদ হয়ে ভেসে বেড়ায় । কিন্তু এটাই সব নয়-নারীদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, সে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সরকারের ভাবমূর্তিই উজ্জ্বল হতো । নারীরা কিন্তু তাদের প্রতি এ অবজ্ঞার কথা সহজে ভুলতে পারবে না ।

নারী নেত্রী রোকেয়া কবীর তাঁর গ্রন্থে "বাংলাদেশের নারী সমাজের অবস্থা ও অবস্থান"[৩০] এ নারী সাংবিধানিক ভাবে পুরুষের সমান হলেও সমাজের সর্বক্ষেত্রে তার অবস্থান পুরুষের অধস্তন সে চিত্র তুলে ধরেছেন । সে সাথে নারীর আর্থসামাজিক,রাজনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রতি ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করেছেন ।

ইমতিয়াজ আহম্মেদ, মাহমুদ আনাম, ফিরোজ ম হাসান সম্পাদিত "নারী ও সংসদ"[৩১] গ্রন্থে রাজনীতি ও জাতীয় সংসদে নারীর অবস্থান, সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা ও নির্বাচনে নারীর সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে । তবে নির্বাচন প্রক্রিয়া কি হবে বা আসন সংখ্যা কতটি হবে তা এই গ্রন্থে স্পষ্ট হয়নি । এ গ্রন্থে প্রবন্ধকার ফারা কবির এঁর মতে "সংসদ সদস্য হিসেবে নারীর মূল্যায়নের জন্য রাজনৈতিক দলের মনোভাব পরিবর্তন না ঘটলে রাজনীতিতে নারীরা কাঙ্খিত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন না ।

"বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহন-সমস্যা ও সম্ভাবনা"[৩২] শীর্ষক গবেষণা কর্মে খালেদা নাসরিন সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারীর অবস্থান বৈষম্য তুলে ধরে বলেন জাতীয় সংসদে নারী সাংসদগণ যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছেন না । নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহনের প্রয়োজনীয়তা, এ ক্ষেত্রে অন্তরায় সমূহ, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে করণীয়, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদদের শিক্ষা, সমাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান, জাতীয় সংসদে ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহনের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করেছেন । তাঁর মতে সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচিত নারী সাংসদদের রাজনীতিতে তেমন কোন আগ্রহ নেই । তাদের অধিকাংশের কোন রাজনৈতিক ঐতিহ্য ছিল না ।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন গ্রন্থ, গবেষণাপত্র, প্রবন্ধ পর্যালোচনায় দেখা যায় ঃ-

১) নারীদের দাবী মোতাবেক জাতীয় সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচন প্রশ্নে তেমন কোন গবেষণা হয়নি ।

২) ব্যাপক নারী আন্দোলন সত্ত্বেও সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে চার দলীয় ঐক্যজোট সরকার নারী জাতির দাবী অগ্রাহ্য করেছে, এ বিষয়ে কোন গবেষণা হয়নি ।

৩) জাতীয় সংসদে নারী সাংসদ বিশেষ করে সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদগণ যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছেন কি না এবং সে ক্ষেত্রে সমস্যাদি কি, সে সম্পর্কিত কোন গবেষণাপত্র পাওয়া যায়নি ।

৪) নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ যথার্থ কিনা এবং আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচন প্রশ্নে যথার্থ গবেষণা হয়নি ।

Dhaka University Institutional Repository

৫) সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন হতে হলে তার প্রক্রিয়া কি হবে সে মর্মেও তেমন কোন ভাল গবেষণা কর্ম পাওয়া যায়নি।

রাজনীতিতে নারীর অবস্থান নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হলেও জাতীয় সংসদে নারীর অসহায় অবস্থান,সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক কোন সমন্বিত গবেষণা হয়নি । এ বিষয়ে আরো ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজন আছে মর্মে প্রতীয়মান হয় । তাই "বাংলাদেশ সংবিধানে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন ১৯৭২-২০০৪ঃ একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণাটি জাতীয় সংসদ ভিত্তিক নারীর সমস্যার ক্ষেত্রে আরো পরিপূর্ণ তথ্য উপাত্ত উন্মোচন করবে এবং সংসদে নারীর যথাযথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ সব তথ্য-উপাত্ত বা তা থেকে প্রণীত সুপারিশ সহায়ক হবে।

১.৬। অনুমিত সিদ্ধান্ত বা কল্পনা (Hypothesis)

অনুমিত সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষনা পদ্ধতির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। একে অনুসন্ধান কাজের দিক নির্দেশক বলা হয়। অনুসন্ধান কাজে তথা গবেষণার গবেষককে কি দেখতে হবে তা কল্পনা বা হাইপোথিসিস বলে দেয়।[৩৩] অন্যদিকে জে, এসমিল বলেছেন, হাইপোথিসিস হলো এমন এক অপ্রমাণিত বা প্রায় অপ্রমাণিত আনুমানিক ধারণা যে, কল্পনাটি থেকে অনুমিত সিদ্ধান্তগুলির সাথে জ্ঞাত সত্যের সামঞ্জস্য ধরা পড়লে কল্পনা তথা হাইপোথিসিসটি সত্য অথবা সম্ভবত সত্য হবে।[৩৪]

সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে কল্পনা তৈরী অতীব জরুরী। প্রত্যেক গবেষকই যখন কোন সমস্যা নির্বাচন করেন, তখন সে সমস্যার ধারাবহিকতা ধরেই গবেষকের মনে কতক বা একক কল্পনার উদ্ভব ঘটে। এ কল্পনা কখনও প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনও পরোক্ষভাবে যাচাই করা হয় । সাধারণত কতক সামাজিক গবেষণা রয়েছে যেখানে গবেষক সরাসরি কল্পনাটি ব্যক্ত করেই, তা যাচাইয়ের জন্য গবেষণাটি পরিচালনা করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, মূলত গবেষক কল্পনাটির বৈধতা যাচাইয়ের জন্যই গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্মলাভের অব্যবহিত পর থেকেই বাংলাদেশ সংবিধানে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৪৫টি। যাদেরকে সাধারণ আসনে বিজয়ী দলগুলোর আসন সংখ্যার অনুপাতে দলীয় মনোনয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে। কিন্তু যারা নারী ইস্যু নিয়ে কাজ করছেন তাদের দাবী হলো সরাসরি নির্বাচন। কারণ সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমেই নারীর ক্ষমতায়নের বহিঃ প্রকাশ ঘটে। দেশের স্থানীয় সরকার নির্বাচন গুলোতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে এবং মহিলারা সাফল্যজনকভাবে সে সব নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছেন। একই সাথে স্থানীয় এলাকা সমূহে নির্বাচিত মহিলা জন প্রতিনিধিদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এ দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পরিবর্তন এনেছে যা পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় দেখা যায়নি। এ মুহূর্তে বিবেচ্য বিষয় হলো জাতীয় নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন মহিলাদের জন্য কতখানি প্রযোজ্য। নারীর ক্ষমতায়ন, রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ, নারী অধিকার বাস্তবায়ন এবং দারিদ্র দূরীকরণে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেটি পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচিত মহিলা সংসদ সদস্যদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। তাই এ গবেষণার মাধ্যমে মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ এবং রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে মহিলাদের অংশ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সমূহ চিহ্নিত করা এবং এ প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকার গুণগত পরিবর্তন আসবে বলে একজন গবেষক হিসাবে আমি মনে করি। সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থা মহিলাদের জন্য কতটুকু যথার্থ তা পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়া যাবে। সে সাথে জনগণের বিশেষ করে নারী সমাজের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সামঞ্জস্যতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে।

এ দেশের নারী সমাজ সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে সকল ক্ষেত্রে তাদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের উদাসীনতা দুর হয় এবং পিছিয়ে পড়া লোক জন তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়। তাই নারীর রাজনীতিতে অংশ নেয়া জরুরী। এতে এ দেশের নারী সমাজের মাঝে বিরাজমান হীনমন্যতা, উদাসীনতা দুর হবে এবং তারা সাহসী ও আত্মনির্ভরশীল হবে।

কিন্তু আমরা কি আমদের দেশের ক্ষেত্রে এরূপ কল্পনা করতে পারি যে, এ দেশে নারীর প্রতি বৈষম্য হয় না। বা কোন নির্যাতন হয় না। অথবা তারা স্বাধীন ও স্বাবলম্বী, রাজনীতিতে তাদের অবাধ বিচরণ, তাই সংসদে তাদের জন্য সংরক্ষিত আসন প্রয়োজন নেই। আর প্রয়োজন থাকলেও বর্তমান আলোকে যে পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আসনে মহিলা সংসদ সদস্য নির্বাচন করা হচ্ছে তা যথার্থ এবং তারা সংসদে গিয়ে নারী উন্নয়নের জন্য যথাযথ ভূমিকা নিতে পেরেছেন। যদি তাই হয়, সে ক্ষেত্রে অনুমিত সিদ্ধান্তের সংজ্ঞার আওতায় আমরা নিম্নরূপ কল্পনা বা অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি-

১। বাংলাদেশে নারী পুরুষে কোন বৈষম্য নেই তাই রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতের প্রয়োজন নেই।

২। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনীতির কোন ভূমিকা নেই।

৩। যেহেতু নারীরা রাজনীতি সচেতন এবং তারা যথাযথভাবে অধিকার আদায় করে নিতে পারছে সেহেতু মহিলাদের জন্য সংসদে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন নেই।

৪। তাছাড়া বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী পুরুষের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। তাই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশে জাতীয় সংসদের কোন প্রভাব নেই।

৫। সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের সংসদে অংশগ্রহণে কোন পার্থক্য নেই।

৬। যোগ্যতার দিক থেকে নারী ও পুরুষ সদস্যদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

৭। নারী রাজনীতিবিদ এবং সংসদের সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের প্রতি সাধারণ জনগণ, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন নেতিবাচক মনোভাব নেই।

Dhaka University Institutional Repository

১.৭। তথ্য উৎস[৩৫]

যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য হলো মূল বিষয়। কারন সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতেই গবেষক তার অভিষ্ট লক্ষ্যে উপস্থিত হতে চেষ্টা করেন। তাই এ গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনায় দুই ধরনের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়েছে। যথাঃ-

i) মূখ্য বা প্রাথমিক (Primary) উৎস,

ii) গৌন (Secondary) উৎস

i) মূখ্য বা প্রাথমিক (Primary) উৎস ঃ- কোন বিষয়ে প্রকৃত ও অবিকৃত তথ্যই প্রাথমিক তথ্য হিসেবে বিবেচিত। এ গবেষণায় প্রশ্ন পত্রের মাধ্যমে জনগনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা প্রাথমিক তথ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে । তা ছাড়া বাংলাদেশ সংবিধান, জাতীয় সংসদের কার্য নির্বাহ পদ্ধতি, জাতীয় সংসদ কার্যবিবরনী, নারী উন্নয়ন নীতি, সহ গবেষণা সংশ্লিষ্ট আইন কানুন ও সরকারী দলিলাদি, প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এবং

ii) গৌন (Secondary) উৎস ঃ- ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এমন গ্রন্থ বা জার্নাল, প্রতিবেদন, বিভিন্ন গবেষণাপত্র ও পত্রিকাসহ অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৮। গবেষণার কৌশল

যে কোন সমাজ গবেষণা পদ্ধতির ন্যায় আলোচ্য গবেষণাটি বিশ্লেষনধর্মী ও বর্ণনামূলক। গবেষণায় নারীর বর্তমান আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান, এ ক্ষেত্রে সর্বমহলের মনোভাব, জাতীয় সংসদ, সংসদে নারীর অবস্থান বিশেষ করে সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং এ ক্ষেত্রে সরকার, রাজনৈতিক দল বা সুশীল সমাজের মনোভাব সহ নারীর রাজনৈতিক ও জাতীয় সংসদে বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরন, সমস্যা, সমাধানের উপায় সনাক্ত করার লক্ষ্যে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তথ্য উৎস নির্ধারণ সহ নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ কৌশল গ্রহন করা হয়েছে।

১.৯। গবেষণা পদ্ধতি

যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রে ভিত্তিহীন তথ্য নয় বরং সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। আর সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ গবেষণার ক্ষেত্রে জরিপ পদ্ধতি (Survey Method) গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজ গবেষণায় জরিপ পদ্ধতি হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যাতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক ভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়।[৩৬] জরিপ পদ্ধতির মধ্য থেকে সরল নির্বিচারী নমুনায়ন পদ্ধতি[৩৭] (Simple Random Sampling Method) ব্যবহার করা হয়েছে।

বর্তমান সময়ে যে কোন সামাজিক গবেষনার ক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতি ব্যবহারের প্রবনতা দেখা যায় কারন সমাজ বিজ্ঞানের যে কোন গবেষণায় বিষয় বিশ্লেষণ একক ভাবে কোন শাখাতে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাই এই গবেষণায় গবেষণা সংশ্লিষ্ট সরকারী দলিলাদি পর্যালোচনা ও এ ক্ষেত্রে তথ্য মূলতঃ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এমন গ্রন্থ বা জার্নাল, প্রতিবেদন, বিভিন্ন গবেষণাপত্র ও পত্রিকাসহ অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য যে সকল নারী সংগঠন, এন.জি.ও, সরকারী-বেসরকারী সংস্থার পাঠাগার / লাইব্রেরী ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ-

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী

২। কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী,ঢাকা

৩। জাতীয় সংসদ সচিবালয় লাইব্রেরী

৪। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়,আইন শাখা

৫। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

৬। জাতীয় মহিলা সংস্থা, লাইব্রেরী

৭। মহিলাও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়

৮। উইমেন ফর উইমেন

৯। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, প্রভৃতি।

১.৯.১। গবেষণা উপকরণ

ক) প্রশ্নমালা (Questionnaire)ঃ- প্রস্তাবিত গবেষণায় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি ব্যাপক ভিত্তিক প্রশ্নমালার মাধ্যমে নমুনা সার্ভে করা হয়। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রাক্তন সংসদ সদস্য, সংরক্ষিত আসনে প্রতিনিধিত্ব করা প্রাক্তন মহিলা সংসদ সদস্য, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, নারী সংগঠন ও নারী নেত্রীদের সম সংখ্যক মহিলা ও পুরুষের ৪(চার) শত জনের তালিকা তৈরী করে সরল নির্বিচারী নমুনায়ন পদ্ধতি (Simple Random Sampling Method) অবলম্বন করে ১০০ (একশত) নমুনা নির্ধারণ করা হয়। ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

খ) দলিলাদি বিশ্লেষন (Document Analysis) ঃ- গবেষণা সংশ্লিষ্ট সরকারী দলিল, যেমন বাংলাদেশ সংবিধান, জাতীয় সংসদের কার্য নির্বাহ পদ্ধতি, জাতীয় সংসদ কার্যবিবরনী, নারী উন্নয়ন নীতি, সহ গবেষণা সংশ্লিষ্ট আইন কানুন ও সরকারী দলিলাদি, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এতদ বিষয়ে গৃহীত আইন পর্যালোচনায় করা হয়েছে।

গ) দলগত আলোচনা (Group Discussion) ঃ- আলোচ্য গবেষণা সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ নারীর রাজনীতির ক্ষেত্রে অবস্থান ও এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমষ্যা সমূহ ও সমাধানের উপায় বা করনীয় এবং জতীয় সংসদে নারীর সমস্যা এবং তা থেকে উত্তরনের উপায় সংক্রান্তে কয়েকটি গোলটেবিল আলোচনার ফলাফল এ গবেষণায় তথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ।

১.৯.২। তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও সঠিকতা

অত্র গবেষণায় সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার স্বার্থে প্রশ্নমালার পুর্ব-যাচাই (Pre-test) করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ কালে উত্তরদাতাকে এর গুরুত্ব বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। যে সকল ক্ষেত্রে সরাসরি উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে উত্তরদাতা যাতে প্রভাবিত না হন সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ক্ষেত্রে এর নির্ভরযোগ্যতা ও সঠিকতা নিরুপনের জন্য বিভিন্ন সমসাময়িক তথ্যের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৯.৩। তথ্য প্রক্রিয়াকরন ও বিশ্লেষণ

যে কোন গবেষণায় যথাযথভাবে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও তা উপস্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন উৎস যেমন সরকারী দলিলাদি ও গৌণ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রক্রিয়াকরন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রশ্নমালার মাধ্যমে গৃহীত তথ্য সম্পাদনা, সারণিবদ্ধকরন, তথ্য সারণি তৈরী এবং বিশ্লেষন করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য সমূহের মাধ্যমে গবেষণা বর্ণিত বিষয় জনগণ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব/ নারী নেতৃত্বের মনোভাব/ মতামত, বিভিন্ন সারণি, লেখচিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে টেবুলেশন সীট এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কম্পিউটারের সাহায্যে তথ্যাবলী প্রক্রিয়াকরন করা হয়েছে।

১.১০। কর্মপরিকল্পনা / গবেষণার রূপরেখা

জাতীয় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন এর সংখ্যা, পরিধি, এখতিয়ার, নির্বাচন প্রক্রিয়া এখনও অমিমাংসিত বিষয়। কারণ ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ সালে পরিবর্তন সাধন করা হয়। জাতীয় সংসদে বিজয়ী দল কর্তৃক সংসদে রাজনৈতিক দলে বিজয়ী সদস্যদের সংখ্যানুপাতে সংরক্ষিত আসনে সদস্য পদ বিভাজনের পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। যা অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও নারী নেত্রীদের দ্বারা সমর্থিত হয়নি। তাই এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ সহ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। লিঙ্গ ভারসাম্য রক্ষার নমুনা হিসাবে সম সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা নেয়া হয়েছে। যেহেতু এ গবেষণাটি সচেতন সমাজের জন্য প্রযোজ্য সেহেতু গবেষণার স্থান হিসাবে ঢাকা মহানগর এবং গবেষকের নিজ কর্মস্থান রংপুরকে নির্ধারণ করা হয়। গবেষনায় নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পাওয়া গেছে। একই বিষয়ে ইতিপূর্বে প্রাপ্ত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলের সাথে এ গবেষনার ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.১১। গবেষণা সীমাবদ্ধতা

যে কোন কাজের ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে এ সীমাবদ্ধতা আরো বেশী। এই গবেষণার ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সমাজ, পরিবেশ, পরিস্থিতি, ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গের মনোভাব অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, নারী-পুরুষ, ভেদে প্রতিটি মানুষের রয়েছে আলাদা সত্ত্বা যার কারণে একই বিষয়ে এক এক জনের দৃষ্টি ভঙ্গি অনুভূতি ভিন্ন ভিন্ন। যা গবেষণার কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। সে কারণে এ গবেষনায়ও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে যা নিম্নরূপ নির্ধারণ করা যায়ঃ-

১। এ গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের প্রথমদিকে দেশে জরুরী অবস্থা জারীর প্রেক্ষিতে অনেক সংসদ সদস্য ও রাজনীতি বিদ পলাতক হওয়ায় তাঁদের সাক্ষাতকার নেয়া যায় নি।

২। জরুরী অবস্থা জারীর কারণে অনেক আইনজীবী, সংসদ সদস্য বিশেষ করে মহিলা সংসদ সদস্য তথ্য প্রদান বা সাক্ষাতকার দিতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে তাঁদের কাছ থেকে তথ্য নেয়া যায় নি।

৩। কোন কোন রাজনীতিবিদ তথ্য প্রদান করলেও তাঁরা জরুরী অবস্থার কারণে ইচ্ছাকৃত ভাবে অনেক তথ্য গোপন করেছেন।

৪। বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণী যাদের নিকট থেকে তথ্য / মতামত নেয়া হয়েছে তাদের কারো কারো নারী নীতি বিষয়ে বা নারী উন্নয়ন কনসেপ্ট বিষয়ে ভালো ধারণা ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

৫। যাদের কাছ থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে তাদের কারো কারো এতদবিষয়ে যথাযথ অভিজ্ঞতা না থাকায় তাদের নিকট থেকে যথাযথ সহায়তা পাওয়া যায় নি।

৬। এ ধরণের গবেষণা কাজে প্রচুর সময় ও অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু সময় ও অর্থ স্বল্পতার কারণে গবেষণাটি কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৭। এ গবেষণার প্রশ্ন পত্রের একটি বড় অংশ বর্ণনা মূলক। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরদাতাগণ যথেষ্ট সময় দিতে আগ্রহী ছিলেন না।

৮। এ গবেষণার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ উত্তরদাতার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উত্তরদাতাদের একটা বড় অংশ রাজনীতির সাথে জড়িত থাকায় এবং কোন না কোন দলের সমর্থক হওয়ায় তাদের জবাব বা তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু কিছু তথ্যে নিরপেক্ষতার পরিবর্তে তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

৯। এ গবেষণায় সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকজনের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি। কারণ গবেষণার বিষয়টি জটিল বিধায় এ গবেষণায় যাদের নিকট থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে তাদের অধিকাংশই বিভিন্ন পেশাজীবী, উচ্চ শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য ।

১.১২। ফলাফল (Output)

এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এ গবেষণার ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করবে। এর ফলাফল নির্ধারণ করা যায়-

(ক) একটি গবেষণা পত্র তৈরী হবে।

(খ) মহিলাদের বর্তমান অবস্থা জানা যাবে এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণে সহায়ক হবে।

(গ) সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা জানা যাবে।

(ঘ) নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে বিবেচ্য বিষয় সমূহ জানা যাবে।

(ঙ) এ গবেষণার মাধ্যমে রাজনৈতিক দল ও জনগণের মনোভাব প্রতিফলিত হবে।

(চ) এ গবেষণার ফলাফল ভবিষ্যতে অনুরূপ গবেষণার সহায়ক তথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১। রিপোর্ট ২০০৪, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

২। খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য, নারী উন্নয়ন : প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, ঢাকা, উইমেন ফর উইমেন, মার্চ ১৯৯৫, পৃ -১২৮।

৩। মোঃ মামুনুর রশিদ, জাতীয় সংসদ এবং রাজনীতিতে নারী : বাস্তবতা ও করণীয়, ঢাকা, উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৩১তম সংখ্যা, পৃ - ২০।

৪। এ,এস এম সামছুল আরেফিন,সংকলনও সম্পাদনা, বাংলাদেশের নির্বাচন,বাংলাদেশ রিচার্স এ্যান্ড পাবলিকেশন,জুলাই-২০০৩।

৫। খালেদা নাসরিন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পিএইচডি থিসিস/২০০২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পৃ -২।

৬। মোঃ মাকসুদুর রহমান,বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের রাজনীতি : একটি পর্যালোচনা,ঢাকা, উত্তরণ, ২০০০, পৃ-১৫৭।

৭। খালেদা নাসরিন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পিএইচডি থিসিস/২০০২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পৃ -৩।

৮। বিশ্বের প্রথম ,নারী সাংসদ, দৈনিক *প্রথম আলো* , তাং- ১০-২-২০০৭ , পৃ-১৩ ।

৯। Baker Banjamin, Urban Goverment; NewYork: D. Van Nostrand Co. Inc., 1975, P-67.

১০। খালেদা নাসরিন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পিএইচডি থিসিস/২০০২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পৃ -৩।

১১। ইউনিসেফ, বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি-২০০৭, *প্রথম আলো* , তাং-১৯-১২-০৬ ইং।

১২। খালেদা নাসরিন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পিএইচডি থিসিস/২০০২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় , পৃ -৫।

১৩। ঐ- পৃ -৬।

১৪। বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তেহার/২০০১।

১৫। মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী, তিনশ বছরের বাংগালী নারীর ইতিহাস,দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ১১৪, মতিঝিল , ঢাকা

১৬। সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত,নারীর ক্ষমতায়ন, বাজনীতি ও আন্দোলন,মাওলা ব্রাদার্স,৩৯, বাংলাবাজার,ঢাকা।

১৭। মালেকা বেগম,নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ১১৪, মতিঝিল , ঢাকা।

১৮। ফরিদা আখতার, প্রতিরোধ-অর্থনীতি * যুদ্ধ * নারীমুক্তি,

১৯। সালমা খান, বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, সূচীপত্র,৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা।

২০। মাহমুদা ইসলাম, নারী ইতিহাস ও প্রেক্ষিত, মাওলা ব্রাদার্স,৩৯, বাংলাবাজার,ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

২১। হাসনা বেগম, নৈতিকতা নারী ও সমাজ, মাওলা ব্রাদার্স,৩৯, বাংলাবাজার,ঢাকা।

২২। মেঘনা গুহঠাকুরতা, সুমাইয়া বেগম ও হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত, নারী, প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ,গ-১৬ মহাখালী, ঢাকা।

২৩। মাহমুদ কবীর, বাংলাদেশের নারী,সূচীপত্র,৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা।

২৪। জেসমিন আরা, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব, নারী কেন্দ্র, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা।

২৫। হাসনা বেগম, Women in the Developing world, Thoughts and Ideals.

২৬। নাজমা চৌধুরী, হামিদা আক্তার, মাহমুদা ইসলাম ও নাজমুন্নেছা মাহতাব সম্পাদিত, Women & Politics, উইমেন ফর উইমেন, ৬৩/২ সেগুনবাগিচা রোড, ঢাকা।

২৭। মালেকা বেগম, সংরক্ষিত মহিলা আসন-সরাসরি নির্বাচন,অন্যপ্রকাশ, ৩৮/২ক ,বাংলাবাজার, ঢাকা।

২৮। ফরিদা আক্তার সম্পাদিত, সংরক্ষিত আসন-সরাসরি নির্বাচন,নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা,মোহাম্মদপুর,ঢাকা।

২৯। ড. শওকত আরা হোসেন, স্বাধীনতা ও আমাদের প্রত্যাশা,পারিজাত প্রকাশনী, বাংলাবাজার,ঢাকা।

৩০। রোকেয়া কবীর, বাংলাদেশের নারী সমাজের অবস্থা ও অবস্থান, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ঢাকা।

৩১। ইমতিয়াজ আহম্মেদ, মাহমুদ আনাম, ফিরোজ ম হাসান সম্পাদিত, নারী ও সংসদ, সেন্টার ফর অল্টারনেটিভস,৪৩১, লেকচার থিয়েটার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩২। খালেদা নাসরিন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহন-সমস্যা ও সম্ভাবনা

৩৩। এ,এস,এম আতিকুর রহমান, ও সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজ গবেষনা পদ্ধতি, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ -২৬।

৩৪। খালেদা নাসরিন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পিএইচডি থিসিস/২০০২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ -১৮।

৩৫। ড. খুরশিদ আলম ,সমাজ গবেষণা পদ্ধতি, মিনার্ভা পাবলিকেশন্স,৩৮/৩, বাংলাবাজার , ঢাকা, পৃ-১৪৮।

৩৬। ঐ ,পৃ-২৪।

৩৭। ঐ ,পৃ-৩৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারীর বর্তমান সাংবিধানিক ও সামাজিক অবস্থান

সমাজে নারীদের অবস্থানটি পুরুষের নিচে
এ মতে বিশ্বাসী হয়েই নারীবাদীরা আন্দোলনে নেমেছেন।
তাদের মতে নারীরা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্যের স্বীকার।
- এ ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার।[১]

২.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী (পুরুষ-মহিলা অনুপাত ১০৫.২:১০০)। ১৪৭৫৭০ বর্গকিলোমিটার এর এ দেশে বর্তমান ২০০৭ (প্রক্ষেপন) সালে ১৪০.৬ মিলিয়ন (২০০১ সালে ১৩০.০০ মিলিয়ন) হিসেবে প্রতি বর্গকিলো মিটারে ঘনত্ব ৯৫৩ জন (২০০৭ প্রক্ষেপিত)। যা বিশ্বের অধিকাংশ দেশের জন ঘনত্বের চেয়ে বেশী। উন্নয়নশীল নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে আমাদের মাথাপিছু চলতি মূল্যে আয় ৫২০ মার্কিন ডলার মাত্র (টাকায় ৩৪,৯০৫/-)।[২]

পৃথিবীর নবম বৃহত্তম জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ হিসেবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৫৪%, যা এখন পর্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পর্যায়ে আছে।

আমাদের অর্থনীতির অনন্য বৈশিষ্ট হচ্ছে দারিদ্র এবং আমাদের মোট জনসংখ্যার ৪০% এখনও দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে। মোট জনসংখ্যা ২৫.১% চরম দারিদ্রসীমার নিচে এবং পল্লীতে চরম দরিদ্র ২৮.৬%।[৩] মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠির অধিকাংশই মহিলা এবং গ্রামে বসবাস করে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা, শিক্ষার অভাব, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য, নির্যাতন এবং সন্ত্রাস এর শিকার হচ্ছে এসব নারীরা।

ঐতিহাসিক ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীদের পরাধীনতা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিদ্যমান ছিল। তারা যুগ যুগ ধরে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বা সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠির সমন্বয়ে একটি পিতৃতান্ত্রিক এলাকা, যেখানে জ্ঞাতি নির্ভর সামাজিক কাঠামোর আওতায় নারীরা পুরুষের অধীন।[৪] এ অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থা নারী অধীনস্থের শক্তিশালী আদর্শ দ্বারা পরিচালিত এবং পিতৃতান্ত্রিক পরিবার দ্বারা সংগঠিত যেখানে ভূমি,মুলধন এবং নারী শ্রম প্রক্রিয়া সুদৃঢ়ভাবে পুরুষের হাতে নিয়োজিত।[৫] পুরুষের চেয়ে নারীরা বেশী উপেক্ষিত হয়েছে সব জায়গায়। সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটলেও নারীদের প্রত্যাশিত অগ্রগতি সাধিত হয়নি। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে নারীর স্বাধীনতা, নারীর সামাজিক মুক্তি, নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রতিশ্রুতিও চলে এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ধরে নেয়া হতো যে নারী চিরদিনই পুরুষের অধীন ছিল এবং থাকবে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ধর্মীয় বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সবগুলো দেশই নারীদের সতীত্ব ও পবিত্রতার উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করে। আর এ কারণে এসব দেশে মেয়েদের নিয়মিত বা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বিয়ে দেয়া হয়। কর্মস্থলের পৃথকীকরণ এবং তাদের চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বাধানিষেধ ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ায় নারীদের জীবনে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতাও যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। ফলে তারা দরিদ্র, অধিক

Dhaka University Institutional Repository

হারে শিশু মৃত্যু এবং পুরুষের তুলনায় কম জীবনীয়ুর অধিকারী হয়। জনসংখ্যার দ্রুত ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি এবং নগরায়নের মাত্রাও এতদঞ্চলে অনেক কম।[৬]

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থান এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর লিঙ্গগত প্রভেদ ও সমস্যার সৃষ্টি করে যা নারীদের জীবন ও সম্ভাবনাকে (Potentials) বহুলাংশে আঘাত করে। যৌতুক প্রথা, বাল্য বিবাহ, পর্দা এবং নারীদের সামাজিক ভূমিকা এবং কৃষ্টিগত ধ্যানধারণা ইত্যাদি নারী-পুরুষের মধ্যে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আইনগত অসমতার সৃষ্টি করে। নারী-পুরুষের মধ্যকার এ অসমতা (Gender Inequities) বিশ্বের সকল দেশেই কমবেশী বিদ্যমান এবং এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের চ্যালেঞ্জ উত্থিত হয়েছে।[৭]

এক সময় পৃথিবীতে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রাধান্য ছিল। তার অর্থ দাঁড়ায় যে অতীতে সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে নারীদের প্রভাব ছিল পুরুষের চেয়ে বেশি। যা এখন কল্পনা করাই যায় না।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারায় নারীদের অংশ গ্রহণের ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলায় নারী জাগরণের সূচনা হয়েছিল। আর বিশ শতক হচ্ছে বাংগালী নারী সমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ, নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে তা আরো বেগবান হয়েছে বিশ শতকে। রাজনীতিতে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে, সমাজ সংস্কারে, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায়, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে ক্রমবর্ধমান হারে নারীর অংশগ্রহণ এই শতকে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সমাজ জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে বাঙ্গালী নারী এই শতকে তার দক্ষতা প্রমান করেনি। রাষ্ট্রনেতা, রাজনীতিবিদ, লেখক, শিল্পী, অভিনেত্রী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, অধ্যাপক, প্রশাসক, যোদ্ধা সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী তার কর্মক্ষমতা ব্যক্ত করেছে। অবরোধ প্রথার শৃংখল ভেঙ্গেছে বিপুল সংখ্যক নারী। নারীকে কেন্দ্র করে তৈরী নানাবিধ আইনের সুফল পেতে শুরু করেছে নারী। বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে বিধবা বিবাহ স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। নারী শিক্ষার বিকাশ ইতিবাচক। সরকারী উদ্যোগও প্রশংসনীয়।

কর্মজীবী নারীর মর্যাদা বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বিপুল সংখ্যক নারী স্বাবলম্বী হওয়ায় তারা নিজ পরিবার ও সমাজে ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম হচ্ছে। নারী ক্রমেই পরনির্ভরতার অভিশাপ ভেঙ্গে মুক্ত জীবনের সাধ সহ আত্মনির্ভর ও আত্মবিকাশের পথে এগিয়ে আসছে।

তবে নারীদের এই বিকাশ বা মুক্তি প্রধানত: শহর কেন্দ্রিক। এখনও বাঙ্গালী নারীর বড় অংশ নিরক্ষর, পশ্চাৎপদ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে নিগৃহীত। পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার প্রভাবে তারা নানা ভাবে অত্যাচার, নির্যাতন ও বৈষম্যের এমনকি প্রায়শই পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। অর্থনৈতিক ভাবে আত্মনির্ভর না হওয়ায়, সামাজিক স্বীকৃতি বৈষম্যমুখী হওয়ায় এবং রাজনৈতিকভাবে সমর্থন লাভের অভাব থাকায় তারা নানা ভাবে নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। এসিড সন্ত্রাস, ধর্ষণ, হত্যা, বিদেশে পাচার সহ নানাবিধ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রচলিত আইনের কাঠামো নারী অধিকার সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। নারী মুক্তি বা নারী স্বাধীনতার আন্দোলন সর্বমহলে ব্যাপকভাবে আলোচিত/আলোড়িত হলেও কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগে নারী পুরুষ বিশেষ করে পুরুষ মহলের এক অংশের দ্বারা বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাছাড়া ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাব বা গোঁড়ামী আর ফতোয়াবাজী নারী মুক্তি আন্দোলন ম্লান করে দিতে সদা সচেষ্ট। নারী মুক্তির অগ্রগতির পাশাপাশি নারীর শৃঙ্খলময় নির্যাতিত অবস্থান ও

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চাৎপদতা-এই বৈপরীত্য নিয়েই বাঙ্গালী নারী সমাজ আজ এক বিশেষ বাস্তবতার মুখোমুখি। আর এ জন্যই প্রয়োজন নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর রাজনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে নিজ অধিকারের বিষয়ে সক্ষমতা অর্জন।

বাংলাদেশের নারী বিষয়ক যে কোন বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে প্রথমেই বিবেচনা করতে হয় নারীর বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান কোথায় এবং ছোট হয়ে আসা বিশ্বের প্রেক্ষাপটেই বা তার অবস্থান কি? অন্য সব দেশের মতো এখানেও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষের জীবনের স্বরূপ ও চাহিদা, সমস্যা ও আকাঙ্খার মধ্যে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। জীবনের প্রসারিত সীমানার সঙ্গে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র ,উদ্ভুত সমস্যা ও সুযোগ এবং সম্ভাব্য বিকল্প সমূহকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে নুতন নুতন সমস্যা যার কিছু অবতারণা করা হলো।

২.২। নারীর সামাজিক অবস্থান

বাংলাদেশের নারীর প্রতিকৃতিটি হল 'শ্যামলে-কোমল, শান্ত-সংহত, মমতায় মানবিক, আবার প্রতিবাদে প্রতিরোধে ইস্পাতসম কঠিন' যুগে যুগে শতাব্দীব্যাপী কবি-সাহিত্যিকেরা বাঙালি নারীর প্রতিচ্ছবিটি এঁকেছেন এভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে।[৮]

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন বাংলাদেশী নারীর জীবন দু'টো মৌল নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়-একটি হচ্ছে লিঙ্গে পৃথকীকরণ (Segregation of Sexes) এবং অপরটি হলো নারীদের নির্ভরশীলতা।[৯] বাংলাদেশের অধিকাংশ নারীই সনাতন সাংস্কৃতিক গন্ডির মাঝে বসবাস করে। আর এ কারণেই তাদের পক্ষে পরিবারের বাইরে বৃহত্তর জগতে প্রবেশ করা একটি কঠিন কাজ। পরিবার এবং জ্ঞাতি গোষ্ঠি নিয়েই একজন বাংলাদেশী নারীর জগৎ। আর এই অবস্থায় তাকে দরিদ্র, পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা ও সর্বক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্য নিয়ে টিকে থাকতে হয়। নারীদেরকে পৃথক করে রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ধর্মীয় অনুভূতি ও সামাজিক মূল্যবোধকে ব্যবহার করা হয়েছে পুরুষের স্বার্থে। ইসলামী বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশের সমাজেও নারীদের সতীত্ব এবং পর্দার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়। বাংলাদেশের এক ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী সমাজ পর্দা ব্যবহার করে থাকে। পর্দা কথার সাধারণ অর্থ হচ্ছে আড়াল করা অর্থাৎ নারীরা পুরুষের কাছ থেকে তাদেরকে আড়াল করে রাখবে। এ প্রথার মাধ্যমে নারীরা তাদেরকে দৈহিক ভাবে বসবাসের জন্য পৃথক করে এবং দেহ ও মুখমন্ডলকে আড়াল করতে বাধ্য হয়। পুরুষের তুলনায় নারীর অবস্থান/বৈষম্য বহুমাত্রিক। পরিসংখ্যান বলে :-[১০]

১। জন্মলগ্ন থেকে মেয়ে শিশু পরিবারে বৈষম্যের শিকার হয়;

২। শিশু অবস্থা থেকেই একটি মেয়ে ক্যালোরি ও পুষ্টি কম পায়, যদি পরিবারে সম্পদের সংকট থাকে;

৩। গর্ভকালীন সময়ে নারীর যে পরিমাণ ক্যালোরি ও পুষ্টি পাবার কথা তা তিনি পান না;

৪। নারীরা এ যুগেও বহি:বিশ্বের কর্মকান্ড থেকে বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন;

৫। নারী শিক্ষার গুরুত্ব কম দেয়া হয় বলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিকহারে তাদের পাশ কাটিয়ে যায়;

৬। বিধবা সংখ্যায় বহু, কিন্তু বিপত্নীক কম;

৭। সাম্প্রতিক কালে নারী পরিচালিত গৃহস্থালি বা Female headed household এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে;

৮। সংবিধানে নারী পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করা হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই বললেই চলে;

৯। রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পর্যায়ে নারী নেই বললেই চলে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ও মাধ্যযুগেই বাঙালী নারীর জীবন ছিল সবচেয়ে বেশী অসহায়ত্বের যন্ত্রণার শিকার। সে জীবন ছিল বড় বেদনাময় ও নিরপত্তাহীন। নারীর প্রতি বৈষম্য আর নির্যাতন ছিল সামন্তযুগীয় ধ্যান-ধারণার প্রসূত।[১১]

আমাদের দেশে নারী শিক্ষার ইতিহাস বেশী দিনের নয়। সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারের মেয়েরা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ঘরের বাইরে গিয়ে মিশনারীগনের সহায়তায় শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে। আর নারী শিক্ষার বিষয়ে সরকারী সমর্থন মিলে ১৮৫৪ সালে। জমিদার নওয়াব ফয়জুননেছা চৌধুরানী, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারী শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তবে এখনো বাঙালি নারীর ব্যাপক অংশ নিরক্ষর ও পশ্চাদপদ রয়ে গেছে। সমাজে নারীর অবস্থান বা মর্যাদা যে সকল বিষয় দ্বারা নির্ধারিত তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নারী শিক্ষা। অজ্ঞতা ও শোষণের দুষ্ট চক্র ভাঙ্গার এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী জীবনের উন্নয়নের চাবিকাঠি হলো শিক্ষা।[১২] মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষাই অন্যতম হাতিয়ার। বর্তমানে দেশে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদান, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রাপ্ত মেয়েদের বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে নারী শিক্ষায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য সংবিধান স্বীকৃত একটি মৌলিক অধিকার। তা সত্বেও বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে নারী-পুরুষ বৈষম্য দর্শনীয় ভাবে প্রবল একথা বললে কমই বলা হয়, কারণ এদেশে নারীরা স্বাস্থ্যখাতে অবহেলিত। অসচ্ছল পরিবারসমূহে খাদ্য বন্টনের ক্ষেত্রে মেয়েরা সব সময় বৈষম্যের শিকার হয়। সারা জীবন প্রয়োজনের তুলনায় কম ক্যালরি গ্রহণের ফলে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে তিনগুণ বেশি অপুষ্টিতে ভোগে। বাংলাদেশের ৮৫ ভাগ মেয়ে রক্তশূণ্যতা ও প্রোটিন ঘাটতির শিকার। অল্পবয়সে তাদের বিয়ে হয়ে যাওয়া এবং অল্প বয়সে ঘনঘন সন্তান ধারণ ও সন্তান জন্ম দেয়া এখানকার সামাজিক রীতি ।নারীর চলাচলের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, প্রচলিত স্বাস্থ্যসেবা সম্বন্ধে অসচেতনতা, নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরিবার ও সমাজের ঔদাসীন্য প্রভৃতি নারীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত রেখেছে। গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা পায় কেবল দুই-তৃতীয়াংশ নারী। তার মধ্যে অধিকাংশের ভাগ্যে তা ঘটে মাত্র প্রসবকালীন সময়ে। । অপুষ্টিতে মেয়েরা বেশি ভোগে। ছেলেদের ৭৫% এবং মেয়েদের ৮৩% রক্ত শূন্যতায় ভোগে।[১৩]

পৃথিবীর মোট শ্রম শক্তিতে নারীর অবদান ৬৬%, তবে মজুরীর মাত্র ১০% নারীরা পেয়ে থাকে এবং অর্জিত আয় থেকে মাত্র ১% ভোগ করতে পারে। দেশে বেকার পুরুষ থাকলেও বেকার নারী নেই। সব নারী কাজ করে খায়। তবে হাতে গোনা কয়েকজন নারী ছাড়া সবাই দুঃস্থ নারীর তালিকায় পড়ে।[১৪] অর্থনীতিতে বাংলাদেশের নারীর অংশগ্রহণ ৬৬% -যা উন্নয়নশীর দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ বলে গণ্য করা যায় "[১৫]। আর একটি সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, দেশের ৫০.২ মিলিয়ন কর্মরত জনসংখ্যার ২০.১ মিলিয়ন অর্থাৎ শতকরা ৪০% মহিলা।[১৬] বাংলাদেশ সংবিধানে নারীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ধর্ম,বর্ণ,লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান সুযোগের কথা উল্লেখ আছে। সকল নাগরিক তাঁর ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আর্থিক মজুরী পাবে, কিন্তু বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।[১৭] পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন, সামাজিক কুসংস্কার, শিক্ষার অভাব, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সক্ষতা, ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা, বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, কর্মসংস্থানগত সমস্যা ইত্যাদি কারণসমূহ বাংলাদেশের নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তিকে সংকুচিত করেছে।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে দারিদ্র একটি প্রকট সমস্যা এবং নারী ও মেয়ে শিশুরা এতে বেশী ভুক্তভোগী। বিশ্বের মোট দরিদ্র মানুষের মধ্যে ৭০%-ই নারী।[১৯] বাংলাদেশের পরিস্থিতি এর ব্যতীক্রম নয়। ইউএনডিপির [১৯৯৪] এক রিপোর্টে দেখা গেছে যে পুরুষের মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণ [১৯২৭ কে, ক্যাল] নারীর তুলনায় বেশি [১৫০০কে, ক্যাল]। [২০] গ্রাম ছেড়ে চলে আসা শহরমুখী দরিদ্র মানুষের মিছিলে নারীর সংখ্যাই বেশি। গ্রাম থেকে আসা ঢাকা শহরের বস্তিবাসীদের মধ্যে পুরুষ বেকারদের হার [১২.৫৪%] নারী বেকারদের [৮৭.৪৬%] হারের তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া কর্মে নিয়োজিত পুরুষদের আয় নারী কর্মীদের আয়ের তুলনায় অনেক বেশি।[২১]

নারী নির্যাতন, নারীর প্রতি সহিংসতা আমাদের সামাজিক রীতি নীতিতে খুব মামুলি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে প্রতি মাসে গড়ে [২২] ১) ৬০ জন নারী/বালিকা ধর্ষিত হয়, ২) ৪১ জন নারী খুন হয়,৩) ১৯ জন নারী কিডন্যাপ হয়, ৪) ১২ জন নারী এসিডদগ্ধ হয়,৫) ১০ জন নারী লাঞ্ছিত হয়,৬) ১০ জন নারী পাচার হয়,৭) ৪ জন নারী ফতোয়া-সহিংসতার শিকার হয়।২০০০ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় নারী নির্যাতনের ৪৭% ধর্ষণ, ২০% পারিবারিক নির্যাতন, ১৭% যৌতুক জনিত কারণে নির্যাতন, ৯% আত্মহত্যা, ৬% এসিড নিক্ষেপ, ১% ফতোয়াজনিত কারণে হয়ে থাকে।[২৩] বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত নারী নির্যাতনের বিবরণ রীতিমত ভয়াবহ এবং বাকরুদ্ধকর। নারীকে খুন করা হয় সাধারণতঃ অমানবিক ধর্ষণের পরে, শারীরিকভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে, ফাঁসি দেয়ার মাধ্যমে, গলাকেটে অথবা এসিড ছুড়ে। সমীক্ষা একটা ব্যাপার নিশ্চিত করেছে যে, নাগরিকরা মনে করেন যে, বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার ব্যাপারটা ভয়াবহ পর্যায়ে চলে গেছে এবং অধিকাংশ নারীরই অবমাননাকর অভিজ্ঞতা আছে। নারীর প্রতি পুরুষের মূল্যবোধ ও মানসিকতাই নারী নির্যাতনের মূল কারণ। আরও যেসব কারণ রয়েছে সেগুলো হল ঃ ০১. আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া, ০২. চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলা গুলোর বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা, ০৩. দূবৃত্তদের রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয় লাভ ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি,০৪. মূল্যবোধের অবনতি,০৫.ধর্মের অপব্যবহার,০৬.সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীকে অবমূল্যায়ন, ০৭. পণ্য হিসেবে নারীকে উপস্থাপন, ০৮. শারীরিক গঠন বা দুর্বলতা, ০৯. অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর কম অংশ গ্রহণ, ১০. নারীদের জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম বিভাজন, ১১. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর পশ্চাৎমুখী অবস্থা।[২৪] নারী আন্দোলনের বিস্তৃতি, প্রতিরোধ ও নতুন নতুন কঠোর আইন প্রনীত হওয়া সত্বেও নারী ও শিশু নির্যাতনের হার দিন দিন বাড়ছে এবং নির্যাতনের নতুন নতুন কৌশল তৈরী হচ্ছে। প্রায়ই অভিযোগ করা হয় যে, নারী নির্যাতনের সবগুলো ঘটনা পুলিশের ডাইরীতে অন্তর্ভূক্ত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতিত নারী সামাজিকতার কারণে কখনো কখনো প্রভাবশালীদের ভয়ে অভিযোগ করে না বা বিষয়টি গোপন করে, আবার কখনো কখনো গ্রামের প্রভাবশালীদের দ্বারা সালিশের মাধ্যমে নিস্পত্তি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শালিসের রায় নারীর অনুকূলে আসে না। বাংলাদেশে বর্তমানে [গৃহে ও সমাজে] নারী নির্যাতনের যে ভয়াবহ মাত্রা এবং নির্যাতনের পদ্ধতি দিনে দিনে যা ভয়াবহ ও পাশবিক হয়ে উঠছে তা প্রতিরোধে ও অবসানে প্রয়োজন রাষ্ট্রের আরো গভীর শক্তিশালী আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ।[২৫]

উপরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে এ সত্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী পশ্চাৎপদ, অবহেলিত এবং শোষিত। পরিবেশ ও সমাজে নারী বহু প্রতিকুলতার সম্মুখীন। সুতরাং এ পরিসংখ্যানের চিত্র পরিবর্তন করতে হলে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইতিবাচক পদক্ষেপের এবং সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংবিধান নারী পুরুষের সম অধিকার ও সমতা ঘোষণা করে। এ বিষয়ে তিনটি দিক লক্ষ্যনীয়।[২৬]

১। সংবিধানে বর্ণিত অধিকার নারী পুরুষের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য করা হয়েছে।

২। সংবিধান উপলব্ধি করে যে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনে নারীর অবস্থান অসম।

৩। নারী ও পুরুষের মধ্যে যে অবস্থানগত ব্যাপক অসমতা রয়েছে, তা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সংবিধান রাষ্ট্রকে কতিপয় নির্দেশনা দিয়েছে। সেই নির্দেশনার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো–

২.২.১। নারী ও বাংলাদেশের সংবিধান

বাংলাদেশের নারী জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনগ্রসর থাকায় বাংলাদেশের সংবিধানে তাদের অবস্থান উন্নতিকল্পে বিশেষ সুবিধা ও অধিকার সন্নিবেশিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে প্রণীত প্রথম ও মূল সংবিধান এবং পরবর্তীতে কয়েকটি সংশোধনীতে তাদেরকে বাড়তি সুযোগ সুবিধা ও সংরক্ষিত অধিকার দেয়ার কথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংযোজন করা হয়েছে।[২৭]

বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ সমূহ ঃ[২৮]

অনুচ্ছেদ -১০ ঃ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

অনুচ্ছেদ -১৫ ঃ অন্ন,বস্ত্র,আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবন-ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করার অধিকার, মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থান এর নিশ্চয়তার অধিকার, বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশ এর অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত বা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত বা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে ২০ বছরের অধিককাল পূর্ব থেকে।

অনুচ্ছেদ- ১৭ ঃ অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা।

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ জনস্বাস্থ্য নৈতিকতার, মাদক পানীয় ও স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজ ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের ব্যবস্থাসহ গণিকাবৃত্তি ও জুয়া খেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ আছে।

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ সুযোগের সমতা ঃ-

১। সকল নাগরিক-এর জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

২। মানুষে মানুষে সামজিক ও অর্থনৈতিক অন্যান্য বৈষম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্ব সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল ঃ-

১। এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ এই সংবিধান প্রবর্তন হইলে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

২। রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য কোন আইন প্রণয়ন করিবে না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ আইনের দৃষ্টিতে সমতা।

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

অনুচ্ছেদ -২৮ ঃ ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য।

১। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।

২। রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

৩। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্য-বাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

৪। নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

অনুচ্ছেদ-২৯ (১) ঃ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

২৯ (২) ঃ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার।

আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইন অনুযায়ী ও কেবল আইন অনুযায়ী ব্যবহার লাভ যে-কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িক ভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যক্তিত্ব, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণানুযায়ী ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তির স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

সংবিধান উপরোক্ত ধারাগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্র, সরকার ও সমাজের হাতে তুলে দিচ্ছে নারী পক্ষে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের সাংবিধানিক নির্দেশনাস্বরুপ বৈধতার এক বিরাট হাতিয়ার। সংবিধান গণজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করণের নির্দেশ দেয়।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সাধারণ আসন সংখ্যা ৩০০। বর্তমানে এর অতিরিক্ত মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত ৪৫টি আসন। তবে সাধারণ আসনের নির্বাচনে মহিলাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় কোন বাধা নেই। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংবিধান জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য ৬৫(৩) নং ধারার মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করেছে। ১৯৭৩-এ সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ছিল ১৫টি এবং এ আসনগুলি দশ বছরের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। ১৯৭৯-তে নারী দশকের প্রভাবে এ আসন সংখ্যা ৩০-এ বাড়ানো হয়। নিয়মানুযায়ী ১৯৮৮ সালের সংসদে সংরক্ষিত আসন ছিল না। দশম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯১ সালে পুনরায় দশ বছরের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।[২৯] সর্বশেষে ২০০৪ সালে সংবিধানের ১৪ নং সংশোধনীর মাধ্যমে এ আসন সংখ্যা ৪৫ টিতে উন্নীত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.২.২। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিধান ঃ[৩০]

ক্রঃ	সংসদ	মেয়াদ	আসন সংরক্ষণ	মন্তব্য
১।	১৯৭৩ (১ম)	০৭/০৪/৭৩	১৫	সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদ দ্বারা সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ১০ বৎসর। যার মেয়াদ ১৯৮৩ সালে শেষ হওয়ায় সময় ছিল।
২।	--	--	--	The second proclamation (Fifteenth amendment) Order-1978 দ্বারা অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) সংশোধনের মাধ্যমে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১৫ থেকে ৩০ এ উন্নীত করণ এবং মেয়াদ ১০ বৎসরের পরিবর্তে ১৫ বৎসর করা হয়। এই proclamation পরবর্তীতে সংবিধান (৫ম সংশোধন) আইন-১৯৭৯ দ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হয়।
৩।	১৯৭৯ (২য়)	০২/০৪/৭৯ - ০২/০৩/৮২	৩০	৩০ জন মহিলা সংসদ সদস্য ক্ষমতাসীন বিএনপি আইনানুযায়ী নিজেরা নিয়ে নেয়।
৪।	১৯৮৬ (৩য়)	১০/০৮/৮৬ - ১৩/০৮/৮৭	৩০	৩য় সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনেব মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। সংসদ সদস্যগণ সবাই জাতীয় পার্টির। ঐ সময় সংবিধান সংশোধন করে সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়নি।
৫।	১৯৮৮ (৪র্থ)	২৫/০৪/৮৮ - ২৫/০৮/৯০	--	৩য় সংসদের সংবিধান সংশোধন করে সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি না করায় ৪র্থ সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল না। তবে ৪র্থ সংসদে সংবিধান (১০ম সংশোধনী) আইন-১৯৯০ দ্বারা ৬৫(৩) অনুচ্ছেদ সংশোধনের মাধ্যমে ৩০টি মহিলা আসনের মেয়াদ আরো ১০ বৎসর বর্ধিত করা হয়।
৬।	১৯৯১ (৫ম)	০৫/০৩/৯১ - ১৮/১১/৯৫	৩০	২৮ জন বিএনপি এবং ২ জন জামায়াতে ইসলামী মহিলা সংসদ সদস্য পূর্ণমেয়াদে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেন।
৭।	১৯৯৬ (৬ষ্ঠ)	১৬/০৩/৯৬ - ২৫/০৩/৯৬	৩০	সরকারের পট পরিবর্তন হওয়ায় সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের ন্যায় মাত্র কয়েকদিনের জন্য ৩০জন মহিলা সংসদ সদস্য সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেন। এরা সবাই বিএনপির।
৮।	১৯৯৬ (৭ম)	২৯/০৬/৯৬ - ১৩/০৭/০১	৩০	সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ থাকায় ৩০ জন মহিলা সংসদ সদস্য (২৭ জন আওয়ামীলীগ এবং ৩ জন জাতীয় পার্টি) সংরক্ষিত আসনে পূর্ণমেয়াদে প্রতিনিধিত্ব করেন।
৯।	২০০১ (৮ম)	২৮/১০/০১ - ২৭/১০/০৬	৪৫	দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সংসদেব শেষের দিকে সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলাদের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৩০ থেকে ৪৫ এ উন্নীতকরণ এবং সংসদের মেয়াদ আরো ১০ বৎসর বৃদ্ধি করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত। এ আসনগুলির নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমন্ডলী হলেন জাতীয় সংসদের সদস্যগণ। ফলে সংরক্ষিত আসনের জন্য নির্বাচন বাংলাদেশে কোন সময়ই হয় নি, যা হয়েছে বা হয় সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনয়ন। ২০০১ সালে অষ্টম সংসদ গঠিত হলেও নানা টানাপোড়নে সংরক্ষিত মহিলা আসন শূন্য ছিল। এক্ষেত্রে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের বিধান রেখে আইন প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী সংগঠন ও নারী নেত্রীগণ গত ১০-১৫ বছর থেকে আন্দোলন করে আসলেও সব সময়ই ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলের কাঁধে দোষ চাপিয়ে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে আগ্রহ দেখায়নি।

২.২.৩। নারী ও তার জন্য আইন

আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে নারী। অথচ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তারা কেবল পুরুষদের তুলনায় পিছিয়েই নেই বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক কারণে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। নানা রকম নির্যাতন, অত্যাচার, বৈষম্য মুখ বুজে নীরবে সহ্য করে যায় এই দেশের বেশীর ভাগ নারী। যৌতুকের নির্মম অত্যাচারে বিয়ে হচ্ছে না অসংখ্য মেয়ের। অত্যাচারিত হয়েও অসংখ্য মেয়ে মুখ বুজে স্বামীর সংসার আঁকড়ে আছে কেবল আশ্রয় হারাবার ভয়ে আর সন্তানের মায়ায়। নিজের স্বার্থ, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পুরুষ অনেক ক্ষেত্রেই নারীর প্রতি নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে যায়।

বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী এই অবস্থায় কোন রকম প্রতিকার-প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে পারে না। কারণ আইনে কি কি অধিকার পেয়েছে তা সে জানে না। যদি জানেও কিভাবে এই সব অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয় সে বিষয়ে সে একেবারে অজ্ঞ এবং অসহায়। বাংলাদেশে স্বাধীনতার আগে থেকেই পারিবারিক, সামাজিক নির্যাতন বন্ধের জন্য এদেশের নারীসমাজ ও নারীসংগঠনগুলো নারীর স্বার্থে পারিবারিক আইন সংশোধনের জন্য সংগ্রাম করছে। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের নতুন সংবিধান রচিত হলো ১৯৭২ সালে। অনেক আইন বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত এদেশের নারীসমাজ যে সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক নির্যাতন ভোগ করছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে এবং নারী নেত্রী ও নারী সংগঠনগুলো এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এই আন্দোলন সংগ্রামের ফলে বাংলাদেশ সরকার এদেশের শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত নারীদের জন্য কিছু আইন সংশোধন ও প্রণয়নের কথা বলছে। বর্তমানে যে সকল আইন নারী সমাজের স্বার্থে রচিত ও প্রচলিত রয়েছে সেগুলো নিচে তুলে ধরা হলো।

২.২.৪। নারী ও তার আইনগত মর্যাদা।

দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা কতটা সমতা ভোগ করছে আইন কাঠামো এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। নারীর অধিকার রক্ষাকারী আইনসমূহ নারীর অধিকার বাস্তবায়নের জন্য আনুষ্ঠানিক সমতার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে নারীর অধিকারসমূহ সুরক্ষায় আইন ন্যায়সঙ্গত হস্তক্ষেপ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে নারী-পুরুষ কর্তৃক ভোগকৃত মৌলিক অধিকারের মূল উৎস হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাপারে রয়েছে দুই ধরণের আইন: দেওয়ানি (Civil) ও ব্যক্তিগত (Personal)। দেওয়ানি আইন সংবিধান প্রদত্ত নারীর অধিকার এবং ব্যক্তি-আইন পারিবারিক জীবনে নারীর অধিকার রক্ষা করে।

বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার ঘোষণা করে এবং তাতে রাষ্ট্রকে এই লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণে নির্দেশনা দেয়। সংবিধানের ১৯ ধারা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য সম্পূর্ণ বাতিল করে নারীর রাজনৈতিক সমঅধিকারের স্বীকৃতি দেয়।[৩১]

সংবিধানের ২৭ ধারা দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করে যে, সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান এবং আইনের মাধ্যমে অভিন্ন সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী। ২৮ ধারা রাষ্ট্রকে 'মহিলা বা শিশু অথবা সমাজের যেকোন পশ্চাদপদ অংশের উন্নয়নের জন্য' বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছে। নারীদের বিরুদ্ধে সকল ধরণের বৈষম্যের বিলুপ্তি বিষয়ক জাতিসংঘ সনদ অনুমোদনের মাধ্যমে সরকার এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। তবে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, নারী ও পুরুষের মধ্যেকার সমানাধিকার ব্যক্তিজীবনের (অর্থাৎ পৈতৃক উত্তরাধিকার ও পারিবারিক সম্পর্কের) সর্বক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়নি। সরকার কর্তৃক সমর্থিত জাতিসংঘের বৈষম্য বিলুপ্তি সম্পর্কিত কনভেনশনকে পরিবারের আওতায় সমানাধিকারের বিধানসমূহের ক্ষেত্রে শর্তাধীন করা হয়েছে। এটা হলো লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমোদনের মাধ্যমে সরকার প্রদর্শিত আন্তরিকতা থেকে সুস্পষ্ট বিচ্যুতি। দেওয়ানি আইনে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যহীনতা বজায় থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এসকল আইনের কয়েকটি খোলাখুলিভাবে নারীর ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক। ১৯৫১ সালের নাগরিকত্ব আইন এধরণের বৈষম্যের একটি উদাহরণ যা নারীদের জন্য পুরুষের মতো আইনগত সমানাধিকার ভোগ সঙ্কুচিত করেছে।[৩২]

ফৌজদারি আইনসমূহ কিছু ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যহীনতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান ফৌজদারি আইনে ধর্ষণ একটি যৌন সহিংসতা, কিন্তু একজন মহিলার ক্ষেত্রে ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণ খুবই কঠিন করা হয়েছে, কেননা এজন্য সাক্ষ্য প্রমাণ বিধি মোতাবেক ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে ধর্ষণের আলামত এবং তা যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটেছে ধর্ষিতাকে তা প্রমাণ করতে হয়। এ আইন নির্যাতিত ও অভিযুক্তকে অভিন্ন অবস্থানে রেখেছে, কেননা আইন মোতাবেক নির্যাতিতাকে অভিযোগ প্রমাণ করতে হয়।[৩৩]

বাংলাদেশের প্রচলিত শ্রম আইনগুলো আপাততঃ দৃষ্টিতে বৈষম্যহীন মনে হলেও এবং সাংবিধানিক ভাবে তা স্বীকৃত হলেও বাস্তবে এই সকল আইন থেকে নারী শ্রমিকেরা যথাযথ ভাবে নিরাপত্তা পায় না। কারখানাস্থলে বিরাজমান ব্যবস্থাগুলো পরিচালকদের বিধিবদ্ধ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। শিল্পখাতে নারীশ্রমিকগণ নানাবিধ নির্যাতনের শিকার হন এবং অনেক নারী শ্রমিক তাদের বৈধ/আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকদের ব্যাপক সংখ্যাবৃদ্ধি সত্বেও তাদের অধিকার সমূহ আইনদ্বারা সুরক্ষিত নয়।[৩৪]

সংবিধান নারীর অধিকার ও মর্যাদার যে নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং সামাজিক নিয়মাচার ও প্রয়োগ হিসাবে ব্যক্তি-আইনে যা ঘটছে এ দুয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করে সেই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তি-আইন বস্তুত পারিবারিক আইনসমূহের ভিত্তি। সুতরাং দেওয়ানি আইন ও ব্যক্তি-আইন বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব, শিশু-রক্ষা ও উত্তরাধিকার বিষয়ে নারী-পুরুষের ব্যবধান বজায় রেখে সহাবস্থান করে।[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

নারী অধিকার রক্ষা, বৈষম্যরোধ ও নারী নির্যাতনকারীদের হাত থেকে নারীদের রক্ষার জন্য উপরোল্লিখিত আইন সমূহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু তার পরেও নারীদেরকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। তারা অহরহ নানাবিধ অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। নারীর প্রতি বৈষম্য দিন দিন আরো প্রকট ও জটিল হচ্ছে। আইন থাকা সত্বেও আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবে আমাদের দেশে এখনো বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ রোধ করা সম্ভব হয়নি। মুসলিম বিবাহে দু'জন পুরুষ সাক্ষী লাগে কিন্তু বিপরীতে দু'জন মহিলা সাক্ষী হলে চলে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সব ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেই বিয়ে রেজিস্ট্রি করা হয় না। মুসলিম বিয়েতে দেনমোহর ছাড়া বিয়ে হয় না। কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রীরা এই মোহরানা পান না। ইসলামী আইনে মেয়ে বা স্ত্রী বা মা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো নানা ভাবে নানা অজুহাতে এমনকি কৌশলে মেয়ে/স্ত্রী/মা অর্থাৎ নারীরা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন বা বঞ্চিত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পবিত্র জিনিস যেমন-কোরআন শরীফ, জায়নামাজ ইত্যাদির বিনিময়ে পিতারা ছেলেদের নামে সম্পত্তি দানপত্র করে দেন। খুব কম ক্ষেত্রেই মেয়েরা সম্পত্তি পেয়ে থাকেন। মেয়েরা সামাজিকতা আর বাবার বাড়ীর সামাজিক অধিকার রক্ষায় অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর অত্যাচার সহ্য করেও বাবার সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে পারে না, পরের বাড়ীতে সম্পত্তি চলে যাবে তাই তাদের বঞ্চিত করাটা যেন এক কাঙ্খিত সাংস্কৃতিতে পরিনত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মায়েরাও সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে ছেলেদের পক্ষ নেয়। আর হিন্দু ধর্মে মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার নাই বললেই চলে। হিন্দু ধর্মে বর্ণ প্রথায় এখনও মেয়েরা জর্জরিত। বিবাহে,তালাকে, সন্তান ধারণে বা সন্তান সংখ্যা নির্ধারণে কিংবা সম্পদে, অর্থ বা সামাজিক মর্যাদায় এমনকি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বত্রই নারীর অবস্থান অত্যন্ত নাজুক।

২.৩। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি [৩৬]

আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী এবং তারা পশ্চাৎপদ, অবহেলিত হওয়া সত্ত্বেও এমনকি সংবিধানে তাদের মর্যাদা পুরুষের সমান ঘোষিত হলেও বাস্তবে অতীতে নারীদের ভাগ্যোন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। নারী সমাজের দীর্ঘ দিনের আন্দোলন ও প্রত্যাশার আলোকে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় নির্বাচনে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ প্রথম বারের মতো "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি" ঘোষিত হয়। যার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের সাথে আরো অন্যান্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় যা নিম্নরূপ ঃ-

- জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা;
- রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
- নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
- নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা;
- নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা;
- নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা;
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা;

Dhaka University Institutional Repository

- নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা;
- নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা;
- রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থসামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা;
- নারীর স্বার্থের অনুকূলে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানী করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা;
- নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা;
- নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ন ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
- বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত নারীর চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা;
- বিধবা, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যাক্তা, অবিবাহিতা ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা;
- গণমাধ্যমে নারী ও মেয়েশিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরাসহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা;
- মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা দেয়া;
- নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা ।

২.৩.১ নারী উন্নয়ন নীতি ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ তারিখে ঘোষিত জাতীয় নারী নীতিতে নারীর রাজনৈতিক উত্তরণের লক্ষ্যে যে সকল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ-[৩৭]

- ❖ রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- ❖ নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা;
- ❖ নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা;
- ❖ নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা;
- ❖ রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণে তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা;
- ❖ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে চলতি সময়সীমা শেষ হবার পর ২০০১ সালে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগ নেয়া;
- ❖ স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা;
- ❖ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ স্তর মন্ত্রিপরিষদে, প্রয়োজনে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা;

Dhaka University Institutional Repository

২.৪। বাংলাদেশের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নারী[৩৮]

দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীকে একটি বিশেষ টার্গেট গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় [১৯৭৩-৭৮] স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ছিন্নমূল নারীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মসূচী গৃহীত হয়। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় [১৯৭৮-৮০] নারীর কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় [১৯৮০-৮৫] দক্ষতা উন্নয়ন, ঋণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচীর সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির উপর জোর দেয়া হয়। তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার [১৯৮৫-৯০] সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যই ছিল নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করে উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা। চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় [১৯৯০-৯৬] নারী উন্নয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে বহুমুখী প্রয়াসসহ একটি সামষ্টিক কাঠামোয় নারীকে স্থান দেয়া এবং দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের উন্নয়নের প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া হয়। পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় [১৯৯৭-২০০২] নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই নারী উন্নয়ন নীতিমালার লক্ষ্যসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

২.৫। বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উত্তরণ

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে তৎকালীন সরকার ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা ছিন্নমূল নারীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণ, তৎকালীন সরকারের আমলে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা, ১৯৭৬ সালে জাতীয় মহিলা সংস্থা ও ১৯৭৮ সালে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠিত হয়। ১৯৯০ সালে পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। ১৯৯৪ সালে শিশু অধিকার অন্তর্ভূক্ত করে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নামকরণ "মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়" করা হয়।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে, জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী, কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল, শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র, নারীদের কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সকল জেলায় ও উপজেলায় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাতীয় মহিলা সংস্থা ৬৪টি জেলা ও ১৩৬টি উপজেলায় নারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপজেলা পর্যায়ে স্কুল শিক্ষিকাদের জন্য প্রমোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।[৩৯]

নারী উন্নয়নের জন্য সরকার নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নসহ বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন এবং এতদসংক্রান্তে জাতিসংঘ সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠন কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে একত্মতা ঘোষণা সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছেন। সবকয়টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করে আসছে। ১৯৮৯ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ অর্থাৎ সিডও (CEDAW) সনদে বাংলাদেশ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে এবং সে মোতাবেক বাৎসরিক রিপোর্ট প্রদান করে আসছে।[৪০] ১৯৯৫ সালে নারী উন্নয়ন শীর্ষক সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন-যা বেইজিং সম্মেলন হিসেবে বহুল পরিচিত, বাংলাদেশ তাতে অংশ গ্রহণ করে সম্মেলনে নারী উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত ১২টি গুরুত্বপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

ইস্যু সহ সম্মেলনে গৃহীত প্লাটফরম ফর এ্যাকশন (পিএফএ) কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই অনুমোদন করেছে এবং উক্ত ১২টি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বাস্তবায়নের জন্য ১৫টি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।[৪১]

নারীর এ বহুমাত্রিক সমস্যা, বৈষম্য, অত্যাচার-নির্যাতন, অবহেলা নিরসনের জন্য চাই এমন একটি পরিবেশ যে পরিবেশটি হবে নারী বান্ধব। কিন্তু এটি এমনিতেই হবে না, কেউ হঠাৎ করে তৈরী করেও দেবে না। এর জন্য চাই দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা। প্রয়োজন দেশী ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা সমূহের বাস্তবায়ন। কিন্তু নারীকেই এর জন্য প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে। তার প্রতি যে অন্যায় অবিচার আর বৈষম্য তা নিরসনের জন্য প্রয়োজন যথাযথ প্লাটফর্ম। কমবেশী সর্বক্ষেত্রেই নারীর কিছুনা কিছু বিচরণ বা প্রভাব থাকলেও রাজনীতিতে তার প্রভাব এখন পর্যন্ত অত্যন্ত সীমিত। অথচ রাজনৈতিক প্লাটফর্মটিই হচ্ছে সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। তাই নারীর আত্মবিকাশে, তার ক্ষমতায়নে, তার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাকে অবশ্যই অধিক হারে রাজনীতির সাথে যুক্ত হতে হবে, ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে, যেতে হবে নীতিনির্ধারনী পর্যায়ে। নারীকে বাদ দিয়ে যেন কোন নীতিনির্ধারনী সিদ্ধান্ত না হয়, নারীর অধিকার যেন খর্ব না হয়, তাকে যেন বৈষম্যের শিকার হতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাই হবে তার অন্যতম কাজ। সে জন্য নারীর উত্তরণের লক্ষ্যে যে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য সে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর সীমিত অংশগ্রহণ নারীর সার্বিক বিষয়ে নারীকে নাজুক অবস্থায় ফেলে রেখেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়টি আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১। শওকত আরা হোসেন,মুক্তিযুদ্ধ ও নারী, পৃ-১১, আগামী প্রকাশনী,মে ২০০০,৩৬, বাংলাবাজার, ঢাকা।

২। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৭ অর্থ মন্ত্রণালয়, পৃ -xv.

৩। ঐ-পৃ-৩৭।

৪। Caldwell, John, Theory of fertility decline, London : Academic, Press, 1982.

৫। Kalbana Bordhan, "Women : Work, Welfare, and Status : Forces of Tradition and Change in India", South Asia Bulletin, Vol. 6, No.1, Spring, 1986, p.3-16.

৬। ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, রাজনীতি ও উন্নয়নে নারী, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, মার্চ ২০০৫,পৃ -৫৩।

৭। ঐ পৃ.-৫৩।

৮। বেবী মওদুদ, বাংলাদেশের নারী, আগামী প্রকাশনী, ৩৬, বাংলা বাজার,ঢাকা,পৃ-৯।

৯। ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, রাজনীতি ও উন্নয়নে নারী, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, মার্চ ২০০৫,পৃ -৬৭।

১০। খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য ,নারী ও উন্নয়ন, প্রাসংগিক পরিসংখ্যান , উইমেন ফর উইমেন, মার্চ,১৯৯৫ ,পৃ-xi.

১১। বেবী মওদুদ, বাংলাদেশের নারী, আগামী প্রকাশনী, ৩৬, বাংলা বাজার,ঢাকা,পৃ-৯।

১২। মাহাবুব-উল-হক, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র; দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়ন-২০০০ ঃ লিঙ্গের প্রশ্ন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ,ঢাকা-২০০০।

১৩। নারী-২০০৩, বেইজিং কর্মপরিকল্পনা ও জাতীয় উন্নয়ন নীতি এনজিও-র ভূমিকা, এন.সি.বি.পি-২০০৩, পৃষ্ঠা-১৩০।

১৪। দৈনিক প্রথম আলো-২১/৫/০৭।

১৫। ইউএনডিপি মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন-১৯৯৮।

১৬। নারী উন্নয়ন জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-১৯৯৯, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পৃ-১৫৩।

১৭। মাহমুদ কবির, বাংলাদেশের নারী-২০০৩, পৃষ্ঠা-১৯।

১৮। ঐ, পৃষ্ঠা-১৯।

১৯। নারী-২০০৩, বেইজিং কর্মপরিকল্পনা ও জাতীয় উন্নয়ন নীতি এনজিও-র ভূমিকা, এন.সি.বি.পি-২০০৩, পৃষ্ঠা-১৩২।

২০। ঐ, পৃষ্ঠা-১৪১।

২১। সালাউদ্দিন ও শামীম, নগর কেন্দ্রীক অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টর-একটি পর্যালোচনা-১৯৯২।

২২। নারী-২০০৩, বেইজিং কর্মপরিকল্পনা ও জাতীয় উন্নয়ন নীতি এনজিও-র ভূমিকা, এন.সি.বি.পি-২০০৩, পৃষ্ঠা-১৭।

২৩। আইন ও শালিস কেন্দ্র বার্ষিক প্রতিবেদন-১৯৯৯।

২৪। মাহামুদ কবির, বাংলাদেশের নারী-২০০৩, পৃষ্ঠা-৮১।

২৫। ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড,বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রথম প্রকাশ-২০০৬, পৃষ্ঠা-১৮।

২৬। নারী ও উন্নয়ন, প্রাসংগিক পরিসংখ্যান -- খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য ,উইমেন ফর উইমেন মার্চ,১৯৯৫ , পৃ-xii.

২৭। বাংলা পিডিয়া,বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ (খন্ড-৫), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,মার্চ-২০০৩, পৃষ্ঠা-৯৪।

২৮। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান এবং ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড,বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রথম প্রকাশ-২০০৬,পৃষ্ঠা-১১৯-১২১।

২৯। বাংলা পিডিয়া,বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ (খন্ড-৫), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,মার্চ-২০০৩, পৃষ্ঠা-৯৫।

৩০। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-১৪তম সংশোধনী সহ।

Dhaka University Institutional Repository

৩১। ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড,বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রথম প্রকাশ-২০০৬,পৃষ্ঠা-১৪২-১৪৩।

৩২। বাংলা পিডিয়া,বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ (খন্ড-৫), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,মার্চ-২০০৩, পৃষ্ঠা-৯৫।

৩৩। ঐ পৃষ্ঠা-৯৫।

৩৪। ঐ পৃষ্ঠা-৯৪।

৩৫। ঐ পৃষ্ঠা-৯৫।

৩৬। বাংলা পিডিয়া,বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ (খন্ড-৫), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,মার্চ-২০০৩, পৃষ্ঠা-৮৯।

৩৭। মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক,আমি নারী,তিনশত বছরের (১৮-২০ শতক) বাঙ্গালী নারীর ইতিহাস,পৃষ্ঠা-৩৫।

৩৮। বাংলা পিডিয়া,বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ (খন্ড-৫), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,মার্চ-২০০৩, পৃষ্ঠা-৯০।

৩৯। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৭ অর্থ মন্ত্রণালয়, পৃষ্ঠা-১৪৮।

৪০। মাহমুদা রহমান খান সম্পাদিত, প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডার ও নারী উন্নয়ন সহায়ক পুস্তিকা,গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, জুলাই'০১,ঢাকা।

৪১। নারী উন্নয়ন ও জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা,বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন এর বাস্তবায়ন,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জানুয়ারী'২০০০,ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নারী ও রাজনীতি

"আমরা যেদিকেই দেখিনা কেন, সব দিকেই নারীদের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে,
শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়া"

-- আয়েশা খানম, সভানেত্রী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ।[১]

৩.১ ভূমিকা

আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে সংবিধান, নির্বাচন অনুষ্ঠান, নির্বাচিত সংসদ,আইনও নীতিমালা প্রণয়ন, আর এগুলোই হচ্ছে রাজনীতি। আজকের বিশ্বে রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে রাজনীতি দ্বারা। তাই ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত হতে হবে তার রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। কারন আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ না থাকলে, নিজস্ব মতামত সংযুক্ত করতে না পারলে , দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠি নারী যতই তার কর্মঘন্টা বাড়াক, জাতীয় উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যতই সম্পৃক্ত হোক না কেন তার অবস্থানের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে না।

তাই একটি গণতান্ত্রিক, নারী -পুরুষ সমতা ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত ।সবাই চায় দেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকুক। দেশের সকল রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন গণসংগঠন, নারী সংগঠন, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, প্রশাসনিক দফতরের স্থানীয় সরকার থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সর্বস্তরেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ-কর্ম পরিচালিত হোক। স্থায়ী ও কার্যকরী গণতন্ত্র না হলে ,জবাবদিহিতা মূলক গণতন্ত্র না হলে রাজনীতিতে নারী সমাজ তথা ব্যাপক জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। নারী ব্যক্তিত্বের বিকাশ , সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার সকল পর্যায়ে নারীর সঠিক অংশীদারিত্ব, কর্মের স্বীকৃতি ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অপরিহার্য বিষয় । সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর সঠিক অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। এজন্য নারীকে অধিক হারে রাজনীতি সচেতন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত হতে হবে।

১৯৪৬ সালের জুন মাসে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ একটি কমিশন গঠন করে যার উদ্দেশ্য ছিল নারী সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা খাতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করা। ১৯৫২ সালে সাধারন পরিষদে নারী সমাজের রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত প্রথম কনভেনশনটি গৃহীত হয়। এ কনভেনশনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, কোন প্রকার বৈষম্য ব্যতীত পুরুষদের মতোই সমান মর্যাদা নিয়ে নারী সমাজ ও সকল নির্বাচনে ভোট দেয়ার অধিকারী হবেন।[২]

১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ দক্ষিনপূর্ব এশিয়া কমিশন বা ESCAP ব্যাংককে একটি পর্যালোচনা সভার আয়োজন করে , বিশেষ করে দক্ষিন এশিয়ার নারীর রাজনৈতিক অবস্থানের বিষয় নিয়ে। কমিশনের সভায় বিভিন্ন দেশের সরকারী-বেসরকারী প্রতিনিধিদের ব্যাপক, বিস্তারিত আলোচনায় বের হয়ে আসে যে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে দারিদ্র, শিক্ষার অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগের অভাব, জনগণের যথাযথ সচেতনতার অভাবের পাশাপাশি আরেকটি প্রধান বাধা হলো সরকার , রাজনৈতিক দল, দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক শক্তির রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব (lack of political will.)[৩]

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ এবং ১৯৭৬-৮৫ দশককে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সকল ভাল ভাল কাজে সমর্থন দেয়া সহ সিডো চুক্তি, চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অর্থাৎ বেইজিং সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও এ সম্মেলনে গৃহীত সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নে নানা বিধ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে ।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা একান্ত বাস্তব সত্য। বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে জাতীয় সংসদে নারীর সম অংশীদারিত্ব , কার্যকর ও ফলপ্রসু অংশগ্রহণ , সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বাস্তব অবস্থা তৈরী না হওয়ার প্রধান কারণ দেশে রাজনৈতিক শক্তির রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব।

জাতিসংঘ ১৯৫২ সালে নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকারের বিষয়ে বিশেষ ঘোষণা ও কর্মসূচী গ্রহণ করে । ১৯৫২ সালে জাতিসংঘ The Convention on the Political Rights of Women (নারীর রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক কনভেনশন) ঘোষণা করে যার মূল উদ্দেশ্য দেশে দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের পাশাপাশি রাজনৈতিক সমশক্তি হিসেবে দাঁড় করানো। উক্ত কনভেনশন মতে নারী একজন নাগরিক হিসেবে পুরুষের মতো ভোট দেয়া, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া, বা কোন পাবলিক অফিসে অবস্থান করতে পারবে।[৪] ১৯৫২ সাল থেকে ২০০৮ সাল এর মাঝে বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি ও বিশ্ব মানবাধিকার আন্দোলনে অনেক পানি গড়িয়েছে কিন্তু নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে খুব কমই।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের ১৯৫২ সালের ঘোষণার পূর্ণ প্রতিফলন আছে, তা সত্ত্বেও প্রকৃত পক্ষে বাস্তব অবস্থার জন্য জাতিসংঘ ঘোষণা ও শাসন তন্ত্রের ঘোষণা কে বাস্তবায়নের জন্যই আজ বাংলাদেশে প্রয়োজন কিছু সময়ের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ যা নারী ও পুরুষের মাঝে বিদ্যমান ব্যবধান দুর করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রকৃত সমতাব ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। এটা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দাবী, এটা বাংলাদেশের চলমান গণতন্ত্রেব বেহাল সংস্কৃতির পরিবর্তনের দাবি, এটা গণতন্ত্র ও নারী -পুরুষের সমতার সংস্কৃতির দাবী।

৩.২ বাংলার রাজনীতিতে নারী- অতীত কাল (কালপর্ব ঃ ১৯০১-১৯৪৬)

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলারা এখনো অনেক পশ্চাৎপদ।

এই পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারন হচ্ছে, আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ।[৫]

পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার সংগ্রামে বাঙ্গালী নারীর অংশ গ্রহণের বিষয়টি বিশ শতকের নারীর অবস্থান চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রধান তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। শিক্ষিত-নিরক্ষর নির্বিশেষে বাংলার নারী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন। অহিংস ও সহিংস উভয় প্রকার সংগ্রামেই বাঙালী নারী সমাজ সাহসিকতা দেখিয়েছে। রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ এই শতকের শুরুতেই যে বেড়েছে, তার একটি প্রমাণ ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন কিংবা বিশ শতকের সূচনালগ্নের রাজনৈতিক আন্দোলন।

১৮৯০ সালে কলকাতায় ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে মাত্র দু'জন বাঙালী নারী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। একই স্থানে ১০ বছর পর ১৯০১ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে দু'শ নারী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মেয়েদের পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণের অধিকার এই প্রথমবারের মতো মেনে নেওয়া হয়। কংগ্রেসের পাশাপাশি তখন ন্যাশনাল সোশ্যাল কনফারেন্স (প্রতিষ্ঠাঃ-১৮৮৭) নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান ছিল। শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা বৃদ্ধির ফলেই রাজনৈতিক মঞ্চে নারীর অংশ গ্রহণ ব্যাপকতর হয়।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সভায় স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) ছিলেন উনিশ শতকের প্রথম বাঙ্গালী নারী ,তার কণ্যা সরলাদেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৬) বিশ শতকের রাজনৈতিক সভায় যোগ দিতেন। তিনি "প্রতাপাদিত্য ব্রতে" দীক্ষিত করেন তরুণদের। তরুণরা মুষ্টিযুদ্ধ, বক্সিং,তলোয়ার খেলা প্রভৃতি শিক্ষা নিত। ১৯০৫ সালে ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতির প্রতাপাদিত্য ব্রতের দ্বিতীয় অধিবেশনে সরলা দেবী চৌধুরানী সভাপতিত্ব করেন।[৭]

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ও তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা স্বদেশী আন্দোলন বাংলার নারী সমাজকে দ্রুত রাজনীতিমুখী করে তোলে। ওই বছর কংগ্রেসের বেনারস অধিবেশনে নারীদের আলাদা সভায় যোগদেন ছ'শ মহিলা। অধিকাংশই ছিলেন বাঙালী। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে সমগ্র বাংলা সেদিন ছিল যেমনি আলোড়িত তেমনি উত্তেজিত। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রচেষ্টার প্রতিবাদে কলকাতায় নতুন ফেডারেশন হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত মঙ্গল অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচশ নারী উপস্থিত হন। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী দিবস পালিত হয় মেয়েরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এই দিবসে 'অরন্ধন' ও 'রাখী বন্ধন' পালন করেন।[৮]

১৯০৫-১৯০৮ কালপর্বে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন তীব্রতর হয় এবং বাংলার নারীরা ক্রমবর্ধমান হারে এই আন্দোলনের সংগে যুক্ত হন। ১৯০৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের সময় কাদম্বিনী গাঙ্গুলী (১৮৬১- ১৯২৩) একটি মহিলা সম্মেলনের আয়োজন করেন। ব্রিটিশ পণ্য বর্জন, স্বদেশী পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহার, আন্দোলনের তহবিলে সহায়তা প্রদান সহ সক্রিয় ভাবে আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়, এবং এর প্রভাব শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বরিশালে অশ্বিনী কুমার দত্তের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন নারী সমাজও উদ্বুদ্ধ হন। ১৯০৮ সালে কাদম্বিনী গাংগুলী মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সমর্থনে নারী কমিটি গঠন করেন।[৯]

স্বদেশী আন্দোলনের জন্য গঠিত অশ্বিনীকুমারের 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি'তে বিপুল সংখ্যক নারী যুক্ত ছিলেন।স্বদেশী আন্দোলন সূত্রেই এদেশে গড়ে ওঠে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম। সহিংস আন্দোলনে নারী সমাজ অংশ গ্রহণ করেন এবং বিপুল সাহসিকতার পরিচয় দেন। হাওড়া জেলার ননীবালা দেবী (১৮৮৭-১৯৬৭), বীরভূমের দুকড়িবালা দেবী (১৮৮৭ সালে) ময়মনসিংহের ক্ষিরোদাসুন্দরী দেবী (১৮৮৩) স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে নেতৃত্ব দেন।[১০]

নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন শুরু হয় ১৯১৭ সালে। সরোজিনী নাইডু(১৮৭৯-১৯৪৯) , মার্গারেট কাজিন্স (জ.১৮৭৮), এ্যানি বেসান্ত (১৮৪৭-১৯৩৩) প্রমুখ এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই আন্দোলনকে ১৯১৮ সালে সমর্থন দেয়। ১৯২১ থেকে ১৯৩৫ এর মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে ভোটাধিকার দেওয়া হয়।[১১]

বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের নারী অধিকার ও মর্যাদা আদায়ে প্রথম সচেতন হয়ে উঠে। ১৯২৫ সালে তারা ভোটাধিকার অর্জন করে। এ আন্দোলন থেকে নারীরা তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে শক্তিশালী করে। এর ফলে শিক্ষা-দীক্ষা, কর্মসংস্থানে তার বিস্তার ঘটেছে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অধিকার সংরক্ষিত হয়নি, বৈষম্য দূর হয়নি, নির্যাতন ও শোষণ বন্ধ হয়নি।[১২]

১৯২৯ ও ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনে ও মহিলা কর্মী ও নেত্রীদের সাহসিকতাপূর্ণ কর্মকান্ড উল্লেখযোগ্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রী বাসন্তি দেবী ছিলেন (১৮৮০-১৯৭৪) অসমসাহসী দেশপ্রেমিক। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী আরেক তেজস্বিনী হেমপ্রভা মজুমদার (১৮৮০-১৯৬২)। উর্মিলা দেবী (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ছোট বোন, ১৮৮৩-১৯৫৬) অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে বন্দী হন। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত তার 'নারী কর্মমন্দির' দেশাত্মবোধ ও অসহযোগ আন্দোলনে নারীদের অনুপ্রাণিত করে । ১৯২৬ সালে সরোজিনী নাইডু যখন কংগ্রেসের সভানেত্রী তখন উর্মিলা

Dhaka University Institutional Repository

দেবী তাঁর সংগে বহু স্থানে রাজনৈতিক সভা করেন। ১৯৩৩ সালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গঠিত নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র তিনি সভানেত্রী ছিলেন। সে সময় আইন অমান্য করে তিনি কারারুদ্ধ হন।[১৩]

১৯২২ সালে হেমপ্রভা দেবী কলকাতায় 'মহিলা কর্মী সংসদ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণের কারণে দুই কন্যাসহ তিনি এক বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৭ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৩৯ সালে গঠিত সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরওয়ার্ডব্লক'-এ যোগ দেন। ১৯৪৪ সালে তিনি কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নিযুক্ত হন।[১৪] নেলী গ্রে (পরে সেনগুপ্তা)(১৮৮৬-১৯৭৩) স্থায়ী ভাবে বাংলাদেশে আসেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদেন। তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি অল্ডারম্যান ছিলেন। ১৯৪০ ও ১৯৪৬ সালে তিনি চট্টগ্রাম থেকে আইন সভায় নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।[১৫]

মানিকগঞ্জের বিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামশংকর সেনের মেয়ে মোহিনী দেবী (১৮৬৩-১৯৫৫) নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা ইত্যাদি সামাজিক কাজে যোগদেন। ষাট বছর বয়সে তিনি স্বাধীনতা ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদেন এবং ১৯২১-২২ সালে ও ১৯৩০ সালে কারাবরণ করেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি নিজের জীবন তুচ্ছ করে দাঙ্গা-অধ্যুষিত মুসলিম প্রধান অঞ্চল অ্যান্টনিবাগানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য কাজ করেন।[১৬]

কংগ্রেস কর্মী ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বিভিন্ন আন্দোলনে একাধিক বার কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৩ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম দুই নির্বাচিত মহিলা কাউন্সিলারের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯৪৫ সালের ২১ নভেম্বর ' আজাদ হিন্দ ফৌজ ' দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ছাত্র বিক্ষোভে রামেশ্বর বন্দোপাধ্যায়ে মৃত্যুর প্রতিবাদে শবদেহ নিয়ে আয়োজিত মিছিলে তিনি নেতৃত্ব দেন। শোভাযাত্রা চলাকালে মিলিটারী ট্রাক পেছন থেকে এসে তাঁর গাড়ীকে ধাক্কা দিলে আহত হয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।[১৭] বিক্রমপুরের আশালতা সেন (১৮৯৪-১৯৮৬) সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন নারী সমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও সংঘটিত করার কাজে। ১৯৩২ সালে আশালতা সেনের প্রেরণায় যাঁরা আন্দোলনে যুক্তহন, তাঁরা সকলেই কারাদন্ড ভোগ করেন। আশালতা সেনের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রচারের জন্য ঢাকায় সভা হয়। সে জন্য ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতিকে বে আইনী ঘোষনা করা হয়।১৯৩২ সালের ৬ জানুয়ারী থেকে ৭ মার্চ গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঢাকা জেলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আন্দোলন পরিচালনা করেন। কয়েক বছর তিনি ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী ছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি দিনাজপুর, বগুড়া , রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, গাইবান্ধা প্রভৃতি অঞ্চল সফর করে 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ ' গঠনে সহায়তা করেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৩ সালে মুক্তি পেয়ে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের সাহায্য কর্মে নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ছিলেন।[১৮] '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬০-এর দশকে সামরিক আইনবিরোধী আন্দোলনে ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন ঢাকার গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতির নেতৃত্ব দিয়েছেন ষাটের দশক পর্যন্ত। ১৯৭১ সালে আমেরিকায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেই সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত ছিলেন।

সিলেট মহিলা সংঘের নেত্রীবৃন্দের প্রধান ছিলেন সরলাবালা দেবী ও জোবেদা খাতুন চৌধুরী। ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, তাদের অস্ত্রের আক্রমন মোকাবেলা করেছেন। নিজ নামে বে-আইনী ইস্তেহার ছাপিয়ে নারীদের ওপর নিপীড়ন না চালাতে পুলিশ কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান। এই ইস্তেহারের জন্য তাঁকে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম নারী । তাঁর গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে সারা দেশে বিক্ষোভ জাগে। বেথুন স্কুল বন্ধ থাকে। কলকাতায় বিভিন্ন অঞ্চলে হরতাল হয়। কলকাতা কর্পোরেশনের ২৫ জনের একটি সভা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্থগিত থাকে।[১৯] মহাত্মা গান্ধীর আহবানে ও প্রভাবে সিলেটের সরলাবালা দেবী, দিনাজপুরের প্রভা চট্টোপাধ্যায়, ভোলার সরযূবালা সেন, বরিশালের ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা, প্রফুল্লকুমারী বসু, নোয়াখালীর সুশীলা মিত্র, খুলনার স্নেহশীলা চৌধুরী, বর্ধমানের সুরমা মুখোপাধ্যায়, সিরাজগঞ্জের বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, ময়মনসিংহের উষা গুহ প্রমুখ মহিলা সমাজকে সংগঠিত ও সচেতন করার লক্ষ্যে বহু কর্মকান্ড পরিচালনা করেন। এঁরা পত্যেকেই নারীমঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন কিংবা পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত নারী সংগঠনকে আরও সক্রিয়ভাবে গড়ে তোলেন।[২০]

ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার জন্য অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি চলে খিলাফত আন্দোলন। এ আন্দোলনে মুসলিম মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী ও খিলাফত আন্দোলন উদ্দেশ্যের দিক থেকে ভিন্ন ছিল না। সে জন্য হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে নারীরা উভয় আন্দোলনের সভা সমাবেশে যোগ দিতেন।[২১] বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) সক্রিংয় রাজনীতিতে অংশ না নিলেও রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে নারী সমাজকে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানান। বাঙ্গালী মুসলিম রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরানীর (১৯০১-১৯৮৫) অবদান বিশেষভাব উল্ল্যেখযোগ্য।[২২] গাইবান্ধার সৌলতননেছা খাতুন কে (১৯২২-১৯৯৭) দেশসেবার জন্য একাধিকবার জেলে যেতে হয়েছিল। তিনি গাইবান্ধা মহিলা সমিতি গড়ে তোলেন । ১৯৫৪ সালে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮০ সালে সংসদে 'যৌতুক নিরোধ বিল' উত্থাপন করেন এবং এবিষয়ে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে নেতৃত্ব দেন।[২৩] ময়মনসিংহের রাজিয়া খাতুন ও হালিমা খাতুন অল্প বয়সেই (১৯৩০ - ১৯৩২ সালে) কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন। ময়মনসিংহের বিপ্লবী যুগান্তর দলের সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ ছিল। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে তাঁরা নির্যাতনের শিকার হন।[২৪]

১৯৩০-১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে সত্যাগ্রহীদের সংগে কাজ করেছেন গৌড়া ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পারিবারের আরও চারজন মহিলা- শামসুননেসা বেগম ,রওশন আরা বেগম ,রাইসা বানু বেগম ও বদরুননেসা বেগম।[২৫] ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে কলকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচিত অন্যতম কাউন্সিলার বেগম সাকিনা ফারুক সুলতানা মোয়াজ্জেদ ছিলেন প্রচন্ড রকমের ব্রিটিশবিরোধী। কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম পেশাগত নারী আইনজীবী ছিলেন সাকিনা মোয়াজ্জেদা। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ধাঙড় ধর্মঘটেও তিনি নেতৃত্ব দেন।[২৬]

বাংলাদেশে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী ধারায় বহু সংগঠন গড়ে ওঠে। বিশের দশক থেকে ত্রিশের দশকের মধ্যে ঢাকায় শ্রীসংঘ নামের বিপ্লবী দলে যোগদেন লীলা রায় (নাগ); 'যুগান্তর'- এর প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হন শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, বীণা দাস, চট্টগ্রামের সূর্যসেনের বিপ্লবী দলে যোগ দেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্ত। সুনীতি চৌধুরী ও শান্তি ঘোষ এই দুই কিশোরী তখন কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন। চৌদ্দ বছরের এই দুই কিশোরী কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে হত্যা করার দায়িত্ব পান বিপ্লবী দল থেকে। সফল ভাবে এই দায়িত্ব পালন করে তাঁরা পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। কিশোরী বলে তাঁদের ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। মাহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগে রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলনের ফলে ১৯৩৯ সালে অন্যান্য রাজবন্দির সাথে এরাও মুক্তি পান।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৮ সালে বিপ্লবী দলগুলো সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিপ্লবী দলের কাজে অকুণ্ঠ আগ্রহী ছাত্রীরা নানা গুপ্ত কাজে যুক্ত হন। বীণা দাস , কমলা দাশগুপ্ত, উজ্জল মজুমদার, বনলতা সেন, জ্যোতিকণা দত্ত, পারুল মুখার্জি, উষা দত্ত মুখার্জি, সাবিত্রী দেবী, লীলা নাগ, ইন্দুমতি সিংহ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত প্রমুখ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপ্লবী দলের সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন। গভর্নর স্টানলি জ্যাকসনকে হত্যা করার চেষ্টার অপরাধে বীণা দাশের নয় বছর কারাদন্ড হয়েছিল ১৯৩২ সালে। গভর্নর এন্ডারসনকে হত্যা পরিকল্পনায় সাহায্যের জন্য উজ্জলা মজুমদারের ১৪ বছরেব সশ্রম কারাদন্ড হয় ১৯৩৪ সালে। রিভলভার লুকিয়ে রাখার দায়ে জ্যোতিকণা দত্তিত হন; চার বছরের সশ্রম কারদন্ড হয় ১৯৩৭ সালে। চট্টগ্রামের বিপ্লবী সূর্যসেনকে আশ্রয় দানের অপরাধে সাবিত্রী দেবীকে চার বছর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেওয়া হয় ১৯৩২ সালে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার জন্য অর্থ সাহায্য সংগ্রহের কাজে অংশ গ্রহণের দায়ে কারাদন্ড ভোগ করেন অনন্তসিংহের বোন ইন্দুমতি সিংহ।[২৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী (১৯২২) লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭০) এর উচ্চতব শিক্ষা গ্রহণ ও নারী শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন বিপ্লবী কর্মকান্ডের স্থান ছিল ঢাকা। প্রীতিলতা ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমনের সময় আহত হন। গ্রেপ্তারের আশংকা থাকায় বিপ্লবী দলের নীতি অনুযায়ী তিনি পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। কল্পনা দত্ত বন্দী হন ১৯৩৩ সালে। দেশ বিভাগের পর তিনি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে রাজনৈতিক পেশাগত জীবন অতিবাহিত করেছেন।[২৯]

১৯৩৬ সালে ছাত্র সমাজ প্রথম সংগঠন "নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন " গঠনে বাঙ্গালী কণ্যা রেণু চক্রবর্তী , কনক দাশগুপ্ত (মুখার্জী) ,গীতা ব্যানার্জী প্রমুখ উল্লেখ্যযোগ্য। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন চল্লিশের দশক পর্যন্ত সবচেয়ে বড় মহিলা সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সরোজিনী নাইডু , কমলাদেবী চট্টোপধ্যায় , রেণুকা রায়, বেগম হামিদা আলি প্রমুখ নেত্রী এই সংগঠন পরিচালনা করেন। নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় এই সংগঠন।[৩০] ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস মহিলা সংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নারীদের সংগঠিত করাই ছিল এই সংঘের কাজ। নারীব আইনগত সমঅধিকার, ভোটাধিকার, নারী শিক্ষা বিস্তারও তাদের কাজ ছিল।

১৯৩৯-এ নারীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'রাজবন্দীদের মায়েরা'- নামের সংস্থা। বেগম শায়েস্থা ইকরামুল্লাহ-র সহযোগীতায় লেডি আবদুল কাদির, ফাতিমা বেগম ও মিস এম, কোরেশি সহ কয়েকজন মুসলিম ছাত্রীর উদ্যোগে মুসলিম ছাত্রী ফেডারেশন গঠিত হয়। পরবর্তীকালে বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ (জ. ১৯১৫) মুসলিম লীগ মহিলা সমিতি গঠন করেন। ১৯৪২ সালে মুসলিম নারীদের মুষ্টিমেয় অংশ রাজনীতিতে এগিয়ে আসেন। তবে ১৯৪৭ সালের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এদের মধ্যে বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) জোবেদা খাতুন চৌধুরানী , দৌলতননেসা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। 'মুসলিম মহিলা আত্মরক্ষা লীগ ' গঠন করে বাঙালী মুসলিম নারীরা নারীর মর্যাদা রক্ষা ও সমানাধিকারের আন্দোলন গড়ে তোলেন।[৩১] ১৯৪২ সাল থেকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে বাংলার নারী সমাজ অংশগ্রহণ করে । সমাজসেবামূলক কাজের পাশাপাশি রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনে জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাংলায় নারী সমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি । ১৯৪৩ সালে সম্মেলনের মাধ্যমে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা লগ্নে এর লক্ষ্য ছিল ঃ (১) দেশরক্ষা, (২) জাতীয় নেতাদেব মুক্তি ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, (৩) দুর্ভিক্ষে মৃতপ্রায় জনগণকে বাঁচানো ও নারীদের মর্যাদার সাথে বাঁচতে সাহায্য করা,(৪) সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুক্ত হওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েদের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, নারীর সার্বিক সমঅধিকার লাভের জন্য এবং নারী নির্যাতন, লাঞ্ছনা, অমর্যাদা বন্ধের জন্য জাতীয় প্রগতিকামী জনকল্যাণমূখী সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকে সারা বাংলার নারী সমাজকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। দলমত ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধরনের মহিলা এই সমিতির সদস্য হন।[৩২]

১৯৪৩ সনের ১৭ মার্চ কলকাতার বিধানসভা অভিমুখে পাঁচ হাজার দরিদ্র বস্তিবাসী ও মধ্যবিত্ত শহরবাসী মহিলার ভুখামিছিলের ঘটনা নারী প্রগতির এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মহিলাদের উদ্যোগে এ ধরনের সভা-মিছিল, লংগরখানা চালু, রেশনিং ব্যবস্থা চালু বা চালের ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা প্রভৃতি কার্যক্রম বাংলার সকল জেলাতেই অব্যাহত ছিল।[৩৩]

মনোরমা বসু কাজ দিয়ে ক্ষুধার্ত মেয়েদের বাঁচাবার জন্য বিভিন্ন মহিলা সংগঠন ও রিলিফ কমিটি সহ ১৯৪৪ সালে গড়ে তোলেন নারী সেবাসংঘ। এই সংস্থার কাজ ছিল বিভিন্ন স্থানে আশ্রয়কেন্দ্র ও কুটিরশিল্প পরিচালনা করা। ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী, হুগলী , খুলনা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, রংপুর সর্বত্র এই সমিতি কাজ করে। উত্তরাধিকার ও বিবাহ বিষয়ে নারী স্বার্থসম্বলিত সমঅধিকার প্রদানের জন্য 'নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি,' নিখিল ভারত মহিলা কাউন্সিল', 'মহারাষ্ট্র ভগিনী সমাজ' সম্মিলিতভাবে সম্মেলন করে উত্তরাধিকার বিষয়ে নারীর অধিকার সম্পর্কিত বিল দ্রুত আইনে পরিণত করার দাবী তোলে ।[৩৪]

হিন্দু নারীদের অধিকার, বহু বিবাহ বন্ধ সহ ভারতবর্ষে হিন্দুনারীদের জন্য আইনগত বহু অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তানেও ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন ও ১৯৭১-এর পরবর্তীকালে বাংলাদেশে মুসলিম নারীদের বহু অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসন ভিত্তিক পার্সোনাল ল' বা ব্যক্তি আইনে উভয় দেশেই নারীর অধিকার সম্বলিত আইন প্রচলিত রয়েছে ।তবে ভারত, পাকিস্তান ও পরবর্তীতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নারীরা পারিবারিক অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নারী উন্নয়ন নীতির সুফল থেকে বঞ্চিত রয়েছে।[৩৫]

১৯৩৫ সালে নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বেশ কয়েকজন বাঙ্গালী নারী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চট্টগ্রাম থেকে নেলী সেনগুপ্তা, ঢাকা থেকে আশা লতা সেন নির্বাচিত হন । ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে অংশ নেন বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), লীলা নাগ, আশালতা সেন, নেলী সেনগুপ্তা , মহিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তী, মায়া লাহিড়ী, ইলা মিত্র , মনোরমা বসু, কমলা চ্যাটার্জি, বেলা লাহিড়ী, বিভা সেন, পঙ্কজিনী চক্রবর্তী, অশোকা গুপ্তা ।[৩৬]

৩.৩ রাজনীতিতে নারী - পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭০)

১৯৪৭-উত্তরকালে বর্তমান বাংলাদেশ অংশে রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা অব্যাহত থাকে । বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম মোতাহার হোসেন, সারা তৈফুর, রাজিয়া খাতুন চৌধুরী, হামিদা রহমান, রওশন আরা বাচ্চু প্রমুখ সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহন করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে মেয়েদের ভোট দান পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হলে নারী সমাজ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন। সকল স্তরে মহিলাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য এ সময় মহিলাদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ড. হালিমা খাতুন, মিসেস সুফিয়া (লিলি) ইসতিয়াক , মরিয়ম খোন্দকার, আমেনা বেগম , লায়লা সামাদ , লুৎফুননেসা প্রমখু মহিলা ছিলেন এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা। সংস্কৃতির ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বেতারের মহিলা শিল্পীরাও এ সময় ধর্মঘট করেন।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টে প্রার্থী হিসেবে আইন পরিষদে নির্বাচিত হন নূরজাহান মুরশিদ, দৌলতননেসা খাতুন, বদরুন্নেসা খাতুন, আনোয়ারা খাতুন, সেলিনা বানু , রাজিয়া বানু , তফতাতুন্নেসা বেগম, মেহেরুন্নেসা খাতুন, আমিনা বেগম , নেলী সেনগুপ্তা , নিবেদিতা মন্ডল প্রমুখ সদস্য। এঁদের বিজয়ে নারী সমাজের মধ্যে আলোড়ন ও আত্মবিশ্বাস জেগে উঠে। ১৯৫৫ সালে নভেম্বর মাসে নুরজাহান মুরশিদ, বেগম রাজিয়া বানু ও বেগম দৌলতননেসা কে প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী করা হয়। ১৯৫৫ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে লবণ ও তেলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে মহিলারা প্রকাশ্য রাজপথে ঘেরাও আন্দোলন করেন। [৩৮]

১৯৫৬ সালে চূড়ান্তভাবে পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হয়। মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের জন্য সংবিধানে বিশেষ নির্বাচনী এলাকা নির্দিষ্ট করা হয়। মহিলাদের ভোটে মহিলাদের নির্বাচিত করার আইনের ফলে মহিলা ভোটাররা জাতীয় প্রার্থীকে ও মহিলা সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীকে মোট দুটি ভোট দেওয়ার অধিকার পায়।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসন কালে ১৯৬০ সাল থেকে নারী সংগঠনগুলো পুনরায় সক্রিয় হয়। গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি, ওয়ারি মহিলা সমিতি, শিশু রক্ষা সমিতি, আপওয়া শিশু কল্যাণ পরিষদ ছাড়া ইউনিভার্সিটি উওমেন্স ফেডারেশন, ইসলামিক মহিলা মিশন, নিখিল পাকিস্তান সমাজকল্যাণ সমিতি পূর্ব পাকিস্তান শাখা ইত্যাদি মহিলা সংগঠন সামরিক শাসনের মধ্যেও তাদের সম্মেলন, বার্ষিক সভা, সাহিত্য সভা ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করে। এসব সভায় নারী শিক্ষার প্রসার, মেয়েদের চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি, চাকরিজীবী মেয়েদের সমস্যা সমাধানের বিষয়, শিশু আইন প্রবর্তন, কিশোর অপরাধীদের জন্য বিশেষ বিচারালয় স্থাপন, পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা, প্রচলিত আইনে নারীর অধিকারসমূহের সংশোধন, নার্সিং পেশার প্রসার, মেয়েদের চলাফেরায় নিরাপত্তা বিধান, নারী শিক্ষা সংকোচনের প্রতিবাদ, কেন্দ্র ও প্রদেশে ১ জন করে মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ, নির্বাচনে মহিলাদের জন্য জাতীয় পরিষদে ৩টি ও প্রাদেশিক পরিষদে ৫টি করে আসন সংরক্ষণের দাবি নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক ও প্রস্তাব উত্থাপিত হ'ত। [৩৯]

পাকিস্তানের সংসদে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত সদস্য শায়েস্তা ইকরামউল্লাহ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্য জাহানারা শাহনেওয়াজের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সাল থেকে আন্দোলনের পর ১৯৫১ সালে মুসলিম নারীদের শরিয়ত বিল কার্যকরী হয়। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এই আইনেও ব্যর্থ হয়। পারিবারিক আইনে নারীর ন্যায্য অধিকারের দাবিতে নারী সমাজের আন্দোলনের ফলে ১৯৬১ সালে 'পারিবারিক আইন' প্রণীত হয়। এতে ১৯৫৬ সালের 'জাস্টিস রশিদ কমিশনে'র সকল সুপারিশ গৃহীত না হলেও নারী সমাজের অধিকার অর্জনের ইতিহাসে এটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বহুবিবাহ নিরুৎসাহিত করা, স্ত্রীকে যথেচ্ছ তালাক দেয়া নিয়ন্ত্রণ করা, মেয়েদের নিরাপত্তার স্বার্থে মোহরানা দাবীমাত্র পরিশোধ বাধ্যতামূলক করা প্রভৃতি এ আইনে সংযোজিত হয়। [৪০]

প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ও ধর্মান্ধ নেতারা ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনকে পবিত্র কোরানের পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করেন এবং এর তীব্র বিরোধিতা করেন। নারী সমাজ প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের ভূমিকার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ঢাকায় 'আপওয়া' (অল পাকিস্তান উওমেন্স এসোসিয়েশন) নেত্রী বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ ও বাংলার নারী আন্দোলনের নেত্রী কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে আপওয়া, শিশু রক্ষা সমিতি, নারিন্দা মহিলা সমিতি, ওয়ারি মহিলা সমিতি, গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি, বেগম ক্লাব ও অন্যান্য সংগঠনের মহিলারা প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১৯৬৩ সালের ৫ অক্টোবর বেগম ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। ছাত্রীনেত্রী মতিয়া চৌধুরী (বর্তমান আওয়ামী লীগ নেত্রী) মহিলাদের দাবি সমর্থন করে বিবৃতি দেন। পারিবারিক আইন সংশোধনীর দাবিতে নারীর সম

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার বিরোধীরা সোচ্চার থাকলেও নারী সমাজের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় পরিষদে কোনো সংশোধনী ছাড়াই পারিবারিক আইন ১৯৬১ গৃহীত হয়।[৪১]

১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রাপ্ত নারীর ভোটে নারী সদস্য নির্বাচনের অধিকার ১৯৬২ সালের সংবিধানে বাতিল হয়ে যায়। ১৯৬২-র সংবিধানে জাতীয় পরিষদে ৬টি ও প্রতিটি প্রদেশের ৬টি আসন মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংরক্ষিত ৬টি মহিলা আসনে প্রার্থী মনোনয়নেব পদ্ধতি চালু হয়। কয়েকজন মহিলা মন্ত্রীকেও এ সময় নিয়োগ করা হয়।[৪২]

১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ নির্বাচকমন্ডলীর বিলের সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদের সদস্য রোকাইয়া আনোয়ার আইন পরিষদসহ নির্বাচকমন্ডলীতে ২৫ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করার দাবী জানান। জাতীয় পরিষদে প্রতিটি প্রদেশ থেকে ৩টি করে ৬টি ও প্রাদেশিক পরিষদে ৫টি করে ১০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।[৪৩]

১৯৬০ সালের ২১ আগষ্ট ঢাকায় কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন স্মৃতি কমিটি' গঠিত হয়। কমিটিব পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে-

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসের নাম 'রোকেয়া হল' করা হোক।

২. বাংলাবাজার গার্লস স্কুলের নামকরণ 'রোকেয়া মেমোরিয়াল স্কুল' করা হোক।

১৯৬৪ সালে প্রথম দাবীটি গৃহীত হলেও দ্বিতীয়টি উপেক্ষিত থাকে। ১৯৬৬ সালে আয়শা জাফরের উদ্যোগে গঠিত হয় 'নারী কল্যাণ সমিতি'। বেগম রোকেয়া স্মৃতি সংরক্ষণে এই কমিটি উল্লেখযোগ্য কাজ করে।[৪৪] নারীর স্বাধিকার আন্দোলন, রাজনৈতিক সচেনতা বৃদ্ধির আন্দোলনের সাথে এই সব কর্মকান্ড ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল।আইয়ুব খানের শিক্ষানীতিতে বলা হয় যে, 'মা ও গৃহিণী হিসেবে নারীকে গড়ে তোলাই হচ্ছে তার নারী শিক্ষা নীতির লক্ষ্য'। এর বিরুদ্ধে ছাত্রী সমাজ আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬৪ সালে সরকারী যড়যন্ত্রে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে কবি সুফিয়া কামাল, অধ্যাপিকা সানজিদা খাতুন, অধ্যাপিকা রোকেয়া রহমান কবীর সহ আরও অনেকে পাড়ায় পাড়ায় সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ছাত্রী নিবাসে গুন্ডাদের হামলা তারা প্রতিহত করেন। মহিলারা দাঙ্গা প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছিলেন প্রচন্ড সাহসিকতার সঙ্গে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে এই প্রথম মহিলারা ঢাকায় গণবিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেন।[৪৫]

১৯৬৪সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দল মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী মনোয়ন করলে সামরিক সরকার ফতোয়া দেয় যে, রাষ্ট্রপ্রধান পদে মহিলা নির্বাচন জায়েজ নয়। আইয়ুব খান বিরোধী মোর্চায় প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী ঘোষনা দিয়েছিল। তারা নারী সমাজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে দ্বিধা করে নি। সম্মিলিত বিরোধী দলের ৯ দফা বিশিষ্ট নির্বাচনী ঘোষনার ৮নং ধারায় বলা হয়: 'ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, ইসলামী বিধানাবলীর বাস্তবায়ন এবং শরিয়তের সংগে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য 'পারিবারিক আইন ১৯৬১ ' বাতিল করতে হবে। এই ৮নং ধাবা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নারী সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন নারী সংগঠনের উদ্যোগে ৮নং ধারা প্রত্যাহারের দাবীতে নারী সমাজ সর্বত্র সভা মিছিল করে। ফাতেমা জিন্নাহ ঢাকা আসেন, তার কাছে স্মারক লিপি দেওয়ার জন্য মহিলারা মিছিল করে দেখা করেন। মহিলা প্রতিনিধিদলকে তিনি এ বিষয়ে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সংগে কথা বলার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

অনুরোধ করেন। কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের প্রায় ১৫ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল বিরোধী নেতাদের সংগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাক্ষাৎ করেন। নারী সমাজের সংগ্রামী প্রতিরোধের মুখে আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ৮নং ধারার সংগে তাঁদের দ্বিমত জানিয়ে বিবৃতি দেন। কমরেড মনিসিংহের নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি তখন সরকার নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল ছিল। গোপনে এই দল ৮নং ধারার বিরুদ্ধে দলের প্রচার অব্যাহত রাখে।[৪৬]

দীর্ঘ দিনের নারী আন্দোলনে অভিজ্ঞ বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, কবি সুফিয়া কামাল, দৌলতননেসা খাতুন প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শে ও পথে অগ্রসর হয়েছেন। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৬ এর ৬দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান সব ক্ষেত্রেই নারীরা গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখে। ১৯৬৯ এর ২০ জানুয়ারী আসাদ হত্যার প্রতিবাদে ২৪ জানুয়ারী কবি সুফিয়া কামালের বাসায় অনুষ্ঠিত মহিলাদের সভার সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী ৭ ফেব্রুয়ারী সকাল ১০ টায় শহীদ মিনার থেকে নারী সমাজের উদ্যোগে শোক মিছিল বের হয়ে হাই কোর্টের সামনে দিয়ে নওয়াব পুর হয়ে বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে শেষ হয়। হাজার হাজার বোরকা পরা পর্দানশীল মহিলাও এতে যোগ দেন। ১০ ফেব্রুয়ারী গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তানের 'মহিলা সংগ্রাম পরিষদ'। ২১ ফেব্রয়ারী শহীদ দিবস উপলক্ষে হাজার হাজার মহিলা রাস্তায় নেমে আসেন। এর সভানেত্রী ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল, আহ্বায়িকা ছিলেন মালেকা বেগম। সদস্যাদের মধ্যে বদরুন্নেসা আহমেদ(প্রয়াত), জোহরা তাজউদ্দিন , আমেনা আহম্মেদ,নূরজাহান মুরশিদ, সেলিনা বানু (প্রয়াত), নুর জাহান কাদির, সারা আলি ও রাজিয়া বানুর (প্রয়াত) নাম উল্লেখযোগ্য। পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছাত্রীদের ভূমিকা ছিল সক্রিয়। এঁদের মধ্যে আয়শা খানম, ফওজিয়া মোসলেম, মাখদুমা নার্গিস, কাজী মমতা হেনা , মুনিরা আক্তার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৪৭] ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে মালেকা বেগমকে সাধারণ সম্পাদিকা করে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ'। জোবেদা খাতুন চৌধুরানী, বেগম আবুল হাশিম, রাইসা হারুন, আনোয়ারা বাহার, মনোরমা বসু, উমরতুল ফজল, উষাদাশ নুরকায়স্থ, আমেনা আহম্মেদ, সারা আলী, হামিদা হোসেন,নুরজাহান বেগম, নুরজাহান কাদের, রেবেকা মহিউদ্দিন, হুরমুতুন্নেছা ওদুদ, আজিজা ইদ্রিস, মুশতারী শফী প্রমুখ এই সংগঠনে যুক্ত হন। এই সংগঠনের উদ্যোগে দেশে সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা ও মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে গণভোটে সরাসরি নির্বাচন করা, রাজবন্দিদের মুক্তি, মহিলা শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত সংখ্যক মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা, শিশু হাসপাতাল স্থাপন, খাদ্যে ভেজাল বন্ধ করা , জিনিসের দাম কমানো ও নারী নির্যাতন বন্ধের দাবীসহ নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী তোলা হয়।[৪৮] ১৯৭০ সালের গণভোটে সমগ্র দেশের নারী সমাজ গণতন্ত্রের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। ১৯৭০ সালে নির্বাচনের রায় সামরিক সরকার মেনে না নিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলন গড়ে ওঠে। সেই আন্দোলনে নারী সমাজও অংশ গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ সারা দেশের মহিলাদের সংগঠিত করে সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানায়। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনের একটি অংশ–এই উপলব্ধি থেকে নারী সমাজ শহরে শহরে সমাবেশ করে লাঠি হাতে কুচকাওয়াজ করেন, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং স্বামী -সন্তানকে, নারী সমাজকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের প্রেরণা দেন।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

৭ই মার্চ'৭১ এর বঙ্গবন্ধুর জনসভায় অসংখ্য মহিলা বাঁশের লাঠি,তীরধনুক নিয়ে সভায় উপস্থিত হন। বাংলার নারী সমাজের একটা অংশও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে অংশ গ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ সারা বাংলাদেশে মহিলাদের সংঘটিত করার চেষ্টা কার্যক্রম গ্রহণ করে। দেশের বিভিন্ন শহরে যেমন-বরিশাল,চট্রোগ্রাম,পাবনা,ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা,রংপুর,বগুড়া প্রভৃতি স্থানে মহিলারা সংগঠিত হয় বিক্ষোভ,মিছিল,মিটিং করে এবং স্বাধীনতার পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের প্রস্তুতি নেয়।[৫০]

৩.৪ কালপর্ব ১৯৭১ ও মুক্তিযুদ্ধে নারী

মুক্তিযুদ্ধের ফসল আজকের এই বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজের অংশগ্রহণ যেমন তাদের জন্য বড় মাপের একটি অর্জন, তেমনি আজকের বাংলাদেশে নারী জাগরনের যে মাত্রা অর্জিত হয়েছে তার শেকড় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রোথিত।[৫১]

মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজের ভূমিকা ও নারী আন্দোলনের উপর এর প্রভাবকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে মূল্যায়ন করতে পারি:[৫২]

(ক) মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ

(খ) নারী আন্দোলনেব উপর মুক্তিযুদ্ধেব প্রভাব

অধ্যাপক রওনক জাহানের মতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সশস্ত্র পর্যায়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে কতিপয় নারী প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে ঐ সময়ে বেশ কিছু সংখ্যক নারী হাসপাতাল ও উদ্বাস্তু শিবিরে সেবিকার ভূমিকা পালন করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজেব অংশগ্রহণকে আমরা মূলতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

ক) মুক্তি যুদ্ধে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ।

খ) মুক্তি যুদ্ধে নারীর পরোক্ষ অংশগ্রহণ।

অনেক মা বোন ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন প্রত্যক্ষভাবে। এরা রাইফেল হাতে ছেলেদেব সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে সত্যিকার বীরের সম্মান নিয়ে জয়ী হয়েছেন। এরকম একজন সাহসী নারীর উজ্জল দৃষ্টান্ত হচ্ছে বীর প্রতীক তারামন বিবি, সত্যিকাব বীরের মতো তিনি ১৯৭১ সালে যুদ্ধ করেছিলেন।[৫৩]

সরাসরি যুদ্ধ ক্ষেত্রে না গিয়েও পরোক্ষভাবে এদেশের নারী সমাজ মুক্তি যুদ্ধের সময়ে গূরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অনেক নারী গোপন সংবাদ আদান-প্রদান , অর্থ সংগ্রহ, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দান, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা শুশ্রুষা , গেরিলা তৎপরতায় সহায়তাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বহু মেয়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে ও হাসপাতালে চিকিৎসা ও সুশ্রুষার সেবা কাজ করেছেন। এদের মধ্যে সুফিয়া কামালের মেয়ে সুলতানা কামাল , সাঈদা কামাল, ডাঃ ভালিয়া সালাহউদ্দিন, মিনুবিল্লাহ, খুকু আহম্মেদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৫৪] অনেক মেয়ে এ সময় প্রশিক্ষণ ও শরনার্থী শিবিরে ঘুরে ঘুরে মুক্তির গান গেয়ে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, আশাহত গৃহহীন বাস্তুহারা মানুষকে , যা এদেশের মানুষকে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। মুক্তি সংগ্রামের সময় বাংলার হাজার হাজার পরিবারের নারীরা পাকবাহিনীর হাতে অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করেছিল।

নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মিলিত আত্মত্যাগের ফসল এই বাংলাদেশ। যে নারীরা অমূল্য সম্পদ হারিয়ে স্বাধীনতা এনেছেন, যে নারীরা জীবন বাজি রেখে মুক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন আর যে নারীরা তাদের স্নেহের কোমল পরশ

Dhaka University Institutional Repository

বুলিয়েছেন আহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা অথবা দেশত্যাগী ছিন্নমুলদেরকে, তাদের সবার অবদানের সম্মিলিত প্রচেষ্টা হলো বাংলাদেশ।[৫৫]

গেরিলা যুদ্ধের জন্য মেয়েরা সব রকম প্রস্তুতি , কষ্ট মোকাবেলা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সর্বত্র গেরিলা যোদ্ধাদের পাশে ছিলেন নারী সমাজ। তারাও ছিলেন অকুতোভয় গেরিলা যোদ্ধা। নারীরা কাজ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে। সুফিয়া কামাল , নীলিমা ইব্রাহিম, জোহরা তাজউদ্দিন, মালেকা খান, বদরুন্নেসা আহমেদ ,মেহের কবীর , হাসনা হাজারী , ড. হালিমা খাতুন, শিল্পী সুফিয়া শহীদ, বেগম শামসুন্নাহার, ফিরোজা খাতুন,মালেকা বেগম, রাফিয়া আক্তার ডলি, আইভি রহমান এবং আরো বহু ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী,ডাক্তার , স্বেচ্ছাসেবী , সমাজকর্মী, গৃহিনী সব পেশার সচেতন নারীরা এগিয়ে এসেছিলেন সেদিন। মুক্তি যুদ্ধের সঠিক ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্য এইসব অবদানকে বিশদ ভাবে সামনে তুলে আনা জরুরী।

স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৯৬-১৯৯৭-এ মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গঠিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য বৃত্তির সুযোগ বাড়ানো হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, আবেদনপত্রে 'মায়ের নাম' অভিভাবক হিসেবে যুক্ত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদানের এ এক স্বীকৃতি।[৫৬]

৩.৫ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ - রাজনীতিতে নারী

৩.৫.১ শেখ মুজিব,জিয়া, এরশাদ আমল ঃ-

১৯৭২ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অধীনে জাতীয় সংসদে ৩০০টি সাধারন আসন ছাড়াও মহিলাদের জন্য ১৫টি আসন ১০ বছরের জন্য সাধারন আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দ্বারা মনোনয়নের শর্তে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল এ সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যগণ নারী অধিকার প্রশ্নে কার্যকর ও গতিশীল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। বিষয়টি নারীর ক্ষমতায়নে বা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে একটি গুরুত্ব পূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত ছিল। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে শতকরা ৫৬ জন অংশ নেয় এবং তন্মধ্যে শতকরা ১০ জন ছিল মহিলা। লক্ষ্যনীয় যে, এ নির্বাচনে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত মহিলারা অধিক হারে অংশ গ্রহণ করে।[৫৭] ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পর তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ জন মহিলাকে প্রতিমন্ত্রী পদে স্বল্পকালের জন্য নিয়োগ প্রদান করেন। একজনকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এবং অন্যজনকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন প্রধান মন্ত্রীর এ সিদ্ধান্ত সম্ভবত আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার দাবীর প্রেক্ষাপটে করা হয়। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশে সে সময়ে রাজনীতিতে নারীদের সম্পৃক্ততার মাত্রা ছিল নেহায়েতই কম। বলা বাহুল্য যে, এটি ছিল নিতান্তই তাদের আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ, বরং বাস্তব অবস্থা ছিল এ বিষয়ে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান ছিল একেবারে প্রান্তে (peripheral)।[৫৮]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সাড়ে তিন বছরের সরকারের শেষদিকে ১৯৭৫ সালে সপরিবারে নিহত হলে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয় এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এ সময় অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ ৭০ এর দশককে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করে এবং তখন থেকে বাংলাদেশে নারীদের জন্য নীতিমালা গ্রহণ অগ্রাধিকার লাভ করে। নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি হঠাৎ করে প্রাধান্য পেতে থাকে । কেননা তা প্রচুর আন্তর্জাতিক অনুদান দেয়ার কথা ঘোষণা করে । শুধু তাই নয়, নারী সংক্রান্ত বিষয়াদি, ইস্যুসমূহ সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বীকৃতির পরিচায়ক হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এ সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তিনি নারী উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এর মাধ্যমে তাঁর সময়কে বৈধ করে নেয়ার জন্য সচেষ্ট হন।[৫৯] তিনি একটি মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় মহিলা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। নারীদের জন্য অধিক কর্মসংস্থান ও সরকারী পদ সমূহে তাদের জন্য অংশ সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করেন। তা ছাড়া সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ১৫ থেকে ৩০টিতে উন্নীত করেন।

জিয়াউর রহমানের আমলে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতাসীন এলিটদের অবস্থানকে অধিকতর পাকাপোক্ত করা। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, মহিলা সদস্যরা অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের উপরই যেন নির্ভরশীল এবং তাদের উপস্থিতির মূল্য জাতীয় সংসদের অপরাপর সদস্যদের চেয়ে গৌণ। প্রকৃত পক্ষে জিয়া শাসনামলে জাতীয় সংসদের ৩০ জন মহিলা সদস্য, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় মহিলা সংস্থা সমন্বিত ভাবে জিয়াউর রহমানের নিজস্ব দলীয় (বিএনপি) স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। এ অবস্থা জিয়াউর রহমান যতদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।[৬০]

১৯৮২ সালে মার্চ মাসে লে. জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ অপর এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৮ সালে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। বিরোধী দল, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও নারী সংগঠনগুলো এর তীব্র বিরোধিতা করে। তৎকালীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই ঘোষণা নারীদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সংকুচিত করে তোলে। বলা বাহুল্য যে, এ ক্ষেত্রে মূল ইস্যু ধর্মীয় কিছু নয়, বরং রাজনৈতিক। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এরশাদের আমলে যে সকল মহিলা জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের অধিকাংশেরই রাজনৈতিক বা নারী অধিকার কেন্দ্রিক আন্দোলনের পূর্ব অভিজ্ঞতা বা ত্যাগ ছিল না। এরা সবাই সংসদ সদস্য হওয়ার জন্যই এরশাদের দলে নবাগত ছিলেন।[৬১]

৩.৫.২ খালেদা জিয়ার শাসন আমল (১৯৯১-১২ জুন,১৯৯৬)

১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র পক্ষ থেকে নির্বাচনী ইস্তেহার ঘোষিত হয়। ইস্তেহারে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করা হয় যে, বিএনপি জাতিসংঘ ঘোষিত নারী ও শিশুর অধিকার এবং এ সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক সনদের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।[৬২] নির্বাচনের পর খালেদা জিয়া তাঁর মন্ত্রী পরিষদে অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম কে সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দেন।

৩.৫.৩ শেখ হাসিনার শাসন আমল (১৯৯৬ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০১)

শেখ হাসিনার শাসনামলে নারী সংক্রান্ত বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবসে বাংলাদেশে প্রথম বারের মত "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা" ঘোষিত হয়। বৃহত্তর নারী সমাজের উন্নয়নে এই নীতিমালায় সুর্নিদিষ্ট বিশটি লক্ষ্য নির্ধারন করা হয়। বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন বাস্তবায়নে ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়নে ১৫টি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে "জাতীয় কর্মপরিকল্পনা" গ্রহণ ও অনুমোদিত হয়। তাঁর আমলে নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অত্যন্ত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন " জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ" গঠন করা হয়। স্থানীয় সরকার আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় এক-তৃতীয়াংশ পদে

Dhaka University Institutional Repository

নারীর সরাসরি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রায় ১৩ হাজার নারী সদস্য নির্বাচিত হন- যা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। শেখ হাসিনা সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন বিরোধী আইন, ২০০০ পাশ করেন এবং পরবর্তীতে আরও কঠোর শাস্তির বিধান সহ আইনটি সংশোধন করেন। এ সময়েই সন্তানেব পরিচয়ের ক্ষেত্রে পিতার নামের পাশাপাশি মায়ের নাম অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই প্রথম বারের মত সেনা বাহিনীতে নারীদের নিয়োগ দেওয়ার আইন চালু হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত নারীকে মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। প্রথমবারের মত হাই কোর্টেও নারী বিচারক পদে নিয়োগ পান। সরকারী প্রশাসনে যুগ্ম-সচিব পদে নারীদের সরাসরি নিয়োগ সংক্রান্ত আইন ও পাশ হয়।[৬৩] নারী উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে নানা ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও সেল গঠন, গ্রামীন মহিলাদেব জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্প সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ একাডেমী, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র তৈরী, প্রভৃতি শেখ হাসিনার শাসনামলের উল্লেখযোগ্য বিষয়। বলা যায় যে, সব মিলিয়ে শেখ হাসিনার সরকার তাদের শাসনামলে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এগুলোর সুফল দেশবাসী ভোগ করে চলেছে।

৩.৫.৪ খালেদা জিয়ার শাসন আমল (২০০১-২০০৬)

২০০১ সালে নির্বাচনী ইশতেহারে বিএনপি, দেশের উন্নয়নের মূল ধারায় নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে। সরকার গঠনের পর তিন জন নারীকে মন্ত্রী পরিষদে পূর্ণ মন্ত্রী , প্রতি মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় নিয়োগ প্রদান করে । প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নারী সমাজের উন্নতিকল্পে নারী শিক্ষা সহ নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু অধিকার নিশ্চিত করণে বিভিন্ন কর্মসূচী ও উদ্যোগ হাতে নেয়। নারী সহ দেশবাসী এর সুফল ভোগ করছে। তবে এই সময়ে আওয়ামীলীগ প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতিতে গোপনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়, যা নারী উন্নয়নেব ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে মর্মে নারী সংগঠনের নারী নেতৃগণসহ সুশীল সমাজ মনে করেন। উল্লেখ্য যে, ড. ফখরুদ্দিন আহম্মদেব তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৮ সালে ৮ মার্চ তারিখে অত্যন্ত বাস্তব ভিত্তিক নারী উন্নয়ন নীতি মালা প্রণয়ন ও প্রকাশ করে। নারী সংগঠনগুলো একে স্বাগত জানায়। আশা করা যায় নতুন প্রণীত নীতিমালা নারী উন্নয়ন , রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ তথা নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।[৬৪]

৩.৬ কালপর্ব ঃ-১৯৭২-২০০৪

স্বাধীনতার পর জাতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭২ এর সংবিধানের ২৯ ধারায় নারীর সমতা বিষয়ক নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। আবার ২৯ উপধারায় নারীর প্রতি বৈষম্য রয়েছে। সংবিধানে নারীর পারিবারিক সমঅধিকার নেই। জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের অতিরিক্ত ৪৫টি সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষভাবে মহিলাদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৯ সালে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৩০- এ উন্নীত করা হয়। এই সদস্যদের দলীয় রাজনৈতিক ভূমিকা থাকলেও সংসদে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেন নি প্রায় কেউই। তবে ব্যতিক্রমী ভূমিকাও রেখেছেন কেউ কেউ। বেগম দৌলতননেসা ১৯৮০ সালে যৌতুকবিরোধী আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। ফরিদা রহমান ১৯৯৫ সালে সংসদে বহুবিবাহ নিরোধ আইনের বিল উত্থাপন করেন। সংরক্ষিত মহিলা আসনের সময় বাড়ানো বা যে কোন সংশোধন সংবিধানের ধারা সংশোধনী করে করতে হয়। সে জন্য দরকার দুই তৃতীয়াংশ সাংসদের ভোট । বলা বাহুল্য যে, সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধি বা সরাসরি নির্বাচনের প্রশ্নে নারী সংগঠনের দাবীর মুখে সব সময় সরকারী দল বিরোধী দলের উপরে দোষ চাপিয়ে নারী সংগঠনের দাবী এড়িয়ে গেছেন। সকল নারী

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠনগুলো সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবী জানালেও এ বিষয়ে সরকার বা বিরোধী দল কখনই আলোচনায় বসেনি বা ঐক্যমতে পৌছার কোন চেষ্টাই করে নি বরং বিষয়টি তারা সবসময় এড়িয়ে চলেছে।

এ যাবত অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনসমূহে (১৯৭৩,১৯৭৯,১৯৮৬,১৯৮৮,১৯৯১,১৯৯৬) প্রার্থী হিসেবে নারীর উপস্থিতি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ১৯৯৯ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা দিয়েছেন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থীরা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। এই বিধানও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করবে।[৬৫]

রাজনৈতিক দলসমূহে নারীদের অবস্থান সংখ্যাগত ও মর্যাদাগত দিক থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। দেশের দুই প্রধান দলের শীর্ষ পদে নারী অবস্থান করলেও এর ফলে সমগ্র দলে ও দেশে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না । তবে গত কয়েক বছরে রাজনৈতিক দলে নারীর অংশ গ্রহণের একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও গঠনতন্ত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দলগত কর্মসূচীতে নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায় না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও আমলাতন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় পদসমূহে অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন স্তরে নারীর অবস্থান উল্লেখযোগ্য নয়।[৬৬]

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কোন সুফল সংরক্ষিত নারী আসনের পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি দ্বারা হয় নি। তাই সংরক্ষিত নারী আসনের সময় সীমা ও সংখ্যা বাড়িয়ে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবি উঠেছে নারী আন্দোলন থেকে। সরাসরি নির্বাচনে শুধু নারী প্রার্থী এই আসন নির্ধারণ করবেন। এই সব প্রস্তাবের সমর্থনে এখনো রাজনৈতিক তৎপরতা নেই।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯৯১ সালের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে একটি টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছিল। টাস্কফোর্স প্রণীত রিপোর্টে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ে '৭০ ও '৮০-র দশকের রাজনীতি পর্যালোচনা করে বলা হয় যে, বৃহত্তর নারী সমাজ সবাসরি রাজনীতির প্রতি তেমন আকর্ষণ বা আগ্রহ অনুভব করেন না। রাজনীতির সাংগঠনিক কাজে প্রচুর সময় , অর্থ, গতিশীলতা, যোগসূত্র, সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ দাবী করে। এসব ক্ষেত্রে নারীদের সেই ক্ষমতা নেই। নারী সমাজের বাস্তব দাবীগুলোর প্রেক্ষিতে নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করার আন্দোলনকে টাস্কফোস সমর্থন জানাবার ফলে '৯৭ সালের শেষ পর্যায় পর্যন্ত রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়ে কিছু আইন পরিবর্তন ও প্রণয়নের আন্দোলন গড়ে উঠেছে।[৬৭]

এ যুগে বাংলাদেশের নারীর কাজ করার ক্ষেত্র বেড়ে গেছে। নারী আন্দোলনে ব্যাপক নারীরা অংশ নিচ্ছে। রাজনৈতিক দলের মধ্যে নারীদের অংশ গ্রহণ রাড়াবার লক্ষ্যে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি কার্যকর হচ্ছে না। পুরুষ প্রধান সমাজ ব্যবস্থা ও পারিবারিক ব্যবস্থার মধ্যে রাজনীতিতে নারীদের অংশ গ্রহণের বহু সমস্যা চিহ্নিত হলেও তা সমাধানে রাজনৈতিক দলের কোন উদ্যোগ নেই। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ , বিএনপি, জাতীয় পার্টি , জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, বাসদ, জাসদ, গণফোরাম, প্রভৃতি রাজনৈতিক দলে মুষ্টিমেয় নারী সদস্য রয়েছেন। খুব কম সংখ্যক নারী নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন।

তবে এটা ঠিক রাজনীতির নানা পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। নির্বাচনে প্রার্থী কম হলেও নারী ভোটারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়ছে। কোন কোন স্থানে নারীর প্রার্থী হওয়া ও ভোট দানের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় বাঁধার কথা বলা হচ্ছে। নারী আন্দোলন থেকে এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হয় না। রাজনৈতিক দলও কোন ভূমিকা নেয় না।

রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব দান, সক্রিয় অবদান রাখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যাঁরা সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁদের নিজস্ব যোগ্যতা , পরিশ্রম, মেধা ,আগ্রহ ইত্যাদি যেমন রয়েছে তেমনি তাঁরা পেয়েছেন পারিবারিক রাজনৈতিক উত্তরাধিকার সূত্র বা পারিবারের সমর্থন। রাজনৈতিক আন্দোলন ও কর্মকান্ডে নারীর সাফল্য এখনো পরিবারের সমর্থনের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করছে।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সামাজিকভাবে এখনও নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়। নারীর পারিবারিক দায়িত্ব ও কাজ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। রাজনীতি এখনও পুরুষের কাজ হিসেবেই সমাজে ও রাজনৈতিক দলে প্রতিষ্ঠিত । নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান বিষয় রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এখনও রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে স্বীকৃতি পাচ্ছে না।

৩.৭ রাজনীতিতে নারী ও নারীর আন্দোলন

বাংলাদেশের রাজনীতিতে হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র নারী প্রতিষ্ঠা পেলেও নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই সাফল্য ব্যাপক। নারীদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমগ্র নারী সমাজ ও নারী সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ। অতীতের বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান আন্দোলন, পাকিস্তান আমলে ভাষা আন্দোলন, ৬৬ এর ছয় দফা স্বাধিকার আন্দোলন, ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচন, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর অবদান ছিল দর্শনীয় ও গৌরবময়। তবে এ সকল আন্দোলনে নারী রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি নারী সংগঠনের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ আমলে বিভিন্ন সরকারের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এমনকি সামরিক শাসন ও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নারী সংগঠনগুলো অবর্ণনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

নারী-পুরুষ সম্পর্কের সমতা, সমঅধিকার, নারীর কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা, পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতন, নির্যাতন বিরোধী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ফতোয়া ও নারীর প্রতি সহিংসতায় আইন প্রণয়নে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা , পুলিশি নির্যাতন, সন্ত্রাস, মুক্তি যুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ নারীর মর্যাদা, শ্রমজীবী , কৃষিজীবী নারীর ন্যায্য মুজুরী , ইত্যাদি বহু বিষয় নিয়ে নারী সংগঠনগুলোর অর্জন প্রশংসার দাবী রাখে। নারী অধিকার আদায়ে তাদের আন্দোলন অতীতের মতো ভবিষ্যতে ও চলবে। সিডও সনদ এবং বেইজিং সম্মেলনের আলোকে সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নারী সমাজ সোচ্চার।

১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ বেইজিং সম্মেলনের প্রস্তুতি কাজকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় ২২০টি সংগঠনের ফোরাম। ১৯৯৫ সালে ইয়াসমিন হত্যা ও অন্যান্য ইস্যুতে 'সম্মিলিত নারী সমাজ ' গঠিত হয়েছে। এই ফোরাম থেকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও সমঅধিকারের লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বহু দাবী তোলা হচ্ছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ[৬৮]

- বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ এর দলিলে রাষ্ট্রীয় পূর্ণ স্বীকৃতি চাই।

Dhaka University Institutional Repository

- যৌতুক নিষিদ্ধ আইনসহ নারী নির্যাতন বিরোধী যে সকল আইন প্রণয়ন করা হয়েছে সে সকল আইনের সংশোধনসহ বাস্তবায়ন চাই ।
- বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তিতে সমঅধিকার ও সন্তানের অভিভাবকত্বে মায়ের অগ্রাধিকারসহ সকল ক্ষেত্রে ধর্মনত নির্বিশেষে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড ' চালু করতে হবে ।
- নারী ও শিশু পাচার বন্ধ করতে হবে ।
- আইনগত প্রকৃত অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ পারিবারিক আদালত চালু করতে হবে ।
- আই এল ও কনভেনশনের ভিত্তিতে শ্রমজীবী নারীদের অন্তঃসত্ত্বাকালীন ছুটি ও অন্যান্য অধিকার প্রদান ও বাস্ত বায়ন করতে হবে ।
- গৃহপরিচারিকাদের জন্য নূন্যতম মজুরী নির্ধারণ করে চাকরির নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে ।
- নির্যাতিত, নিগৃহীত, অপ্রাপ্ত বয়স্ক অভিভাবকহীন মেয়েদের জন্য শহর , গ্রাম সকল পর্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালিত পুনর্বাসন ও কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে ।
- নারী সমাজের ব্যাপক নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য আশু কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে ।
- দেশ গঠনে সর্বস্তরের মহিলাদের অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সংসদে ও ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি চালু করতে হবে ।
- পাঠ্যসূচীতে যে সকল বিষয় অর্ন্তভূক্তির ফলে নারী হেয় প্রতিপন্ন হয় ও যা পশ্চাদপদ চিন্তা করতে বাধ্য করে, পাঠ্যসূচী থেকে যেসব বিষয় বাদ দিতে হবে ।
- মা ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে ।
- ক্ষতিকারক ও বাতিলকৃত জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি ব্যবহার রোধ করতে হবে ।
- শহর ও গ্রামে নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে ।

৩.৭.১ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকার

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ মূহুর্তে দুজন নারী নেত্রী অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত । তাঁদের একজন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং অন্যজন বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া । রাজনীতিতে এ দুজনের আগমন রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন বা যোগ্যতার ভিত্তিতে নয় । বরং তাঁদের আগমন উত্তরাধিকারের সূত্রে চিহ্নিত করা যায় । দু'জনেরই প্রায় অভিন্ন রূপেই রাজনীতিতে আগমন, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব গ্রহণ এবং ক্ষমতায় আহরণের ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ বলতে গেলে দুজনেরই রাজনৈতিক সূত্র একইরূপ দুজনই দুই নিহত প্রেসিডেন্টের উত্তরসুরি তবে রাজনৈতিক নয় পারিবারিক । এক জন কন্যা অন্যজন স্ত্রী ।[৬৯] যতটুকু জানা যায় শেখ হাসিনা ছাত্র জীবনে কমবেশী ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন এবং তার স্বামী প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার সাথে বিবাহের পর ঘর-সংসার নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর বাবা বাংলাদেশের রাজনীতি প্রাণ পুরুষ, ও বাংলাদেশের স্থপতি জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জীবদ্দশায় তিনি কখনও রাজনীতির ব্যাপারে আগ্রহ দেখান নি বা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নিজেও শেখ হাসিনার রাজনীতিতে আগমনের বিষয়ে আগ্রহ দেখান নি । অন্য দিকে খালেদা জিয়া ছিলেন নিতান্তই একজন গৃহ বধু । শেখ হাসিনা তাঁর বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সপরিবারে নিহত হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘদিন পর প্রবাসী জীবন ছেড়ে হতাবহল আওয়ামী লীগ কে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের কর্মীদের চাপের মুখে সিনিয়র নেতাদের সম্মতিক্রমে দেশে ফিরে আওয়ামী লীগের সভনেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একই ভাবে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পরে দলকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে দলের কর্মীদের আহ্বানে বিএনপির চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব গ্রহন করেন। শেখ হাসিনা বা খালেদা জিয়া রাজনীতি করবেন বা বাংলাদেশের রাজনীতিতে অন্যতম নীতি নির্ধারক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবেন এটা কি পূর্বে কেউ কল্পনাও করে নি। তাঁদের উভয়রই তেমন কোন ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ঐতিহ্য না থাকলেও দলের নেতৃত্ব গ্রহণের পরে দল পরিচালনায় ও বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া একাধিকবার দেশের প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন।

দেশনেত্রী ও জননেত্রী অভিধায় অভিহিত এই দুই নেত্রী বাংলাদেশের রাজনীতিতে সফল উত্তরাধিকারের ধারা সৃষ্টি করেছেন।[৭০] আওয়ামী লীগের সাধারন কর্মীদের মধ্যে শেখ হাসিনার অভূতপুর্ব জনপ্রিয়তা তাঁকে রাজনীতি সংকট থেকে বার বার রক্ষা করেছে। বিএনপি-র সাধারন কর্মীদের নিকট বেগম খালেদা জিয়া এক পরম পূজনীয় ব্যক্তিত্ব। কর্মীদের নিকট শেখ হাসিনা আপা-বোন আর খালেদা জিয়া মাতৃ আসনের অধিকারীনি।[৭১]

প্রায় পশ্চাৎপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নিরক্ষর মানুষের দেশে এ দুই নেত্রীর যুগপৎ উত্থান এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশের নারীদের মানস মুক্তি ঘটিয়েছে বিস্ময়কর ভাবে। পুরুষ শাসিত সমাজে এবং বিশেষভাবে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত রাজনীতিতে নিজেদের নেতৃত্বে এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এ দুই নারী বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন।[৭২] কিন্তু রাজনৈতিক অস্বচ্ছতা, সুশাসনের অভাব , অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম সহ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যর্থতা নারী ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে সংকুচিত করেছে। গত ২০০৭ সালে ১১ জানুয়ারীর পরে যে সীমাহীন দুর্নীতির চিত্র জাতীর সামনে উন্মোচিত হয়েছে তাতে গোটা জাতি আজ স্তম্ভিত । এ জন্য তাদের উভয়কেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ দুর্নীতির অভিযোগের সাথে সম্পৃক্ত হতে হচ্ছে। বাংলাদেশের রাজীতিতে অন্যান্য নারী নেত্রীগণের মধ্যে নিজের যোগ্যতায় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন এ রকম নারী নেত্রীর সংখ্যা নিতান্তই কম। তবে এঁদের মধ্যেও উৎকৃষ্ট উদাহরন হচ্ছেন আওয়ামী লীগ নেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী ও সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী , মন্নুজান সুফিয়ান, সাহারা খাতুন, শিরিন আক্তার প্রমুখ। তবে আওয়ামী লীগের অন্যতম নেত্রী জোহরা তাজ উদ্দিন এর আগমন ঘটেছে তাঁর স্বামীর নিহত হওয়ায় পর। রওশন এরশাদ রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁর স্বামীর পরিচয় ও যোগ্যতায়। বিএনপি-র মরহুমা খুরশিদ জাহান হক, এম.পি/ মন্ত্রী হয়েছেন কিন্তু এর পিছনে তার ছোট বোন বেগম খালেদা জিয়ার অবদান অস্বীকার করা যায় না বেগম মনসুরা মহিউদ্দিন কোন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা না থাকলেও এম,পি হয়েছেন ভাই হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের বদৌলতে। তদ্রুপ ভাবে কাজী জাফরের স্ত্রী কামরুন্নাহার জাফর , মওদুদ আহম্মেদের স্ত্রী হাসনা জসিমউদ্দিন মওদুদ, জুলফিকার আলী ভুট্টোর স্ত্রী ইশরাত সুলতানা (ইলেন ভুট্টো), হালে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর স্ত্রী তাসমিমা হোসেন, এবং অলি আহম্মেদেব স্ত্রী মমতাজ বেগম সহ আরও অনেকে রাজনৈতিক পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও স্বামীর মৃত্যুর পর অথবা স্বামী বা অন্য কোন নিকট আত্মীয়ের বদৌলতে হঠাৎ রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়ে বা যোগ না দিয়েও হঠাৎ এম,পি হয়েছেন। বস্তুতঃ এঁদের অনেকেরই রাজনৈতিক ঐতিহ্য না থাকায় এঁরা অলংকারিক এম,পি হিসেবে ভূষিত হয়েছেন এবং সেরূপ দায়িত্ব ও পালন করেছেন। এঁরা যত না নিজের জন্য ভেবেছেন তার চেয়ে অনেক কম ভেবেছেন নারীর জন্য। বস্তুতঃ নারীর সমস্যা নিরসন, নারী তথা নারী উন্নয়নে তাঁদের তেমন কোন ভূমিকা ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭.২ রাজনীতিতে নারী ও নারী রাজনীতির স্বরূপ

কি উন্নত কি উন্নয়নশীল সকল দেশেই আনুষ্ঠানিক রাজনীতিতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব অনেক কম। উন্নয়নশীল (তৃতীয় বিশ্ব) দেশগুলোতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ আরো বেশী দুর্বল। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে রাজনীতিতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের মাত্রা যথেষ্ট দুর্বল। নারীদের শিক্ষা ও আত্ম সচেতনতার অভাবকে এজন্য অনেকাংশে দায়ী করা যায়।[৭৩]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন জারী হয় যার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের জনগণকে স্বায়ত্বশাসন বিশেষ করে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের মূলনীতির সাথে পরিচয় করানো। এ আইন সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারীকে শিক্ষা ও আয়ের সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান করে। অর্থাৎ নারী- পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক সমম্প্রদায়ের সদস্য বলে বিবেচিত হয়। তবে উক্ত আইনের অধীনে ভারতের স্বাধীনতা ও পাকিস্তানের সৃষ্টিকাল পর্যন্ত (১৯৪৭) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল নিতান্তই নগণ্য।

১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানের নারীরা আনুষ্ঠানিক ভাবে তাদের রাজনৈতিক অধিকার অর্থাৎ ভোটের সীমিত অধিকার লাভ করে। রাজনীতিতে নারীদেব তেমন কোন অর্থবহ ভূমিকা ছিল না বা ভূমিকা রাখার সুযোগ ও সৃষ্টি করা হয়নি বা সুযোগ দেয়া হয়নি। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে (পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান) জাতীয় পরিষদে নারীদের কোন আসন সংখ্যা ছিল না। সংবিধান প্রণেতারা এ ধারনা পোষন করেন যে, পাকিস্তানেব নারীদের রাজনৈতিক সচেতনতার অভাবের প্রেক্ষাপটে তাদেরকে কতিপয় সংরক্ষিত আসন প্রদান করাই সমীচিন, জাতীয় পরিষদে সরাসরি নির্বাচিত আসন প্রদান যথার্থ নয়।[৭৪]

ইংরেজ ও পাকিস্তানের শাসনামলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও কর্মকান্ডে নারীরা ছিল অবহেলিত এবং তাদের অবস্থান ছিল রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বাইরে। পাকিস্তানে স্বল্পকালের জন্য সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হলেও বাজনৈতিক নেতৃত্ব মূলতঃ এক ক্ষুদ্র সামরিক ও বেসামরিক এলিটদের হাতে নিয়োজিত ছিল। তারাও ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের মত নারীদেরকে সবকার ও প্রশাসন ব্যবস্থায় কোন স্বতন্ত্র অবস্থান দেন নি।[৭৫]

৩.৭.৩ রাজনীতি ও নারী উন্নয়নে নারী

পাকিস্তানী আমলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগে সামরিক ও বে-সামরিক আমলারাই রাষ্ট্র শাসন করে। ইহার ফলে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় নি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৫৪ সাল ও ১৯৭০ সালে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে মাত্র দুটো নির্বাচন হয়। উভয় নির্বাচনই পাকিস্তানের সামরিক গোষ্ঠি বড়যন্ত্র করে বানচাল করে। পাকিস্তান আমলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্রের ভিত্তি রচিত না হওয়ায় নারীদের অধিকার বিষয়ে বা বৈষম্য নিবসনেব বিষয়টি কখনই অগ্রাধিকার / গুরুত্ব পায়নি। নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং নারী সংগঠনের কার্যক্রম সীমিত ছিল বিধায় নারীর বিষয়টি রাষ্ট্রীয় ভাবেই পৃষ্টপোষকতা পায় নি।

বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণে নারীদের আগ্রহ প্রবল। নারী-পুরুষের বৈষম্য ঘুচিয়ে, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সহযোগিতাপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে কাজ করার উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নিহিত। গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখার পূর্বশর্ত নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ। একে সুসংহত করতে রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীর অংশগ্রহণ পুরোমাত্রায় কাম্য। নারীদের দূরে রেখে গণতন্ত্র কাঙ্খিত ফল লাভ করতে পারে না। নীতিনির্ধারণে নারীদের অঙ্গীভূত করে ন্যায়বিচার ও সমতা

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার দাবী বিশ্বজুড়ে সমর্থিত। সকলের সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সকলকে সহযোগী মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

একটি দেশের সকল কর্মকান্ড উৎসারিত হয় রাজনীতি থেকে । রাজনীতি হচ্ছে 'এ্যান আর্ট অব হিউম্যান ম্যানেজমেন্ট'। একটি সমাজেব অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল কর্মকান্ড প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনীতি দ্বারা। রাজনীতি ও উন্নয়ন পরস্পরের পরিপূরক বিষয়। তাই রাজনীতির অংগনে নারীর অবস্থান সংহত করা, অংশগ্রহন বাড়ানো সহ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। নারীর চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারনা , শিক্ষা, স্বাস্থ্য কর্মসংস্থান ইত্যাদি সকল বিষয়ে নারীর কণ্ঠস্বর যতক্ষন রাজনৈতিক নীতি নির্ধারনী মহলে না পৌঁছায় ততক্ষন নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কোনটাই সম্ভব নয়। আর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত হবে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে । নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার জন্য যে, আন্তরিকতা, উদারতা, সহমর্মিতা ও নিষ্ঠা প্রয়োজন, তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে আমাদের রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ।[৭৬] নারীর কল্পনা শক্তি পুরুষের চেয়ে ভিন্ন। তাই বাজনীতি ও উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভিন্ন। রাজনীতিতে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গি থাকতেই পারে। তবে অপ্রয়োজনীয় বৈপরীত্য পরিহার করে পারস্পরিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজনীতিতে উভয়ের প্রচেষ্টা জোরদার করা একান্ত প্রয়োজন।

নারীদের সহায়ক আইন প্রণয়নে নারীরাই চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারেন। ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদের একজন মহিলা এমপিই যৌতুকের ইস্যু সহ বিল উত্থাপন করেছিলেন যা পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনে পরিবর্তিত হয়। আইন সংশোধনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধক আইন ও সম্প্রতি সন্তানের মাতৃপরিচয়ের আইন প্রবর্তিত হয় নারীদেরই অবদানে। বিএনপির ফরিদা বহমানের প্রাইভেট মেম্বারস বিল (বহুবিবাহ সম্পর্কিত) এবং জাতীয় পার্টির ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভূঁইয়ার সংসদে এক তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাব তাদের স্ব স্ব দল কর্তৃক সমর্থিত না হওয়াতে সাফল্যের মুখ দেখেনি। নারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ আইন কানুন সংসদের নারী সদস্য কর্তৃক রা সংসদের বাইরের নারীদেব জোরদার দাবীর ফলেই প্রণীত হয়।[৭৭]

৩.৭.৪ রাজনীতিতে নারীর পশ্চাৎপদতা

বাজনীতিতে নারীর পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ প্রাধান্য ব্যতীত অন্যান্য সামাজিক বাধাগুলোও এখানে সক্রিয়ভাবে কার্যকর। ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, প্রাচীন সংরক্ষণশীল মূল্যবোধ, পরিবারে নারীর বহুমাত্রিক দায়িত্বশীলতা ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদি বিষয় নারীকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণে নিষ্ক্রিয় করে রাখে। ১৯৯৫-এ উইমেন ফর উইমেন-এ 'রিচার্স অ্যান্ড ষ্ট্যান্ডি গ্রুপ' আয়োজিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে মতবিনিময় সভায় নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, আওয়ামীলীগ এবং জামায়াতে ইসলামী যে মতামত ব্যক্ত করেছে তা নিচে আলোচনা করা হল।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল : এ দলের মতে : (১) ধর্মীয় অপব্যাখ্যার কারণেই নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে না। তাঁরা আরো মনে করেন, পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো বজায় রাখার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই একশ্রেণীর লোক ধর্মের অপব্যাখ্যা দিচ্ছে। (২) এছাড়া দলীয় কর্মীরা নারীর চেয়ে পুরুষের জন্য কাজ

Dhaka University Institutional Repository

করতে বেশি পছন্দ করেন। (৩) নারীরা যাতে নেতৃত্ব পর্যায়ে পৌঁছতে না পারে সে কারণে পুরুষেরা প্রচার করে, ইসলামে নারী নেতৃত্ব স্বীকৃত নয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনে করেন (১) পারিবারিক কাজে মহিলাদের অধিকাংশ সময় ব্যয় এবং (২) স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য পুরুষ অভিভাবকদের সমর্থন না থাকার কারণে নারীরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে।

জামায়াতে ইসলামীর মতে নারীদের আরো অধিকহারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত। তবে পারিবারিক দায়িত্ব অবহেলা করে রাজনীতিতে নারীর আগমন জামায়াতে ইসলামী পছন্দ করে না। এরা মনে করে যে নারীদের প্রথম দায়িত্ব সংসারে কাজকর্ম এবং সন্তান প্রতিপালন। সন্তান যখন বড় হবে, তখন নারীরা ঘরের কাজ কর্মের সাথে সাথে বাইরের দায়িত্বে নিয়োজিত হবে। লক্ষ্য করা যায়, নারীরা যে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করছে না তাই নয়, রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে তাদের সংখ্যা নগন্য এবং জামায়াতে ইসলামীর কমিটিতে নারী সদস্য নেয়াই হয় না।

সারণি-৩.১ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা[৭৮]

রাজনৈতিক দল	রাজনৈতিক দলের কমিটিসমূহ	মোট সদস্য	মহিলা সদস্য
বিএনপি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	১৫	১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	৭৫	১১
আওয়ামী লীগ	প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারিয়েট	১৩	৩
	কার্যনির্বাহী কমিটি	৬৫	৬
জাতীয় পার্টি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	৩০	১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	১৫১	৪
জামায়াতে ইসলাম	মজলিশ-ই-শুরা	১৪১	--
	মজলিশ-ই-আমলা	২৪	--

সারণি -৩.২ রাজনৈতিক দলের কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব

রাজনৈতিক দল ও কমিটির নাম	মোট সদস্য সংখ্যা	নারী সদস্য
বিএনপি		
জাতীয় ষ্টান্ডিং কমিটি	১২	১
জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	১৬০	১২
আওয়ামী লীগ		
প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারিয়েট	১৫	৪
কার্যনির্বাহী কমিটি	৭৩	৮
জাতীয় পার্টি (এরশাদ)		
জাতীয় স্থায়ী কমিটি	৩১	২
জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	২০১	১৫
বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি		
কেন্দ্রীয় কমিটি	৩৩	৩
প্রেসিডিয়াম	৭	০
জামায়াতে ইসলামী		
মজলিশ-ই-সুরা	২৩৮	৩৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলই নারীদের অবস্থার উন্নতি এবং নারী-পুরুষ সমতা/সমানাধিকার অর্জনের জন্য কোনো বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। আওয়ামী লীগ 'সুষম সামাজিক উন্নয়নে নারীর মর্যাদা' এই শিরোনামে দলীয় ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করে যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সম্পদ বন্টনে সমান উত্তরাধিকারের নিশ্চয়তা, নারীর পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং নারী নির্যাতনের পথ বন্ধকরণে যথাযথ ও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এগুলো বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো রূপরেখা দলীয় ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত হয়নি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তাদের ঘোষণাপত্রে 'নারীসমাজের সার্বিক মুক্তি ও প্রগতি' এই শিরোনামে বর্ণনা করে, 'বাংলাদেশের অর্ধেক নাগরিকই নারী। প্রাচীন সামাজিক বিধি ব্যবস্থা ও কুসংস্কারের নিগড়ে অবরুদ্ধ বলে তারা জাতিগঠনমূলক জাতীয় অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যথার্থ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি।' বর্তমানে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দানের এই প্রচেষ্টাকে আরও বলিষ্ঠ ও ব্যাপক করার জন্য জাতীয়তাবাদী দল ভবিষ্যতে সর্বাত্মক ও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

জাতীয় পার্টিও তার দলীয় ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করে যে, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দলীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু অন্য দুটি রাজনৈতিক দলের মতো জাতীয় পার্টিও বাস্তবসম্মত কোনো কর্মসূচি মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নে গ্রহণ করতে পারেনি।

জামায়াতে ইসলামী দলীয় ঘোষণাপত্রে বর্ণনা করে যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই তাদের মূল লক্ষ্য। রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। নারীকে বঞ্চনার হাত হতে রক্ষা করে তাদের অধিকার যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। ইসলামী আইনের মাঝেই নারী-অধিকার ব্যাপ্ত থাকবে। জামায়াতে ইসলামীর ঘোষণাপত্র বিশ্লেষণেও একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে, মনে হয় তাদেরও রয়েছে বাস্তবমুখী সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের অভাব। আর এ দলতো প্রথমেই ঘোষণা করেছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করে, রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করে, নারীর অধিকার ইসলামী মতে প্রতিষ্ঠা করা হবে।[৭৯]

প্রকৃত পক্ষে জামায়াতে ইসলামী নারী নেতৃত্ব বিরোধী । তারা নারী নেতৃত্বকে হারাম বলেও ঘোষণা দিয়েছিল। তথাপিও ২০০১ সালে বিএনপির সংগে জোট বেঁধে সরকারের শরীক হয়েছে । জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট এবং বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিয়ন্ত্রনে তার মন্ত্রী সভায় জামায়াতে ইসলামী তাদের দু জন সদস্যকে মন্ত্রী বানাতে সক্ষম হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে ইসলামিক দলগুলোতে নেতৃত্ব পর্যায়ে নারী নেত্রী নাই বললেই চলে। এমনকি প্রগতিশীল এবং মধ্যপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোতেও নেতৃত্ব পর্যায়ে নারীদের স্থান খুব বেশী নয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে দু জন প্রভাব শালী নেত্রী নেতৃত্ব দিলেও কোন দলেরই নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে এমনটি দাবী করার সুযোগ নাই। এ ক্ষেত্রে 'ডেইলী ষ্টারের' সেই মন্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ- " A women prime minister and opposition leader did not necessarily mean the participation of women in politics" ।[৮০] বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলারা এখনও যথেষ্ট সচেতন নয় এবং সংগঠিতও নয় । তাদের অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট কম। এ বিষয়ে ড. নাজমা চৌধুরী তাঁর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, "At every level begining from the local to the national , particularly in structures and

Dhaka University Institutional Repository

institutions of politics, the presence of women is in no way extensive, organised or integrated" ।[৮১]

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, আওয়ামী লীগ, ও জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রে মহিলা শাখার উল্লেখ থাকলেও মূল দল পরিচালনায় নারীর অংশীদারীত্বের কোন উল্লেখ নেই। বংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে মহিলা অঙ্গদল গঠনের বিধান রাখা হয় নি।[৮২]

বাংলাদেশের জাতীয় ও নির্বাচনী রাজনীতিতে মহিলাদের প্রান্তিক অবস্থানের লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন ঘটেছে গত শতাব্দীর আশি ও নব্বই- এর দশকে। আগের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশী হারে মহিলারা নির্বাচনে অংশ গ্রহন করে ভোট দেয়, রাজনৈতিক খবরা-খবর নেয় এবং তা মূল্যায়ন করে।[৮৩]

৩.৮। রাজনৈতিক কাঠামোতে ৩৩% নারী প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচন কমিশন

ড. ফখরুদ্দিন আহম্মেদ এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নির্বাচন কমিশন পূণঃগঠিত হয়েছে। পূণর্গঠিত নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা, নির্বাচনের পেশী শক্তি ও কালো টাকার দাপট কমানো, নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সৃষ্টিসহ অনেক গুলো সংস্কারের বিষয়ে গত ১৯ মে ২০০৭ তারিখে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের সাথে মত বিনিময় সভায় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ (আর,পি,ও) সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সংস্কারের আওতায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করার বিধান সুপারিশ করেছে। প্রতিটি দলের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের কমিটিতে এ বিধি কার্যকর করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক দলে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের দেয়া ০৮ টি শর্তের মধ্যে এটিকে গুরুত্ব পূর্ণ হিসেবে স্থান দেয়া হয়েছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এটি একটি অত্যন্ত সুচিন্তিত ও অগ্রনী পদক্ষেপ হওয়ায় দেশের সকল নারী সংগঠন ও নারী নেত্রীগণ একে স্বাগত জানায়। কিন্তু এ বিষয়ে দু'একটি প্রগতিশীল দল ছাড়া অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই গুরুত্ব সহকারে সাড়া দেয় নি। প্রতিটি দল নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। ইসলামী ঐক্য জোট দলীয় কমিটিতে ৩৩% শতাংশ নারী রাখার সরাসরি বিরোধিতা করে।[৮৪] এর ফলে নারী ইস্যুতে রাজনৈতিক দলের আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ বিষয়ে 'দৈনিক যুগান্তর' গত ১১ মার্চ ২০০৮ তারিখে রাজনৈতিক দলের সব কমিটিতে ৩৩% নারী প্রতিনিধি রাখার বিষয়ে একটি অনলাইন জরিপ পরিচালনা করে। এই জরিপে ভোটার সংখ্যা দেখা যায় ৪৬৯৩ জন। নিঃসন্দেহে যাঁরা এ জরিপে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা সবাই শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিক । বিস্ময়কর ভাবে এ জরিপে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবের বিষয়ে নেতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে। এ প্রস্তাবের পক্ষে ২২.১৬% এবং বিপক্ষে ভোট পড়েছে ৭৬.৬৯% ।[৮৫] বাস্তবিক পক্ষে এদেশের জন সাধারন নারী নেতৃত্ব খুব ভালো ভাবে গ্রহণ করেন নি। তা এ জরিপ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

৩.৯ বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক অধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ২৮ অনুচ্ছেদে, রাষ্ট্র ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে । কাজেই এ দেশে পুরুষের পাশাপাশি নারীর পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে। সকল প্রতিনিধিত্বমূলক পদের নির্বাচনে নারীর ভোট দেবার অধিকার আছে। সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ভোটার

Dhaka University Institutional Repository

নিবন্ধিকরণের যোগ্যতার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ নাগরিকের মধ্যে বৈষম্য করা হয়নি । আঠারো বছর বয়সী সকল নারী ও পুরুষ সংসদ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটার হিসাবে নিজেকে নিবন্ধিত করতে পারে । একজন নারীর মন্ত্রীপরিষদে মন্ত্রী পদে, সংসদে স্পীকার পদে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক পদে আসীন হতে বাধা নেই ।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর স্বল্প প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করে, ৮ম সংসদের শেষের দিকে সংরক্ষিত আসন ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ করা হয় । সাধারণ আসনে বিজয়ী দল গুলোর অর্জিত আসন সংখ্যার অনুপাতে দলগুলোর মধ্যে সংরক্ষিত আসন বন্টনের সিদ্ধান্ত হয় । সংসদের ৩০০ সাধারণ আসনে নির্বাচিত প্রায় সকল সদস্য পুরুষ, কাজেই সংরক্ষিত আসনে সকল মহিলা সদস্য প্রকৃতপক্ষে পুরুষ সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন । এই পদ্ধতি বা পূর্ববর্তী পদ্ধতি অনুযায়ী সংসদে মহিলা আসনে রাজনৈতিক দলের বা নেতাদের আনুগত্য ছাড়া কেউই সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন নি । সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের তেমন রাজনৈতিক পটভূমি নেই, নারী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা কিংবা নারীর স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতা নেই । মোট কথা, তাদের নির্বাচন বা মনোনয়ন দানের ব্যাপারে নারী উন্নয়ন বা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে তাদের অবদান বিবেচনা করা হয় না ।

৩.৯.১ রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অনুপস্থিতির কারণ

রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অনুপস্থিতির প্রধান কারন সমূহ যা বিভিন্ন নারী সংগঠন কর্তৃক চিহ্নিত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ[৮৬]

- সাধারণ নারীর রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব ।
- রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার বিষয়ে নারীর অজ্ঞতা
- নারীর সীমিত অংশগ্রহণের জন্য দায়ী ; দলীয় মূল্যবোধের অভাব, কালো টাকা ও সন্ত্রাসের প্রভাব, পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, আর্থ-সামাজিক অসম অবস্থান ।
- নারী ইস্যু বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসচেতনতা এবং দলীয় কর্মসূচীতে তার গুরুত্ব না দেয়া ।
- জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ নির্বাচন প্রথা ও চিহ্নিত সমস্যাগুলোর ভিত্তিতে বাংলাদেশে নারী আন্দোলন হচ্ছে । এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ও আদিবাসী নারীদের সমস্যাকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হচ্ছে ।

৩.৯.২ রাজনৈতিক দল ও দলের মহিলা শাখায় নারীর অবস্থান

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত । রাজনৈতিক দলগুলি সংসদ নির্বাচনে সদস্য পদে প্রার্থী মনোয়ন করে এবং মনোনীত প্রার্থীরা নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে । প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা মহিলা, তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলিতে নারীর ভূমিকা ও অংশগ্রহণ নগণ্য । রাজনৈতিক দলের জাতীয় কাউন্সিল বা নির্বাহী পরিষদে নারী রাজনীতিবিদদের উপস্থিতি নাম মাত্র । রাজনৈতিক দলগুলিতে মহিলা শাখা আছে, যার সকল সদস্য ও পদাধিকারী নারী । কিন্তু মহিলা শাখার ভূমিকা স্পষ্ট নয় । তারা সচরাচর দলের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারক গোষ্ঠীর নির্দেশে কাজ করে, কিন্তু ঐ গোষ্ঠীতে কিংবা গোষ্ঠীর নীতি-নির্ধারণী কর্মকান্ডে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ থাকে না । মহিলা শাখাগুলির অর্থপূর্ণ নারী বিষয়ক কর্মসূচী নেই এবং নারীর সমস্যা বা নারী আন্দোলন নিয়ে তারা তেমন মাথা ঘামায় না । অপরদিকে, মহিলা শাখার পৃথক অস্তিত্বের ফলে, মহিলা রাজনীতিবিদগণ কোণঠাসা হয়ে থাকে এবং দলের অভ্যন্তরে তুলনামূলক ভাবে নীচু মর্যাদা ও ভূমিকা দিয়ে তাদের আলাদা করে রাখা হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

ফলতঃ খুব কম সংখ্যক মহিলাই দল কর্তৃক নির্বাচনে মনোনয়ন লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হন । মাত্র গুটি কয়েক মহিলা দলে অবস্থান নিশ্চিত করতে সমর্থ হন, এদের মধ্যে থেকে স্বল্প কয়েকজন নির্বাচনে মনোনয়নের জন্য বিবেচিত হন এবং আরও কম সংখ্যক মহিলা নির্বাচিত হন ।

৩.৯.৩ মন্ত্রী সভায় নারী ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও নারীর ক্ষমতায়নের স্বার্থে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় নারীর প্রতিনিধিত্ব গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয় নি । স্বাধীনতার পরবর্তী সকল সরকারের আমলেই নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে ক্ষমতাসীন দল বা সরকার বহু উচ্চবাক্য বর্ষণ করলেও তা বাস্তবায়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে দেখা যায় নি । এ ক্ষেত্রে একটি অন্যতম উদাহরন হিসেবে আমরা মন্ত্রী পরিষদে নারীর অংশগ্রহনের বিষয়টি উল্লেখ করতে পারি । এমন কি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গুলোর আমলেও নারীর প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায় নি । নিম্নে ১৯৭২ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত সময়ে মন্ত্রী পরিষদে নারীর অবস্থান তুলে ধরা হলো ঃ–

সারণি-৩.৩ মন্ত্রিপরিষদে নারীর প্রতিনিধিত্ব[৮৭]

সময়কাল	মোট মন্ত্রী	নারী মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/পদমর্যাদা	শতকরা হার
আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২-৭৫	৫০	০২	০৪%
বিএনপি সরকার ১৯৭৯-১৯৮২	১০১	০৬	০৬%
জাতীয় পার্টি সরকার ১৯৮২-১৯৯০	১৩৩	০৪	০৩%
বিএনপি সরকার ১৯৯১-১৯৯৬	৩৯	০৩	০৮%
আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬-২০০১	২৪	০৪	১৬.২৫%
বিএনপি সরকার ২০০১-২০০৬	৬০	০৩	০৫%

উপরোল্লিখিত ছক থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মন্ত্রী পরিষদে নারীর অংশ গ্রহন নিত্যান্তই কম । অধিকন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী মন্ত্রিদেরকে কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল । কোন কোন সময় মন্ত্রিপরিষদে পূর্ণ মন্ত্রী পদে কোন নারীকে রাখা হয় নি । ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রী সভায় ০৩ জন পূর্ণ মন্ত্রী ছাড়া আর কোন মন্ত্রিসভায় একের অধিক পূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন না । যা নারীর ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক দলের ও দলের নেতাদের অসহযোগীতা ও নারীর ক্ষমতায়নে বৈষম্য বিলোপ সাধনে নেতিবাচক প্রমান বহন করে ।

৩.১০ রাজনীতি ও নারী ঃ জনগনের মতামত

নারীর রাজনীতি বিষয়ে রেবা নার্গিস তার "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত", এম,ফিল গবেষণা প্রবন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে জনগণের মতামত অনুসন্ধান করেছেন । তাতে দেখা যায়, ৯৮% লোক বলেছেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীরা যে হারে অংশগ্রহণ করছে তা যথেষ্ট নয়, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন আছে কিনা এ প্রশ্নে ৯৫% ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহন ৫০% সমর্থন করেছেন, ৮০% জন সাধারন মনে করেন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ফলে নারী বৈষম্য , নারী নির্যাতন, এবং যৌতুক প্রথা হ্রাস পাবে, ৯০ ভাগ জনসাধারণের মতে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গ্রামীন নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ৫৩% জনগণ মনে করেন রাজনীতিতে মহিলাদের অধিক অংশ গ্রহন দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক হবে।[৮৮]

মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রশ্নে সুলতানা নাজমীন এর ১৯৯৮ সালে পরিচালিত গবেষণা থেকে দেখা যায় সাধারন জনগণের মধ্যে ৪০% মনে করেন যে, মহিলাদের কোন প্রকার রাজনীতির সাথে জড়িত থাকা উচিত নয়। ৫০% এর মতে মহিলাদেব রাজনৈতিক খবরা-খবর রাখা উচিত। মাত্র ১০% এর মতে মহিলাদের প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করা উচিত।[৮৯] এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় খালেদা নাসরিনের ২০০৪ সালে পরিচালিত গবেষণা থেকে । তাতে দেখা যায় শতকরা ৮৮ জন নাগরিক মনে করেন নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। যাঁরা নারীদের রাজনীতির পক্ষে মতামত দিচ্ছেন তাঁদের বক্তব্য হলো রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন হয় না। নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ব্যতিরেকে এদেশের নারীর অধিকার আদায় সম্ভব নয়। কেননা রাজনীতিবিদরাই সংসদে জাতীর জন্য নীতিনির্ধারণ করেন। তাই নারীরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে নারীর উন্নয়নে, নীতিনির্ধারনে প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করতে পারেন। অথবা সংসদে সরাসরি অংশ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশের মতে নারীর অধিকার অর্জনের জন্য নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।[৯০]

সুলতানা নাজমীনের গবেষণায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্যনীয় তা হলো শতকরা ১০০ ভাগ রাজনীতিবিদ, ৬০% সমাজকর্মী, ৯০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী , মাত্র ১০ ভাগ চাকুরী জীবি এবং গৃহবধূদের ২০ ভাগ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের সরাসরি অংশগ্রহণের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৯১]

৩.১১ বাংলাদেশে নারীদের রাজনীতি করার ক্ষেত্রে অন্তরায়

বাংলাদেশে নারীদের রাজনীতি করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অন্তরায় সমূহ কি কি? এ বিষয়ে খালেদা নাসরিনের পি,এইচ,ডি গবেষণায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চিহ্নিত হয়েছে। তার চিহ্নিত তথ্যগুলি গুরুত্ব অনুসারে নিম্নরূপ ঃ-[৯২]

১। সমাজ ও পরিবারের রক্ষণশীল মনোভাব, ২। সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, ৩। ধর্মীয় অনুশাসন ও ফতোয়া, ৪। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, ৫। লিঙ্গ বৈষম্য, ৬। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত রাজনীতি, ৭। রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীদের অবমূল্যায়ন, ৮। পারিবারিক দায়িত্বপালন, ৯। নারীদের অনিচ্ছা, ১০। নিরাপত্তাহীনতা, ১১। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, ইত্যাদি ।

অন্যদিকে সুলতানা নাজমীন ও তাঁর গবেষণায় মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অন্তরায় সমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন । তার মতে অশিক্ষাই প্রধান অন্তবায়। তা ছাড়া নিরাপত্তার অভাব, ধর্মীয় সমাজিক প্রতিবন্ধকতা, সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশের অভাবও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে নারীকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে বাঁধাগ্রস্ত করছে।[৯৩]

নারীদেব বাজনৈতিক দলে অর্ন্তভুক্তি ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পৃথিবী জুড়ে যে সব বাঁধা চিহ্নিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে-

১। নারীর বাজনীতি করার ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। ফলে প্রচার ,বক্তৃতা,বিতর্ক , মিডিয়ায় প্রচার ইত্যাদিতে দক্ষতা নারীর কম ।

Dhaka University Institutional Repository

২। নির্বাচিত নারী-পুরুষ উভয়ের কাছ থেকেই সমর্থন সাহস-উদারতা পায় না বলে নারীর রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ থাকে।

৩। প্রচলিত সামাজিক ,পারিবারিক দায়দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনের সাথে রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের সমন্বয় সাধন সম্ভব হয় না বলে নারী রাজনীতিতে পশ্চাৎপদ রয়েছে।

৪। অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ও অর্থ-সহায়তার অভাব।

৫। অপর্যাপ্ত সাধারন শিক্ষা, বিশেষ ভাবে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব।

৬। রাজনীতিতে বিশেষভাবে দায়িত্বপূর্ণ রাজনীতিতে নারীর অনাগ্রহ, অনিচ্ছা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব প্রধান বাঁধা। এই বাঁধা গুলি দুর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন প্রয়োজন।[৯৪]

৩.১১.১ মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সমস্যাবলী

সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি এখনও চরম বৈষম্য বিদ্যমান। সামাজিক, অর্থনৈতিক , সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর প্রতি যে বৈষম্য রয়েছে তা নিরসনের স্বার্থে এবং উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে এসে নারীকে মূল্যায়নের লক্ষ্যে যে অস্ত্রটি নারীকে মূখ্য সহায়তা প্রদান করতে পারে তা হলো রাজনীতি। কারণ রাজনীতিই একটি দেশ পরিচালনার প্রধান শক্তি। একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ জনগণের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট। রাজনৈতিক শক্তি হলো সমাজের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হলো ক্ষমতা কাঠামোয় প্রবেশাধিকার অর্জনের উপায়, যেখানে জনগনের জন্য সম্পদের বরাদ্দ, সমাজের অন্যান্য ইস্যু সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৯৫] নারীর ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। রাজনৈতিকে মূল্যায়ন করা যায় জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদার অন্যতম নির্ধারক হিসেবে।[৯৬] রাজনীতিতে মহিলাদের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব না থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় মহিলাদের সমস্যা, অধিকার ও উন্নয়নের বিষয়গুলো উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও নারীরা রাজনীতির ক্ষেত্রে তেমন সচেতন নয় বা বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে তারা রাজনীতিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারছেন না। তাই যত বেশী নারী রাজনীতিতে অংশগ্রহন করবে নারীর সমস্যা তত বেশী কমবে বলেই সুশীল সমাজ মনে করেন। নারীর রাজনীতিতে প্রবেশের নানা সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন গবেষক প্রচুর গবেষণা করেছেন। সুলতানা নাজমীন তার এম,ফিল গবেষনায় এ সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে প্রধান প্রধান সমস্যা সমূহ হচ্ছে ,ক. পরিবারের স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী বা অন্যান্যদের পক্ষ থেকে পারিবারিক বাঁধা, খ. পরিবারে মহিলাদের গুরুত্বহীনতা , গ. মাতৃত্ব সহ বহুমূখী দায়িত্ব , ঘ. নারীর অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা , ঙ. নারীর কর্মসংস্থানের অভাব, চ. শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, ছ. নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা, সমাজিক মূল্যবোধ ও পশ্চাৎপদতা সহ সামাজিক সমস্যা, জ. ধর্মীয় ও রক্ষনশীল ধ্যান-ধারনা ও মৌলবাদী ধারণা সহ ধর্মীয় মূল্যবোধ, ঝ. সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার ও ফতোয়া , ঞ. রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপকতা ও জটিলতা, ট. দুর্বল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ঠ. আইনের বাস্তব প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা, ড. সংগঠিত ও ফলপ্রসু আন্দোলনের অভাব, ঢ. নারীর নিরাপত্তার অভাব, ণ. রাজনীতিতে পুরুষ সহকর্মীদের নিকট থেকে যথাযথ সহযোগিতা ও মূল্যায়ন না পাওয়া।[৯৭]

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিতে নারীরা অসমপ্রতিনিধিত্বের শিকার। তৃণমূল পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত নারীর অবস্থান প্রান্তিক পর্যায়ে। বেগম নাসরিন সুলতানা এ বিষয়ে তাঁর "উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারীঃ অংশগ্রহণ ও অংশদারীত্ব- বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" এম,ফিল অভিসন্দর্ভে নারীর রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ বিচরনের কারন অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর মতে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজ যেখানে পিতৃতান্ত্রিক ধারা সমাজের সম্পদ , উৎপাদনের মাধ্যম, নারীর শ্রম ইত্যাদির উপরে পুরুষের কর্তৃত্বের বৈধতা স্বীকৃত, সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে রাজনৈতিক অসচেতনতা ও সুস্থ রাজনীতির অভাব পরিবারের সদস্যদের নিকট থেকে বাঁধা, ব্যাপক নিরক্ষরতা ও শিক্ষা সংস্কৃতির অভাব, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, রাজনৈতিক দলে নারীর অবমূল্যায়ন ইত্যাদি।

৩.১১.২ রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহনের সমস্যা দূরীকরণের উপায়

সুলতানা নাজনীন বাংলাদেশের বাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের সমস্যাসমূহ দূরীকরণ ও অধিক সংখ্যক মহিলার রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করেছেন। যেমন- অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করন, শিক্ষা বিস্তার ও সচেতনতা বৃদ্ধি, পারিবারিক সমর্থন ও উৎসাহ প্রদান, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কুসংস্কার দুর করণ, রাজনৈতিক দল সমূহের ইতিবাচক ভূমিকা পালন, মহিলা সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করণ, বাস্তবমুখ সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও পরিবেশ সৃষ্টিকরণ, সংরক্ষিত আসনে কোটা প্রথা অব্যাহত রাখা ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ সুগম করা, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূরকরণ ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা , নারীর ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করণ, মহিলা সংগঠন ও এন,জি,ও দের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি, নারী নেতৃত্বের বিকাশ সাধন ও নারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জোরদার করন, আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সিদ্ধান্ত যথাযথ বাস্তাবায়ন ইত্যাদি।[৯৮] এক্ষেত্রে খালেদা নাসরিন তার "বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের ভূমিকা" শীর্ষক এম,ফিল গবেষণায় বাজনীতিতে মহিলাদের অনুপ্রবেশের পথটি সুগম করার জন্য কিছু সুপারিশ রেখেছেন, যে গুলো অদ্যাবধি অত্যন্ত কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ সুপারিশ গুলোর মধ্যে অন্যতম যেমন- দলীয় কাঠামো ও কার্যক্রমে নারীর ক্ষেত্রে যে সকল বাধা ও বিপত্তি যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীর অংশ গ্রহণে বৈষম্য সৃষ্টি করে তা পরীক্ষা করে দেখা, আভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারনী কাঠামো ও নির্বাচনী মনোনয়ন দান প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, রাজনৈতিক দলের দলীয় এজেন্ডায় জেন্ডার ইস্যু সম্পৃক্ত করণ, দলের মহিলা শাখায় মহিলা নেতৃত্ব শক্তিশালী করন, দলের অংগ সংগঠনগুলোতে মহিলার নেতৃত্ব বৃদ্ধিকরণ, নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর ১০% থেকে ১৫% মহিলা মনোনয়ণ প্রদান, নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, নারীদের নির্বাচন কালে আর্থিক স্বক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক ও সাংগঠনিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।[৯৯]

খালেদা নাসরিনের ২০০৪ সালের পি,এইচ,ডি, গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাঁধা হচ্ছে সমাজ ও পরিবারের রক্ষণশীল মনোভাব। রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পরিবারের সহযোগিতা। কিন্তু পরিবার ও সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে অনেক নারী ইচ্ছা থাকা সত্বেও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। এরপরেই দেখা যায় সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে। যার ফলে নারীরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। "এদেশে ভাল মেয়েরা রাজনীতি করেনা।"[১০০]

খালেদা নাসরিন তার উপরে বর্ণিত পি,এইচ,ডি গবেষনায় নারীর রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঁধা সমূহ দুরীকরণের উপায় অনুসন্ধান করেছেন। তিনি রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য বেশ কয়েকটি স্তরে নারীর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহন

Dhaka University Institutional Repository

করার সুপারিশ করেন। স্তরসমূহ হলো ১. সামাজিক স্তর, ২. পারিবারিক স্তর, ৩. শিক্ষা স্তর, ৪. রাষ্ট্রীয় স্তর এবং ৫. রাজনৈতিক স্তর। নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য তিনি বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন, সমাজের রক্ষনশীল মনোভাব দূরীভূতকবণ, সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, পরিবারের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি, পারিবারিক ভাবে উৎসাহ দান, সহ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান, সমাজের ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি, রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীর যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাধান্য প্রদান সহ সর্বক্ষেত্রে নারীদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাস্তবিক অর্থে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়াতে হলে সর্বপ্রথম তৃণমূল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ রাড়াতে হবে।[১০১]

বাংলাদেশে বর্তমানে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে নারীদের খাপ খাওয়ানোর জন্য বিশেষ কতগুলো যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়। এর মধ্যে গুরুত্ব পূর্ণ হলো দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রতি গভীর বোধগম্যতা। এর পরও যে সমস্ত যোগ্যতা প্রয়োজন, তা হচ্ছে ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ব্যক্তিগত শিক্ষা, ধৈর্য, জন সম্পৃক্ততা, পারিবারিক সহযোগিতা, ইত্যাদি।[১০২]

বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমূহে নারীদের বিদ্যমান বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত। এই অবস্থার উত্তরণে রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারকদের আরো সচেতন হতে হবে। ত্যাগী মহিলাদেরকে আরো অধিক হারে দলীয় পদে অধিষ্ঠিত করতে হবে। একই সাথে মহিলা নেত্রীদেরকেও তাদের স্বীয় রাজনৈতিক যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।[১০৩]

নারীর রাজনীতে অংশগ্রহণ করার কারণে এবং রাজনীতিতে অনেক সময় দেওয়ার কারণে মহিলা রাজনীতিবিদ/ কর্মীরা পরিবারের জন্য সময় কম দিতে পারে যা অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক কলহই সৃষ্টি করে।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত, তার রাজনীতির রাস্তাটি ও মসৃন নয়। নানা বাধা আর বিপত্তির মাঝে তাকে যুদ্ধ করতে হয় রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য। রাজনীতি আর সংগ্রামের ইতিহাসে তার অসামান্য অবদান থাকলেও স্বীকৃতি পর্যায়ে সে নগণ্য। তাই আমাদের দেশে সব সময় নারী হয়েছে অবহেলিত। রাজনৈতিক দলে বা সরকার বা জাতীয় সংসদে সে কখনই যোগ্য যায়গায় যেতে পারেনি। রাজনীতিতে তার অবস্থান সীমিত হওয়ায় জাতীয় সংসদে তার অবস্থান মূলতঃ ২% এর নীচে। বাংলাদেশের সংবিধান তৈরীর সময়ই জাতীয় সংসদ তথা রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারনীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরেও জাতীয় সংসদে নারী সংসদ সদস্যগণ তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারে নি। আসলে সে সুযোগ তাদের দেয়াই হয় নি। তাদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে অলংকারিক দৃষ্টিভংগীতে। পরের অধ্যায়ে এর বিস্তারিত আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. প্রতিবেদন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আন্দোলন কার্যক্রম ১৯৯৬-২০০২, সেপ্টেম্বর, ২০০৩ পৃ-১১ ।

২. শওকত আরা হোসেন,মুক্তিযুদ্ধ ও নারী, পৃ- ১৫, আগামী প্রকাশনী,মে ২০০০,৩৬, বাংলাবাজার, ঢাকা ।

৩. Advancement for the Women- United Nations Report-1999 .

৪. প্রতিবেদন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আন্দোলন কার্যক্রম ১৯৯৬-২০০২, সেপ্টেম্বর,২০০৩ পৃ-১৩ ।

৫. শওকত আরা হোসেন,মুক্তিযুদ্ধ ও নারী, পৃ- ২১, আগামী প্রকাশনী,মে ২০০০,৩৬, বাংলাবাজার, ঢাকা ।

৬. The History of Doing, Radha kumar, কালী ফর উইমেন New Delhi এবং ভার্সো- লন্ডন-নিউইয়র্ক, ১৯৯৩ পৃ -৩৯,৪০ ।

৭. কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী,চিরায়ত প্রকাশনী,১২ বঙ্কিম চার্টারজী রোড, কলকাতা,১৯৬০,পৃ-৩০ ।

৮. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী, তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ - ৯৭ ।

৯. ঐ,পৃ-১০২ ।

১০. কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, চিরায়ত প্রকাশনী,১২ বঙ্কিম চার্টারজী রোড, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ -৩৫ ।

১১. ঐ,পৃ -৪২,৪৩ ।

১২. বেবী মওদুদ,বাংলাদেশের নারী, আগামী প্রকাশনী , ৩৬ , বাংলাবাজার, ১৯৯৪, পৃ-১৯ ।

১৩. কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, চিরায়ত প্রকাশনী,১২ বঙ্কিম চার্টারজী রোড, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ -৪৮,৪৯ ।

১৪. ঐ, পৃ-৫৪,৫৬ ।

১৫. ঐ, পৃ-৫০,৫১ ।

১৬. ঐ, পৃ-৫২,৫৩ ।

১৭. ঐ, পৃ-৫৭,৫৮ ।

১৮. ঐ, পৃ-৫৯,৬০ ।

১৯. ঐ, পৃ-৯৫,৯৬ ।

২০. ঐ,পৃ-৭৯,৮০ ।

২১. এম. আবদুর রহমান, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা, কলকাতা,দ্বি-সং ১৯৭৮,পৃ-২৯-৩১ ।

২২. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী, তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ - ১০৫ ।

২৩. ঐ,পৃ-১০৬ ।

২৪. কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, চিরায়ত প্রকাশনী, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী রোড, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ -২৮৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. ঐ,পৃ-২৮৫ ।

২৬. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাস-অনুসন্ধান-২, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ-৩০৯ ।

২৭. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী, তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ - ১০৭ ।

২৮. ঐ,পৃ-১০৭ ।

২৯. ঐ,পৃ-১০৯ ।

৩০. ঐ,পৃ-১০৯ ।

৩১. From Pardah to Parliament, Cresset Press, London. P. 70-72.

৩২. রেনু চক্রবর্তী, ভারতীয় নারী আন্দোলনের কমিউনিষ্ট মেয়েরা (১৯৪০-৫০), কলকাতা,১৯৮০,পৃ-১৫-১৭ ।

৩৩. ঐ,পৃ-১৯-২১ ।

৩৪. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী, তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা- ১১১ ।

৩৫. ঐ,পৃ-১১২ ।

৩৬. রেনু চক্রবর্তী, ভারতীয় নারী আন্দোলনের কমিউনিষ্ট মেয়েরা (১৯৪০-৫০), কলকাতা,১৯৮০,পৃ-৮৪-৮৭ ।

৩৭. খোকা রায়, সংগ্রামের তিন দশক, ঢাকা,১৯৮৬,পৃ-১০৪ ।

৩৮. মালেকা বেগম, বাংলার নারীর আন্দোলন, ইপিএল,ঢাকা,১৯৮৯,পৃ-১৬৪ ।

৩৯. ঐ,পৃ-১৭০-১৭১ ।

৪০. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী, তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ - ১১৫ ।

৪১. Khawar Mumtaz and Farida Shaheed (ed),Women of Pakistan, USA,1987,P.86-87.

৪২. ঐ, পৃ-৬০ ।

৪৩. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী, তিনশ রছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ - ১১৬ ।

৪৪. মালেকা বেগম, বাংলার নারীর আন্দোলন, ইপিএল, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ-১৭৫-৭৬ ।

৪৫. রণেশ দাস গুপ্ত, রহমানের মা ও অন্যান্য, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,ঢাকা,১৯৮৪,পৃ-২৪ ।

৪৬. মালেকা বেগম, বাংলার নারীর আন্দোলন, ইপিএল, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ-১৭৭-৭৮ ।

৪৭. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী, তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ - ১১৯ ।

৪৮. মালেকা বেগম , বাংলার নারীর আন্দোলন, ইপিএল,ঢাকা,১৯৮৯,পৃ-১৮৪-১৮৭ ।

৪৯. ঐ-পৃ-১৮৭ ।

৫০. মালেকা বেগম, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও নারী, মুক্তিযুদ্ধ ইনস্টিটিউট,জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা ।

৫১. শওকত আরা হোসেন,মুক্তিযুদ্ধ ও নারী, পৃ-ভূমিকা, আগামী প্রকাশনী,মে ২০০০,৩৬, বাংলাবাজার, ঢাকা ।

Dhaka University Institutional Repository

৫২. মাহমুদ কবীর, বাংলাদেশের নারী,সূচীপত্র,৩৮/২ক বাংলা বাজার,ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ ,পৃ-১৬ ।

৫৩. সিরাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত,বাংলাপিডিয়া,বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ,বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,খন্ড-৫, পৃ-১০৭ ।

৫৪. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী, তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ - ১২১-১৩২ ।

৫৫. শওকত আরা হোসেন, মুক্তিযুদ্ধ ও নারী, আগামী প্রকাশনী,৩৬,বাংলা বাজার,ঢাকা,পৃ-৩৪ ।

৫৬. মালেকা বেগম-সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী, তিনশ বছরের বাঙ্গালী নারীর ইতিহাস, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ-১৩০ ।

৫৭. রওনক জাহান, "political participation of Women in the 1973 Election in Bangladesh, Paper presented at Boston 1974, p-101.

৫৮. ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভুঁইয়া, রাজনীতি ও উন্নয়নে নারী, আজিজিয়া বুক ডিপো ,মার্চ-২০০৫ পৃ-৭২ ।

৫৯. ঐপৃ-৭৩ ।

৬০. ঐ পৃ-৭৩ ।

৬১. এ এস এম সামছুল আরেফিন,বাংলাদেশের নির্বাচন,১৯৭০-২০০১,বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন,২০০৩ ।

৬২. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী ইস্তেহার ১৯৯১ ।

৬৩. "অগ্রগতি ও সাফল্যের সাড়ে চার বছর"- পুস্তিকা, চলচিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তর,তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০০১ ।

৬৪. ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভুঁইয়া, রাজনীতি ও উন্নয়নে নারী, আজিজিয়া বুক ডিপো ,মার্চ-২০০৫ পৃ-৭৫ ।

৬৫. মালেকা বেগম-সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী, তিনশ বছরের বাঙ্গালী নারীর ইতিহাস, পৃ-১৩৫-১৩৬ ।

৬৬. ঐ,পৃ-১৩৬ ।

৬৭. ঐ, পৃ-১৩৭ ।

৬৮. ঐ,পৃ-১৩৭ ।

৬৯. বাংলাদেশের রাজনীতিতে পারিবারিক উত্তরাধিকার,*সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৪ জানুয়ারী ১৯৯৫ ।

৭০. বাংলাদেশের নারী নেতৃত্ব,*সাপ্তাহিক রোববার*, ঈদ সংখ্যা, ১৯৯১ ।

৭১. ঐ ।

৭২. জেসমিন আরা বেগম, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব, এম,ফিল গবেষনা অভিসন্দর্ভ, ২০০১, পৃ-২৫ ।

৭৩. ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভূইয়া, রাজনীতি ও নারী উন্নয়নে নারী , আজিজিয়া বুক ডিপো ,মার্চ-২০০৫,পৃ-১৩ ।

৭৪. ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভূইয়া, রাজনীতি ও নারী উন্নয়নে নারী , আজিজিয়া বুক ডিপো , মার্চ-২০০৫,পৃ-৭১ ।

৭৫. ঐ,পৃ-৭১ ।

৭৬. রেখা চৌধুরী, সম্পাদিকা, আন্দোলন উপ-পরিষদ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রতিবেদন -১৯৯৬-২০০২, পৃ-১৫ ।

৭৭. ইনতিয়াজ আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত,নারী ও সংসদ,সেন্টার ফর অল্টারনেটিভস,ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিংএলায়েন্স,জুলাই'০১,পৃ-১৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

৭৮. খালিজা খাতুন ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী ও উন্নয়ন : প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৫, পৃ. ১৩৬ ।

৭৯. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত,নারীর ক্ষমতায়ন : রাজনীতি ও আন্দোলন,মাওলা ব্রাদার্স,ঢাকা ফেব্রুয়ারী'০৩, পৃ-১৯৭,১৯৮,১৯৯ ।

৮০. Particition of women in Bangladesh politics. The *Daily Star,* June 1,1992, p-12.

৮১. নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য - Women's participation in politics, Women for Women, Dhaka, November-1994,p-16.

৮২. নাসরিন সুলতানা,উন্নয়ন,রাজনীতি ও নারী : অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব- বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, এম, ফিল অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,নভেম্বর'০১, পৃ-১৪৬ ।

৮৩. সুলতানা নাজমীন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা গবেষনা অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,জুলাই ১৯৯৮ পৃ-৫৩ ।

৮৪. নির্বাচন কমিশনে সংস্কার আলোচনা শুরু ঃ কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারীর বিপক্ষে ইসলামী ঐক্যজোট,*দৈনিক যুগান্তর*, ১৩ সেপ্টেম্বর/২০০৭ ।

৮৫. যুগান্তর অনলাইন জরিপ,*দৈনিক যুগান্তর*, তারিখ-১১ মার্চ ২০০৮, পৃ-১ ।

৮৬. মালেকা বেগম-সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী, তিনশ বছরের বাঙ্গালী নারীর ইতিহাস, পৃ-১৫৮ ।

৮৭. মন্ত্রিপরিষদ শাখা, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

৮৮. রেবা নার্গিস, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন- বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, এম,ফিল অভিসন্দর্ভ, ডিসেম্বর-২০০৪, পৃ-১১৩-১১৫ ।

৮৯. সুলতানা নাজমীন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, এম ফিল অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-৬৪ ।

৯০. খালেদা নাসরিন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, পি,এইচ,ডি অভিসন্দর্ভ,২০০২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-১৯২ ।

৯১. সুলতানা নাজমীন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-৬৪ ।

৯২. খালেদা নাসরিন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা , পি,এইচ,ডি অভিসন্দর্ভ, ২০০২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-১৬৮ ।

৯৩. সুলতানা নাজমীন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-৬৬ ।

৯৪. Women in Politics and Decision-Making in the Late Twentieth Century:A United Nations Study . New York, 1994,p. 43-48.

৯৫. নাসরিন সুলতানা, "উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারীঃ অংশগ্রহণ ও অংশদারীত্ব-বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" এম,ফিল অভিসন্দর্ভ, নভেম্বর ২০০১, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-১৩৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

৯৬. খালেদা সালাউদ্দিন, " Women's pitical participation: Bangladesh Women in politics and bureaucracy, women for women 1995, p-1.

৯৭. সুলতানা নাজমীন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-৬৯-৭৮ ।

৯৮. ঐ পৃ-৮১ ।

৯৯. খালেদা নাসরিন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের ভূমিকা, এম,ফিল, অভিসন্দর্ভ, ১৯৮৮, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,পৃ-৮০-৮৩ ।

১০০. খালেদা নাসরিন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা পি,এইচ,ডি অভিসন্দর্ভ,২০০২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-১৬৮ ।

১০১. ঐ, পৃ-১৭১ ।

১০২. খালেদা নাসরিন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা পি,এইচ,ডি অভিসন্দর্ভ,২০০২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-১৯৪ ।

১০৩. ঐ,পৃ-১৯৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

নারী ও জাতীয় সংসদ

"সংরক্ষিত মহিলা আসন ও সাধারন আসন মিলিয়ে জাতীয় সংসদে এখন নারী প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে শতকরা এগার। কবে এই হার শতকরা ৫০ হবে সেই আশাতেই বসে আছি"।

- শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ভারতের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'রাজনীতিতে নারী - পুরুষের অংশীদারিত্ব' শীর্ষক আন্তঃ সংসদীয় ইউনিয়ন সম্মেলনে যোগদানের পর সাংবাদিক সম্মেলনে দেয় উক্তি, ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭।[১]

৪.১ ভূমিকা

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরে নারীরা নিপীড়ন, নির্যাতন, কুসংস্কার ও বৈষম্যের শিকার। নারীদের ইতিহাস অপমান অবহেলার ইতিহাস। এদেশের নারীর মেধা ও পরিশ্রমকে গৃহকর্মের মধ্যেই সীমিত করে রাখা হয়েছে সমাজ উন্নয়ন ও বিনির্মাণে নারী নেতৃত্বকে গ্রহণীয় করে তোলার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়নি। কিন্তু দারিদ্র দূরীকরণ ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় ভাবসাম্য আনয়নের জন্য নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এমন ভাবে আইন প্রণয়ন করতে হবে যাতে নারীরা অনুকূল পরিবেশে চাকরি ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকতে পারে। রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক আইন-কানুন প্রবর্তন একান্ত অপরিহার্য। সমাজে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় সংসদে নারীদের কার্যকর ভূমিকা রাখা আবশ্যক।[২]

নারী সমাজ যুগ যুগ ধরে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে বঞ্চিত। সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটলেও নারীদের প্রত্যাশিত অগ্রগতি সাধিত হয়নি। অথচ সমাজ উন্নয়নে জাতি গঠনে তাদের অবদান পুরুষের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। উন্নত দেশ সমূহে নারীর সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও রাজনীতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে দেখা যায়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ সমূহে সামাজিক কাঠামোর নাগপাশে আবদ্ধ থাকায় ফলে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে রয়েছে। আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। দেশের সরকার প্রধান ও বিরোধীদলীয় প্রধান মহিলা হওয়া সত্ত্বেও সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়নি। তবে দেশের নারী সংগঠন সমূহ অধিকার আদায়ের জন্য সোচ্চার ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাদের দাবীকে উপেক্ষা করা সহজ সাধ্য নয়। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং দেশের অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে সংসদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের প্রবর্তন করতে সরকার ও বিরোধীদল সহ নীতি নির্ধারকদেরকে ফলপ্রসু কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।[৩]

৪.২ সংরক্ষিত নারী আসন ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে আইনসভা ও সংসদ বিষয়ক পরিচ্ছেদ-এর ৬৫ ধারায় সাধারন ও সংরক্ষিত আসন বিষয়ে আইন বা নীতি রয়েছে:[৪]

৬৫। (২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিনশত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় কার্যকর থাকাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬৫। (৩) সংবিধান চৌদ্দতম চতুর্দশ সংশোধনী আইন, ২০০৪ প্রবর্তন কালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ৪৫টি আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোনো কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোনো আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।

৬৫। (৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে।

সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা, সময়সীমা ও নির্বাচনী পদ্ধতি ১৯৭২ সালের সংবিধানে যে রকম ছিল তা ১৯৭৯ ও ১৯৮৬ সালে সংশোধিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গৃহীত সংবিধানে নীতি ছিল ১৫টি সংরক্ষিত মহিলা আসন ১০ বছরের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।

১৯৭৮ সালেব The Second Proclamation এর মাধ্যমে ১৫টি আসনের সংখ্যা বাড়িয়ে ৩০টি আসন করা হয় ১৫ বছরের জন্য। ১৯৭৩ থেকে পরবর্তী ১৫ বছরের কথাই এ ঘোষণায় বলা হয়েছে। ১৯৮৬ সালে No XLVII of 1986 সংশোধনী ঘোষণায় ৩০টি মহিলা আসনের প্রার্থী মনোনয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে নীতি গৃহীত হয় যে, যদি রিটার্নিং অফিসার অর্ধেকের বেশি সাংসদের কাছ থেকে মনোনয়ন পত্রের প্রস্তাব ও সমর্থন পান তবে ঐ মনোনীত প্রার্থী বিজয়ী বলে গণ্য হবেন অর্থাৎ সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনের প্রার্থীরা ১৫১ জন ও তার বেশি সাংসদের মনোনয়ন ও সমর্থন পেলে নির্বাচিত ও বিজয়ী বলে ঘোষিত হবেন।[৫]

১৯৮৭ সালে ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের সময়সীমা ১৫ বছর শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং সময়সীমা বাড়াবার কোনো ঘোষণা না থাকায় চতুর্থ সংসদে ৩০ জন সাংসদের সংরক্ষিত আসন বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৯৯০ সালে দশম সংশোধনী অনুযায়ী পরবর্তী ১০ বছরের জন্য অর্থাৎ ২০০০ সাল পর্যন্ত সংসদে ৩০টি মহিলা আসন সংরক্ষিত রাখার সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়েছে।[৬]

২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ গঠিত হয় কিন্তু তার আগেই সংরক্ষিত আসনের নারীদের সংসদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং ঐ সময় আওয়ামী লীগ সরকার আমলে সংবিধান সংশোধন করার মত সদস্য সংখ্যা না থাকায় নারী আসনে মেয়াদ বৃদ্ধি করা সম্ভব না হওয়ায় অষ্টম জাতীয় সংসদ সংরক্ষিত আসনে মহিলা প্রতিনিধি ছাড়াই পরিচালিত হয়। অতঃপর বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে ২০০৪ সালে চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে আসন সংখ্যা ৩০ টি থেকে ৪৫ টি তে বৃদ্ধি করা হয়। এবং সাধারন আসনে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত আসন সংখ্যার অনুপাতে মহিলা আসন বন্টনের আইন প্রণীত হয়।

সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ আছে। এ ধরনের নির্বাচন পদ্ধতিতে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেরই বিজয় সূচিত হয়। নির্বাচন পদ্ধতি পরোক্ষ থাকায় সাধারণ মানুষের সাথে এ আসনে মনোনীত মহিলাদের তেমন কোন যোগাযোগ থাকে না বললেই চলে। মনোনীত মহিলা সাংসদ তাদের নির্বাচনী এলাকার দায়িত্ব সম্পর্কেও খুব একটা দৃষ্টিপাত করেন না। মনোনীত সংসদ সদস্যদেব নির্বাচনী এলাকা, সাধারণ নির্বাচনী এলাকা থেকে ১০ গুণ বড়। কাজেই এলাকার সাংসদ রা রাজনৈতিক নেতা হিসেবে যথাযথ ভূমিকা মহিলা সাংসদ পালন করতে অপারগ।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ সংরক্ষিত আসনের যৌক্তিকতা

নারীর সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় এটা অনস্বীকার্য যে, এ দেশে নারীরা এখনও পিছিয়ে আছে এবং তারা নানা ভাবে হয়রানি বা নির্যাতনের শিকার। নারীরা তাদের নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত । নারীদের এই বঞ্চনা আর বৈষম্য থেকে রক্ষা করা এবং মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রনয়ন কালে নারীদের ক্ষমতায়নের স্বার্থে সংসদে ১৫টি আসন ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। আরও লক্ষ্য ছিল যে, এ সময়ের মধ্যে নারীরা একটি সম্মান জনক অবস্থায় উঠে আসতে পারবে, কিন্তু বাস্তবতা এ লক্ষ্য থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। পরবর্তীতে এর মেয়াদ বৃদ্ধি করে ১০ বছরের পরিবর্তে ১৫ বছর ,তারপর আরো ১০ বছর বৃদ্ধি এবং আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৩০ পরে আরও বাড়িয়ে ৪৫টি করা হয়। নারীর ক্ষমতায়নের স্বার্থে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের জন্য নারী সমাজ নারী সংঠনগুলোর নেতৃত্বে দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করে আসলেও রাজনৈতিক দলগুলো এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে নি। কারণ এ ক্ষেত্রে বড় দলগুলো বা সরকারী দল নিজেদের স্বার্থেই বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করেনি।

দেশের জাতীয় নির্বাচনে সাধারণত কোন দলই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হতে পারে না। তাই সংরক্ষিত আসনগুলো রাজনৈতিক দলের সবকার গঠনে ও সরকারের স্থিতিশীলতা রক্ষায় নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। নারীর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ও নির্বাচিত হয়ে সুষ্ঠুরূপে কার্যক্রম পরিচালনার মত পরিবেশ এখনও তৈরি হয়নি। ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ সদস্য কর্তৃক নারী সদস্যদের সাথে বিরূপ আচরণ থেকে তা প্রতীয়মান হয়। অনবরত নারী নির্যাতন, নিপীড়নের বিরুদ্ধে নারী সংগঠনসমূহের প্রতিবাদ প্রশংসনীয়। তাই সংসদের সংরক্ষিত আসন বাতিলের সময় এখনও হয়নি। বরং সংরক্ষিত আসন আরও কিছু সময় বহাল রেখে নারীকে রাজনীতি এবং সংসদে যথাযথ ভূমিকা রাখার সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। যাতে করে তাঁরা ভবিষ্যতে বাজনীতি ও সংসদে নিজেদের যোগ্যতায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

৪.৩.১ সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরাসরি নির্বাচনের যৌক্তিকতা

দীর্ঘদিন থেকে নারী সংগঠনসমূহ সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন দাবী করে আসছে। এ বিষয়ে তাদের দেয়া যুক্তিগুলো নিম্নরূপ-[৭]

- রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারী ভোটারের সংখ্যা বর্তমানে ৪৯ শতাংশ যা বিগত দশকে ৪৫%-৪৭% এর মধ্যে সীমিত ছিলো। ভোট দেয়া অবশ্যই একটি রাজনৈতিক অধিকার। স্থানীয় সরকার এবং জাতীয় সংসদে আনুপাতিক হারে অংশ গ্রহণ নারীর ন্যায় সঙ্গত অধিকার।
- নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা প্রমানিত হয় ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সবকার নির্বাচনে। সে সময় ৮৪% নারী ভোট দেয়।
- স্বাবলম্বী,আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল নারী-নেতৃত্ব গঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে সরাসরি নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক উপায়।
- মনোনীত নারী সাংসদের কার্যত: নিজস্ব নির্বাচনী এলাকা না থাকায় কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির কাছে তার দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতার দায়বদ্ধতা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

- সংরক্ষিত আসনে নারী সাধারণ আসনে বিজয়ী সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত/মনোনিত। তাই তার বক্তব্যে জনগণের দাবীর প্রতিফলন ঘটে না বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলীয় প্রধানের মতামত প্রাধান্য পায়।
- নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নারী-পুরুষের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করবে। ফলে সমাজ উপকৃত হবে।

সংসদে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ বিষয়ে এক গবেষণায় দেখা যায় সার্বিক জনগোষ্ঠির ৯২% সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ সমর্থন করেন এবং মাত্র ৮% বিরোধীতা করেছেন। সমর্থনকারীদের বক্তব্য হলো এর ফলে সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়েছে এবং আসন সংরক্ষণ পিছিয়ে পড়া নারী সমাজকে সামনে নিয়ে আসতে সাহায্য করবে এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পূরণ হবে।[৮]

সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে নারী আসন ৪৫টিতে উন্নীত করার বিষয়টি ৫০ ভাগ জনসাধারণ সমর্থন করেছেন। ২০ ভাগ নিরুত্তর থাকলেও ৩০ ভাগই বিরোধীতা করেছেন। লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে ৪৫টি আসন সকলেই অপর্যাপ্ত মনে করেছেন। যাঁরা এটাকে সমর্থন করেননি তাঁদের মতামত ছিল প্রতি জেলায় ১টি করে মহিলা সংরক্ষিত আসন সংরক্ষণ করা।[৯]

৪.৪ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব নিতান্তই কম, বাস্তবিক অর্থে ২% এর বেশী নয়। তবে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারীদের নিয়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব সর্বোচ্চ ১১%। অতীতে অধিকাংশ সাধারন নির্বাচনে সাধারণ আসনে নারীর অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সীমিত। রাজনৈতিক দলগুলো থেকে আশানুরূপ আসনে নারীদের মনোনয়ন দেয়া হয় নি এবং দলীয় স্বার্থ বিবেচনায় নারীর স্বার্থকে তারা কখনই গুরুত্ব দেয় নি। নিম্নে এতদসংক্রান্ত তথ্য সারণি-৪.১ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি - ৪.১ জাতীয় সংসদ ও নারীর প্রতিনিধিত্ব [১০]

সংসদ	৩০০ সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচনে নারী			সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা	সংরক্ষিত আসন সহ মোট প্রতিনিধিত্ব	শতকরা হার
	নির্বাচিত আসন সংখ্যা	%	প্রতিনিধিত্ব করা আসন সংখ্যা			
১ম	০	০	০	১৫	১৫	৪.৭৬%
২য়	১	০.৩৩%	১	৩০	৩১	৯.৩৯%
৩য়	৭	২.৩৩%	৫	৩০	৩৫	১০.৬১%
৪র্থ	৪	১.৩৩%	৪	--	০৪	১.৩৩%
৫ম	৯	৩.০০%	৫	৩০	৩৫	১০.৬১%
৬ষ্ঠ	৭	২.৩৩%	৩	৩০	৩৩	১০.০০%
৭ম	১৪	৪.৬৭%	৮	৩০	৩৮	১১.৫২%
৮ম	১৩	৪.৩৩%	৭	৪৫	৫১	১৪.৭৮%

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় যে, সাধারণ আসনে ১ম থেকে ৮ম সংসদ পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে ০১ থেকে সর্বাধিক ১৪টি আসনে নারীরা নির্বাচিত হয়েছেন। ৭ম ও ৮ম সংসদে শেখ হাসিনা ৩টি ও খালেদা জিয়া ৫টি আসনে বিজয়ী হয়েছেন সে বিবেচনায় ৭ম সংসদে প্রকৃত বিজয়ীর সংখ্যা ১৪টি আসনের বিপরীতে ৮ জন এবং ৮ম সংসদে ১৩টি আসনের বিপরীতে ৭ জন। সাধারণ আসনে নারী প্রার্থী বিজয়ীর হার সর্বোচ্চ ৭ম সংসদে ৪.৬৭% হলেও খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার ছেড়ে দেয়া আসনে পরবর্তীতে উপ-নির্বাচনে কোন মহিলা নির্বাচিত না হওয়ায় সাধারন

Dhaka University Institutional Repository

আসনে নারীর প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব আরো কমে যায়। ৮ম সংসদের শুরুতে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ছিল না। নারী সমাজের দাবীরমুখে আসন সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫টিতে বৃদ্ধি করা হলেও আসন সমূহে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়নি। এ সংসদে ৪৫টি সাধারণ আসন সহ নারীর প্রতিনিধিত্ব ১৪.৭৮% যা আপাতদৃষ্টিতে ভালো মনে হলেও সংরক্ষিত আসনে বিজয়ী নারীরা দলীয় প্রতিনিধিত্ব করেন বিধায় প্রকৃত পক্ষে সংসদে তাদের অবস্থান নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনায় নেয়া যায় না ।

প্রথম জাতীয় সংসদে মহিলা ভোটার ছিল ৪৮%, কিন্তু নারীর প্রতিনিধিত্ব মাত্র ৪.৮% , দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে ভোটার ৪৮% এর বিপরীতে জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব মাত্র ৯.৭%, তৃতীয় জাতীয় সংসদে ভোটার ৪৭% কিন্তু মহিলা প্রতিনিধিত্ব ১০.৬%, চতুর্থ জাতীয় সংসদে মহিলা ভোটার ৪৭% কিন্তু সংরক্ষিত আসন না থাকায় নারী প্রতিনিধিত্ব ১.৩%, পঞ্চম সংসদে ৪৭% ভোটারের বিপরীতে নারী প্রতিনিধিত্ব ১০.৬%, ষষ্ঠ সংসদে ৪৯% মহিলা ভোটার কিন্তু নারী প্রতিনিধিত্ব ১০%, সপ্তম সংসদে ৪৯% ভোটারের বিপরীতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব ১১.০২%, এবং অষ্টম সংসদে ৪৮.৫% ভোটারের বিপরীতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব প্রথমে ২%।[১১] পরবর্তীতে ২০০৪ সালে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৪৫- এ বৃদ্ধি হলে নারী প্রতিনিধিত্ব দাঁড়ায় ১৪.৬৭ % । অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী বা নারী ভোটারের বিপরীতে জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব সর্বোচ্চ ১৪.৬৭% ।

৪.৪.১ বিভিন্ন সংসদীয় নির্বাচনে সাধারণ আসনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রতিনিধিত্ব

জাতীয় সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব আশানুরূপ নয় । সংরক্ষিত আসনে যারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তাঁদের একটা বড় অংশই প্রকৃত পক্ষে তার দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, বাস্তবে নারীর প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ তাদের ছিল না। কারণ তারা কখনই দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে নারীর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজস্ব স্বকীয়তায় ২/১ টি ব্যতিক্রম ছাড়া কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে সক্ষম হন নি। তদুপরি বাংলাদেশের সংসদ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কখনোই নারীর অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতা ছিলো না। দুঃখজনক হলেও সত্য, মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেক নারী হলেও এদেশে বিগত সবগুলো সাধারণ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর হার গড়ে মাত্র ১.১৪%।[১২] নিচের সারণিতে সংসদে এবং সংসদীয় নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

সারণি - ৪.২ সংসদীয় নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব

সাল	নির্বাচনে মোট নারী প্রার্থীর শতকরা হার	৩০০ সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী প্রার্থীর সংখ্যা	সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী প্রার্থীর শতকরা হার	সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা	মোট আসনের বিপরীতে নারী প্রতিনিধিত্বের হার
১৯৭৩	০.৩	০	০	১৫	৪.৮
১৯৭৯	০.৯	২	০.৭	৩০	৯.৭
১৯৮৬	১.৩	৫	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮*	০.৭	৪	১.৩	--	১.৩*
১৯৯১	১.৫	৫	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৯৬	১.৩৯	৭	২.৩	৩০	১১.২
২০০১*	১.৯	৬	২	৪৫	১৪.৬৭*

* চতুর্থ জাতীয় সংসদে এবং ৮ম জাতীয় সংসদের প্রথম দিকে সংসদে কোন নারী আসন সংরক্ষিত ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪.২ ১৯৭৯ থেকে ২০০১ পর্যন্ত সংসদ নির্বাচনে নারী অংশগ্রহণের হার

জাতীয় সংসদের সাধারন আসনের নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের হার নিতান্তই কম । অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই মনোনয়নের ক্ষেত্রে নারীদের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেয় না। নারীর ক্ষমতায়নের স্বার্থে অধিক হারে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন তারা সমর্থন করলেও দলীয় স্বার্থে আসন হারানোর ভয়ে নারীদের মনোনয়ন দেয় না। নিচে এ সংক্রান্ত একটি পরিসংখ্যান অবলোকন করা যায়।[১৩]

সারণি - **৪.৩ সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনে নারী প্রার্থী**

নির্বাচনের বছর	মোট প্রার্থী	নারী প্রার্থী	শতকরা হার
১৯৭৯	২১১৫	১৭	০০.৯%
১৯৮৬	১৪২৯	২০	০১.৩%
১৯৮৮	৯৭৮	০৭	০০.৭%
১৯৯১	২৭৭৪	৪৭	০১.৫%
১৯৯৬	২৫৬২	৪৮	০১.৭৮%
২০০১	১৯৩৯	৩৭	০১.৯%

উপরের সারণি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, গত কয়েকটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারন আসনে পুরুষ প্রার্থীদের বিপরীতে মহিলা প্রার্থীদের হার সর্বোচ্চ ০.০২%, যা নারীর প্রতি অবহেলার উৎকৃষ্ট উদাহরন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৪.৪.৩ সংসদের সাধারণ আসনে নারী ও নারীর মনোনয়ন

১৯৭২ সালে সংবিধানে নারীদের জন্য সংসদে আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে নারীরা বেশী করে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে। সংসদ যেহেতু রাষ্ট্র পরিচালনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে একটি নিয়ামক শক্তি সেহেতু সংসদে নারী আসন সংরক্ষিত রাখার ফলে নারীরা রাষ্ট্র পরিচালনা, আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হতে পারবে এবং অন্যান্য নারীরা সংরক্ষিত সংসদ সদস্যদের দেখাদেখি নিজেরাও রাজনীতিতে আগ্রহী হবে এবং নারীর সমস্যা সমাধানে ব্রতী হবে। কিন্তু নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ করা হলেও সাধারন আসনে নারীকে কখনই গুরুত্ব পূর্ণ হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয় নি। এর ফলে খুব স্বল্প সংখ্যক নারীকেই সংসদের সাধারণ আসনে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে মহিলা শাখা থাকলেও দলীয় সংগঠনে মহিলাদের অবস্থান নগণ্য। নারী নেতৃত্বাধীন দলেও মহিলাদের দলগত অবস্থানে এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। এ কারণে সরাসরি নির্বাচনে নারী প্রার্থিতা প্রান্তিক থেকে গেছে। ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থী সংখ্যা ছিল মাত্র ০.৩%, ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে মোট ২,১২৫ জন প্রার্থীর মধ্যে নারী প্রার্থী ছিলেন ১৭ জন। ফলে মূলধারার রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ০.৩% থেকে ০.৯% এ উঠে আসে। ১৯৭৯ সাল থেকেই প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সরাসরি নির্বাচনে মুষ্টিমেয় নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন দিতে শুরু করে। এভাবে ১৯৭৯,১৯৮৬,১৯৮৮ এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনে যথাক্রমে ১৩ (০.৯%), ১৫ (১.৩%), ৭ (০.৭%) এবং ৪০ (১.৫%) জন নারী প্রার্থীকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দলীয়ভাবে মনোনয়ন দেয়া হয়।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৬ এর ১২ জুনের নির্বাচনে ৩৬ জন নারী প্রার্থীর মধ্যে ৫ জন নারী ১১টি নির্বাচনী এলাকা হতে জয়লাভ করেন। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা, বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম রওশন এরশাদ, আওয়ামী লীগের বেগম মতিয়া চৌধুরী এবং বিএনপির বেগম খুরশীদ জাহান হক এরা সকলেই প্রত্যেক্ষ ভোটে পুরুষ প্রার্থীদের পরাজিত করে জয়লাভ করেন। শেখ হাসিনা তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনটি আসনে, বেগম খালেদা জিয়া পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পাঁচটি আসনে, জাতীয় পার্টির বেগম রওশন এরশাদ চারটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একটি আসনে জয়লাভ করেন। টেবিল ৭.৫ এ ৭ম বিজয়ী মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিদের বিবরণ দেয়া হলো। অপরদিকে ৮ম সংসদে সাধারণ আসনে নির্বাচিত মহিলা এমপির সংখ্যা ছিল ৬ জন।

নারী প্রার্থীগণ প্রত্যেক্ষ ভোটে জয় লাভের ফলে নারী প্রতিনিধির শতকরা হার ৭ম জাতীয় সংসদে ২.৩৩ ভাগ এবং সংরক্ষিত আসন নিয়ে শতকরা ১১.২১ ভাগ। ৫ সেপ্টেম্বর ৯৬ এ ১৫টি আসনের উপনির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৩ আসন থেকে বিএনপির মমতাজ বেগম এবং পিরোজপুর-২ আসন থেকে জাতীয় পার্টির তাসমিমা হোসেন বিজয়ী হন। অবশ্য দু'টি আসনই তাদের দু'জনের নিজ নিজ স্বামী কর্তৃক, ১২ জুনের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে, ছেড়ে দেয়া আসন। মমতাজ বেগম পেয়েছেন ৪৫,৪৪১ ভোট এবং তাসমিমা হোসেন পেয়েছেন ৩১,০০৭ ভোট।[১৫]

৪.৫ ১৯৯৬-র নির্বাচনে সাধারণ আসনে বিজয়ী মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিদের বিবরণ ঃ

সারণি - ৪.৫ সাধারণ আসনে বিজয়ী নারী সাংসদদের প্রাপ্ত ভোট বিবরণী

প্রার্থী	নির্বাচনী এলাকা	প্রাপ্ত ভোট	মোট প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ	মোট ভোট পড়েছে %	মোট ভোট
বেগম খালেদা জিয়া	বগুড়া-৬	১,০৩,৭৩৯	৫৮.৪৯	৭৮.১৯	২,৯৬,৪১৭
	বগুড়া-৭	১,৭৪,১৭১	৭২.০৮	৭৯.৫০	১,৮৭,৪৪২
	ফেনী-১	৬৫,০৬৮	৫৫.৫৬	৭৪.৫০	১,৫৭,২৪৮
	লক্ষীপুর-২	৫৯,০৯১	৫১.৬৫	৬২.১৯	১,৮৩,৮৪১
	চট্টগ্রাম-১	৬৬,৩৩৬	৪৮.১৭	৭৮.৫৩	১,৭৫,৩৪৩
শেখ হাসিনা	গোপালগঞ্জ-৩	১,০২,৬৮৯	৯২.১৮	৭৯.৮৩	১,৩৯,৫৩৯
	খুলনা-১	৬২,২৪৮	৫৩.৯৩	৭৯.৭৬	১,৪৪,৭১৯
	বাগেরহাট-১	৭৭,৩৩৭	৫১.৩৫	৮২.৭৬	১,৮১,৯৮৬
বেগম রওশন এরশাদ	ময়মনসিংহ-৪	৭২,১৩০	৩৬.৪৪	৬৫.৪৮	৩,০২,২৬৬
বেগম মতিয়া চৌধুরী	৪শেরপুর-২	৬৩,৫৭৪	৪১.০১	৭৩.৪৪	২,১১,০৬১
খুরশিদ জাহান হক	দিনাজপুর-৩	৫১,৮০১	৩১.০২	৭৮.৭৮	১,৯৩,৩০৫

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় ১৯৯৬-এর জুন মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ০৫ জন প্রার্থী ১১টি আসনে বিজয়ী হয়। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি'র নেত্রীদ্বয় যথক্রমে ৩টি ও ৫টি আসনে বিজয়ী হন। তাদেব প্রাপ্ত ভোটের হারও বেশি, এর মধ্যে শেখ হাসিনা ১টি আসনে শতকরা ৯২% ভাগ এবং খালেদা জিয়া ১টি আসনে ৭২% ভোট পেয়েছেন। তার অর্থ দাঁড়ায় এরূপ যে, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিরা প্রাপ্ত ভোটের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিলেন। এ নির্বাচনে সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্বাচকমন্ডলী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। নির্বাচনে শতকরা ৭৩.৬১ ভাগ ভোট প্রদান করা হয়েছে। ঐ নির্বাচনে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মহিলারাও ভোট প্রদান করেন এবং মহিলা ভোটাররা নির্বাচন কেন্দ্রে উপস্থিত হন পুরুষের চেয়ে বেশি সংখ্যায়। কিন্তু মহিলারা বেশি সংখ্যায় ভোট দিলেও মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বির সংখ্যা আশানুরূপ ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬ জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন ও নারী সাংসদ নির্বাচন

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মোট ৮টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ৬ষ্ঠ নির্বাচনটি পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় এবং কিছু আসনে নির্বাচন করতে না পারায়, তখনকার বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের কয়েকদিনের মধ্যেই নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। ৬ষ্ঠ নির্বাচন ছাড়া বাকী ৭টি সাধারণ নির্বাচনে পরবর্তী কালে কিছু কিছু উপ-নির্বাচন করতে হয়েছে। নিম্নের ছকে তা প্রদর্শন করা হলো।[১৬]

সারণি - ৪.৬ সাধারণ আসনে উপ-নির্বাচন ও নির্বাচিত নারী সাংসদ

সংসদ	মোট উপনির্বাচন (আসন সংখ্যা)	নির্বাচিত মহিলা	মহিলাদের ছেড়ে দেয়া আসন
১ম	১৩টি	০	০
২য়	৭টি	১ টি	০
৩য়	১৩টি	১ টি	১টি
৪র্থ	৩টি	০	০
৫ম	২২টি	১ টি	৪টি
৬ষ্ঠ	০	০	০
৭ম	২৮টি	৩টি	৬টি
৮ম	১৬টি*	০	৭টি
মোট	১০২টি	৬টি	১৮টি

মোট ৭টি নির্বাচনে ১০২টি আসনের উপনির্বাচনের মধ্যে মাত্র ৬টি আসনে (৫.৮%) মহিলারা মনোনয়ন পেয়েছেন এবং জয়লাভ করেছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এ মনোনয়ন সমূহ হচ্ছে স্বামীর ছেড়ে দেয়া অথবা স্বামীর মৃত্যুর কারণে শূন্য আসনে স্ত্রীকে মনোনয়ন দেয়া। কিন্তু ৬টি উপনির্বাচনে মহিলা প্রার্থী জয়লাভ করলেও, লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, কোন নারী সদস্যই কোন নারী সাংসদের ছেড়ে দেয়া আসনে নির্বাচিত বা দলীয় মনোনয়ন পাননি। কিন্তু এ পর্যন্ত এদেশে ৮টি সংসদের মধ্যে ৪টি সংসদে নারী সদস্যের একাধিক আসনে জয়ী হবার কারণে মোট ১৮টি আসন (মোট উপনির্বাচন হওয়ার ১৭.৬%) নারী সাংসদরা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ আসন সমূহে পুরুষদের মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। যদি এ আসন সমূহে মহিলাদের মনোনয়ন দেয়া হতো তবে সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়তো। নিম্নে এ পর্যন্ত উপনির্বাচনে জয়লাভকারী নারীসংসদ সদস্যদের তালিকা উপস্থাপন করা হলো।

সারণি - ৪.৭ বিভিন্ন উপনির্বাচনে জয়ী নারী সাংসদ

উপ-নির্বাচন	সংসদ	নাম	রাজনৈতিক দল	মন্তব্য
খুলনা-১৪	২য়	বেগম সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ	মুসলীম লীগ	
নীলফামারী-১	৩য়	বেগম মুনসুরা মহিউদ্দিন	জাপা	
ময়মনসিংহ-২	৫ম	রওশন আরা বেগম	আওয়ামী লীগ	
পিরোজপুর-২	৭ম	মিসেস তাসমিমা হোসেন	জাপা (মঞ্জু)	স্বামীর ছেড়ে দেয়া আসন
চট্টগ্রাম-১৩	৭ম	মমতাজ বেগম	বিএনপি	স্বামীর ছেড়ে দেয়া আসন
ফরিদপুর-৪	৭ম	সালেহা মোশাররফ	আওয়ামী লীগ	স্বামীর মৃত্যুতে আসন শূন্য হলে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭ রাজনৈতিক দলের মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন

সারণি - ৪.৮ ১৯৯৬ নির্বাচনে মহিলা মনোনয়ন [১৭]

ভোরের কাগজের প্রকাশিত ১৫ মে, ১৯৯৬ তারিখের প্রতিবেদন থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক সংসদের সাধারণ আসনে নারী মনোয়নের দৈন্য দশা নিম্নের সারণি থেকে অবলোকন করা যায়-

দল	মোট মনোনয়ন সংখ্যা	মহিলা মনোনয়ন সংখ্যা	মোট মনোনয়নের শতকরা হার
আওয়ামী লীগ	৩০০	৪	১.৩৩
বিএনপি	৩০০	৩	১
জাতীয় পার্টি	৩০০	৩	১
জামায়াতে ইসলামী	৩০০	০	০
গণফোরাম	১৬৪	৭	৪.২৬
বামফ্রন্ট	১৭১	৪	২.৩৩
প্যাপ মোজাফফর	১২৮	৩	২.৩৪

এই তথ্য থেকে দেখা যায় জামায়াতে ইসলামী তাদের দলীয় ৩০০ আসনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোনো মহিলা কে মনোনয়ন দেয় নি। গণফোরাম দলীয় ১৬৪টি আসনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে ৭জন মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছিল যদিও তারা কেউই জয়লাভ করতে পারেননি। তথাপিও এটি নারীর ক্ষমতায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং গণফোরামের এই মনোনয়ন দানকে সবাই খুবই ইতিবাচক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করেছে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দেশের বৃহৎ দুটি দল অর্থাৎ বিএনপি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক এই মনোনয়নের হার শতকরা প্রায় ১ ভাগ। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং দল দু'টির দেয়া অঙ্গীকারের সু-স্পষ্ট বরখেলাফ। ইহা উভয় দলের নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে দলীয় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। নির্বাচনে নারীরা জয়লাভ করতে সক্ষম হবেন কি না, এ বিশ্বাস এখনো রাজনৈতিক দলের মাঝে গড়ে উঠেনি। যেখানে নারী সংগঠনগুলো শতকরা ১০ অথবা ১৫ ভাগের জন্য আন্দোলন এবং আলোচনা করে আসছে, সেখানে শতকরা একভাগ অথবা একভাগের সামান্য বেশি নারী প্রার্থী দেয়ার অর্থই হলো নারীদের ওপর এখনো রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী হিসেবে আস্থা রাখতে পারছে না। অথচ লক্ষণীয় যে, মোট ২৫৭৪ জন পুরুষ প্রার্থীর মাঝে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১৭৩০ জনের, অর্থাৎ ৬৮.৫ শতাংশের। অন্যদিকে মোট ৪৮টি নির্বাচনী এলাকায় ৩০টিতে অর্থাৎ শতকরা ৬২.৬ জন নারীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ জামানত বাজেয়াপ্তের দিক থেকে পুরুষরা নারীদের তুলনায় এগিয়ে আছে।

প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিতে দলের প্রধান মহিলা। তারা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে নয়, পারিবারিক সম্পর্কের কারণে দলীয় এ সর্বোচ্চ নেতত্বে সহজেই পৌছতে পেরেছেন। দুটি বড় দলের নেতৃত্বে দু'জন মহিলা থাকায় এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, এই দু'টি দলে নারীদের বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। নির্বাচনে এ ২ জনের মনোনয়ন এবং তাদের নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী বিষয়টি বিবেচনা করা যাবে না, কারণ তাঁরা তাঁদের পিতা বা স্বামীর জনপ্রিয়তা, দলের প্রধান হিসেবে জনপ্রিয়তা, দলের নেতাকর্মীদের সমর্থনসহ দলের সকল সুযোগ গ্রহণ করে নির্বাচন করেছেন এবং জয়ী হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৮ অষ্টম সংসদে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মহিলা মনোনয়ন

সারণি - ৪.৯ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক সাধারন আসনে নারী মনোনয়ন।

রাজনৈতিক দল	মোট আসন সংখ্যা	মনোনয়ন প্রাপ্ত নারী সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	১৪	১০
বিএনপি জোট	৮	৪
জাতীয় ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট	৬	৫
জাতীয় পার্টি মঞ্জু	৫	৫
জাসদ	১	১
স্বতন্ত্র	৪	৪
১১ দল	৪	৪
মুসলিমলীগ	১	১

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করে। সংসদের ৪৫টি সংরক্ষিত আসন ছাড়া ৩০০টি আসনে মহিলারা নিজেরা ইচ্ছা করলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন এবং রাজনৈতিক দলের মহিলাদের মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো সাংবিধানিক বাধা নেই। অর্থাৎ ৩০০টি আসনেই মহিলারা প্রার্থী হতে পারেন। কিন্তু ১৯৭৩ সাল থেকে সাধারণ আসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং নির্বাচিত হবার সংখ্যা খুবই কম। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে সংসদের সাধারণ আসনের নির্বাচনে কোনো মহিলা নির্বাচিত হননি। এই সময়গুলোতে কেবল সংরক্ষিত আসনেই মহিলা সাংসদ ছিলেন। সাধারণ আসনে ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে ৫টি, ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে ৪টি এবং ১৯৯১ সালে ৮টি আসনে মহিলারা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে সাংসদ হয়েছেন। এ সময় নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা একাধিক আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৯১ এর নির্বাচনে সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ৩৫ জন মহিলা। তাদের মধ্যে ৮টি আসনে মহিলা নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালে মহিলা প্রার্থী মনোনয়নেব সংখ্যা ছিল মাত্র ২৪ জন। ১৯৯১ সালে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া একাই নির্বাচিত হয়েছিলেন ৫টি আসনে। ১৯৯৬ এর নির্বাচনে ৭ম জাতীয় সংসদে মাত্র ৫ জন মহিলা প্রার্থী জয়লাভ করেছেন ১১টি আসনে। তার মধ্যে খালেদা জিয়া ৫টি এবং শেখ হাসিনা ৩টি আসনে জয়লাভ করেছেন। নির্বাচিত অন্যান্যদের মধ্যে আওয়ামী লীগের মতিয়া চৌধুরী, জাতীয় পার্টির রওশন এরশাদ এবং বিএনপির খুরশিদ জাহান হক। খুরশিদ জাহান হক গত সংসদে ৩০টি সংরক্ষিত আসনের সাংসদ ছিলেন, ৭ম সংসদে তিনি সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচিত সাংসদ। এরপরে উপনির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন আরো দু'জন মহিলা, একজন তাসমিমা হোসেন, (আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর ছেড়ে দেয়া আসনে) এবং মমতাজ বেগম (কর্ণেল ওলি আহমদ এর ছেড়ে দেয়া আসনে)।

৪.৯ জাতীয় সংসদ ও নারী প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে জনগণের মতামত

জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন কিনা-এ বিষয়ে খালেদা নাসরিনের পি,এইচ,ডি গবেষণায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। শতকরা ৯৬ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন সংসদে নারী প্রতিনিধি থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে মতামত প্রদানকারীরা নানাবিধ কারণ উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি - ৪.১০ সংসদে নারী আসন বিষয়ে জনগণের অভিমতঃ[১৮]

ক্রমিক	কারণ	%
১	সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব	৪০%
২	বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণা পত্রের শর্তপূরণ	২০%
৩	মহিলা বিষয়ক অধিকার প্রতিষ্ঠা	২৫%
৪	সংসদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণ	৭০%
৫	রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ	৬৪%
৬	জাতীয় উন্নয়নে পিছিয়ে পড়া নারীদের অংশগ্রহণ	৫০%
৭	কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা	৬০%
৮	সাংবিধানিক অঙ্গিকার রক্ষা	৩০%
৯	নারীর ক্ষমতায়ন	৫৫%

* উত্তরদাতারা একাধিক বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ কারণে শতকরা হার ১০০ এর বেশী।

জনগণের অভিমত অনুযায়ী সংসদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করণের স্বার্থে জাতীয় সংসদে মহিলা প্রতিনিধি প্রয়োজন। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী জনগণের দ্বারা গঠিত ব্যবস্থা যেখানে সর্বস্তরের জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটবে, জনগণের পছন্দানুযায়ী ব্যক্তিবর্গ সরকার পরিচালনা করবে। আর সংসদীয় ব্যবস্থায় সংসদ হচ্ছে সর্বোচ্চ সার্বভৌম দেশ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান। সরকার সাংসদদের নিকট তার কার্যকলাপের জন্য দায়ী থাকেন। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণ সরাসরি ভোট প্রদানের মাধ্যমে সংসদে তার প্রতিনিধি নির্বাচিত বা মনোনীত করেন। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, ঐ প্রতিনিধি সংসদে তার জনগোষ্ঠীর কথা বলবে। যদি অর্ধেক জনগোষ্ঠী (নারী)র প্রতিনিধিত্বকারী তথা তাদের নারীদের কথা বলার মত প্রতিনিধি সংসদে না থাকে তবে সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদ হয়ে পড়ে দুর্বল, পক্ষপাতদুষ্ট। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণে প্রয়োজন সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব। উত্তরদাতাদের শতকরা ৭০ ভাগ তাদের প্রদত্ত মতামতে এই অভিমত করেছেন। সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব থাকার মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র আরো শক্তিশালী হবে।

৪.৯.১ নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত

খালেদা নাসরিনের গবেষণায় দেখা যায় যাঁরা সরাসরি নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কেই কেউ স্বামীর জনপ্রিয়তার উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত হয়েছে, কেউ স্বামী মৃত্যুর পর শূন্য আসনে স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে অথবা জনপ্রিয় স্বামীর জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের সাংসদগণ নির্বাচন করার সিদ্ধান্তগ্রহণে পারিবারিক সহযোগিতা পেয়েছেন । নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ (৬০%) এর বেলায় পারিবারিক ইমেজ বা পারিবারিক রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সারণি - ৪.১১ মহিলা সাংসদের দলীয় নমিনেশন লাভের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর

পারিবারিক ইমেজ	৬০%
ব্যক্তিগত ইমেজ	১০%
দলের উর্দ্ধতন নেতৃবৃন্দের আর্শীবাদ	২০%
দলের প্রতি কমিটমেন্ট	৭%
অন্যান্য	৩%
মোট	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র ১০ ভাগ মহিলা সাংসদ দলীয় মনোনয়ন লাভের ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত ইমেজ তথা যোগ্যতা বিবেচিত হয়েছে মর্মে দাবী করেন। অথচ এ ক্ষেত্রে পারিবারিক ইমেজ ৬০% এবং দলের উর্দ্ধতন নেত্রীবৃন্দের আশীর্বাদ ২০%, যা প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্য কোনভাবেই শুভ নয়।

৪.৯.২ নির্বাচনী এলাকা ও নিজ জেলা

প্রধানত সংরক্ষিত আসনে নারীদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজ এলাকা বা নির্বাচনী এলাকা বিবেচনা করা হয় না।

গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় বেশীভাগ মহিলা সাংসদই ঢাকাতে বসবাস করেন। কিন্তু মনোনয়ন পত্রে স্থায়ী জেলার নাম উল্লেখিত থাকে। নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়-

সারণি - ৪.১২ অন্য জেলা থেকে সংরক্ষিত মহিলা সাংসদ ঃ

সংসদ	অন্য জেলা থেকে (স্বীয় পৈত্রিক জেলা/স্থায়ী ব্যতীত) নির্বাচিত সাংসদ	সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদের হার
১ম	২	১৩%
২য়	১১	৩৭%
৩য়	৪	১৩%
৪র্থ	--	--
৫ম	৫	১৭%
৬ষ্ঠ	৬	২০%
৭ম	৫	১৭%

উপরোক্ত সারণি ৪.১২ এ দেখা যায়, ২য় সংসদে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩৭ ভাগ, সাংসদকে নিজ এলাকার বাইরের জেলা থেকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

৪.৯.৩ জেলা ভিত্তিক সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলাকে ৩০টি মহিলা আসনে বিভক্ত করা হয়েছিল বিধায় একটি আসনে একাধিক জেলা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু বিগত ৬টি সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারী প্রার্থী মনোনয়নের সময় দেখা গেছে যে, এ পর্যন্ত ৩০% (১৯টি) জেলা থেকে কোন সংরক্ষিত মহিলা সাংসদ নির্বাচিত হননি।

৪.১০ সংরক্ষিত নারী সাংসদ ও জনপ্রতিনিধিত্ব

সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর পূর্বে সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে যে দল সরকার গঠন করত তারাই দলীয় মনোনয়নের মাধ্যমে সংসদ সদস্য মনোনয়ন দিতেন এবং এক্ষেত্রে তাদের দলের সংসদ সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। কিন্তু ১৪তম সংশোধনীর পরে সংরক্ষিত আসনের সদস্য পদ সাধারণ আসনে বিজয়ী দলগুলোর মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টনের আইন সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে পাশ করে নেয়া হয়। ১৯৭২ সালের পর থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যারা সংসদের সংরক্ষিত আসনে এমপি নির্বাচিত হয়েছেন তাদের অনেকের রাজনৈতিক দল বা নির্বাচনী এলাকার সঙ্গে তেমন কোন সম্পৃক্ততা নেই। যেহেতু সংরক্ষিত নারী সদস্যরা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত নন তাই জনগণের কাছে তাদের কোন জবাবদিহিতা নেই। আবার ক্ষমতাসীন দল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দলের ত্যাগী অভিজ্ঞ মহিলা রাজনীতিবিদদের চেয়ে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের নিকট আত্মীয়া অথবা আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তিত্ব বা ব্যবসায়ীদের স্ত্রী বা আত্মীয়াদের সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক বিনিময়ের অভিযোগও পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আসনের জন্য এমন সব মহিলাদের মনোনয়ন দেয়া হয়েছে যারা ঐ

Dhaka University Institutional Repository

এলাকার বাসিন্দা নন। অনেকেই ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা। এক গবেষণায় দেখা যায় যে, জনসাধারণের শতকরা ৭৮ জন তাঁদের এলাকার সংরক্ষিত আসনের প্রতিনিধিত্বকারী মহিলা সংসদ সদস্যের নাম জানেন না এবং ১৩% বলেছেন যে তাঁরা নাম জেনেছেন কিন্তু তাকে কখনো দেখেননি। একই গবেষণায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায় তা'হলো ৮৬% জনসাধারণ জানিয়েছেন নির্বাচনী এলাকায় সংশ্লিষ্ট মহিলা সংসদ সদস্য কর্তৃক সম্পাদিত কোন উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড তাদের চোখে পড়েনি।[১৯]

একই গবেষণায় গবেষক এ মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সংরক্ষিত আসনের একজন মহিলা সদস্যের পক্ষে গড়ে ১০টি সাধারণ আসনের বৃহৎ এলাকা ও জনগোষ্ঠির জন্য কাজ করা খুবই কঠিন এবং তা বাস্তব সম্মত নয়।[২০]

৪.১০.১ সংরক্ষিত আসন দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা বৃদ্ধির হাতিয়ার

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ এবং সুযোগ বঞ্চিত অবস্থার কথা বিবেচনা করে সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের বিধান করা হয়। কিন্তু অনেকের মতে বিভিন্ন কারণে এ ব্যবস্থা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে, যেমন ঃ

- সংরক্ষিত আসনের একজন মহিলা সাধারণ আসনের চেয়ে দশগুণ বড় এলাকার প্রতিনিধি হয়ে থাকেন, ফলে এই বিশাল নির্বাচনী এলাকার সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা থাকে কম। এ বিষয়টি একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। উপরন্তু, সরাসরি নির্বাচিত না হওয়ায় নির্বাচনী এলাকার জনগণের কল্যাণ অপেক্ষা দলের প্রতি আনুগত্যই বেশি কাজ করে।
- সংরক্ষিত নারী আসনগুলো সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের অবস্থান সুসংহত করতে। অনেক সময় এ আসনগুলোই নির্ধারণ করে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করতে পারবে। এছাড়াও সরকারি দল কখনো কখনো সংসদে তাদের বিল পাশ করানোর জন্য সংরক্ষিত এমপিদের ভোটকে ব্যবহার করে।
- সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হওয়ার জন্য সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয় না বলে এ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক নেতা ও জনপ্রতিনিধি হিসেবে নারীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা নিশ্চিত হয় না। তাছাড়া এটি নারীর জন্য খুব মর্যাদাকর ব্যাপার নয় বলেও অনেকের অভিমত।
- জনপ্রতিনিধি হলেও সংরক্ষিত আসনের এমপিদের সুনির্দিষ্ট কোন দায়িত্ব বা দপ্তর নেই। তাঁরা সাধারণত বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদ্বোধন, সভা সমিতিতে যোগদান ইত্যাদি অলংকারিক কাজগুলো করে থাকেন। সাধারণত রাজনৈতিক দলগুলো সরকার গঠন করার পর নিজ দলের নারী সদস্যদের দিয়েই সংরক্ষিত আসনের কোটা পূর্ণ করে এবং নিজেদের কোনো বিল পাশ করানোর সময় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য তাদের ভোট কাজে লাগায়। দেখা গেছে ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সংরক্ষিত নারী আসনের বিধানসম্বলিত সংসদের সবগুলো সংরক্ষিত আসনেই সবকাবদলীয় বা তাদের শরীক দলগুলোর নারী সদস্যরাই নির্বাচিত হয়েছে।[২১]

৪.১০.২ সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নারী সাংসদের অবস্থান

১৯৭২ থেকে ২০০১ পর্যন্ত ৬ বার সংরক্ষিত মহিলা আসনের বিষয়ে ঘোষণা ও সংশোধনী দেয়া হয়েছে। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত ১৫টি আসনের সংখ্যা বেড়ে ৩০টি তারপর ৪৫টি করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর ২০০০ সাল পর্যন্ত সংসদ নির্বাচন হয়েছে ৮ বার। ৪র্থ সংসদে সংরক্ষিত ৩০ মহিলা আসনের সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ায় ৩০ জন

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা সাংসদ ছিলেন না। সেজন্য ৮ বারে মোট ২১০ জন নারী সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে তসলিমা আবেদ, সাজেদা চৌধুরী, ফরিদা রহমান প্রথম সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে আওয়ামী লীগের সাংসদ ছিলেন, তসলিমা আবেদ ও ফরিদা রহমান পরবর্তীতে দল বদল করেন এবং দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে উভয়েই সাংসদ ছিলেন বিএনপি দলের। পঞ্চম সংসদে ফরিদা রহমান পুনরায় বিএনপি'র সাংসদ হন। সাজেদা চৌধুরী পুনরায় সাংসদ হন তৃতীয় জাতীয় সংসদে সাধারণ আসনের নির্বাচনে বিজয়ী হয়। ১৯৯৬-এর ৬ষ্ঠ নির্বাচনের কার্যকাল খুবই অল্প সময়ে ছিল, রাজনৈতিকভাবে যার মূল্যায়ন ভিন্ন ধরণের। তবু বিএনপি দলের প্রার্থী ৩০ জন সাংসদ সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত হয়েছিলো।[২২]

সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদ, সাধারণ আসনের সাংসদের সমান অধিকারসম্পন্ন। সাংসদদের বেতন, সুযোগ-সুবিধা, আলোচনায় অংশগ্রহণ, বিল উত্থাপন, ভোট প্রদান বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য হওয়া, মন্ত্রীপরিষদের সদস্য হওয়া ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের সমান পদমর্যাদা রয়েছে। সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত সদস্যদের অর্থাৎ সংরক্ষিত আসন এবং মহিলা হিসেবে কোনো বৈষম্যমূলক সাংবিধানিক নীতি নেই।[২৩]

১৯৭৩ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হিসেবে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদ দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৭ সালে সংরক্ষিত আসনের ১ জন মহিলা সাংসদ মন্ত্রী হয়েছেন। এঁরা হচ্ছেন বদরুন্নেসা আহমেদ ও নূরজাহান মুরশিদ (প্রথম জাতীয় সংসদ), ড. আমিনা রহমান, মাবুদ ফাতেমা কবীর ও তসলিমা আবেদ (দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ), ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভূইয়া ও কামরুন্নাহার জাফর (তৃতীয় জাতীয় সংসদ), সারওয়ারী রহমান ও জাহানারা বেগম (পঞ্চম জাতীয় সংসদ), সাজেদা চৌধুরী (সপ্তম জাতীয় সংসদ)।

১৯৭৩ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের জন্য বিল উত্থাপন করে ২ জন সাংসদ প্রথিতযশা হয়েছেন। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের (১৯৭৯-১৯৮২) মহিলা আসন-৩ এর সাংসদ নৌলতুন্নেসা খাতুন মহিলাদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৭৯ (The Bangladesh Anti-Joutik Bill-1979) সংসদে উপস্থাপন করেন-যা ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ বিল হিসেবে উপস্থাপিত হয়[২৪] এবং সংসদের অনুমোদনক্রমে আইনটি কার্যকরী করার জন্য ঘোষিত হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদের (১৯৯০-১৯৯৫) মহিলা আসন ১০-এর সাংসদ ফরিদা রহমান দুইবার ফতোয়া বিরোধী ও বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ বিল উত্থাপন করেন।[২৫] উল্লেখযোগ্য যে, বিএনপি দলের সাংসদ হয়েও তিনি দলের সমর্থন পান নি। কিন্তু আওয়ামী লীগের সাংসদ সাজেদা চৌধুরী ও অনেকেই তাঁকে সমর্থন দিয়েছেন। দলীয় ভোট না পাওয়ায় বিলটি নাকচ হয়ে যায়।[২৬]

বাংলাদেশের ভূখন্ডে আগে থেকেই নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রচলন ছিল। ১৯৪৭-৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রথম আইন প্রণয়ন পরিষদে (First Legislature of Pakistan) দু'জন মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলেন বেগম জাহানারা শাহনেওয়াজ এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলেন বেগম শায়েস্তা ইকরামউল্লাহ। নারীর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এঁরা দুজনই বলিষ্ঠ ও সংগ্রামী ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৪৮ সালে তাঁরা বাজেট সেশনের সময় নারীর অর্থনৈতিক অধিকারের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ নিয়ে আইন পরিষদে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। সে সময় তাঁদের দাবীর প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের উদ্যোগে মুসলিম পার্সনাল ল অব শরীয়ত বা শরীয়ত বিল ১৯৪৮ গৃহীত ও কার্যকরী হয়।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৩ সালের গণপরিষদে (Assembly) কোনো সংরক্ষিত আসন ছিল না। বেগম শায়েস্তা ইকরামউল্লাহ নির্বাচিত সদস্য ছিলেন।পূর্ব পাকিস্তান গণপরিষদ নির্বাচনে (EPA, ৩ মার্চ ১৯৫৪) সংরক্ষিত মহিলা আসনে ৫ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে নির্বাচনী বিধানে ১০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ১নং বিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদে বলা ছিল, সংবিধান প্রবর্তনের দিন থেকে পরবর্তী ১০ বছরের জন্য ১০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ৫ জন পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনী এলাকা থেকে এবং ৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হবেন। এক্ষেত্রে নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্দেশ করে দিতে হবে। ৭৭ অনুচ্ছেদে বলা ছিল 'সুতরাং যদিও মহিলাদের জন্য আলাদাভাবে অতিরিক্ত ১০টি আসন রাখা হয়েছে কিন্তু তাদেরকে শাসকের হাতিয়ারে পরিণত করার সুযোগ নেই। কারণ তারা নির্বাচিত হবে পাকিস্তানের মহিলাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে। তাদের জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে ৫টি মহিলা নির্বাচনী কেন্দ্রে ভাগ করা হবে এবং পশ্চিম পাকস্তিানকেও আলাদাভাবে ৫টি মহিলা নির্বাচনী কেন্দ্রে ভাগ করা হবে।' এ বিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের জন্য প্রতি ৫ বছর পর ২ বার ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। একবার জাতীয় পরিষদের ৩০০ টি আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনের জন্য ভোট এবং দ্বিতীয়বার ১০ জন মহিলা আসনের প্রার্থীদের নির্বাচনের জন্য ভোট দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। উল্লেখ্য, ১৯৫৬ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি হওয়ায় ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল হয়ে যায়।[২৮]

১৯৬২ সালের পাকিস্তানের আইয়ুব খান ঘোষিত সংবিধানের ২০নং ধারায় জাতীয় গণপরিষদের ১৫৬ সদস্যের মধ্যে ৬টি আসন মহিলাদের জন্য (৩ জন পূর্ব পাকিস্তানের, ৩ জন পশ্চিম পাকিস্তানের) সংরক্ষিত ছিল। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এঁরা নির্বাচিত বা মনোনীত হতেন।[২৯]

৭ ডিসেম্বর ১৯৭০-এর নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৭ জন মহিলা (আওয়ামী লীগের) এম এন এ (মেম্বার অব দি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি) সদস্য মনোনীত (নির্বাচিত) হয়েছিলেন। প্রাদেশিক পরিষদে ১০ জন মহিলা সদস্যের জন্য আসন সংরক্ষিত ছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এঁরা নির্বাচিত এম এন এ হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে অস্থায়ী সভাপতি মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ ১৯৭২ সালের পিও নং-২২/১০ অনুচ্ছেদ উল্লিখিত ৭ জন সদস্যের শপথ গ্রহণ করান। বাংলাদেশের এই ভূখন্ডে ১৯৪৭-১৯৭০ ও ১৯৭২-১৯৯৭ মোট ৫০ বছর ধরে সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রচলন রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে আসন সংখ্যা ও নির্বাচনী পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে। এক নজরে এই চিত্রটি নিরূপ ঃ-[৩০]

সারণি - ৪.১৪ বিভিন্ন সময়ে সংরক্ষিত নারী আসন ও নির্বাচন পদ্ধতি

নির্বাচনের সাল	আসন সংখ্যা	পদ্ধতি	দলের নাম
১৯৪৭-৪৮	১	দলের মনোনয়নে	মুসলিম লীগ
১৯৫৩	১	দলের মনোনয়নে মনোনীত	মুসলিম লীগ
১৯৫৪	৫	নির্বাচনী এলাকার মহিলা ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত	যুক্তফ্রন্টের দলসমূহ
১৯৬২	২	প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত	মুসলিম লীগ
১৯৬৫	৩	প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত	মুসলিম লীগ
১৯৭০	৭	দলের মনোনয়নে মনোনীত	আওয়ামী লীগ
১৯৭২	৭	দলের মনোনয়নে মনোনীত	আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৩	১৫	সংসদের ৩০০ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত	আওয়ামী লীগ
১৯৭৮	৩০	সংসদের ৩০০ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত	বিএনপি
১৯৮৬	৩০	৩০০ সদস্যের অধিক ভোটে মনোনীত	জাতীয় পার্টি
১৯৯১	(২৮+২)=৩০	৩০০ সদস্যের ভোটে বাংলাদেশ ও জামাতে ইসলাম	জাতীয়তাবাদী দল
১৯৯৬	৩০	৩০০ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত	বিএনপি
১৯৯৬	(২৭+৩)=৩০	৩০০ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত	আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি
২০০১	২৮ + ২	সাধারন নির্বাচনে প্রাপ্ত আসনের হারে এবং আওয়ামীলীগ কর্তৃক নারী আসন বর্জন করায়	বি,এন,পি ও জামায়াতে ইসলামী।

পাকিস্তানী শাসন আমলে মহিলা আসন ও নির্বাচন পদ্ধতির চিত্র থেকে জানা যাচ্ছে, সে সময় নিম্নে ১ ও উর্দ্ধে ৭টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। মুসলিম লীগ, যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় মহিলাদের মনোয়ন দিয়ে এবং মহিলা ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত করায় দুই রকম পদ্ধতি চালু ছিল। সামরিক শাসনের সময় প্রেসিডেন্টের মনোনয়নে সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতিও চালু ছিল।

বিভিন্ন সময়ে কেন ১ থেকে ৭ টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হলো তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বল্পকালীন শাসনের সময় আসন সংখ্যা ১ থেকে ৫-এ উন্নীত হয়েছিল এবং নির্বাচন পদ্ধতিও মনোনয়ন থেকে নির্বাচনের ধারায় উন্নীত হয়েছিল। মহিলা ভোটারদের ভোটে মহিলা আসনের ৫ জন সদস্য নির্বাচিত পদ্ধতি (১৯৫৪) বর্তমান সময় পর্যন্ত ঐতিহাসিক গুরুত্ব পাচ্ছে। সে সময় যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের মর্যাদা আগে-পরে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্যেদের তুলনায় অনেক বেশি বলে সব সময় উল্লেখিত হচ্ছে। ১৯৫৪ সালের মহিলা সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।[৩১]

রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক সাধারণ আসনগুলোতে নারী প্রার্থী মনোনয়ন না দেওয়ায় আইন পরিষদ বা গণপরিষদ নারী সদস্য শূণ্য হয়ে যাওয়ায় মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন উপলব্ধি করে ১৯৪৭ সাল থেকেই মহিলা সদস্য মনোনীত করা ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের সূত্রপাত ঘটে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বল্পকালীন শাসনামলে ১৯৫৪-এ গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন শক্তিশালী থাকায় মহিলা ভোটারদের ভোটে ৫ জন মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানী শাসনামলে এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ঘোষণাপত্রে নারীর মর্যাদা ও রাজনৈতিক, সামাজিক ও সমঅধিকার বিষয়ে কোনো বক্তব্য ছিল না। নারী প্রার্থী বিজয়ী হবেন না, নারী প্রার্থী পরিশ্রম করতে পারবেন না, নারী প্রার্থী পুরুষ প্রার্থীর তুলনায় রাজনৈতিকভাবে দুর্বল ইত্যাদি কারণে কোন রাজনৈতিক দল ৩০০ আসনে নারী সদস্যদের মনোনয়ন দেয়নি। শুধু ১৯৬৪ সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী মোর্চা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল।

প্রতিটি রাজনৈতিক দল পুরুষ সদস্যকেই সাধারণ ৩০০ আসনের প্রার্থী হিসেবে একাধিক্রমে মনোনয়ন দেয়ার ফলে বিজয়ী হলে এবং হেরে গেলেও তাদের নির্বাচনী এলাকা নির্ধারিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে ঐ সব আসনে অন্য কোনো পুরুষ সদস্যকে মনোনয়ন দেয়ার উদাহরণ থাকলেও মহিলা সদস্যকে মনোনয়ন দেয়ার কোন দৃষ্টান্ত নেই। জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ নারী ভোটারের মধ্যে কাজ করার জন্য রাজনৈতিক দলে মহিলা সদস্য গুরুতপূর্ণ বলে বিবেচিত হন। রাজনৈতিক দলের মহিলা সদস্যদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে অংশগ্রহণের আগ্রহের দাবি

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলে ক্রমেই সোচ্চার হতে থাকে। সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার সিদ্ধান্ত পুরুষ সদস্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে এ সময় (দীর্ঘ ২৫ বছর) নেয়া সম্ভব হয়নি। মহিলা রাজনীতিবিদদের দাবী পূরণের লক্ষ্যে সংরক্ষিত মহিলা আসন শুধু মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়।[৩২]

জাতীয় সংসদের (১৯৮৬) ৩০০টি আসনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন বা মনোনয়ন পদ্ধতির সংশোধনী এনেছিলো। ৭ম সংশোধনী বিল (১০ নভেম্বর, ১৯৮৬) বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের সুযোগে বিনাবাধায় পাশ হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ একটি নতুন অধ্যাদেশ No XLVII of 1986 ঘোষণা করে সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনী নীতি পরিবর্তন করেন। এই অধ্যাদেশে বলা হয় যে, যদি রির্টানিং অফিসার অর্ধেকের বেশি সাংসদের কাছ থেকে মনোনয়ন পত্রের প্রস্তাব ও সমর্থন পান তবে ঐ মনোনীত প্রার্থী বিজয়ী বলে গণ্য হবেন অর্থাৎ ১৫১ জন সাংসদ দ্বারা মনোনীত হলেই সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থী বিজয়ী বলে গণ্য হবেন। সংসদের অধিবেশনে সাংসদ দ্বারা গোপন ব্যালটে নির্বাচনের ধারা এই ঘোষণায় বাতিল হয়ে যায়। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সংসদ ভেঙ্গে দিলে সংবিধানের বিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত আসন প্রথা বিলুপ্ত হয়েছিল। সেজন্য ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে নির্বাচিত চতুর্থ সংসদে সংরক্ষিত আসন ছিল না। ১৯৯০ সালের ২৩ জুন চতুর্থ জাতীয় সংসদে গৃহীত দশম সংশোধনী বিলের মাধ্যমে পুনরায় সংরক্ষিত ৩০টি আসনে ৩০০ জন সাংসদের দ্বারা নির্বাচনের আইন ঘোষিত হয়।[৩৩]

১৯৯১ সালের নির্বাচনে কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে নি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তুলনামূলকবাবে বেশি আসন (১৩৬) পেয়েছিল। ৩০ জন মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত আসন) নির্বাচিত করার জন্য ১৪৫ ভোটের প্রয়োজন ছিল। এ লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামীর সাথে জোট হয়ে (১৩৬+১৮=১৫৪) সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রার্থীদের মনোনয়ন চূড়ান্ত করে। বিএনপি'র ২৮ জন ও জামায়াতে ইসলামীর ২ জন সদস্যা সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৩০টি আসনে নির্বাচিত হন।[৩৪]

১৯৯৬ সালের ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শুধু বিএনপি প্রার্থীরা মনোনয়ন পেয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ ঐকমত্যের সরকার গঠনের প্রয়াসে সংরক্ষিত ৩০ আসনের নির্বাচনে নিজ দলের ২৭ জন এবং জাতীয় পার্টির ৩ জন সদস্যাকে নির্বাচিত করে অর্থাৎ পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে 'ভোট ব্যাংক' এর নিয়ম প্রচলিত হয়েছে।[৩৫]

সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রার্থীদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল রাখে। সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনী এলাকা অনেক বড় হয়। কেননা সমগ্র বাংলাদেশকে ৩০/৪৫ ভাগে ভাগ করে নির্বাচনী এলাকা নির্ধারিত হয়। অবশ্য বর্তমানে কোন নির্বাচনী এলাকাই নির্ধারিত নাই। তাই নির্বাচিত হবার আগে নির্বাচনী এলাকার জনগণের সাথে সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের কোনো যোগাযোগ করতে হয় না। নির্বাচনের পরেও এর প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় না। সংরক্ষিত একটি মহিলা আসনের নির্বাচনী এলাকা সাধারণ একটি আসনের নির্বাচনী এলাকা থেকে দশ গুণ বড় অর্থাৎ সাধারণ আসনের ১০ জন সাংসদ সংরক্ষিত আসনের একজন সাংসদের নির্বাচনী এলাকার মধ্যে কাজ করেন। প্রত্যেক সাংসদ সমান অধিকার ও মর্যাদাসম্পন্ন হলেও সংরক্ষিত আসনের সাংসদ জনগণের জন্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বরাদ্দ পান তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। তারা সেবা প্রদানের জন্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন এবং জনগণের পরিবর্তে সাংসদের ভোটে নির্বাচনের পদ্ধতি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ আসনের সকল সাংসদের কাছে এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জনগণের কাছে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যকে কম ক্ষমতাসম্পন্ন বা কম মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলে। এটি ব্যক্তির মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নিজেও নিজেকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে থাকেন। সাধারণ আসনের সাংসদ জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখেন। বৃহত্তর পরিবেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজের কর্মক্ষেত্রে কাজ করেন, ভবিষ্যতে নির্বাচনী রায়ে হারবার ভয়ে বা নিজের পক্ষে নির্বাচনী রায় অর্জনের লক্ষ্যে, বারবার জনগণের কাছে যান নির্বাচনী অঙ্গীকার পালনের উদ্যোগ নেন। অন্যদিকে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যরা দলের নেতৃত্বের কাছে দেয়া অঙ্গীকার পালনের এবং সাধারণ আসনের সাংসদদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে বেশি যত্নবান হন। জনগণের সাথে যোগাযোগের বিচ্ছিন্নতা মহিলা সাংসদের মর্যাদাকে, হেয় করে।

সাধারণ আসনের মহিলা সাংসদরা ক্ষমতায়নের শীর্ষে পুরুষ-নারী উভয়ের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে জনগণের রায়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যান বিধায় তাঁরা আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান থাকেন। সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জনগণের রায়ের মধ্য দিয়ে আত্মশক্তি প্রত্যয় অর্জনের সুযোগ পান না। উপরিকাঠামোর পরোক্ষ নির্বাচনের পদ্ধতি সংরক্ষিত মহিলা সাংসদদের অবস্থান দুর্বল করছে।[৩৬]

সংবিধানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সমান মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সমাজের সকল স্তরে নাগরিক, সমান অবস্থায়, সমান মর্যাদায় নেই। শ্রেণীগত বৈষম্য ছাড়াও নারী-পুরুষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার জন্য বা সংসদে আইনপ্রণেতা হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াবার জন্য বিশেষ আইনের মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা আসন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিশ্চিত করা হচ্ছে। এই বিশেষ আইনের প্রয়োজনীয়তা ও বিশেষ আসন সংরক্ষণের গুরুত্ব প্রমাণ করছে সমাজ রাষ্ট্র-রাজনীতিতে নারীর অবস্থান কত প্রান্তিক। নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণ ও বর্ধিত করার মধ্য দিয়ে ৫০ বছর অতিক্রান্ত হতে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় নারী সাংসদের উপস্থিতি সংসদে ও রাজনীতিতে নারীর প্রান্তিক অবস্থান ৫০ বছরেও উন্নত হয়নি।

৪.১০.৩ সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

এক গবেষণায় দেখা যায় সংসদে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সাংসদের ৪০% সংসদে কোন না কোন বিল বা প্রস্তাব উপস্থাপনে জড়িত ছিলেন। ৬০% বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসেবে সংসদীয় কমিটির দায়িত্ব পালন করেছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংসদ ও সংসদীয় কমিটিতে নারী সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব পালন সুখকর হয় নাই। তবে স্পীকার ও পুরুষ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যানের অবহেলা এক্ষেত্রে তাদের নিকট ছিল চোখে পড়ার মতো। সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণেও তাদের বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কেননা তাদের বসার স্থান ছিল সংসদের পিছনের সারিতে। অনেক ক্ষেত্রে ফ্লোর চেয়ে বা স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্যর্থ হয়েছেন। এমনই কথার প্রতিধ্বনি হয়েছিল বিএনপি সরকার দলীয় সংরক্ষিত মহিলা আসন-৬ এর সাংসদ মিসেস রহমতুন্নেছার কণ্ঠে। তিনি কোটা প্রথার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, এই মহান সংসদে অনেক ভাই কথা বলেন, কিন্তু ৩০ জন মহিলা সদস্যের মধ্যে একজন ১০ বার উঠার পরও শেষ পর্যন্ত কোটার ভিত্তিতে তাঁদের স্থান হয় না এবং কথা বলার সুযোগ হয় না। আজ আমরা মহিলারা বলার সুযোগ পাইনা। বার বার চেষ্টা করেও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারিনা"।[৩৭] সরাসরি আসনে নির্বাচিত নারীদেরও বিভিন্ন বাঁধা বা সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়েছিল। প্রধানতঃ নির্বাচন পরিচালনায়

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত স্থানীয় ও দলীয় নেতাকর্মীদের উপর অধিক নির্ভরশীল হতে হয়েছে। নির্বাচনে বিজয়ী ৪০% নারী সদস্য মতামত ব্যক্ত করেন যে, তাঁরা কোন না কোন বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বেশীরভাগ বাঁধাই এসেছে পুরুষ সহকর্মীদের নিকট থেকে। যেহেতু সরকারে মহিলাদের অংশ গ্রহণ কম এবং পুরুষ কেবিনেট সদস্য সংখ্যা বেশী সেহেতু নারী সাংসদের সমস্যা নীতিনির্ধারকদের কাছে গুরুত্ব পায়নি মর্মে নারী সাংসদগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৩৮]

জাতীয় সংসদের ১ম সংসদে নির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যদের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ সময় যারা সংরক্ষিত আসনের সাংসদ ছিলেন তাদের মধ্যে শ্রীমতি কনিকা বিশ্বাস (মহিলা আসন-১১), অধ্যাপিকা আজরা আলী (মহিলা আসন-৬), বেগম তসলিমা আবেদ (মহিলা আসন-১), অধ্যাপিকা মমতাজ বেগম (মহিলা আসন-১৩), ফরিদা রহমান (মহিলা আসন-৫), মিসেস নুরজাহান মুরশেদ, মিসেস ফরিদা রহমান, সাজেদা চৌধুরী এবং রাফিয়া আক্তার (ডলি) এমপিগণকে সংসদীয় কার্যক্রমে মোটামুটি সোচ্চার দেখা যায়। বিশেষ করে প্রশ্নত্তোর পর্বে তারা কিছু কিছু ভূমিকা রেখেছেন। এদের প্রশ্ন ও বক্তব্যগুলি ছিল প্রধানতঃ মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের নিজ নিজ এলাকার ক্ষয়ক্ষতি, নির্যাতিত নারী, নিজ নিজ এলাকার সমস্যা, মুজিব নগর কর্মচারী, আহত মুক্তিযোদ্ধা, কৃষি ঋণ, মুক্তিযোদ্ধা পুর্নবাসন, খাদ্য পরিচালনা, ভিক্ষুক সমস্যা প্রভৃতি। কোন কোন সদস্য জাতীয় বাজেট বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমস্যা ও সমাধান নিয়েও আলোচনা করেছেন মর্মে দেখা যায়। অধিকাংশ সদস্যের কোন ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়নি। তাছাড়া রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে তাঁদের তেমন কোন ভূমিকাও দেখা যায়নি।[৩৯]

কিন্তু ২য়, ৩য়, ৫ম সংসদের (৪র্থ সংসদে কোন সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল না এবং ৬ষ্ঠ সংসদ মাত্র কয়েকদিন স্থায়ী হয়েছিল) কিছু কিছু কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সে সময়ে নির্বাচিত সংরক্ষিত নারী আসনের মাননীয় সংসদ সদস্যদের তেমন কোন ভূমিকা ছিল না। ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারীর অবস্থান ১৫/২০ বছর পেঁড়িয়ে গেলেও সংসদে তাঁদের ভূমিকা বৃদ্ধি পায়নি। সংসদে অবস্থান করলেও তাঁরা নিশ্চুপ সময় কাটিয়েছেন মর্মে দেখা যায়।[৪০] ফলে তাঁরা সংসদে অলংকারিক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন এবং তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁরা মূলতঃ বিএনপি ও জাতীয় পার্টিতে নবাগত এবং তাঁদের রাজনৈতিক তেমন কোন ঐতিহ্য ছিল না বা তাঁরা নারী সমাজের সমস্যাগুলোর সাথে জড়িতও নন।

অবশ্য এ সময়ে কোন কোন সদস্য জাতীয় ভিত্তিক ইস্যু নিয়ে ভূমিকা রাখতে পেরেছেন। যেমন মিসেস নৌলৎতুন্নেছা নারী সমাজকে যৌতুকের অভিসাপ থেকে রক্ষার জন্য যৌতুক নিরোধ আইন সংসদে উপস্থাপন করেন।[৪১]

মিসেস আয়শা সরদার (মহিলা আসন-২) দেশের নির্যাতিত ও অভাবগ্রস্থ নারীদেরকে পুর্নবাসনের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। বেগম রাফিয়া খানম, বেগম রাজিয়া ফয়েজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, ত্রাণ বিতরণে সমতা নিশ্চিত করণ, কৃষি ঋণ ও সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে ভূমিকা রাখেন।[৪২]

১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ তারিখে জাতীয় সংসদের স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী কর্তৃক জাতীয় মহিলা সংস্থাকে "মহিলাদের গল্প ও গুজবের আড্ডাখানা" মর্মে অভিহিত করায় মিসেস ফেরদৌসী বেগম (মহিলা আসন-১৪) তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং স্পীকার তার বক্তব্য expunge করতে বাধ্য হন।[৪৩]

তবে সংসদের কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২/১টি ব্যতিক্রম ছাড়া সংরক্ষিত নারী আসনের অধিকাংশ মহিলা সাংসদের জাতীয় সংসদে কোন ভূমিকাই ছিল না। দলের প্রয়োজনে কণ্ঠ ভোটে অংশগ্রহণ, হাত তুলে সমর্থন দেয়া, বড়জোড় প্রশ্নত্তোর পর্বে ২/১টি মামুলি প্রশ্ন করা ছাড়া তাঁরা তেমন কোন অবদান রাখতে পারেননি।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন, নারীর উন্নয়ন বা নারীর অধিকার রক্ষা বা এ সংক্রান্ত নারী ভিত্তিক ইস্যুগুলো জাতীয় সংসদে উপস্থাপন বা রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারনে সম্পৃক্তকরণ সংক্রান্তে তাঁদের তেমন কোন ভূমিকা ছিল না মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাঁদের যৎসামান্য অবদান/ভূমিকা যা ছিল তা তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা সম্পর্কিত। যদিও তাঁদের পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল নারী জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও পুরুষের সম অংশিদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে।

৪.১০.৪ সংসদ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণে বাঁধা সমূহ

খালেদা নাসরীনের গবেষণা থেকে জাতীয় সংসদ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণে যে সমস্ত অন্তরায় সমূহ বেরিয়ে এসেছে-তা তিনি নিম্নরূপ প্রদর্শন করেছেন-

সারণি-৪.১৫ ঃ **জাতীয় সংসদ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণে অন্তরায়**

অন্তরায় সমূহ	শতকরা হার
দলীয় সমর্থনের অভাব	২০%
সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বাধা বিপত্তি	৩৮%
অর্থ সম্পদের অভাব	৩০%
নিরাপত্তার অভাব	১২%
মোট	১০০%

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বাঁধা বিপত্তি। এ ক্ষেত্রে সম্মিলিত ভাবে শতকরা ৩৮ জন এ অন্তরায়কে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ ছাড়ও অর্থ ও সম্পদের অভাব, নিরাপত্তার অভাব, দলীয় সমর্থনের অভাব জাতীয় সংসদও রাজনীতিতে নারী সংসদদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দিয়েছে। তার পরও সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত পোষণ করেছেন। এর পিছনে যুক্তি হিসাবে তাঁরা তাঁদের মতামত প্রদান করেছেন। তাঁদের মতে নারীর জাতীয় পর্যায়ে ক্ষমতায়নের জন্য সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন।

সারণি ৪.১৬ ঃ **জাতীয় সংসদে নারী সদস্য থাকার প্রয়োজনীয়তা**।[৪৪]

মতামত	হার
আইন প্রণয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ	৭%
নারী পুরুষ বৈষম্য রোধ	১৫%
নারীর ক্ষমতায়নের জন্য	৩৫%
নারীদের রাজনীতিতে উৎসাহী করেন	১৮%
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ	২০%
অন্যান্য	৫%
মোট	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

৩৫ ভাগ উত্তরদাতার মতে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য , ২০ ভাগের মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য, ১৮ ভাগের মতে নারীদের রাজনীতিতে উৎসাহিত করার জন্য এবং ১৫ ভাগের মতে নারী পুরুষ বৈষম্য রোধ করার জন্য জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকা প্রয়োজন।[৪৫]

নারী তথা জাতীয় উন্নয়নে সংসদে নারী আসন থাকা প্রয়োজন এটি প্রমানিত সত্য । তবে এ আসন সংখ্যা অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করে এ ক্ষেত্রে সম অংশীদারীত্ব প্রতিফলিত হয়। তবে আপাতত যেহেতু নারীরা রাজনীতিতে পিছিয়ে আছে সেহেতু রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন বৃদ্ধির মাধ্যমেই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে নারী আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব । এ ক্ষেত্রে খালেদা নাসরিনের পি,এইচ,ডি গবেষণা থেকে দেখা যায় ৬০% ভাগ জনসাধারণ মনে করেন দলীয় মনোনয়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর প্রতিনিধিত্ব জাতীয় সংসদে বাড়ানো সম্ভব।

৪.১০.৫ সংসদের নারীর জন্য আসন বিন্যাস ব্যবস্থা

খালেদা নাসরিনের গবেষণায় সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর বিষয়ে উত্তরদাতাদের নেতিবাচক মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। অধিকাংশ (৭০%) উত্তরদাতা মনে করেন প্রতিটি জেলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ১ জন করে নারী সাংসদ থাকা প্রয়োজন। অপরদিকে ৪০ ভাগ উত্তরদাতার মতে, প্রত্যেক দল কর্তৃক কমপক্ষে ১/৩ অংশ প্রার্থী নারী হওয়া উচিত। মাত্র ৩% বর্তমান চুতর্দশ সংশোধনীর পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন।

জাতীয় সংসদের দায়িত্ব পালনে নারীদের জন্য প্রধান অন্তরায় সমূহ একই গবেষনায় উত্তরদাতারা চিহ্নিত করেছেন। তা হচ্ছে-

- সংরক্ষিত নারী সাংসদের দায়দায়িত্ব ক্ষমতা ও অধিকার সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাব।
- সাধারণ আসনের চাইতে সংরক্ষিত আসনের কর্মপরিধি অনেক বড় (প্রায় ১০ গুণ)। কিন্তু সে তুলনায় দায়িত্ব পালনের সুযোগ সুবিধা না থাকা।
- পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতা।
- মহিলা সাংসদদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি।

সংসদে একজন পুরুষ সদস্যের তুলনায় একজন নারী নানা ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন বলে উত্তরদাতারা অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে উত্তরদাতাদের মতে নারীরা সংসদে বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে কম সময় পান অথবা অনেক ক্ষেত্রে ফ্লোর লাভে স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হন। অপরদিকে স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও নারীর অংশগ্রহণ সীমিত পরিলক্ষিত হয়। এমনকি সরকারি বরাদ্দ লাভেও নারী সদস্যগণকে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হয়।[৪৬]

৪.১০.৬ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সীমানা বিন্যাস

১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদে পনেরটি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত গেজেটে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ১৫টি আসনের এলাকা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং নির্বাচন কমিশন ২৩ জুন,১৯৯৬ তারিখে এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জাতীয় সংসদের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনে নির্বাচনের জন্য সারা দেশকে ৩০টি ভাগে ভাগ করে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭৩-এর ৩ ধারা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন এ ভাগ করেছে। ১৯৭৩ সালে ও ১৯৯৬ সালে সারা দেশকে যথাক্রমে ১৫টি ও ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনে ভাগ করা হয় যা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা আসনের সীমানা নির্ধারণ ১৯৭৩	মহিলা আসনের সীমানা নির্ধারণ ১৯৯৬	মহিলা আসনের সীমানা নির্ধারণ২০০৪
মহিলা আসন-১ : রংপুর জেলা।	মহিলা আসন-১ : পঞ্চগড়,ঠাকুরগাঁও এবং দিনাজপুর জেলা।	নাই
মহিলা আসন-২ : দিনাজপুর এবং রাজশাহী জেলা।	মহিলা আসন-২ : নীলফামারী,লালমনিরহাট এবং রংপুর জেলা।	নাই
মহিলা আসন-৩ : বগুড়া এবং পাবনা জেলা।	মহিলা আসন-৩ : কুড়িগ্রাম এবং গাইবান্ধা জেলা।	নাই
মহিলা আসন-৪ : যশোর এবং কুষ্টিয়া জেলা।	মহিলা আসন-৪ : জয়পুরহাট এবং বগুড়া জেলা।	নাই
মহিলা আসন-৫ : খুলনা এবং বাকেরগঞ্জ জেলার পিরোজপুর সাব-ডিভিশন।	মহিলা আসন-৫ : সিরাজগঞ্জ এবং পাবনা জেলা।	নাই
মহিলা আসন-৬ : বাকেরগঞ্জ এবং পটুয়াখালি জেলা।	মহিলা আসন-৬ : নওয়াবগঞ্জ এবং রাজশাহী জেলা।	নাই
মহিলা আসন-৭ : টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর সাব-ডিভিশন।	মহিলা আসন-৭ : নওগাঁ এবং নাটোর জেলা।	নাই
মহিলা আসন-৮ : ময়মনসিংহ জেলা।	মহিলা আসন-৮ : কুষ্টিয়া,মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা।	নাই
মহিলা আসন-৯ : নারায়নগঞ্জ সাব-ডিভিশন এবং ঢাকা জেলার ঢাকা সদর সাব-ডিভিশন।	মহিলা আসন-৯ : ঝিনাইদহ,নড়াইল এবং মাগুরা জেলা।	নাই
মহিলা আসন-১০ : ঢাকা জেলা এবং ঢাকা সদর সাব-ডিভিসন।	মহিলা আসন-১০ : যশোর এবং সাতক্ষীরা জেলা।	নাই
মহিলা আসন-১১ : ফরিদপুর জেলা।	মহিলা আসন-১১ : বাগেরহাট এবং খুলনা জেলা।	নাই
মহিলা আসন-১২ : সিলেট জেলা।	মহিলা আসন-১২ : পটুয়াখালী, বরগুনা এবং ভোলা জেলা।	নাই
মহিলা আসন-১৩: কুমিল্লা জেলা।	মহিলা আসন-১৩ : বরিশাল,ঝালকাঠি এবং পিরোজপুর জেলা।	নাই
মহিলা আসন-১৪ : কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর সাব-ডিভিশন এবং নোয়াখালী জেলা।	মহিলা আসন-১৪ : টাঙ্গাইল জেলা।	নাই
মহিলা আসন-১৫ : চট্রগ্রাম জেলা এবং পার্বত্য চট্রগ্রাম জেলা।	মহিলা আসন-১৫ : জামালপুর এবং শেরপুর জেলা।	নাই
	মহিলা আসন-১৬ : ময়মনসিংহ জেলা।	নাই
	মহিলা আসন-১৭ : নেত্রকোনা এবং কিশোরগঞ্জ জেলা।	নাই
	মহিলা আসন-১৮ : (ক) মানিকগঞ্জ জেলা এবং (খ) ঢাকা জেলার দোহার, নওয়াবগঞ্জ।	নাই
	মহিলা আসন-১৯ : দোহার, নওয়াবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, ধামরাই ও সাভার থানা ছাড়া ঢাকা জেলা।	নাই
	মহিলা আসন-২০ : গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলা।	নাই
	মহিলা আসন-২১ : নারায়ণগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জ জেলা।	নাই

Dhaka University Institutional Repository

	মহিলা আসন-২২ : রাজবাড়ী এবং ফরিদপুর জেলা।	নাই
	মহিলা আসন-২৩ : গোপালগঞ্জ,মাদারীপুর এবং শরীয়তপুর জেলা।	নাই
	মহিলা আসন-২৪ : সুনামগঞ্জ এবং সিলেট জেলা।	নাই
	মহিলা আসন-২৫ : মৌলভীবাজার এবং সুনামগঞ্জ জেলা।	নাই
	মহিলা আসন-২৬ : ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা এবং কুমিল্লা জেলাব দেবীদ্বার, হোমনা, চান্দিনা, দাউদকান্দি ও মুরাদনগর থানা।	নাই
	মহিলা আসন-২৭ : দেবীদ্বার, হোমনা, চান্দিনা, দাউদকান্দি ও মুরাদনগর থানা ছাড়া কুমিল্লা জেলা এবং চাঁদপুর জেলা।	নাই
	মহিলা আসন-২৮ : ফেনী,নোয়াখালী এবং লক্ষীপুর জেলা।	নাই
	মহিলা আসন-২৯ : চট্টগ্রাম জেলা	নাই
	মহিলা আসন-৩০ : কক্সবাজার, পার্বত্য খাগড়াছড়ি, পার্বত্য রাঙ্গামাটি এবং পার্বত্য বান্দরবন জেলা।	নাই

২০০৪ সালে ৮ম জাতীয় সংসদের শেষ দিকে সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৪৫টি করা হলেও আসন গুলির সীমানা নির্ধারন করা হয়নি। ফলে এই সংসদে যারা অর্থাৎ যে ৪৫ জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের কারো কোন নির্বাচনী এলাকা ছিল না। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন বা সংসদ বিষয়ক সচিবালয় থেকে কোন আদেশ ও জারী হয় নি। অর্থাৎ তাঁদের দায়দায়িত্বের কোন নির্দিষ্ট সীমানা বা নির্বাচনী এলাকা না থাকায় তাঁদের কারো কোন জবাবদিহিতা ছিল না।

৪.১০.৭ সংরক্ষিত আসনে দায়িত্ব পালন

খালেদা নাসরীনের গবেষণায় সংরক্ষিত আসনের একজন নারী সদস্যের দায়িত্ব পালনে কি কি সুযোগ থাকা উচিত এবং এ ক্ষেত্রে কি কি বাধা রয়েছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেছেন। যা নিম্নরূপ-

১) নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি উপজেলায় সম্ভব না হলে জেলায় একটি অফিস তৈরী;

২) নির্বাচনী এলাকার সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে সাধারণ সদস্যদের সাথে সাথে সংরক্ষিত নারী সাংসদদের সম্পৃক্ত করণ;

৩) নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক সহায়তা নিশ্চিতকরণ;

৪) নির্বাচনী এলাকায় মহিলাদের উন্নয়নে সংরক্ষিত মহিলা সাংসদদের নেতৃত্বে বিশেষ কমিটি গঠন এবং কমিটিকে বৈধ ভাবে ক্ষমতায়ন করা;

৫) নির্বাচনী এলাকার নারীদের সহায়তা প্রদানের জন্য সংরক্ষিত আসনের সাংসদদের জন্য বিশেষ সহায়তা ফান্ড সৃষ্টি।

Dhaka University Institutional Repository

নারী সাংসদদের ৮০%এর মতে তারা দায়িত্ব পালনকালে কোন না কোন বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অপরদিকে ২০% উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা কোন বাধার সম্মুখীন হননি। খালেদা নাসরীন দু'টি প্রধান বাধা সনাক্ত করেছেন। তা' নিম্নরূপ-

১) সুস্পষ্ট নীতিমালার অভাব ঃ মহিলা সাংসদদের দায়িত্ব পালনে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। ফলে জাতীয় সংসদের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নির্বাচনী এলাকার সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের সাথে উন্নয়ন কাজের সমন্বয় ও সম্পর্ক কি হবে সে বিষয়ে জটিলতা রয়েছে।

২) পুরুষ সহকর্মীদের নিকট থেকে উদ্ভূত বাধাসমূহ ঃ সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যগণ যেহেতু সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের ভোটে বা সমর্থনে নির্বাচিত হন সেহেতু তাঁদেরকে সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে নানারূপ টিপ্পনি টিটকারী সহ্য করতে হয়। তাঁদেরকে সংসদের শোভা বর্ধনকারী/অলংকার হিসেবে অভিহিত করা হয়-যা খুবই বিব্রতকর। সংরক্ষিত আসনের অধিকাংশ মহিলা সংসদ সদস্য অভিযোগ করেছেন যে, তাঁরা পুরুষ সদস্যদের সাথে তুলনায় বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। বিশেষ করে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বা নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে পুরুষ সদস্যরা তাঁদের অধিকমাত্রায় সম্পৃক্ত হতে দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং সিংহভাগ ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যরা একাই সব কাজ করেছেন।[৪৮] প্রতিটি সংরক্ষিত আসনে গড়ে ১০টি সাধারণ আসনের সমান। এ বিশাল এলাকার প্রতিনিধিত্ব করা এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা অনেকটা সমস্যা সৃষ্টি করে। ৭০ ভাগ সংরক্ষিত আসনের মহিলা সংসদ সদস্য বলেছেন যে তাঁরা তাঁদের নির্বাচনী এলাকার বেশিরভাগ অংশে কখনও যাননি। অপর ২০ ভাগ বলেছেন যে তাঁরা আংশিক অংশে গিয়েছেন।[৪৯]

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্বাচন এখন সবচাইতে ব্যয় বহুল কর্মকান্ডে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাওয়া থেকে শুরু করে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত (কোন কোন ক্ষেত্রে) অর্থ প্রধান ভূমিকা পালন করে একজন প্রার্থীর ব্যক্তিগত, তার দলীয় পরিচয়, রাজনৈতিক আদর্শ ইত্যাদির চাইতেও বড় ভূমিকা পালন করে অর্থ।

প্রতিপক্ষ পুরুষ প্রার্থীরা তাঁদের কালো টাকা দিয়ে অনেক এলাকায় ভোটারদের প্রভাবিত করেন। এমনকি ভোট পর্যন্ত ক্রয় করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে নারী হিসাবে প্রতিপক্ষ পুরুষদের মোকাবেলার নারীর পক্ষে তেমন কিছু করার থাকে না। পুরুষ সাংসদরা নির্বাচনী আইন ভঙ্গকরে অধিক টাকা ব্যয় করেন। যা নির্বাচন কমিশনের কঠোর হস্তে দমন করা উচিত। ৯৬% নারী সাংসদদের মতে, প্রতিপক্ষ পুরুষ প্রার্থীর মাস্তান বাহিনী তাঁদের নির্বাচনে হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভূগেছেন। অপরদিকে সাধারন আসনে প্রতিনিধিত্বকারী ৮০ ভাগ নারী বলেছেন, রাজনীতিতে পেশী শক্তির দুর্বৃত্তায়ন তাঁদের জন্য অন্যতম সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। শতকরা ৭০ ভাগ সাধারণ আসনের নারী প্রার্থী সংসদ নির্বাচনকালীন সময়ে প্রতিপক্ষ প্রার্থীর মাস্তানদের কাছ থেকে মৃত্যুর হুমকি পেয়েছিলেন এবং নিরাপত্তা হীনতায় ভুগেছিলেন।[৫০] সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার জন্য নারী প্রার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে অধিক রাত্র পর্যন্ত প্রচারণা চালাতে পারেনি। প্রচারণায় অতিমাত্রায় দলীয় পুরুষ কর্মী ও নেতাদের কাছে তাঁরা প্রায় জিম্মি থাকতেন। স্বাধীন ভাবে প্রচারণা করতে পারেনি, নির্বাচনী প্রচারণায় অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং প্রতি ঘরে ভোট চাওয়া তাঁদের জন্য কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছিল। নির্বাচনী মিছিল এবং মিটিং এ তারা অংশ নিলেও পুরুষ প্রতিপক্ষের ন্যায়

Dhaka University Institutional Repository

অতটা সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেননি । তবে তাঁরাও নির্বাচনী ক্যাম্প করেছিলেন, মিছিল করেছেন। সংসদ নির্বাচন দলীয় বিধায় অনেকাংশে প্রচারের দায়িত্ব জেলা ও থানা পর্যায়ে দলের অঙ্গসংগঠনের নেতা কর্মীরা গ্রহণ করেছে এবং তারা প্রচার কার্য পরিচালনা করেছে। তবে নারী প্রার্থীদের মতে তাঁরা নিজের ইচ্ছানুযায়ী প্রচার কার্য পরিচালনা করতে পারেননি, কেননা দলের হাই কমান্ড ও পরিবারের নির্দেশনানুযায়ী প্রচারকার্য পরিচালনা করতে হয়েছে।[৫১]

সাধারন আসনে নির্বাচিত নারী সাংসদদের নির্বাচনী ব্যয়ের সবচেয়ে বড় অংশ ৫০% এসেছে পারিবারিক সহযোগিতা থেকে, ২২% এসেছে নিজস্ব সঞ্চয় তহবিল বা ব্যাংক ব্যালেন্স থেকে। ১০%অর্থ পাওয়া গেছে দলীয় উৎস থেকে ও অন্যান্য উৎস (যেমন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, প্রবাসী বন্ধু-বান্ধব) থেকে নির্বাচনে ১৮% ভাগ অর্থ এসেছে। কারো কারো ক্ষেত্রে নির্বাচনে শুধুমাত্র মনোনয়ন লাভের জন্য দলকে ডোনেশন বা চাঁদা হিসেবে নির্বাচনী ব্যয়ের চেয়ে তিনগুণ অর্থ দিতে হয়েছে।[৫২]

৪.১০.৮ নির্বাচন পদ্ধতি

ইতিপূর্বেই প্রমানিত হয়েছে যে, অধিকাংশ জন সাধারণ মনে করেন জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন থাকা প্রয়োজন। তবে নারী আসনে কিভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সে মর্মে খালেদা নাসরিন এর গবেষণায় দেখা যায় সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের নির্বাচন পদ্ধতি নির্বাচনী এলাকার সকল ভোটারের সরাসরি ভোটে আয়োজনের পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন ৪৫% উত্তরদাতা। ৪০% ভাগের মতে নারী সাংসদদের নির্বাচন শুধুমাত্র নির্বাচনী এলাকার নারী ভোটারদের ভোটে হওয়া উচিত। কেননা তাঁরা শুধুমাত্র নারীদের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং এতে নারীদের প্রতি তাঁদের জবাবদিহিতা বাড়বে।[৫৩] বর্তমান পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন পাওয়া গেল মাত্র ১০ ভাগ উত্তরদাতার।

৪.১০.৯ নারীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের বাঁধা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচন, রাজনীতি ও জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ কম। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক বিভিন্ন কারণ এই নারীর রাজনীতি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাঁধা হিসেবে কাজ করে। এ বিষয়ে খালেদা নাসরিনের গবেষণায় পাওয়া তথ্য মতে সামাজিক বাঁধা হচ্ছে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বা নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রধান বাঁধা। শতকরা ৩২ ভাগ এ মত পোষণ করেন । সমাজে বিরাজমান নেতিবাচক মনোভাব, পরিবারের অসহযোগিতা ও রক্ষণশীল মনোভাব নারীর রাজনীতিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে ফেলে, এ ছাড়া অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সীমাবদ্ধতাও একটি বড় বাঁধা হিসেবে দেখা যায়।[৫৪]

৪.১০.১০ রাজনীতিতে যোগদান/রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা

প্রথম জাতীয় সংসদের নির্বাচিত পুরুষ সংসদ সদস্যদের শতকরা ৬৫.০২% অতীতে সরাসরি ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। এর বিপরীতে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সংসদ সদস্যের হার ৭.১৪%। এ সংসদে সরাসরি মূল দল থেকে ৪১.৩২% পুরুষ সদস্যের বিপরীতে ৯২.৮৬% মহিলা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এর বাইরে কৃষক,শ্রমিক রাজনীতি থেকেও কেউ কেউ নির্বাচিত হলেও এসব পেশা থেকে কোন মহিলা নির্বাচিত হয়নি। ২য় জাতীয় সংসদে যাঁরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তাঁদের মধ্যে পুরুষ সদস্যদের ৩২.৪৩% ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সরাসরি মূল দল থেকে ৬৬.৫৫% পুরুষ এর বিপরীতে ১০০% মহিলাই নির্বাচিত হন। ৩য় সংসদে নির্বাচিত পুরুষ সংসদ সদস্যদের ৫২.০৫% ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এর বিপরীতে মহিলাদের হার ১৭.৬৫%। অন্যদিকে সরাসরি মূল দল থেকে ৪৭.৩৭% পুরুষ সদস্যের বিপরীতে ৮২.৩৫% মহিলা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ৪র্থ সংসদে

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষিত আসনে কোন নারী প্রতিনিধি ছিল না। তবে সাধারণ আসনে ৪ জন নারী নির্বাচিত হন। এঁরা সবাই মূল দল থেকে আগত এবং ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক ছিল না। ৫ম জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সাংসদদের ৩৯.০২% পুরুষ এর বিপরীতে ১৮.১৮% মহিলা ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সরাসরি মূল দল থেকে ৫৫.৬১% পুরুষ এর বিপরীতে ৮১.৮২% মহিলা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ৭ম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পুরুষ ৫৫.৬৪% এর বিপরীতে মহিলা ৪০.৫৪% ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অন্যদিকে সরাসরি মূল দল থেকে ৪৩.৫৭% পুরুষের বিপরীতে ৫৯.৪৬% মহিলা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সর্বশেষ ৮ম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত ৪৮.২১% পুরুষ সদস্যের বিপরীতে ৩৮.৪৬% মহিলা সংসদ সদস্য ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আবার সরাসরি মূল দল থেকে ৪৮.৬৬% পুরুষের বিপরীতে ৬১.৫৪% মহিলা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।[৫৫]

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম থেকে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যাঁরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে পুরুষ রাজনীতিবিদদের একটা বড় অংশ ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই ক্ষেত্রে মহিলা সংসদ সদস্যদের ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা প্রথম দিকে খুব নগণ্য মনে হলেও শেষের দিকে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যদের কারোই রাজনৈতিক ঐতিহ্য ছিল না। অর্থাৎ রাজনীতিতে এদের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। তবে আশার কথা যে, ১ম জাতীয় সংসদে পূর্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে ৭.১৪% নারী জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন এর বিপরীতে ৭ম ও ৮ম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে ৪০.৫৪% ও ৩৮.৪৬%, যা রাজনীতিতে নারীর আগ্রহ, অংশগ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়নের পথে একটি গুরত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে। তথাপিও যদি বলা হয় সংসদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের তুলনায় পুরুষ সদস্যরা অধিকতর অভিজ্ঞ তাহলে ভুল বলা হবে না। তাই নারীদের চাই সমকক্ষতা। পুরুষের পাশাপাশি চলার যোগ্যতা, পুরুষকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করার মত সাহস ও ক্ষমতা। তা না হলে নারীর সত্যিকারের ক্ষমতায়নের পথে নারী রাজনীতি বা সংসদে গমনাগমন খুব ভাল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে না।

৫৫৪৭??

৪.১০.১১ পুরুষ ও মহিলা সংসদ সদস্যদের রাজনীতিতে যোগদান

অধিকাংশ নারী সংসদ সদস্য নির্বাচনের স্বল্প আগে রাজনীতিতে যোগদান করেছেন এবং সংসদ সদস্য হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। প্রথম জাতীয় সংসদের যাঁরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে নির্বাচনের পূর্বে এক বৎসরের মধ্যে ২৮.৫৭% মহিলা রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং নির্বাচনের পূর্ব পাঁচ বৎসরের মধ্যে ৮.১১% পুরুষের বিপরীতে ৭১.৪৩% মহিলা রাজনীতিতে যোগদান করেন। ২য় জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ১৮/০২/১৯৭৯ তারিখে। নির্বাচনের কয়েক মাস পূর্বে ৬৭.৭৪% মহিলা সংসদ সদস্য তৎকালীন ক্ষমতাসীন বিএনপি দলে যোগদান করেন। ৩য় জাতীয় সংসদের নির্বাচন হয় ০৭/০৫/১৯৮৬ তারিখ। এ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে নির্বাচনের পূর্বে এক বৎসরের মধ্যে ১০% পুরুষ সংসদ সদস্যের বিপরীতে ৫৫.৮৮% মহিলা তৎকালীন ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন। ৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ০৩/০৩/১৯৮৮ তারিখে। এই নির্বাচনে ৪ জন মহিলা সাংসদ সরাসরি নির্বাচিত হন। এর মধ্যে একজন নির্বাচনের এক বৎসর আগে, দুইজন পাঁচ বৎসর সময়ের মধ্যে রাজনীতিতে যোগদান করেন। ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ২৭/০২/১৯৯১ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। এ নির্বাচনে যাঁরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে নির্বাচনের পূর্বে এক বৎসর সময়ের মধ্যে ২০.৭২% পুরুষ এর বিপরীতে ১৪.২৯% মহিলা রাজনীতিতে যোগদান করেন। এর অর্থ হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নবাগত নারী রাজনীতিবিদদের

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ১৫/০২/১৯৯৬ তারিখে। এই নির্বাচনটি বিএনপি সরকারের আওতায় হয়েছিল। যা দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা না পাওয়ায় নির্বাচনের কয়েকদিনের মধ্যেই সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এই নির্বাচনের পূর্বে এক বৎসর সময়ের মধ্যে ৪.৪০% পুরুষ নবাগত এর বিপরীতে ২৭.২৭% নবাগত মহিলা বিএনপিতে যোগদান করেন এবং সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তার অর্থ এ নবাগতদের রাজনীতিতে প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন ১২/০৬/১৯৯৬ তারিখে। এ নির্বাচনের এক বৎসর পূর্ব সময়ের মধ্যেও ৩.৩% পুরুষ সংসদ সদস্যের বিপরীতে ২৭.০৩% নবাগত নারী সংসদ সদস্য রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। একই ভাবে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ০১/১০/২০০১ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক সবকারের সময়ে। এ নির্বাচনেও নির্বাচনের পূর্ব এক বৎসরের মধ্যে ১.৯৪% পুরুষ সংসদ সদস্যের বিপরীতে ৭.৬৯% মহিলা সংসদ সদস্য (সংরক্ষিত আসনের ৪৫টি আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্য ব্যতীত) রাজনীতিতে যোগদান করেন।[৫৬]

উপরের বর্ণনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ১ম থেকে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে রাজনীতিতে নবাগত নারীদের প্রবেশ ঘটতো। এঁদের অধিকাংশরই রাজনৈতিক ঐতিহ্য বা অভিজ্ঞতা নেই। আপাতত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় সংসদ সদস্য হওয়ার সুযোগ পাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এরা রাজনৈতিক দলে যোগদান করেছিল। যাঁরা নারীকে নিয়ে ভাবেন, নারীকে নিয়ে কাজ করেন, নারীকে কেন্দ্র করে সংগ্রাম/আন্দোলন করেন বা নারীকে নিয়ে লেখালেখি করেন বা নারীর ক্ষমতায়নে সদাজাগ্রত তাঁদের মধ্য থেকে তেমন কেউই সংসদ সদস্য হওয়ার সুযোগ পাননি। অনভিজ্ঞ ও কমিটেডহীন নারী দিয়ে নারীর সমস্যা সমাধান তথা নারী উন্নয়ন বা নারীর ক্ষমতায়ন অবাস্তব ও কল্পনামাত্র। যার ফলে স্বাধীনতার ৩৭ বৎসর পরেও নারীকে তার অধিকার নিয়ে আন্দোলনে নামতে হচ্ছে, নারী নির্যাতিত হচ্ছে আধুনিক কায়দায় ও ভদ্রচিতভাবে। এমনকি বিগত তিনটি মেয়াদে দু'জন নারী বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের আওতায় প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও নারী উন্নয়নে বা নারীর ক্ষমতায়নে বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে খুবই কম। যদিও এ তিনটি মেয়াদের তিনটি সরকারই নারীর জন্য কম মায়াকান্না করেননি।

৪.১০.১২ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত পুরুষ ও নারী সংসদ সদস্যদের সামাজিক পরিচিতি

গত ৮টি সংসদে যাঁরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এঁদের মধ্যে রাজনীতিবিদ,শিক্ষাবিদ,ব্যবসায়ী ও সমাজসেবীদের সংখ্যাই বেশী। এছাড়াও আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার,কৃষিজীবী,সাংবাদিক, শিল্পপতি, চিকিৎসক, গৃহিণী, সামরিক কর্মকর্তা, সরকারী কর্মকর্তা, বিচারপতি, শ্রমিক নেতা, কূটনীতিক,সাংস্কৃতিক কর্মী সংসদ সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। ১৯৭৩ সালে যাঁরা নারীদের সংরক্ষিত আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ২১.৪৩% রাজনীতিবিদ, ২৮.৫৭% সমাজসেবী এবং ৫০% শিক্ষাবীদ। ২য় সংসদে নির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যদের মাত্র ৯.৬৮% রাজনীতিবীদ। অন্যদিকে ২৯.০৩% সমাজসেবী এবং শিক্ষাবিদ ৩৫.৪৮%। এ সংসদে ১৯.৩৫% গৃহিণী সংসদ সদস্য হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। ৩য় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মাত্র ১৪.৭১% রাজনীতিবিদ। এর বিপরীতে সমাজসেবী ২৩.৫৩%, শিক্ষাবিদ ২০.৫৯% এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক গৃহিণী নির্বাচিত হয়েছেন ২৬.৪৭%। ৪র্থ সংসদে সংরক্ষিত আসনে কোন নারী সংসদ সদস্য ছিল না। ৫ম জাতীয় সংসদে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৫২.৭৮% সংরক্ষিত সংসদ সদস্য রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এর বিপরীতে সমাজসেবী ১৬.৬৭%, শিক্ষাবিদ ১৯.৪৪% এবং গৃহিণী ৮.৩৩%। ৬ষ্ঠ সংসদে সংরক্ষিত আসনে ৫৭.৮%

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিবিদ এর বিপরীতে শিক্ষাবিদ ১২.১২% এবং গৃহীনি ১২.১২%। ৭ম সংসদে সংরক্ষিত আসনে ৪৫.৯৫% রাজনীতিবিদ এর বিপরীতে ব্যবসায়ী ১৩.৫১%, সমাজসেবী ৮.৮১%, শিক্ষাবিদ ২৪.৩২% এবং গৃহিণী ৫.৪১% সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ৮ম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে ৮৪.৬২% নারী রাজনীতিবিদ এর বিপরীতে সমাজসেবী ৭.৬৯%,শিক্ষাবিদ ৭.৬৯% সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৫৭]

উপরোক্ত বিবরণী থেকে দেখা যায় ১ম জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য হিসেবে শিক্ষাবিদদের আধিক্য থাকলেও পরবর্তীতে ৮ম সংসদ পর্যন্ত রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নারীগণ বেশি পরিমাণ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু ১ম সংসদের পরে কয়েকটি সংসদে এমন কিছু নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন যাঁরা মূলতঃ গৃহিণী বা ব্যবসায়ী, যাঁদের রাজনীতির সঙ্গে বা নারী আন্দোলন বা নারী অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ছিল না। খালেদা নাসরীনের গবেষণা থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাওয়া যায় তা'হলো সংসদে সাধারণ আসনে রাজনীতিবিদদের চেয়ে ব্যবসায়ীদের আধিক্য অনেক বেশি, যাঁরা ব্যবসা ভাল বুঝেন কিন্তু তাদের নারী অধিকার বা মানবাধিকার ভাল বুঝার কথা নয়।

৪.১০.১৩ সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত (১-৭) সংসদ সদস্যগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচিতি[৫৮]

সারণি নং- ৪.১৯ সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচিতি

সংসদ	নির্বাচনী সময়	সংরক্ষিত আসন	সামাজিক পরিচিতি										রাজনৈতিক পরিচিতি (যোগদানকালীন সময়)					মন্তব্য
			শিক্ষাবিদ	সমাজসেবী	রাজনীতি	গৃহিণী	ব্যবসা	আইনজীবী	ডাক্তার ও অন্যান্য	নারী নেত্রী	সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়নি	মন্তব্য	৫১-৬০	৬১-৭০	৭১-৮০	৮১-৯০	৯১-০১	
১ম	৭ মার্চ, ১৯৭৩	১৫	৭	৫	৩	--	--	--	--	--	--	আওয়ামী লীগ	৪	৮	৩	--	--	--
২য়	২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯	৩০	১০	৯	৪	৬	১	--	--	--	--	বিএনপি	৩	৫	২২	--	--	১৯৭৯ সালের নির্বাচনের পূর্বে ১৯৭৭ সালে ১জন এবং ৭৮ সালে ২১ জন বিএনপিতে যোগদান করেন।
৩য়	৭ মে, ১৯৮৬	৩০	৪	১	২	২	--	৩	১	১৭	১৭	জাতীয় পার্টি	--	২	৪	১	২	১৭ জনের সামাজিক পরিচিতি সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। ২১ জনের রাজনীতিতে আগমনের তথ্য জানা যায়নি। এরা কেউ নারী নেত্রীও নন।
৪র্থ	৩ মার্চ, ১৯৮৮	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	২	৪	৩	--	--
৫ম	২৭ফেব্রুয়ারী ১৯৯১	৩০	৭	৬	১৩	--	১	--	২	১	১	বিএনপি-২৮, জাপা-২	৪	৯	১০	২	১	৪ জনের রাজনীতিতে সংশ্লিষ্টতা ছিল না।
৬ষ্ঠ	১৫ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬	৩০	৫	--	১২	--	১	১	২	১০	১০	বিএনপি	১	৪	১০	৩	১	১১ জনের রাজনীতিতে সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
৭ম	১২ জুন, ১৯৯৬	৩০	১০	৩	১২	১	৩	১	--	--	--	আওয়ামী লীগ-২৭, জাপা-৩	৩	৯	৪	৪	৭	৩ জনের রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি। ৯৬ এর নির্বাচনের প্রাককালে ৬ জন (৫জন আওয়ামী লীগ ও ১ জন জাতীয় পার্টি) দলে যোগদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১১ সংসদে নারী ঃ বৈশ্বিক চিত্র এবং বাংলাদেশ

"বিশ্বে পার্লামেন্টে মহিলা সদস্যের হার ১৯৯৭ সালে ১১.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। ১৯৮৮ সালে এ হার ছিল ১৪.৮%"[৫৯]। সুইডেনের পার্লামেন্টের সদস্যদের শতকরা ৪৫ ভাগ নারী। পার্লামেন্টে নারী সদস্যের সংখ্যার ভিত্তিতে সুইডেনই সর্বোচ্চ। নীচে কয়েকটি দেশে নারী সদস্যের শতকরা হার উল্লেখ করা হল ঃ

সারণি -৪.২০ ঃ **বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টে নারী সদস্য** [৬০]

দেশের নাম	মোট সদস্য	নারী সদস্য	শতকরা হার
সুইডেন (নির্বাচন-২০০২)	৩৪৯	১৫৮	৪৫.২৭%
নরওয়ে (নির্বাচন-১৯৯৭)	১৬৫	৫৯	৩৫.৭৫%
ফিনল্যান্ড (নির্বাচন-১৯৯৯)	২০০	৭৪	৩৭%
গ্রেট ব্রিটেন (নির্বাচন-২০০১)	৬৫১	১১৬	১৭.৮%
যুক্তরাষ্ট্র (সিনেট)	১০০	১৪	১৪%
ভারত (নির্বাচন-১৯৯৮)	৫৪৫	৪৩	৭.৮%
বাংলাদেশ (নির্বাচন-২০০১)	৩০০	৭	২.৩৩%

উক্ত সারণি থেকে বলা যায় তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান খুব বেশি পিছিয়ে আছে বলা যায় না। এমন কি সিংগাপুর, জাপান এবং ভারতের মত রাষ্ট্রের তুলনায় বাংলাদেশের নারী সদস্যের হার বেশী।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ সমূহ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনের পর দিন। বেশ কিছু সময় ধরে কয়েকটি দেশে সরকার প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন নারী। বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হলেন নারী। শ্রীলংকায় মা ও মেয়ে যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী। বেনজির ভুট্টু পাকিস্তানে বিভিন্ন সময়ে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর ভূমিকা পালন করেছেন। এমন কি বার্মা ও বাংলাদেশেও। ইন্দিরা গান্ধী মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দু দফায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। নিচের সারণির দিকে তাকালে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ সমূহের পার্লামেন্টে নারীর অবস্থান সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে।

সারণি -৪.২১ **দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ সমূহে পার্লামেন্টে নারী** (১৯৯৬)[৬১]

দেশের নাম	মোট আসন সংখ্যা	মহিলা (জন) সাংসদ	শতকরা হার	মন্তব্য
বাংলাদেশ	৩৩০	৩৭	১১.২	সংরক্ষিত আসন সহ
ভারত (নিম্নকক্ষ)	৫৪৩	৩৯	৭.০০	--
মালয়েশিয়া	১৯২	১৫	৭.৮	--
পাকিস্তান	২১৭	০৬	২.৮	--
সিংগাপুর	৮৭	০৩	৩.৪	--
শ্রীলংকা	২২৫	১১	৪.৮	--

Dhaka University Institutional Repository

উপরের চিত্রে দেখা যায় এশিয়ার দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশে নারীর অবস্থান আশাব্যঞ্জক। অন্যান্য দেশের তুলনায় নারীরা বেশ অগ্রগামী। যদিও মহিলাদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসন শতকরা হিসাবকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তবুও বলা যায় আমাদের নারী সচেতনতা বৃদ্ধির ফলেই তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত করা হয়েছিল।

একথা অনস্বীকার্য যে ধীর গতিতে হলেও নারী নেতৃত্বের যথার্থ বিকাশ সাধন হয়েছে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মত একটি স্বল্প উন্নত দেশে। ইউরোপ, আমেরিকায় যে রূপ গণতন্ত্রের বিকাশ হয়েছে নারী নেতৃত্ব সে তুলনায় বিস্তার লাভ করেনি। মধ্যপ্রাচ্যে এখনও সংগ্রাম করতে হচ্ছে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।

রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ কিংবা নারীর সংসদ সদস্য পদ লাভও বিশ শতকের ঘটনা। ১৯০৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে ফিনল্যান্ডে ১৯ জন নারী প্রথম সে দেশের পার্লামেন্টের সদস্য হন। কোনো দেশের সংসদে একই সঙ্গে সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতা এ দুই পদে দুইজন নারী নির্বাচিত হওয়ার বিরল ঘটনার সৃষ্টি হয় বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে। বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের পঞ্চম সংসদে সংসদ নেতা এবং শেখ হাসিনা একই সংসদে বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। অন্যদিকে ১৯৯৬-র সপ্তম সংসদে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী এবং বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন বিরোধী দলীয় নেতা। ২০০১ সালে চারদলীয় জোট জয়লাভ করায় আবারও বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী এবং শেখ হাসিনা বিরোধী দলীয় নেতা হন। ১৯৯১ সাল থেকে অদ্যাবধি কোনো দেশে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতা মহিলা হওয়ার দৃষ্টান্ত বিশ্বের বিরল ঘটনা।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি পার্লামেন্ট। অথচ এ প্রতিষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় অনেক কম। বিশ্বব্যাপী পার্লামেন্ট-এ ১৯৮৫ সালে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ১২.১ শতাংশ। ১৯৮৮ সালে এ হার কিছুটা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪.৮ শতাংশে। ১৯৯০ সালে আবার নেমে ১১.৭ এ পৌঁছে। বর্তমানে বিশ্বের জাতীয় পার্লামেন্টগুলোতে নারী সদস্যের গড় হার ১৩.৮ শতাংশ। আর এক তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় গত ৫১ বছরে ১৮৬টি দেশের মধ্যে মাত্র ৩৮টিতে নারীরা পার্লামেন্টে সভাপতিত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কতটুকু তার উপরই নির্ভর করে সে দেশের সংসদে নারীর আনুপাতিক অবস্থান। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর স্বাবলম্বিতা কিংবা ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। প্রয়োজন সিদ্ধান্ত প্রদানে নারীর নিজস্ব ক্ষমতা। কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। সুইডেন, যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, ডেনমার্ক, স্পেন, এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে।[৬২] নিম্নে বাংলাদেশের সাথে একটি তুলনামুলক চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

লেখচিত্র - সংসদে নারী ঃ বৈশ্বিক চিত্র এবং বাংলাদেশ

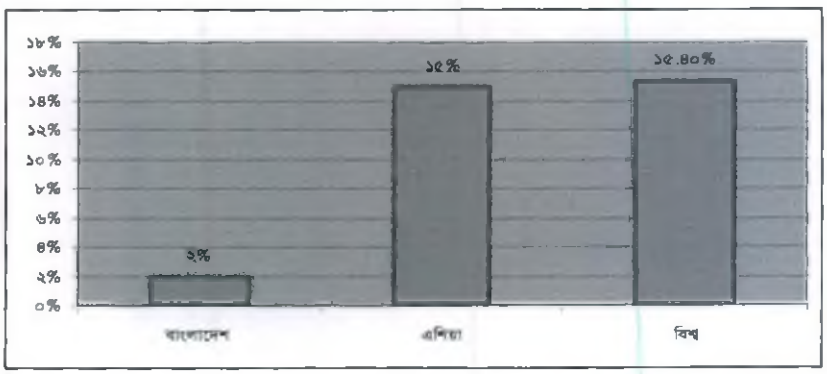

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘের ১৯৯৫ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ৫৫টি দেশের সংসদে কোনও নারী প্রতিনিধি নেই অথবা থাকলেও তা ৫ শতাংশের কম। এসব দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্স, গ্রীস,জাপান এবং সিঙ্গাপুরের মত উন্নত দেশও রয়েছে।

নিম্নের সারণিতে বিশ্বব্যাপী প্রধান প্রধান দেশগুলোর পার্লামেন্টে নারীর বৎসর ওয়ারী নির্বাচন ও অবস্থানের চিত্র দেখানো হলো।

সারণি - ৪.২২ -**বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উচ্চ কক্ষ বা নিম্নকক্ষে নারীর অবস্থান** ঃ[৬৩]

ক্রঃ নং	দেশ	নিম্ন কক্ষ				উচ্চ কক্ষ			
		নির্বাচন	আসন	মহিলা	শতকরা	নির্বাচন	আসন	মহিলা	শতকরা
১.	সুইডেন	০৯/২০০২	৩৪৯	১৫৮	৪৫.৩	--	--	--	--
২.	ফিনল্যান্ড	০৩/২০০৩	২০০	৭৫	৩৭.৫	--	--	--	--
৩.	নরওয়ে	০৯/২০০১	১৬৫	৬০	৩৬.৪	--	--	--	--
৪.	কিউবা	০১/২০০৩	৬০৯	২১৯	৩৬.০	--	--	--	--
৫.	স্পেন	০৩/২০০৪	৩৫০	১২৬	৩৬.০	০৩/২০০৪	২৫৯	৬০	২৩.২
৬.	বেলজিয়াম	০৫/২০০৩	১৫০	৫৩	৩৫.৩	০৫/২০০৩	৭১	২২	৩১.০
৭.	আর্জেন্টিনা	১০/২০০১	২৫৬	৮৭	৩৪.০	১০/২০০১	৭২	২৪	৩৩.৩
৮.	জার্মানী	০৯/২০০২	৬০৩	১৯৪	৩২.২	--	৬৯	৭০	২৪.৬
৯.	ভিয়েতনাম	০৫/২০০২	৪৯৮	১৩৬	২৭.৩	--	--	--	--
১০.	উগান্ডা	০৬/২০০১	৩০৪	৭৫	২৪.৭	--	--	--	--
১১.	কানাডা	১১/২০০০	৩০১	৬২	২০.৬	--	১০৫	৩৪	৩২.৪
১২.	চীন	০৩/২০০৩	২৯৮৫	৬০৪	২০.২	--	--	--	--
১৩.	ফিলিপাইনস্	০৫/২০০১	২১৪	৩৮	১৭.৮	০৫/২০০১	২৪	৩	১২.৫
১৪.	সিঙ্গাপুর	১১/২০০১	৯৪	১৫	১৬.০	--	--	--	--
১৫.	ইউ.এস.এ	১১/২০০২	৪৩৫	৬২	১৪.৩	১১/২০০২	১০০	১৩	১৩.০
১৬.	জাম্বিয়া	১২/২০০১	১৫৮	১৯	১২.০	--	--	--	--
১৭.	রুমানিয়া	১১/২০০০	৩৪৫	৩৭	১০.৭	১১/২০০০	১৪০	৮	৫.৭
১৮.	মঙ্গলিয়া	০৭/২০০০	৭৬	৮	১০.৫	--	--	--	--
১৯.	থাইল্যান্ড	০১/২০০১	৫০০	৪৬	৯.২	০৩/২০০০	২০০	২১	১০.৫
২০.	ব্রাজিল	১০/২০০২	৫১৩	৪৪	৮.৬	১০/২০০২	৮১	১০	১২.৩
২১.	জাপান	১১/২০০৩	৪৮০	৩৪	৭.১	০৭/২০০১	২৪৭	৩৬	১৪.৬
২২.	আলজেরিয়া	০৫/২০০২	৩৮৯	২৪	৬.২	১২/২০০৩	১৪৪	২৮	১৯.৪
২৩.	নেপাল	০৫/১৯৯৯	২০৫	১২	৫.৯	০৬/২০০১	৬০	৫	৮.৩
২৪.	ইরান	০২/২০০৪	২৯০	১৩	৪.৫	--	--	--	--
২৫.	তুরস্ক	১১/২০০২	৫৫০	২৪	৪.৪	--	--	--	--
২৬.	ইয়েমেন	০৪/২০০৩	৩০১	১	০.৩	--	--	--	--
২৭.	বাহারাইন	১০/২০০২	৪০	০	০.০	১১/২০০২	৪০	৬	১৫.০
২৮.	কুয়েত	০৭/২০০৩	৬৫	০	০.০	--	--	--	--
২৯.	সৌদি আরব	০৫/২০০১	১২০	০	০.০	--	--	--	--
৩০.	ইউ.এ.ই	১২/১৯৯৭	৪০	০	০.০	--	--	--	--

Dhaka University Institutional Repository

৪.১২ সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ও সরাসরি নির্বাচন- রাজনৈতিক দলের মতামত ঃ[৬৪]

নারী সংগঠন নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা গত ১০ এপ্রিল, ১৯৯৭ , ৮মে ১৯৯৭ ও ৪ আগষ্ট ১৯৯৭, তারিখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগে নিজ কার্যালয়ে কয়েকটি মত বিনিময় সভায় আয়োজন করে । এতে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়া দেশের নেতৃস্থানীয় দলগুলোর পক্ষে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার পক্ষ থেকে নিম্ন লিখিত ৬টি প্রস্তাব আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয় -

১। স্থানীয় পরিষদের সমস্ত পর্যায়ে নারীদের প্রতিনিধিত্ব থাকা দরকার।

২। সংসদে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বর্তমান পর্যায় থেকে বাড়িয়ে ৩০ টি আসনের পরিবর্তে কমপক্ষে জেলাওয়ারী ১টি অর্থাৎ ৬৪ টি আসন করা প্রয়োজন।

৩। মনোনয়ন নয় সরাসরি নির্বাচন করতে হবে।

৪। মহিলাদের আসনে নারী ও পুরুষ উভয়েই ভোট দিবেন। তারা দুটো ভোট দেবেন, একটি সাধারন আসন, অন্যটি সংবক্ষিত আসনের জন্য।

৫। সাধারন আসনে নির্বাচন ও সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন একই দিনে হবে। এবং

৬। সংরক্ষিত আসন ভবিষ্যতে যাতে রাখতে না হয় তার প্রক্রিয়া নিশ্চিত ও শুরু করা দরকার।

প্রতিনিধিগণ সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ও সরাসরি নির্বাচন বিষয়ে বর্ণিত প্রস্তাবের উপর নিজ নিজ দলের মতামত ব্যক্ত করেন- যা সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে উদ্ধৃত করা হলো-

বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টি পক্ষে- সাইফুল ইসলাম, সদস্য পলিট ব্যুরো,

.....পার্লামেন্টে নারীদের নির্বাচিত হওয়া এবং নারী প্রতিনিধিত্বের বিষয়টা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নের সাথে জড়িত এবং একই সংগে নারী অধিকার ও নারী মুক্তির সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পর্কিত । সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের জন্য , নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন কি বোনাস হিসেবে থাকবে,নাকি প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যাবে, সেটা সংসদকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সংসদ সহ স্থানীয় সরকার পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ে, নারীদের যে সংরক্ষিত আসন, এ দলটি সে আসনের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পক্ষে।

হেনা দাস বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি।

....পার্টি পর্যায়ে সংরক্ষিত আসন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে । মূল যে বিষয়গুলো দলটি সমর্থন করে সেটা ১. দেশের যে পরিস্থিতি সে হিসেবে সংরক্ষিত আসন রাখতে হবে । ২. সরাসরি নির্বাচন অবশ্যই প্রয়োজন। ৩. নারী পুরুষ উভয়ের ভোটেরই মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়া উচিৎ। ৪. সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন হলে নারী পুরুষ উভয়েরই ভোট দেয়া উচিত, কারণ পুরুষদের এ ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করাটা খুব বেশী প্রয়োজন। এর মধ্য দিয়ে পুরুষের নারী সমাজ সম্পর্কে যে পুরানো/প্রাচীন ধারনা আছে , সেটা দুর হবে।

সুলতানা আখতার রুবি, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)

.... সংসদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের প্রশ্নে যে ইস্যুগুলো আছে, এ ক্ষেত্রে এ দলটির কোন দ্বিমত নেই। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ যতদিন পর্যন্ত বৃদ্ধি না পাবে , নারী যতদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত না হবে , যতদিন পর্যন্ত নারী মুক্তির প্রশ্নের সাথে তার রাজনৈতিক দলের প্রশ্নটি একীভূত না হবে, ততদিন পর্যন্ত নারী গ্রন্থ

Dhaka University Institutional Repository

প্রবর্তনার যে প্রস্তাবগুলো রয়েছে সে প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় থাকবে। সরাসরি নির্বাচন এবং ৬৪ টি আসন সহ স্থানীয় পর্যায় থেকে সরাসরি নির্বাচন প্রয়োজন ।

হাসানুল হক ইনু, সম্পাদক ,জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ)

.....নারীর ক্ষমতায়নের যে প্রশ্ন এবং যে চিন্তা, তার থেকেই সংসদে নারীর অংশগ্রহণ এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টি তার দল সমর্থন করে। জনগণের ক্ষমতায়নের অংশ কিন্তু নারীর ক্ষমতায়ন। কিন্তু বাংলাদেশে রাষ্ট্র এবং প্রশাসন যন্ত্র নারী বিদ্বেষী, পুরষেয়া নারী বিদ্বেষী। রাষ্ট্র এবং প্রশাসন সরাসরি নির্বাচন ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধি সমর্থন করে না। দলটি নারীর ক্ষমতায়ন চাচ্ছে , নারীর নেতৃত্বের বিকাশ চাচ্ছে সুতরাং নারী নেতৃত্ব শুধু নারীদের কথা বলবে তা নয়। নারী নেতৃত্ব কিন্তু সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করে যেহেতু সে নারী এবং নারীর ক্ষমতায়নই তার রাজনৈতিক এজেন্ডা, সেহেতু সে পার্লামেন্টে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে বিশেষ গুরুত্ব দিবে। নারী আসন আনুপাতিক হারে করে দেয়া উচিত ।

আব্দুল মান্নান ভূইয়া, মহসচিব , বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

.....তাঁর দল মনে করে মেয়েদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করাতে না পারলে দেশের উন্নয়নও সম্ভব নয়। দেশের সার্বিক উন্নয়নে মেয়েদেরকে অংশগ্রহণ করাতে হবে। নীতি নির্ধারনীতে মেয়েদের অংশগ্রহণ করা উচিত। এর পর আসে আইন প্রণয়নে মেয়েদের অধিকার । জাতীয় সংসদে পুরুষ সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদের মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ মহিলা সদস্য তো সরাসরি ভোটে পাশ করে না। কিংবা তাদের কোন নির্দিষ্ট আসন নেই। তারা কোন্ কোন্ আসন থেকে নির্বাচিত হবে সেটিও নির্ধারিত হওয়া দরকার।

খুরশিদ জাহান হক, সংসদ সদস্য ও পরে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ।

.....শহর ও গ্রামের পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন । সরাসরি নির্বাচনে আসতে হলে নারীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে রাজনৈতিক অংগনে আসতে হবে। সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন করতে হলে নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন দরকার। এত সব জটিলতার কারনেই এটা মেনে নেয়া উচিত যে, সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বাড়ানো দরকার।

ফরিদা রহমান, পঞ্চম সংসদের সংরক্ষিত আসনের সাংসদ ।

.....সরাসরি নির্বাচনে আসতে হলে নারীদের হতে হবে সাহসী, ধৈর্য্যশীল ও নির্বাচনী এলাকায় পরিচিত। অর্থ থাকতে হবে এবং মনোনয়ন নেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছেও আস্থাভাজন হতে হবে। যতদিন নারী উপযুক্তভাবে গড়ে উঠতে না পারে ততদিন সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন আছে। তবে আসন সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। সরাসরি নির্বাচন বিষয়ে এখনই যাওয়া সম্ভব নয়।

এম,কে আনোয়ার, বি,এন,পি দলীয় এম,পি এবং মন্ত্রী ।

.....বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তবে যতক্ষণ সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর অবস্থান সুসংহত না হয় ততদিন সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন আছে। নইলে সংসদে মহিলাদের সক্রিয় অংশ নেয়ার ব্যাপারটি কমে যাবে। সরাসরি নির্বাচনে জয়ী না হলে কমে যাবে মহিলাদের আসন সংখ্যা তাই সরাসরি নির্বাচনের ব্যাপারটিতে মহিলাদের আরো সংহত হওয়া দরকার আছে।

অধ্যাপিকা খালেদা খানম, ৭ম সংসদে আওয়ামী লীগ দলীয় সংরক্ষিত আসনের সদস্য।

.....নারী গ্রন্থ প্রবর্তনার প্রস্তাবগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নারী উন্নয়নের জন্য দিক নির্দেশক বটে । তিনি এ সব বিষয়ে একটা পথ খুঁজে বের করার আহ্বান জানান। বর্তমান আঙ্গিকে যদি ১০/১৫ টি থানা নিয়ে গঠিত সংরক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

আসনে নির্বাচন করতে হয় তা হলে কোন মহিলার পক্ষে তা সম্ভব নয়। নারী যদি সংসদে না যায়, তা হলে নারী বিহীন সংসদে নারীদের কথা কেউ বলবে বলে মনে হয় না। মহিলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে তার কোন নির্বাচনী এলাকা নেই। নারীরা যাতে নির্বাচনী রাজনীতি করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৭১ থেকে ১৯৯৭ যে কয়জন মেয়ে নির্বাচনী রাজনীতি করেছেন, তাঁরা এলাকায় যাননি। গত ২৫ বছর সংরক্ষিত আসনে সংসদে যাওয়ার সুযোগ ছিল , কিন্তু তাঁরা এলাকায় যাননি, তাঁদের অবস্থান সেখানে দৃঢ় করতে পারেননি । কাজেই তাঁরা নির্ধারিত আসনে পলিটিক্স করার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন নি।

৪.১৩ সংরক্ষিত আসন ও সরাসরি নির্বাচন প্রশ্নে নারী সংগঠনের দাবী

জাতীয় সংসদ এবং স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়টি নারী সংগঠনগুলোর দীর্ঘদিনের দাবী । এই বিষয়ে গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে নারী সমাজ যুগপৎ ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে আসছে। আশির দশকে ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৭ দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করে । ১৭তম দফায় বলা হয়েছে " দেশ গঠনে সর্বস্তরের মহিলাদের অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সংসদে ও ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি চালু করতে হবে" ।[৬৫]

৪.১৩.১ পায়রাবন্দ ঘোষনা

১৯৯৫ সালে ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবসে রংপুরের পায়রাবন্দে গৃহীত নারী সমাজের ঘোষণায় সংসদে ও স্থানীয় পরিষদে সরাসরি নির্বাচনের প্রস্তাবও দাবী করা হয়। ৬৪ টি জেলায় নারীদের জন্য ৬৪টি আসন নির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করা হয়। ঐ সব আসনে বিভিন্ন দলের শুধু মাত্র মহিলা বা স্বতন্ত্র মহিলারা প্রতিযোগিতা করতে পারবেন এবং নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকার মহিলা ভোটার গণ প্রত্যক্ষ ভোটে মহিলা সংসদ সদস্য নির্বাচন করবে।[৬৬]

৪.১৩.২ সম্মিলিত নারী সমাজ

১৯৯৬ সালে সম্মিলিত নারী সমাজ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৭ দফা দাবী পেশ করে। এর ৩য় দফায় বলা হয়, "জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। সংবিধানের আদিবাসী নারী সহ সংখ্যালঘু জাতিসত্তার গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থায় নারী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে এবং সকল স্তরে সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি চালু করতে হবে" ।[৬৭]

৪.১৪ সংরক্ষিত নারী আসন বিষয়ে বিভিন্ন নারী সংগঠনের সুপারিশ

৭ম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সময়কাল শেষ হওয়ায় সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষে আবারো মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা হবে কিনা, হলে তার স্বরূপ কি হবে এসব নিয়ে বিভিন্ন মহিলা সংগঠন দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করে আসছে। কয়েকটি মহিলা সংগঠন এ বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করেছেন। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হলো ঃ-

৪.১৪.১ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা'র প্রস্তাব [৬৮]

নারী গ্রন্থ প্রবর্তনার কয়েকটি সভার আলোচনা থেকে নিচে লিখিত প্রস্তাবগুলো চিহ্নিত করা হয়-

- ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে সর্বস্তরে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজনীয়তা এখনও রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

- সংসদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বর্তমান পর্যায় থেকে বাড়াতে হবে। ত্রিশটি আসনের পরিবর্তে প্রতি জেলা থেকে একটি হিসেবে ৬৪টি করতে হবে।
- সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন নয়, নির্বাচন হতে হবে সরাসরি।
- মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নারী ও পুরুষ উভয়েই ভোট দেবেন। তারা দু'টি ভোট দেবে, একটি সাধারণ আসনের জন্য অন্যটি সংরক্ষিত আসনের জন্য। অথবা মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্য শুধু মহিলারাই ভোট দেবেন। সে ক্ষেত্রেও মহিলারা দু'টি ভোট দেবেন-একটি সাধারণ আসনে, অন্যটি সংরক্ষিত আসনে। আর পুরুষরা সাধারণ আসনের জন্য একটি ভোট দেবেন।
- সংরক্ষিত আসনের সরাসরি নির্বাচন ও সাধারণ আসনের সরাসরি নির্বাচন একই দিনে হবে।
- ভবিষ্যতে যাতে সংরক্ষিত আসন রাখতে না হয়, তার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সাধারণ আসনে মহিলাদের অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে দাবি করতে হবে যেন তারা কমপক্ষে ১০ শতাংশ মনোনয়ন মহিলাদের দেন। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরো বাড়িয়ে শতকরা ৩০ ভাগ করতে হবে।

৪.১৪.২ নারী পক্ষ এর প্রস্তাবনা [৬৯]

সংসদে মহিলা আসনের স্বরূপ কি হবে সে সম্পর্কে নারী পক্ষের প্রস্তাব হলো ঃ

- বর্তমানে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ত্রিশ এর স্থলে বাড়িয়ে ৬৪টি করতে হবে।
- নির্বাচন পরোক্ষ না হয়ে প্রত্যেক্ষ ভোটে হতে হবে।
- নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি রাজনৈতিক দল মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দিতে বাধ্য থাকবে। এ জন্য কোটা নির্ধারণ করতে হবে।
- বিভিন্ন দলের মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। ফলে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হবে।
- দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় একই সঙ্গে মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের সময় একই জেলার সব কেন্দ্রেই মহিলাদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
- সব ভোট কেন্দ্রে একই সঙ্গে দু'টি ব্যালট বাক্স থাকবে। ভোটাররা একই সঙ্গে দুটি ভোট প্রদান করবেন।

৪.১৪.৩ উইমেন ফর উইমেন এর প্রস্তাবনা

সংরক্ষিত ত্রিশটি আসন সম্পর্কে উইমেন ফর উইমেন এর সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ [৭০]

- বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষিত ত্রিশটি আসন বাড়িয়ে এর সংখ্যা দ্বিগুণ করতে হবে।
- নির্বাচন পরোক্ষ ভোটে না হয়ে প্রত্যেক্ষ ভোটেই হতে হবে। এতে করে বিভিন্ন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ থাকবে এবং যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকবে।
- মহিলা ভোটারদের জন্য একই সঙ্গে দুটো ব্যালট বাক্স থাকবে এবং মহিলা ভোটাররা একই সঙ্গে দুটো ভোট প্রয়োগ করবেন, এতে রাজনৈতিক অঙ্গনে মহিলাদের প্রত্যেক্ষভাবে জড়িত থাকার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং এই রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ করে তার অবস্থান উন্নত করার প্রয়াসী হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও রাজনৈতিকদলগুলো তাদের মনোনয়নে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন তাগিদ অনুভব করে না। মহিলাদের যোগ্যতার অভাব, জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি অজুহাতে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয় না। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে এবং মহিলা প্রার্থীর মনোনয়ন বাড়াতে উদ্যোগ নিতে হবে।

৪.১৪.৪ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এর প্রস্তাবনা [৭১]

মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ত্রিশটি আসন সম্পর্কে মহিলা পরিষদের সুপারিশমালা সমূহ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আয়শা খানম পেশ করেন-

- সমাজের বর্তমান বাস্তবতায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীদের যে পশ্চাৎপদতা রয়েছে তা কাটিয়ে উঠার জন্য সংসদে আরও একটি সময়কাল সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যদিও মহিলা পরিষদ চায় মহিলারা কেবল সরাসরি ভোটেই নির্বাচিত হয়ে আসুক।
- আসন সংখ্যা ৬৪টি করা প্রয়োজন। ভোট সরাসরি হলে ভাল হয়। দু'ভাবে ভোট হতে পারে, ভোটাররা একটি ভোট দেবেন সাধারণ আসনের জন্য অন্যটি দেবেন সংরক্ষিত আসনের জন্য।
- এছাড়া অন্যভাবে হলো, কিছু কিছু এলাকা নির্ধারণ করে দেয়া যেখানে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই কেবল মহিলা প্রার্থী দেবে। যেটি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে হচ্ছে। এর ফলে মহিলাদের সঙ্গে মহিলাদেরই প্রতিযোগিতা হবে। এতে অসম প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে এবং রাজনৈতিক সংঘাতের আশঙ্কাও হ্রাস পাবে।

৪.১৪.৫ নারী নেত্রী ও গবেষক ফরিদা আখতার ও মেরিনা চৌধুরীদের প্রস্তাব

নারী নেত্রী ও গবেষক ফরিদা আখতার ও মেরিনা চৌধুরী তাঁদের এক প্রবন্ধে ২০০১ সালের পরবর্তী সংসদে, নারীদের অবস্থান ও অংশগ্রহণ সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব উল্লেখ করেছেন-

- সংরক্ষিত আসনের বদলে সাধারণ আসনে সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় মহিলাদের মনোনয়ন দিতে রাজনৈতিক দলগুলোকে আইনগত ভাবে বাধ্য করা।
- সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা বহাল রেখে সেখানে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।
- সংরক্ষিত আসনে প্রার্থীদের শুধু মহিলাদের ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।
- সংরক্ষিত আসন বহাল রেখে আসন সংখ্যা ৬৪টিতে উন্নীত করা।

সংরক্ষিত নারী আসনের বিষয়ে বিভিন্ন সংগঠনের প্রস্তাবনা

সংগঠন	আসন সংখ্যা	নির্বাচনের ধরণ
পায়রাবন্দ ঘোষণা	৬৪	সরাসরি নির্বাচন
উইমেন ফর উইমেন	১০০	সরাসরি নির্বাচন
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ	১০০	সরাসরি নির্বাচন
নারী পক্ষ	৬৪	সরাসরি নির্বাচন
নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা	৬৪	সরাসরি নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৫ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার আলোচনা সভা

সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে দাবীগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট, তবুও সংবিধানের সংশোধন কিভাবে করা হবে বা না হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা তৈরির লক্ষ্যে আগষ্ট, ১৯৯৬ থেকে নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা প্রতিনিয়ত আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে নারীদের দাবি কি হবে তা খোলামেলাভাবে আলোচনা করা। নভেম্বর,১৯৯৬ পর্যন্ত মোট তিনটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, এই সভাগুলোতে খুবই খোলামেলা আলোচনা হয় এবং বহু নতুন তথ্য বেরিয়ে আসে। নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার এ আলোচনা অনুষ্ঠান অনেক নতুন ধারণা ও চিন্তার খোরাক যোগায়। প্রথম আলোচনা সভায় (১২ আগষ্ট,১৯৯৬) সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার পক্ষেই সকলে মত দেন। অর্থাৎ বলা হয়েছে, সংসদের সাধারণ আসনগুলোতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে, পাশাপাশি শুধু মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজন এখনো শেষ হয়নি। তবে এ আসন সংখ্যা ত্রিশটি হবে নাকি আরো বাড়ানো উচিত সে ব্যাপারেও কিছু মতামত পাওয়া যায়। সর্বাধিক প্রস্তাব এসেছে জেলার সংখ্যা হিসেবে ৬৪টি সংরক্ষিত আসন রাখার।

সংরক্ষিত আসন সংরক্ষিত থাকলেও বর্তমান নিয়মানুযায়ী পরোক্ষ নির্বাচন বা মনোনয়নের বিরোধিতা করেছেন সকলেই। এমনকি যাঁরা আগে একবার সংসদে সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরাও এ পদ্ধতিকে নিজেদের প্রতি সম্মানজনক মনে করেন না। শুধু তাই নয়, দলের দিক থেকেও এ সাংসদদের ক্ষমতা অনেক কম। ফলে তাঁরা এক ধরণের বৈষম্যের শিকার হন। সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনে শুধু মহিলাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংরক্ষিত আসন পূরণ করা হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় নারী-পুরুষ ভোটাররা এ আসনগুলোর জন্যেও ভোট দেবেন। অর্থাৎ ভোটাররা সাধারণ আসনের জন্যে একটি ভোট দেবেন এবং সংরক্ষিত আসনের জন্য একটি ভোট দেবেন।

দ্বিতীয় সভা হয় ২৫ সেপ্টেম্বর,১৯৯৬ তারিখে। এই সভায় স্থানীয় সরকার পর্যায়, যেমন ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই সভায় দু'জন ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বার উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন সরাসরি নির্বাচনে সাধারণ আসনের মেম্বার, অন্যজন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত। তাঁদের উভয়ের বক্তব্য ছিল সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে।

তৃতীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ৩১ অক্টোবর,১৯৯৬। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সাংসদ এড: রহমত আলী। তিনি সরকারের স্থানীয় সরকার কমিশনের চেয়ারম্যান। তাঁর উপস্থিতিতে আলোচনা অনেক সমৃদ্ধ হয়। তিনি বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মহিলাদেব আসনের গুরুত্ব এবং সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে যে সকল মতামত পেয়েছেন কমিশনের মাধ্যমে তা উল্লেখ করেন। তিনি জনপ্রতিনিধিত্বের সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীর অনুকূলে আইন প্রণয়নের পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

তিনটি সভাতেই মহিলাদের সরাসরি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে অর্থের সমস্যা এবং প্রচার কাজে অংশগ্রহণের সমস্যাগুলো আলোচিত হয়। তবে সরাসরি নির্বাচন করার প্রয়োজনে এ বাঁধাগুলো কোনোমতেই প্রধান বাঁধা নয়। রাজনৈতিক দলগুলো সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনে রাজি হলে এ বাঁধাগুলো অনায়াসে দূর হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৫.১ তিনটি সভায় আলোচনা থেকে চিহ্নিত প্রস্তাব

এক : ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে সকল স্তরে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজনীয়তা এখনো আছে এবং তা পরবর্তী মূল্যায়ন না হওয়া পর্যন্ত থাকবে।

দুই : সংসদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বর্তমান পর্যায় থেকে বাড়াতে হবে। ত্রিশটি আসনের পরিবর্তে প্রতি জেলায় ১টি হিসেবে ৬৪টি আসন করতে হবে।

তিন : সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন নয়, সরাসরি নির্বাচন হতে হবে।

চার : মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নারী ও পুরুষ উভয়ে ভোট দেবেন। তারা দুটি ভোট দেবেন, একটি সাধারণ আসনের জন্যে আর একটি সংরক্ষিত আসনের জন্যে। অথবা

পাঁচ : মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্য শুধু মহিলারাই ভোট দেবেন। সেক্ষেত্রে মহিলারা দুটি ভোট দেবেন একটি সাধারণ আসনে, আর একটি সংরক্ষিত আসনে, আর পুরুষরা সাধারণ আসনের জন্যে একটি ভোট দেবেন।

ছয় : সংরক্ষিত আসনের সরাসরি নির্বাচন ও সাধারণ আসনের সরাসরি নির্বাচন একই দিনে দিতে হবে।

সাত : সংরক্ষিত আসন ভবিষ্যতে যেন রাখতে না হয়, তার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্যে সাধারণ আসনে মহিলাদের অধিক সংখ্যায় মনোনয়ন দিতে হবে। এর জন্যে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে দাবী করতে হবে যেন, তাঁরা কমপক্ষে ১০% মনোনয়ন মহিলাদের দেন। ভবিষ্যতে একই সংখ্যা আরো বাড়িয়ে শতকরা ৩০ ভাগ করতে হবে।

প্রতিটি জেলায় একজন করে মহিলা সাংসদ নির্বাচনের পক্ষে যুক্তি হচ্ছে, ৩০টি আসন হলে প্রতিটি জেলা থেকে প্রতিনিধিত্ব থাকে না এবং সরাসরি নির্বাচন করতে গেলে মহিলাদের জন্যে নির্বাচনী এলাকা অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে, কারণ প্রত্যেক সাংসদের জন্যে দুই কিংবা তার বেশি জেলা নির্বাচনী এলাকা হবে। তাই মহিলাদের পক্ষে সরাসরি নির্বাচনের জন্য প্রচার কাজ করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য দু'টি জেলা থেকে মাত্র একজন মহিলাকে মনোনয়ন দেয়া কঠিন হবে।

অন্যদিকে, ৬৪টি আসন হলে অন্তত পক্ষে প্রতিটা জেলায় একজন করে মহিলা নির্বাচিত হবে। কিন্তু এতেও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে একটি সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে সাংসদদের মাধ্যমে উন্নয়নের যে কাজগুলো করা হয়, সেখানে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদ এবং সাধারণ আসনের সাংসদ (মহিলা কিংবা পুরুষ) দের মধ্যে কাজের প্রতিযোগিতা হবে। বর্তমান নিয়মানুযায়ী সংরক্ষিত আসনের মহিলাদের নিজ এলাকার প্রতি কোনো জবাবদিহিতা নেই, কারণ জনগণ তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচন করেনি। এখানে সাধারণ আসনের সাংসদের একটা দায়িত্ব থাকে। তারা উন্নয়ন মূলক কাজ করে তাদের নির্বাচনী 'ওয়াদা' পূরণের লক্ষ্যে।[৭৪]

মহিলাদের সরাসরি নির্বাচনের বিপক্ষে যাঁরা বলেন তাঁরা একটি যুক্তি খাড়া করেন যে, মহিলারা নির্বাচনী প্রচারে গ্রামে গঞ্জে যেতে পারেন না। বিভিন্ন এলাকায় মহিলাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এর জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ মহিলাদের নেই। এ দুটি বক্তব্যই আপাত দৃষ্টিতে খুবই সত্য মনে হলেও আসলে তা ঠিক নয়। যে সকল মহিলারা রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত আছেন, কিংবা যাঁদের স্বামীরা নির্বাচন করেছেন তাঁরা সকলেই নির্বাচনে প্রচারে বিভিন্ন এলাকায় গেছেন এবং তাঁদের কোনোই অসুবিধা হয়নি। স্বামীদের জন্যে নির্বাচনী প্রচার করতে পারলে নিজের জন্যে

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারবেন এটাই স্বাভাবিক । তাছাড়া অর্থের প্রতিযোগিতায় না গিয়ে কি করে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হয় সে চেষ্টাই মহিলারা করে দেখাতে চান । তাঁরা কালো টাকার প্রতিযোগিতায় নামতে চান না ।

প্রধান রাজনৈতিক দলের মহিলা অঙ্গসংগঠনগুলো সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে এখনো সোচ্চার হয়ে উঠেনি । তাঁরা সম্ভবত এ ব্যাপারে নিশ্চিত নন যে সরাসরি নির্বাচন তাঁদের পক্ষে যাবে না বিপক্ষে যাবে । কারন তাঁদের দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে আপনা থেকেই যেভাবে তাঁদের সাংসদ হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, সরাসরি নির্বাচন করলে তা নাও হতে পারে । ফলে এ ঝুকি তাঁরা হয়তো নিতে চান না । কিন্তু একই সাথে এও দেখা গেছে যে মনোনয়নের মাধ্যমে যাঁরাই এ পর্যন্ত নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরা সাংসদ হবার গৌরব অর্জন করলেও তাঁদের মধ্যে এ অস্বস্তিবোধ কাজ করেছে যে দলের এবং দলের প্রধানের দয়ার ওপর নির্ভর করে সংসদে এসে পাঁচ বছর পুতুল হয়ে বসে থাকতে হয়েছে ।

সংসদে মহিলাদের আসনের যে রীতি চলছে তা অব্যাহত রাখার দাবী উঠছে শুধু একটি শর্তে, যে এই আসনগুলো সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে । এভাবে নারীদের দাবী আরো ব্যাপকভাবে বলতে গেলে সংসদে প্রথমে ৩০ ভাগ আসন অর্জন করা এবং পরে ৫০% আসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ করাই লক্ষ্য । এটা করতে হলে শুধু সংরক্ষিত আসনের ওপর নির্ভর করলে চলবে না, সাধারণ আসনে অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে । রাজনৈতিক দলগুলো মনোনয়ন না দিলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবেও দাঁড়াতে হবে । হার-জিতের তোয়াক্কা না করেই নির্বাচনী প্রচার এবং সকল প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে ।

৪.১৬ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ও সরাসরি নির্বাচন বিষয়ে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত

১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত মহিলা পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র মহিলা সমাচারে প্রকাশিত হয়েছিল । সাংসদ, কবি, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত মতামত নিম্নে উদ্ধৃত হল । সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তৎকালীন (১৯৯৯) পদবী ব্যবহার করা হল সূত্র- জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচন চাই, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আন্দোলন কার্যক্রম ।[৭৫]

অধ্যাপিকা খালেদা খানম , সাবেক হুইপ, সপ্তম জাতীয় সংসদ

..... নারীর অধিকার তাঁর ক্ষমতায়ন থেকে আলাদা নয় । নারী নেতৃত্ব ও ক্ষমতায়ন প্রশ্নে সবার দাবী মেয়েদের সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ । তার মতে এক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে যেতে হবে । নারী নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে তৃণমূল পর্যায় থেকে । হঠাৎ করে পার্লামেন্টে সরাসরি আসনে মানুষ ভাল ভাবে গ্রহণ করবে না । গত ইউনিয়ন ও পৌরসভা নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে যে, সমাজ মেয়েদের নেতৃত্বকে গ্রহণ করেছে । মেয়েরা তাদের পজিশনকে হয়তো কাজে লাগাতে পারছে না, প্রয়োজনীয় পরিবেশের অভাবে । এ প্রক্রিয়াটা চলতে থাকলে পার্লামেন্টেও মেয়েরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে । সংসদ নির্বাচনে কালো টাকার প্রভাব আছে কিন্তু মেয়েদের টাকা কোথায়? ছেলের জন্য বাবা জমি বিক্রি করে কিন্তু স্ত্রী, মেয়ে বা ছেলের বউ এর জন্য সে তা করবে না । বর্তমানে যেভাবে নির্বাচন হচ্ছে, সেভাবে নির্বাচন হলে কালো টাকা ও সন্ত্রাস নিয়ে মেয়েরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না । তাছাড়া মেয়েদের কোন কনস্টিটিউয়েন্সি নেই যেখানে সে তার রাজনীতির ক্ষেত্র গড়ে তুলতে পারে ।

সংরক্ষিত মহিলা আসনে মহিলাদেরই নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে । কনস্টিটিউয়েন্সি পলিসিতে আসতে পারবে না । যেহেতু মেয়েদের কনস্টিটিউয়েন্সি নেই সেহেতু তার রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালাবার কোন জায়গা নেই । সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন একটি কঠিন বিষয়। পুরুষরা একটা থানা নির্বাচন করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তো মেয়েরা কিভাবে একটি বৃহৎ জেলায় নির্বাচন করবে তিনি সে প্রশ্ন উথাপন করেন। সংসদে নারীর আসন সংখ্যা কেউ কেউ ১০০টি দাবী করলেও তিনি মনে করেন ৬৪ জেলায় ৬৪টি সংরক্ষিত আসন হতে পারে।

সাইফ উদ্দীন আহমেদ ,সাধারণ সম্পাদক,গণফোরাম

.....নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবদান স্বীকৃত নয়। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তারা আসতে পারছে না। নানা সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে। মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর সুযোগ করে দেয়া রাষ্ট্রের, পরিবারের, সমাজের ও রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব। প্রতি জেলা ও চার মহানগর থেকে একজন করে নারী সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে যাতে আসতে পারেন, রাষ্ট্রীয়ভাবে সেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। এই প্রক্রিয়ায় প্রতি জেলা ও চার মহানগর মিলিয়ে মোট ৬৮টি আসন জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা যায়। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রত্যেকটি দলেরই উচিত স্ব-স্ব- রাজনীতির মূল ধারায় মহিলাদের সম্পৃক্ত করার; দলের ভিতরে প্রোমিনেন্ট পজিশনে মহিলাদের নিয়ে আসার কার্যক্রম বা পরিকল্পনা গ্রহণ করা। মহিলাদের ভোটের কথা বিবেচনায় রেখেই রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক কাঠামোতে এই ব্যবস্থা রাখা দরকার। এমনিতে অনেক দলেই মহিলা দল, মহিলা লীগ এগুলো আছে। কিন্তু বৃহত্তর মহিলা সমাজকে রাজনীতির মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার কোন উদ্যোগ নেই। নারীর রাজনৈতিক দক্ষতা, যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা লাভের এই প্রক্রিয়া শুরু করার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোর ওপরই বর্তায়।

ড. আনিসুজ্জামান ,শিক্ষাবিদ

.....জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য যে আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে এর পিছনের ধারণাটা ছিল যে আমাদের দেশের মেয়েরা অনেক পিছিয়ে আছে। কাজেই সমাজের পশ্চাৎপদ অংশের প্রতিনিধিত্ব করার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। যদি মেয়েদেরকে রাজনীতিতে এবং নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত করা যায় তাহলে আরো বেশি সংখ্যক আসন তাদের প্রাপ্য হয়। সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে হলে নির্বাচনের যে অসুবিধা, সেটা হচ্ছে মেয়েদের যে আসন সেটা সাধারণ আসনের দুটি বা তিনটি মিলে যে পরিধি তার সমান। ১০০ আসন হলেও সাধারণ আসনের তিনগুন হয়, এটা সামাল দেয়া খুব সহজ হবে না। আর এখন যে অবস্থা, যেখানে সাংসদদের দ্বারা নির্বাচিত হচ্ছেন, সেখানে যে দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে, তারাই সবকটি আসন নিয়ে যাচ্ছে। এতে হয়তো স্থিতিশীলতা বাড়ে, কিন্তু মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব সম্পূর্ণ হয় না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আরেকটা কথা হলো যে, সরাসরি নির্বাচিত হলে সাংসদদের সচেতনতা বাড়বে, জনসংযোগ বাড়বে। তাদের কাছে ভোটাররা, এলাকার লোকেরা সরাসরি আসতে পারবে, দাবী করতে পারবে। তিনি মনে করেন সব সেক্টরে সমান হতে মেয়েদের আরো অনেক সময় লাগবে। সে কারণে এ সংরক্ষিত আসনের বিষয়টি আরো পঁচিশ বছর অর্থাৎ ৫ টার্ম থাকা দরকার।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ,সাধারণ সম্পাদক ,বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি

.....যতক্ষণ পর্যন্ত নারী-পুরুষের মধ্যকার ব্যবধান ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে একান্ত তাদের মধ্যে একটা ন্যূনতম সমতা নিয়ে আসা না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সংসদে নারীদের জন্যে আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু রাখা প্রয়োজন, তবে তা বর্তমান আকারে নয়। সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বাড়িয়ে অন্তত পক্ষে মোট আসনের ৩০% সংরক্ষিত করতে

Dhaka University Institutional Repository

হবে। তাহলে আসন সংখ্যা বেড়ে ৩০টির স্থলে ৪০টি হবে। নারী সমাজের সরাসরি ভোটে এই আসনগুলোতে নির্বাচন হবে। সেক্ষেত্রে একজন মহিলা ভোটার একই সঙ্গে দু'টি ভোট দেয়ার ক্ষমতা রাখবেন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস ,ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রামীণ ব্যাংক (নোবেল শান্তি পুরুস্কার বিজয়ী)

.....জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে যদি মহিলাদের সংসদে নিয়ে আসা যায়, তাহলে তারাও একটা নতুন ধরনের সুস্থ রাজনীতির পরিবেশ নিয়ে আসতে পারেন। রাজনৈতিক দলের জন্য এটা খুব উপাদেয় উপকরণ যে বর্তমান পদ্ধিতিতে ইলেকশনে যেতে হয় না। তারা নিজেরা কিছু লোক বাছাই করে দিয়ে দিতে পারে এবং এটা সরকার গঠনের সাহায্য করে। কিন্তু এটা দেশ এবং নারীর জন্য মোটেই ভালো নয় এমন কি এটা কোন প্রতিনিধিত্বই না। এই পদ্ধতি থেকে দূরে সরে আসা উচিত এবং নতুন একটা প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত। সরাসরি নির্বাচনে আসতে হবে তবে তা সংরক্ষিত আসনে। আসন সংখ্যা ৬৪টি হবে না কি ১০০টি আসন বৃদ্ধি করা হবে-তা আলাপ আলোচনা করা যেতে পারে। ১০০টি আসন হলেও তিনগুণ দায়িত্ব একজন মহিলার ঘাড়ে পড়ে। তিনগুণ এলাকা তাকে সামাল দিতে হবে। তিনগুণ খরচও হবে। রাজনৈতিক দলগুলো মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের বিষয়ে আমি ১০%-এ যাব না। টোকেন হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলো ৫% মহিলা দিয়েই শুরু করা যায়।

তাসমিমা হোসেন ,সাবেক সংসদ সদস্য ও সম্পাদক,পাক্ষিক অনন্যা

.....একজন সংসদ সদস্য যখন জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসেন তখন অবশ্যই তাঁর যেমন দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকে তেমনি জনগণের কাছেও গ্রহণযোগ্যতাটা অনেক বেশি থাকে। এ কারণেই তিনি সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এর কতগুলো সমস্যাও রয়েছে, অর্থাৎ সরাসরি নির্বাচনে অংশ নিতে হলে যেসব সমস্যা মোকাবেলা করতে হয় তার জন্য নারীরা এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি নয়, রাজনৈতিক দলগুলোও মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যাপারে ইতিবাচক কথা বললেও বাস্তবে তাদের ভূমিকা ইতিবাচক নয়।

শামসুর রহমান (বর্তমানে মৃত) ,কবি

আমাদের দেশের নারীরা তো নানা দিক থেকে বঞ্চিত। তাঁরা যে উন্নতি করতে চান, তারা যে উন্নতিকামী, এই আকাঙ্খাটাকেই অনেক সময় মর্যাদা দেয়া হয় না। মনে হয়, তাঁরা যেসব দাবি করছেন, নারী সমাজ এখন যে বলছেন যে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন চান, এটা তাঁদের অধিকার বলেই তাঁরা এ পর্যায়ে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করবেন। প্রত্যেক জেলায় একটি করে মহিলা আসন সংরক্ষণ করা যেতে পারে যেখানে মেয়েদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দলের নারী অংশটিকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্যে মেয়েদেরকে আরো বেশি হারে মনোনয়ন দিতে পারে। তিনি বর্তমান সংরক্ষণ কমপক্ষে দশ বছর অর্থাৎ দুই টার্ম থাকা উচিত। অথবা এটা আরো বাড়িয়ে চার টার্ম রাখলে ভালো হয়।

আবেদ খান ,সাংবাদিক, কলামিষ্ট

.....জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনটা বাঞ্ছনীয় এবং এই সাথে সংরক্ষিত আসনের বিষয়টিও থাকা উচিত। কারণ, আমাদের এখানে মূলত সামাজিক যে কাঠামো, তা নারী অধিকার বা নারী মুক্তির দিক থেকে

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত বৈরী, এ বৈরী পরিবেশের মধ্যে বিশেষ করে মৌলবাদী উত্থান, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে নারীদের অধিকারের প্রশ্নে রাজনৈতিক বিতন্ডা, সবকিছুই কিন্তু নারীদের বিপক্ষে। যদিও একজন নারীই প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেত্রীও মহিলা। দুজনেই একটা প্রতীক হিসেবে আছেন। তাদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশা থাকবে যে বিশেষভাবে নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বা নারী অধিকারের ক্ষেত্রে তারা অগ্রসর একটা ভূমিকা পালন করবেন কিন্তু এটা হচ্ছে না। তার কারণ, প্রধান পদে যদিও একজন নারী আছেন, কিন্তু মূল কাঠামোটি একটি পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা, পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো। এই পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর সবকিছু নিয়ন্ত্রিত এবং নির্ধারিত হয় পুরুষের দ্বারাই। নারী আসন থাকা উচিত এবং অবশ্যই যেন তাকে করুণার পাত্র হিসেবে দেখা না হয়।

সেলিমা রহমান ,যুগ্ম মহাসচিব ,বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

.....সরাসরি নির্বাচন অবশ্যই রাজনীতিবিদদের জন্য একটা বিরাট অনুভূতি। প্রত্যেকেই চাইবেন যেন সরাসরি নির্বাচন করে সংসদে আসেন। দীর্ঘদিন যাবৎ মহিলারা সংরক্ষিত আসনে সাধারণ আসনের এমপিদের দ্বারা সিলেক্টেড হয়েছেন। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক যে যখন যে পার্টি মেজরিটি লাভ করে, সে পার্টি এই মহিলা আসনে নমিনেশন দেয় এবং মহিলারা সে পার্টির হয়েই আসে, ১০% সিটে মহিলারা আসে। এখন যে দাবীটা উঠছে, এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত।

নারী সমাজের অবশ্য দীর্ঘদিনের একটি দাবী আছে যে, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচনের সময় কমপক্ষে ৫%-১০% আসনে মহিলাদের নমিনেশন দেয়ার। কিন্তু এই বিষয়টি কোন রাজনৈতিক দল মানে ? কেউ মানে না। মহিলারা যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁরা অধিকাংশই স্বামীর টাকার ওপর নির্ভরশীল। মহিলারা তখনই সরাসরি নির্বাচনে আসতে পারবেন যখন তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হবেন। সাধারণ নির্বাচনেও অনেক ডেডিকেটেড রাজনীতিবিদ নমিনেশন টাকার অভাবে পান না। ব্যবসায়ী ধনীরা নমিনেশন পাচ্ছেন। মেয়েদের ক্ষেত্রেও সেটা ঘটবে। যে মহিলার স্বামী শিল্পপতি অর্থাৎ ধনী সে মহিলা নমিনেশন পেয়ে থাকেন। আসলে জোর দিতে হবে রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে, অবশ্যই যেন নির্দিষ্ট পার্সেন্টে মহিলাদের নমিনেশন দেয়া হয়। তা নাহলে নারী সমাজের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না।

মাহফুজ আনাম ,সম্পাদক, দি ডেইলি স্টার

.....এখন যে সংরক্ষিত আসনগুলো আছে সেখান থেকে আমাদের অভিজ্ঞতা কি ? এই যে নারীদের সংরক্ষিত আসনে যে প্রতিনিধিত্ব, এখানে নারীদের ইস্যু নিয়ে কোন আলোচনা হয় না। অর্থাৎ যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাংলাদেশ হওয়ার শুরু থেকেই সংরক্ষিত আসনগুলোর কথা চিন্তা হয়েছিল; উদ্দেশ্য ছিল যে তাঁরা নিজেদের উপস্থিতির মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, তাঁদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা কথা বলবেন। অর্থাৎ পুরুষ শাসিত ও পুরুষ প্রাধান্য এই সংসদে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নারীদের এই বিষয়গুলো তাঁরা আনবেন। এ বিষয়ে সবাই একমত হবেন যে এ ধরনের সকল উদ্যোগই তাঁরা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থ হয়েছেন নানা কারণে, দল থেকে তাঁদের কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেয়া হয় না, তাঁরা যেহেতু কোন নির্দিষ্ট স্থান থেকে নির্বাচিত নন তাই তাঁরা নিজেদের একটু হেয় চোখে দেখেন এবং যেহেতু পার্টির নমিনেশনের মাধ্যমে আসেন কোন রকম জনপ্রিয়তা বা বিবেচনা ছাড়াই তাঁরাও বলিষ্ঠতার সাথে কনফিডেন্সসহ কথা বলতে পারেন না। তাই নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার ব্যবস্থা করে যে উদ্দেশ্যে তাঁদের আনা হয়েছে সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রকম ব্যর্থ হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, এই সংরক্ষণ বাতিল করে দেয়া হোক। কিন্তু এই উদ্দেশ্যগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

মতিউর রহমান ,সম্পাদক ,দৈনিক প্রথম আলো

.....নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ মনোনয়নে মহিলা প্রার্থীদের খুব কমই মনোনয়ন দিয়ে থাকে। বলা যায়, দিতেই চায় না। একটা কারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। আর দ্বিতীয়তঃ বাস্তব সত্যটা হচ্ছে বর্তমান নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অর্থ এবং মাস্তানির প্রতিযোগিতায় একজন মহিলার জয়যুক্ত হবার সম্ভাবনা কম, এ পরিস্থিতি দুঃখজনক। তাই সংসদের মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সংরক্ষিত আসন থাকতে হবে। কিন্তু আগামীতে এই সংরক্ষিত আসনের মর্যাদা ও গুরুত্ব বাড়াতে এ আসনগুলোতে সরাসরি নির্বাচন হওয়া উচিত। সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা নিয়ে নানা প্রস্তাব রয়েছে। ৬৪টি জেলা থেকে ৬৪টি সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের সরাসরি নির্বাচন হতে পারে যদিও গোটা জেলায় একজন সাংসদের পক্ষে কাজ করা খুবই দুরুহ ব্যাপার। তবুও বর্তমান সার্বিক অবস্থার বিচারে এটা শুরু হতে পারে। সংরক্ষিত আসন নিয়ে আলোচনায় পাশাপাশি আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের জন্য মোট মনোনয়নের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেয়া যেতে পারে।

মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন সাবেক সভাপতি ,বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন

.....বিংশ শতাব্দীকে চ্যালেঞ্জ করতে হলে নারীদের নিজস্ব যোগ্যতায় এগিয়ে আসার সময় এসেছে। গ্রাসরুট থেকে মহিলা নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে এবং সামনে এগিয়ে দিতে হবে। পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের ব্যাপারে আজ সকলের দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। তাই সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের প্রশ্নে আজ আর কারো দ্বিমত আছে বা থাকবে বলে আমার মনে হয় না। আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী নেতৃত্বের ক্ষেত্রটিতে খুবই অগ্রসর মানসিকতাই পোষণ করেন। সুতরাং এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তটি পূরণ সময়েরই ব্যাপার।

৪.১৭ নারী আন্দোলন--নারী সংগঠন

নারী সমাজ তাদের এ দাবী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত দুই দশক থেকে ব্যাপক প্রচার, জনসংযোগ, স্মারকলিপি প্রদান, সভা-সমাবেশ, সেমিনার করে আসছে। তারা জাতীয় সংসদের স্পীকার ও প্রধান মন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারের সংশ্লিষ্ট অনেকের কাছেই তাদের দাবীর পক্ষে তাদের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করেছেন। এমনকি তাদেরকে রাস্তায়ও নামতে হয়েছে। পথসভা, মানববন্ধন, বিক্ষোভ করতে হয়েছে। কিন্তু সেদিকে সরকার সহ বিরোধী দলের কোন কর্ণপাত ছিল না। অথচ এ দাবী মানা হলে নারী সমাজ তথা বাংলাদেশ একধাপ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে বলে নারী সমাজের বিশ্বাস। তারা মনে করে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে যেতে না পারলে নারীদের অবমাননাকর জায়গা থেকে মুক্তি আসবে না।[৭৮]

৪.১৭.১ নারী সমাজের সাংবাদিক সম্মেলন

গত ২১ সেপ্টেম্বর/৯৯ জাতীয় প্রেস ক্লাবে মানবাধিকার ও নারী সংগঠন সমূহ সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের দাবীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিন দফা দাবী পেশ করেন ঃ

(১) সংরক্ষিত মহিলা আসন বৃদ্ধি করে প্রতি জেলায় ১টি করে মোট ৬৪টি আসন সংরক্ষণ করা।

(২) কমপক্ষে তিনটি মেয়াদ অর্থাৎ ১৫ বছর এ সংরক্ষণ অব্যাহত রাখা।

(৩) সংরক্ষিত আসনে বর্তমানে পরোক্ষ নির্বাচন বিলুপ্ত করে সরাসরি জনগনের ভোটে নির্বাচন দেয়া। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে বিশিষ্ট নারীনেত্রী ও এনজিও কর্মী পরবর্তীতে বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন রাজনীতিতে নারীর স্বাভাবিক ও সাবলীল উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। আমাদেব লক্ষ্য সরাসরি নির্বাচন। এর প্রাথমিক ধাপ হলো আসন সংরক্ষণ। তিনি প্রধানমন্ত্রী, সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী, স্পীকার, সাংসদ ও রাজনৈতিক দলগুলোর নেত্রীবৃন্দকে নারী সমাজের দাবী বাস্তবায়নের আহবান জানান।[৭৭]

একই বিষয়ে গত ১১ মার্চ-২০০০ তারিখে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং ১৯ জুলাই-২০০১ তারিখে বিভিন্ন নারী ও মানবাধিকার সংগঠন ও এনজিও সমন্বয়ে নারী আসন বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের দাবীতে সাংবাদিক সম্মেলন করে। সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা বলেন যে বাংলাদেশের এই মূহুর্তের বাস্তবতায় নারীকে পাশ কাটিয়ে বা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীকে এড়িয়ে দেশের উন্নয়ন অসম্ভব। নেত্রীবৃন্দ মনোনয়নের সময় শতকরা ১০ ভাগ নারীকে মনোনয়ন, ফতোয়াবাজদের সঙ্গে কোন রকম নির্বাচনী সম্পর্ক না গড়া, চোরাকারবারী, কালোটাকার মালিক,ঋণ খেলাপি,সন্ত্রাসী গডফাদারদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে আহবান জানান।[৭৮]

৪.১৭.২ নারী সমাজের আন্দোলন কর্মসূচি

সম্মিলিত নারী সমাজ গত ০৩-০৮-২০০০ তারিখে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবীতে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করে। এ বিষয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নারী নেত্রীরা সংরক্ষিত আসনে আরও তিনটি মেয়াদে সরাসরি নির্বাচন দাবী করেন। তাঁরা আরও বলেন যে, নারীরা কারো করুণা চায় না, সে লক্ষ্যে নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য নারী সমাজ সাময়িক ভাবে সংরক্ষিত আসনের দাবী জানাচ্ছে। একই সঙ্গে সাধারণ আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় যেন ভবিষ্যতে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন না থাকে। এজন্য নেত্রীবৃন্দ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়াসহ রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি সহযোগিতার আহবান জানান এবং দাবী করেন নারী সংগঠনের কাছে এবারের নির্বাচন একটি বড় বিষয় হিসেবে আসবে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এসব দাবীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে এর প্রভাব নারী ভোটারদের উপর পড়বে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নারী বিরোধী চরিত্র জনগণের কাছে উন্মোচিত হবে।

তাঁদের দাবী মতে রাজনৈতিক দলগুলোর সাধারণ আসনে কমপক্ষে ৩০ ভাগ মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়া উচিত। তাঁরা আরও বলেন যে, বর্তমান নির্বাচন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন, নির্বাচনী ব্যায় হ্রাস, কালো টাকার ব্যবহার দমন, সন্ত্রাস নির্মূল এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। নির্বাচনে সমাজ বিরোধী, ঋণ খেলাপি ও নারী নির্যাতন কারীদের অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে। তাঁরা সংসদে আনীত সংবিধান সংশোধনী বিল-২০০০ প্রত্যাহার করে তা' নারী সমাজের প্রস্তাবের আকারে উথাপন করার দাবী জানান।[৭৯] সংবিধান সংশোধনী বিল-২০০০ প্রসঙ্গে নারী নেত্রী হাজেরা সুলতানা বলেন, দু'টি দলই আসন বাড়াতে চায়, কিন্তু বোনাস হারাতে চায় না। মূল সমস্যা এখানেই। সুলতানা আক্তার রুবী বলেন, বিরোধী দল সংসদে নেই বলে বিল পাশ করা যাচ্ছে না-এটা একটা কুটতর্ক ছাড়া আর কিছুই না। আগে সংশোধিত বিল আনুন, তারপর দেখা যাবে। ফরিদা আক্তার বলেন, বিরোধী দল সংসদে গিয়ে এই বিল পাশ করলেও মানবো না। কারণ এই বিলে নারী সমাজের দাবীর প্রতিফলন নেই।[৮০]

যে উদ্দেশ্যে নারী সমাজ এই দাবী করছে তার কয়েকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে তা হলো-

(ক) দেশের তৃণমূল পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের বিকাশ প্রসারিত করা;

(খ) নারী অধিকার ও সমাজ উন্নয়নে প্রতিটি নারী সহায়ক ভূমিকা রাখবে;

Dhaka University Institutional Repository

(গ) নারী অধিকার সম্পর্কে জনগণের ধারণা, সমাজে বিভিন্ন পর্যায়ের নাগরিকদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে মতপার্থক্য দূরীকরণ;

(ঘ) ক্ষমতায়নের মাধ্যমে মানবিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও জনসেবা সম্পর্কে আত্মউন্নয়নের পথ সুগম করা।[৮১]

৪.১৭.৩ নারী সমাজের অবস্থান ধর্মঘট,অনশন ও সমাবেশ

সম্মিলিত নারী সমাজ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবীতে গত ১১-০১-২০০১ তারিখে মানিক মিয়া এভিনিউ-এ অবস্থান ধর্মঘট ও প্রতীকী অনশন পালন করে এবং সেখানে তাদের পুলিশী হয়রানির মুখোমুখি হতে হয়।[৮২] এ আন্দোলনের অংশ হিসেবে তাঁরা গত ১৬-০১-২০০১ তারিখে পুনরায় অবস্থান ধর্মঘট ও অনশন পালন করেন। এতে ১৯টি নারী সংগঠনের দেশ বরেণ্য নারী নেত্রীগণ ও বহু মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠন, ছাত্র সংগঠনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক নাট্য কর্মী, সংগীত শিল্পী ও বহু ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ পূর্বক সংহতি প্রকাশ করে। এই কর্মসূচী শেষে সম্মিলিত নারী সমাজ ৬টি দাবী পেশ করেন। দাবী সমূহ হচ্ছে ঃ[৮৩]

(১) সরকারিদল সংরক্ষিত আসনে শুধুমাত্র মেয়াদ বৃদ্ধির বিল প্রত্যাহাব করে সবাসরি নির্বাচনের বিল উথাপন করুন;

(২) বিরোধীদল সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিলে সমর্থন দিন;

(৩) সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ আরো ১০ বছর বাড়ান;

(৪) সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৩০ থেকে বৃদ্ধি করে জেলাওয়ারি ৬৪ করুন;

(৫) রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ আসনে মনোনয়ন দানের সময় ১০% মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দেবেন এবং

(৬) সকল রাজনৈতিক সংগঠন সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ দাবী তুলুন।

১৮/০৩/২০০১ তারিখে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে সম্মিলিত নারী সমাজ ও নারী প্রগতি সংঘ পৃথক পৃথক সমাবেশের আয়োজন করে এবং মিছিল করে প্রেস ক্লাবে আসে। তারা সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বাড়ানো এবং সবাসরি নির্বাচন বিষয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সমালোচনা করে। নারী সমাজের এই যৌক্তিক দাবীকে উপেক্ষা করে রাজনৈতিক দলগুলো দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছে বলে অভিযোগ করে। তারা আগামী সংসদ অধিবেশনে সরকারকে সংরক্ষিত নারী আসনে সবাসরি নির্বাচনের বিধান করে বিল উথাপন করার আহবান জানায়। নেত্রীরা প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট এই বিষয়ে আন্তরিক ইতিবাচক ভূমিকা পালনের আহবান জানায়।[৮৪]

সম্মিলীত নারী সমাজ গত ১০-০৬-০১ তারিখে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন এবং আসন সংখ্যার বৃদ্ধির দাবিতে পুনরায় সমাবেশ ও মিছিল করেন এবং স্পীকারকে স্মারকলিপি প্রদান করেন। তাঁরা সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বৃদ্ধির বিল প্রত্যাহার করে সরাসরি নির্বাচনের বিল উথাপনের জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহবান জানান। তাঁরা বলেন সরকারী দল আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দল বিএনপি উভয়ের পক্ষ থেকেই নারীদের এই গুরুত্বপূর্ণ দাবীর প্রতি আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের প্রশ্নে নারী সমাজ কোন আপোষ করবেনা বলে তাঁরা জানিয়ে দেন।[৮৫]

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৮ নারী ও সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী-আশাহত নারী সমাজ

১৯৭২ সালে সংবিধান রচিত হওয়ার পর স্পষ্ট লক্ষ্য করা গেছে যে, জনগণের পিছিয়ে পড়া অংশ হিসেবে নারী সমাজ গুরুত্ব পেয়েছে। নারীদের এই পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে তুলে আনতে জাতীয় সংসদে নারী আসনের গুরুত্ব ও ভালোমন্দ উভয় দিক নিয়েই স্বাধীনতার পর থেকে ব্যাপক আলোচিত হলেও গত দুই দশক এই ইস্যুতে নারী সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচন-এ বিষয়ে সকল নারী সমাজ ঐক্যবদ্ধ। আসন সংখ্যা কত হবে তা' নিয়ে একের অধিক মতামত রয়েছে। তবে ৬৪টি জেলায় ৬৪টি আসনের বিষয়ে অনেকে একমত পোষণ করেছে। আসন সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে যেটাই হোকনা কেন সেক্ষেত্রে নারী সমাজের কোন কঠিন বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে নারী সমাজ ছিল স্বোচ্চার এবং একাত্ম। গত তিনটি মেয়াদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে দুইজন প্রভাবশালী নেত্রী দায়িত্ব পালন করলেও এবং এই দুই নেত্রীর দুটি দল বাংলাদেশে প্রধান দুটি দল হওয়া সত্ত্বেও নারী অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। এমনকি সংসদে নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়টি বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল প্রকাশ্য ভাবে সমর্থন করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থেকেও এটি বাস্তবায়ন করেনি। যদিও বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয়ের নির্বাচনী ইস্তেহারে সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের অঙ্গীকার ছিল। ১৯৯৭ সালের ৮ই মার্চ আওয়ামী লীগ সরকার নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করেন-যার অনুচ্ছেদ ৮-এ সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রত্যক্ষ ভোট গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সংবিধান সংশোধন করার মতো দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন আওয়ামী লীগের নেই দাবীতে এবং বিরোধী দলীয় বিএনপি সংসদে অনুপস্থিত থাকার অজুহাত দেখিয়ে সংরক্ষিত নারী আসনে, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং অভিযোগ পাওয়া যায় এ ক্ষেত্রে যে খসড়া বিলটি প্রস্তুত করা হয়েছিল তাতে সরাসরি নির্বাচনের কোন কথা উল্লেখ ছিল না।

৪.১৮.১ আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক আনীত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন বিল-২০০০

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ সময়ে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি বিল উপস্থাপন করা হয়েছিল। এই বিলে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব ছিল। কিন্তু সরাসরি নির্বাচনের বিষয়টি ছিল না। যদিও সম্মিলিত নারী সমাজ ও নারী আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা। ফলে এই বিলটি নারী সমাজ প্রত্যাখ্যান করে। তাঁরা বলেন নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয় দলের নেত্রীবৃন্দের সঙ্গে নারী নেত্রীগণ কথা বলেছেন, এমনকি দুই নেত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দাবীর কথা জানালে তারা উভয়েই তাদের দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু উভয় দলই সংসদে গিয়ে এ বিষয়ে আগ্রহ দেখায়নি। ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছিলেন, স্থানীয় সরকার সহ সংসদে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে। কিন্তু বিলে সে ধরনের কোন আলামত ছিল না। বিরোধী (বিএনপি) দলের সঙ্গে এ বিষয়ে নারী সমাজ কথা বলার সময় বিএনপি থেকে বলা হয়েছিল যে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান হলে তারা তাতে সম্মতি জানাতে সংসদে যাবেন। উল্লেখ্য যে, বিএনপি ঐ সময় সংসদ বর্জন করে আসছিল। এ বিষয়ে এ্যাডভোকেট সীগমা হুদার মতে "সংরক্ষিত মহিলা আসনে মনোনয়নের পরিবর্তে সরাসরি নির্বাচন বিষয়ে সবাই একমত"। যাতে করে সমাজের পশ্চাৎপদ অংশ হিসেবে নারী সমাজের যোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী প্রগতি সংঘের চেয়ারপারসন রোকেয়া কবির এর মতে "যে ধরনের বিল আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকারী দল আমরা অনেক আগে এর বিরোধিতা করেছি"। বর্তমানে মহিলা আসনগুলো সরকারি দলের বোনাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাতে জনগণের যেমন কোন লাভ নেই তেমন নারী সমাজের আশা-আকাঙ্খার কোন প্রতিফলন হচ্ছে না। মহিলা পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদিকা মালেকা বেগম অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, তাঁরা অনেক আগেই একটি খসড়া বিল তৈরী করে সংসদীয় কমিটি ও আইন মন্ত্রীকে দিয়েছিলেন। আইন মন্ত্রী বলেছিলেন সরকারি দল যখন বিলটি সংসদে উপস্থাপন করবে তখন নারী নেতৃবৃন্দের পরামর্শ বিবেচনা করা হবে। কিন্তু তাঁরা তা' করেননি। ফলে এ বিলের সঙ্গে নারী সমাজ নেই।[৮৬]

সম্মিলিত নারী সমাজ সংরক্ষিত আসনের সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে সম্মত করতে না পেরে গত ২৬/০৭/০১ তারিখে আগামী নির্বাচনে সম্মিলিত ভাবে আলাদা মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর পূর্বেই নারী সংগঠনগুলো একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে প্রার্থী মনোনয়ন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। গত ৬ জুলাই-০১ ঢাকায় সারা দেশ থেকে আসা নারী প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে প্রায় সবাই মহিলাদের পৃথক প্রার্থী দেয়ার দাবী তোলে। গত ২২ জুলাই-০১ তারিখে ঢাকায় ৬টি নারী সংগঠন নেত্রীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়-যেখানে নির্বাচনে প্রার্থী দেয়ার ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা এবং ইতিবাচক মতামত পাওয়া যায় এবং ৪ঠা আগষ্ট-২০০১ তারিখে বিভিন্ন নারী সংগঠনের বৈঠকে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্মিলিত নারী সমাজের নেতৃবৃন্দ বলেন বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতারণামূলক আচরণ ও বিএনপির সংসদ বর্জন নীতির কারণে সংসদে সংরক্ষিত আসন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁরা সবগুলো রাজনৈতিক দলকে আসন্ন নির্বাচনে ১০% আসনে মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার আহবান জানান। তারা রাষ্ট্রপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও রাজনৈতিক দলের প্রতি ৪ দফা দাবী উপস্থাপন করেন। দাবিগুলো নিম্নরূপ ঃ-[৮৭]

১) সন্ত্রাসী, কালো টাকার মালিক, ঋণ খেলাপি, নারী নির্যাতনকারী ও যুদ্ধপরাধীদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করা;

২) শতকরা ১০ ভাগ আসনে মহিলা প্রার্থী দেয়া;

৩) রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তেহারে নারীদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধানের অঙ্গীকার করা; ও

৪) নির্বাচনে বিদেশী সংস্থার হস্তক্ষেপ বন্ধের ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া।

৪.১৮.২ ৮ম জাতীয় সংসদ ঃ সংরক্ষিত নারী আসন

গত ০১/১০/২০০১ তারিখে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে বিএনপিসহ চার দলীয় জোট সরকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং ১০/১০/২০০১ তারিখে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই নির্বাচনে মাত্র ৬ জন মহিলা মোট ১৩টি আসনে বিজয়ী হয়। জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ নারী হওয়া সত্ত্বেও সংসদে মাত্র শতকরা ২ ভাগ নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আসতে পেরেছেন। বিগত সংসদে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি বা সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। ফলে বর্তমান নবনির্বাচিত সংসদ সংরক্ষিত নারী আসনের প্রতিনিধি ছাড়াই অধিবেশনে বসে। উল্লেখ্য, নির্বাচনের পূর্বে বিএনপির

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ারপারসন এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন যে, ক্ষমতায় গেলে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।[৮৮] বিএনপি তার নির্বাচনী ইস্তেহারে বলেছিল বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সংসদে নারীদের আরও কার্যকরী ভূমিকা পালন ও ক্ষমতায়নের জন্য তাদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে এবং মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। ইতোপূর্বে বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন সবার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করবেন। এ বিষয়ে চার দলীয় জোটের অন্যতম শরীক জামায়াতে ইসলামীর আমির মওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছিলেন যে, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা কত হবে তা তাদের ইস্তেহারে না থাকলেও তারা নীতিগত ভাবে ৬০-৬৪টি আসনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। তবে সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য সরাসরি নির্বাচনের বিরুদ্ধে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।[৮৯] জোট সরকারের অন্য দুটি শরীক দলও নির্বাচনের পূর্বে জাতীয় সংসদের মহিলা আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে তাঁদের নির্বাচনী ইস্তেহারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের পর পরই বিএনপি সহ চারদলীয় জোট তাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি থেকে পিছু হটেন এবং তৎকালীন আইনমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ সংসদের নারী আসনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনার আহবান জানান। তিনি এ বিষয়ে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব উল্লেখ করেন। বিকল্প প্রস্তাব গুলো নিম্নরূপ ঃ[৯০]

১) নির্বাচন সরাসরি না পরোক্ষ করা হবে;

২) পরোক্ষ হলে সংসদে প্রাপ্ত আসন সংখ্যার আনুপাতিক হারে বিভিন্ন দলের মনোনয়নে নারী সদস্য নির্বাচিত হবেন।

৩) অথবা পূর্বের মতো সংসদ সদস্যদের ভোটে নারী সদস্য নির্বাচিত হবেন।

গত ০৪/১১/০১ তারিখে চার দলীয়জোট সরকারের সহযোগী জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের মহিলা ইউনিট এক সভায় জাতীয় সংসদের মহিলাদের আসন দ্বিগুন করার এবং জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে বিল উত্থাপনের জোর দাবী জানায়। পরবর্তী জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দল তাদের প্রদত্ত মনোনয়নের কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ আসনে মহিলাদের মনোনয়ন প্রদান করবে এ প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করতে জোর দাবী করা হয়।[৯১]

উল্লেখ্য যে, সরকারী দলের আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বিকল্প প্রস্তাবগুলোর বিষয়ে আলোচনার অভিমত ব্যক্ত করলেও সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরণের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। বিএনপিসহ চার দলীয় জোট সরকারের সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের সংসদ বর্জনের অজুহাত তুলে এবং সকলের সাথে আলোচনাক্রমে এ বিষয়টি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব দেখিয়ে সংসদে নারী আসন সংক্রান্ত বিল উত্থাপনে কালক্ষেপন করে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিএনপি বিরোধী দল হিসেবে যেরূপ অসহযোগিতা করেছে চার দলীয় জোট সরকারের সময় বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ঠিক তেমনই ভূমিকা পালন করেছে মর্মে নারী নেত্রীগণ অভিযোগ তুলেন। এ বিষয়ে জোট সরকারের স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী এবং বিএনপির মহাসচিব জনাব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া বলেন "আমরা চাইছি বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে, আসন সংখ্যা কত হবে? মনোনয়ন পদ্ধতিতে হবে, না সরাসরি নির্বাচন পদ্ধতিতে হবে? কিভাবে হবে? মনোনীত পদ্ধতিতে হলে কিভাবে আসন বন্টন হবে? সব বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে"। জামায়াতে ইসলামীর

Dhaka University Institutional Repository

আমিরও একইরূপ মন্তব্য করেছেন।[৯৩] এর অর্থ হলো চারদলীয় জোট ও বিএনপি তার নির্বাচনী ইস্তেহার ঘোষণা থেকে সরে গেছে। সংসদে নারী আসন সংক্রান্ত বিল বিষয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন যে, "আমরা সরকারে থাকতে এরূপ বিল এনেছিলাম কিন্তু বিরোধী দল হিসেবে তখন তারা সংসদে না আসায় বিলটি পাশ করা সম্ভব হয়নি"। এ বিষয়ে নারীনেত্রীগণ বলেন জোট সরকার অজুহাত দেখিয়ে সংসদে নারী আসন সংক্রান্ত বিল আনায়নে কালক্ষেপন করছে। তাদের যেহেতু দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা রয়েছে সেহেতু বিলটি তারা সহজেই পাশ করে নিতে পারে। এক্ষেত্রে কারোও মানা করার কথা নয়। তাঁরা বলেন আসন সংখ্যা ৬০/৬৪-যাই হোক নির্বাচন সরাসরি হতে হবে।[৯৩]

অতঃপর ১২-১১-২০০১ তারিখে বিভিন্ন নারী সংগঠন মানবাধিকার সংগঠন ও বেসরকারী সংগঠন বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করে। সম্মেলনে অষ্টম জাতীয় সংসদের চলমান প্রথম অধিবেশনেই নারী আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের বিল উপস্থাপনের আহবান জানানো হয়। তাঁরা বলেন বাংলাদেশের বাস্তবতায় নারীকে পাশ কাটিয়ে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অসম্ভব।[৯৪]

নারী সমাজ দাবী করেন জাতীয় জীবনের যে কোন ধরনের গণতান্ত্রিক ও গণজাগরণমূলক আন্দোলন-সংগ্রামে নারী সমাজ এবং জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ নিয়ে আসছে। দেশে যাতে সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চার মধ্য দিয়ে সুস্থ রাজনৈতিক ধারা বিকশিত এবং সমতাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমাজ গঠিত হতে পারে এর জন্য নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য।[৯৫]

সম্মিলিত নারী সংগঠন গত ০২ মে/০২ তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তাঁরা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে নারী সংগঠনগুলো কোন পরামর্শ দিতে পারেনি বলে যে মন্তব্য করেছেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানান। সম্মেলনে নেত্রীবৃন্দ বলেন এ সংক্রান্ত চতুর্দশ সংশোধনীর একটি খসড়া বিল গত ২২ জানুয়ারী/০২ তারিখে নারী সমাজের পক্ষ থেকে আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ এর কাছে পেশ করা হয়েছে। এর পরেও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আমাদের মর্মাহত করেছে। বক্তারা বলেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকাকালে বলেছিলেন নারী সমাজের এ দাবী অত্যন্ত যৌক্তিক। ক্ষমতায় গেলে এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে। অথচ ক্ষমতা গ্রহণের পর অষ্টম জাতীয় সংসদের দু'টি অধিবেশন নারী প্রতিনিধি বিহীন অনুষ্ঠিত হলেও এ সংক্রান্ত কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি সরকার। উপরন্তু প্রধানমন্ত্রী নারী সমাজ এই দাবীতে একাত্ম হতে পারছেনা বলে অভিযোগ এনে তাঁদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং নারীদের দাবীকে উপেক্ষা করে যাচ্ছেন। নেত্রীবৃন্দ বলেন, বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করায় যেসব সেক্টরের ভূমিকা অগ্রণী তার সিংহভাগেই অবদান রাখে নারীরা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির প্রসার, পোষাক শিল্প, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিসহ সকল ক্ষেত্রেই নারীর অবদান সবচেয়ে বেশি। অথচ এই নারীদেরই কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকবে না জাতীয় সংসদে। এটা মানা যায় না। নারী সমাজ এই উপেক্ষা মানবে না। নেতৃবৃন্দ বিরোধী দলসহ অন্যান্য নারী সংগঠনের প্রতি দাবী আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করার আহবান জানান।[৯৬]

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৯ নারী সংগঠন প্রণীত খসড়া বিল-২০০০

২০০০ সালের জাতীয় সংসদের গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনের আগেই জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন বিষয়ে নারী সমাজ একটি খসড়া বিল তৈরীর উদ্যোগ নেয়। যাতে সংসদের সংরক্ষিত আসন বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য দেশের রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, সাংসদ ও নারী সংগঠনের নেত্রীবৃন্দের কাছে পৌছে দেয়া যায়। এই লক্ষ্যে একটি ড্রাফ্ট কমিটি তৈরি করা হয়। কমিটির সদস্যবৃন্দ ছিলেন ঃ-

১। ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম

২। ব্যারিস্টার সালমা সোবহান

৩। ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর

৪। আয়শা খানম, সাধারণ সম্পাদিকা, মহিলা পরিষদ।

এই ড্রাফট কমিটি অনেক আলোচনা, পর্যালোচনা করে জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচন প্রক্রিয়ার খসড়া বিল-২০০০ শীর্ষক একটি খসড়া বিল প্রণয়ন করেন।

২৮ জুন ২০০০ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে একটি কর্মশালার মাধ্যমে উক্ত বিল দেশের সকল নারী সংগঠন, বুদ্ধিজীবী মহল ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট উথাপন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় মোট ১৫৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, আইনবিদ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ ৩৫টি সংগঠনের প্রতিনিধি ও ১৬টি পত্রিকার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব অবদুল মতিন খসরু। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামান, বিশিষ্ট আইনবিদ ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম।

উক্ত কর্মশালায় প্রস্তাবিত খসড়া বিলটি চুড়ান্তকরণ বিষয়ক একটি এ্যাকশন কমিটি গঠনের দাবী গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত হয় জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন বিষয়ে এযাবৎকাল পর্যন্ত যে সকল নারী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো বিভিন্ন ধরণের কাজ করে আসছে তারা সবাই এ্যাকশন কমিটির সদস্য হবেন।

৪.১৯.১ এ্যাকশন কমিটি গঠন

২৮ জুন ২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত "জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধির ও সরাসরি নির্বাচন প্রক্রিয়াধীন-২০০০" শীর্ষক কর্মশালায় এই খসড়া বিল বাস্তবায়নের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে নেবার জন্য এ্যাকশন কমিটি গঠিত হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এই এ্যাকশন কমিটির সেক্রেটারিয়েটের দায়িত্ব পালন করে। ১৫ জুলাই ২০০০ থেকে ২২ নভেম্বর ২০০০ পর্যন্ত এ্যাকশন কমিটির ৮টি সভা হয়েছে। এ্যাকশন কমিটির উদ্যোগে ২১ অক্টোবর ২০০০ তারিখে একটি জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ২১ অক্টোবর কনভেনশনের আগে দেশের ৫টি বিভাগে বিভাগীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

এই কর্মশালাগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে সফল করে তোলার জন্য এ্যাকশন কমিটির সেক্রেটারিয়েট থেকে সার্কুলার পাঠানো হয়। স্থানীয়ভাবে সকল নারী সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, সাংসদ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উক্ত কর্মশালাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন। ৫টি বিভাগীয় কর্মশালা শেষে গৃহীত সুপারিশসমূহ ২১ অক্টোবরের কনভেনশনে উপস্থাপন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৯.২ এ্যাকশন কমিটির বিভাগীয় কর্মশালার সুপারিশ

১। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচন প্রক্রিয়া বিল-২০০০ সকলে একমত।

২। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের প্রচলিত দলীয় মনোনয়ন পদ্ধতি মেনে নেয়া যায় না। সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন।

৩। সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।

৪। সরাসরি নির্বাচনের জবাবদিহিতার প্রশ্ন থাকে।

৫। বিলের প্রারম্ভে সংবিধানের বিভিন্ন সংশোধনী সম্বন্ধে বক্তব্য থাকা প্রয়োজন।

৬। বিশেষত ৫ম সংশোধনী ও ৮ম সংশোধনী বাতিলের দাবি তুলতে হবে।

৭। সকল নারী সংগঠন ও এনজিও সংগঠন একত্রিত হয়ে এই বিল বাস্তবায়নের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে নিতে হবে। শ্রমজীবী নারীর কাছে এই বিল নিতে হবে।

৮। মুক্তিযুদ্ধের ৪টি স্তম্ভের অন্যতম সমাজতন্ত্র আজ বিলুপ্ত। ফলে রাজনীতিতে ধর্মান্ধতা চলছে। পুঁজিবাদ ও সামন্ত বাদ নারীকে নিগৃহীত করছে।

৯। এই দাবি আদায়ে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

১০। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
বর্তমান সরকারি ও বিরোধীদলের নেত্রী দু'জনই নারী। ইতিহাসের এই বিশেষ মুহূর্তটির সুযোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১১। এই বিলের পক্ষে যুক্তিসমূহ গ্রহণযোগ্য। দরিদ্র/ক্ষমতাহীন অর্ধেক জনগোষ্ঠির দাবি হিসেবে সংবিধানে এই সংশোধনী প্রয়োজন। এই দাবির স্বপক্ষে জাতীয় ঐক্যমত গঠন জরুরী প্রয়োজন।

১২। রাজনৈতিক দলের মেনিফেস্টোতেও এখনই অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।

১৩। সংসদে আসন সংখ্যা নারী পুরুষ সমান করা হোক। ১৫০টি আসন নারী ও ১৫০টি আসন পুরুষ করা হোক। অথবা মোট আসন ৬০০টি করা হোক। ৩০০টি নারী ও ৩০০টি পুরুষ। এ না হলে নারী পুরুষ বৈষম্য দূর হবে না।

১৪। বর্তমানে মিডিয়া প্রযুক্তি এতটাই শক্তিশালী যে, নারীদের পক্ষে তুলনামূলক বড় আসনে নির্বাচন করা সম্ভব।

১৫। সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিধান না হলেও বর্তমানে ৩০টি আসনে মনোনয়নের যে প্রথা আছে তা বাতিল হওয়া উচিত।

৪.১৯.৩ ভিন্ন প্রস্তাব

- দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় ১৫০টি নারী আসন বাড়ানো বিলাসিতা।
- জাতীয় সংসদে সর্বমোট আসন ৪৫০টি হলে খরচ বাড়বে। ১৫০টি এমপি হোস্টেল নির্মাণ করতে হবে।
- জাতীয় সংসদে ১৫০, ১০০, ৬৪ অথবা ৩০ এভাবে আসন চেয়ে নারী সংগঠনগুলো বৈষম্যের সৃষ্টি করছে। সবাইকে ঐক্যমতে আসতে হবে।
- ৬৪টি জেলা ৬৪টি আসন হলে প্রতি জেলাভিত্তিক নির্বাচন হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- জেলাভিত্তিক নির্বাচনে যিনি এমপি হবেন তিনি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন।
- নারী আন্দোলনের নেত্রীদের Politicalization করা চলবে না।
- ইউপি'র মত ৩টি নির্বাচনী এলাকা নিয়ে একটি সংরক্ষিত আসন অর্থাৎ ১০০টি আসন হোক।

৪.১৯.৪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান ঃ চতুর্দশ সংশোধনী (খসড়া) বিল ঃ[৯৮]

(নারী সংগঠন প্রণীত)

জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংক্রান্তে নারী সমাজের দাবী এবংএ্যাকশন কর্মিটির বিভাগীয় সম্মেলন ও জাতীয় কনভেনশনে প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে ড্রাফ্ট কমিটি সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী (খসড়া) বিল প্রস্তুত করে যা নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের বিভিন্ন মহলে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। যা নিম্নরূপ-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় সংশোধনী আইন;

যেহেতু নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ও বর্ণিত কারণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় সংশোধনী প্রয়োজন;

উদ্দেশ্য ও কারণ-

১। সংসদে মহিলাদের কার্যকর অংশগ্রহণ উন্নত করার লক্ষ্য এবং তাদের সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সংসদে মহিলাদের জন্য ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) আসন প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন;

২। সংসদে মোট আসন বৃদ্ধি করে ৪৫০ এ উন্নীতকরণ, যার মধ্য হতে ৩০০ আসন সাধারণ আসন হিসেবে গণ্য হবে এবং ১৫০ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন হিসেবে গণ্য হবে;

৩। মহিলাদের জন্য ১৫০টি আসন সংরক্ষিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পাশাপাশি দুটো সাধারণ নির্বাচনী এলাকাকে একত্রিত করে সংরক্ষিত আসনগুলো চিহ্নিত করণ;

এতদ্বারা নিম্নলিখিত আইন প্রণীত হলো ঃ

এ্যাক্ট নম্বর... ... .../২০০০

প্রস্তাবনা

যেহেতু, সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসংখ্য নর-নারী এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে ও বাংলাদেশের জনগণ মহান আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে;এবং

সেহেতু, এই আদর্শসমূহ নিশ্চিত করার জন্য জনগণের ক্ষমতায়ন বাংলাদেশের সংবিধানের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" (অনুচ্ছেদ-৭) অর্থাৎ এ দেশের সকল নর ও নারী; এবং যেহেতু সংবিধানের এই উদ্দেশ্য বাস্তবে পরিণত করার জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিতে বর্ণিত হয়েছে-"জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে" (অনুচ্ছেদ-১০) এবং আরও নির্দেশ করা হয়েছে "প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে" (অনুচ্ছেদ-১১);এবং

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই নীতিসমূহ অনুসরণ করা রাষ্ট্রের জন্য সাংবিধানিক কর্তব্য (অনুচ্ছেদ-৮);তাই

Dhaka University Institutional Repository

এই উদ্দেশ্য অনুধাবন করে মূল সংবিধানে সাময়িক বিশেষ বিধান করা হয় যাতে জনগণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ করার জন্য মহিলাদের কার্যকর অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এই অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে মহিলাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষণ করা হয় এবং পরবর্তীতে সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন ৩০ এ উন্নীত হয় যার ফলে ঐ সকল সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্যগণ পরোক্ষভাবে সাধারণ আসনেব নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়; এবং

সংবিধানের পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে মহিলাদের আসন সংরক্ষিত থাকায় এ ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ও অভিজ্ঞতার আলোকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নর ও নারীর ক্ষমতায়ন ও সংখ্যানুপাতিক ভারসাম্যপূর্ণ একটি সংসদ গঠনের পরম উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য ও পন্থা নির্ধারণ করা প্রয়োজন হিসেবে দেখা দেয়; এবং

যেহেতু, এই বিষয়ে বিষদ আলোচনা ও বিতর্কের পর একটি ব্যাপক ঐক্যমত্যের সৃষ্টি হয় বা রাষ্ট্রীয় দায়ভার হিসেবে ৮ই মার্চ, ১৯৯৭-এ জাতীয় নীতিতে প্রতিফলিত হয়। যেখানে, বলা হয় যে, সংরক্ষিত মহিলা আসন ২০০১ সনে শেষ হলে সংসদে মহিলাদের প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রণয়ন ও সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধির মাধ্যমে সংসদে ও রাজনীতিতে মহিলাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে; এবং

এই স্বীকৃত নীতির বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র এর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন কল্পে ইতিমধ্যেই স্থানীয় সরকার যেমন প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভাতে মহিলা সদস্যদের জন্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনেব জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত করেছেন; এবং

সুতরাং সকল নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানে একই প্রক্রিয়ায় এক-তৃতীয়াংশ মহিলা আসন সংরক্ষিত করার সংগতিপূর্ণ নীতি বাস্তবায়নের জন্য সুষম ও সংগতিপূর্ণ নীতি বাস্তবায়ন ও আইন প্রণয়নের জন্য এই অনুপাতে সংসদে মহিলা আসন সংরক্ষণ ও সরাসরি নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য আইন প্রণয়ন বাঞ্ছনীয়; এবং

সেহেতু আইন সন্নিবেশ করে সংবিধান সংশোধন করা আবশ্যক, কারণ রাষ্ট্র এর সংবিধানের অধীনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাছাড়াও জাতিসংঘ প্রণীত CEDAW আন্তর্জাতিক কনভেনশনে বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবেও নর ও নারীর Defacto সাম্যতা ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণে ও সরকারী নীতি প্রণয়নের মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ, সরকারী পদের আসীন এবং জনজীবনে ও সরকারের সকল পর্যায়ে কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ;

সুতরাং

সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের নিম্ন বর্ণিত সংশোধন করা হোক ঃ

সংবিধান (চতুর্দশ) সংশোধনী আইন-২০০০

ধারা-১ ঃ শিরোনাম	এই আইন বাংলাদেশ সংশোধনী আইন-২০০০ নামে অভিহিত হবে।
ধারা-২ ঃ আরম্ভ	এই আইন চলতি ৭ম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে কার্যকর হবে।
ধারা-৩ ঃ (১) অনুচ্ছেদ ৬৫(১)-এ সংযোজন	অনুচ্ছেদে ৬৫(১) এর পর উপ অনুচ্ছেদ (ক) যোগ হবে এবং নিম্নলিখিতভাবে অনুচ্ছেদ ৬৫ এর সঙ্গে উপ অনুচ্ছেদ (২)(খ) যোগ হবে ঃ (২) অনুচ্ছেদ ৬৫ (১) (খ)ঃ সংসদ ৪৫০ আসনের হবে যার মধ্যে ৩০০ আসন সাধারণ আসন নামে পরিচিত হবে এবং ১৫০ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন বলে নির্দিষ্ট থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) অনুচ্ছেদ ৬৫(২)-এ প্রতিস্থাপন	অনুচ্ছেদ ৬৫(২) নিম্নলিখিতভাবে প্রতিস্থাপিত হবে ঃ "সাধারণ আসন হতে ৩০০ সদস্য আইন অনুযায়ী একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা হতে প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত হবে ।"
(৩) অনুচ্ছেদ ৬৫(৩)-এ প্রতিস্থাপন	অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) নিম্নলিখিত ভাবে প্রতিস্থাপিত হবে ঃ "দুইটি সংলগ্ন সাধারণ আসনকে একত্রিত সন্নিবেশিত করে নির্বাচন কমিশন মহিলাদের জন্য ১৫০টি আসন সংরক্ষিত আসন হিসেবে নির্দিষ্ট করবেন এবং একক নির্বাচনী এলাকা হতে সরাসরি সার্বজনীন ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ১৫০ জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবে । তবে শর্ত থাকে যে, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নয় এমন সাধারণ আসন হতে নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদ একজন মহিলার জন্য কোন বাধা সৃষ্টি করবে না ।"

৪.২০ সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী [৯৯]

সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী আইনটি ১৭ মে ২০০৪ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর আইনে রূপ নেয় । এই আইন সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন ২০০৪ নামে অভিহিত হবে । এই আইনে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সম্পর্কিত বিধানাবলী নিম্নরূপ ঃ-

সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের সংশোধন । সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (৩) দফা প্রতিস্থাপিত হবে, যথা ঃ

---------"(৩) সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন,২০০৪ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে শুরু করে দশ বৎসর কাল অতিবাহিত হবে । অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একই হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না ।"----------

---সংসদে মহিলা-সদস্য সম্পর্কিত অস্থায়ী বিশেষ বিধান ।

(১) সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পঁয়তাল্লিশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং তাঁরা আইনানুযায়ী সংসদ সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তর যোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন ।

(২) (১) দফায় উল্লিখিত মেয়াদে, ৬৫ অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিনশত সদস্য এবং এই অনুচ্ছেদে (১) দফায় বর্ণিত পঁয়তাল্লিশ মহিলা-সদস্য নিয়ে সংসদ গঠিত হবে ।----------

১৯৭২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন লক্ষ্যে সংবিধানের সংশোধনী এনেছে । এর কোনটি সত্যিকার অর্থে জনগণের আশা-আকাঙ্খা ও সময়ের দাবি পূরণে সমর্থ হয়েছে । আবার কোন কোন সংশোধনী যা শুধুমাত্র সস্তা জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যা পরিবর্তিত পরিস্থিতি, সময় কিংবা জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন নয় । সংসদে নারী আসন বিষয়ক চতুর্দশ সংশোধনীকে বিগত চারদলীয় জোট সরকার নারীর ক্ষমতায়নে একটি সাফল্য বলে আখ্যায়িত করতে চাইলেও, সচেতন নারী সমাজ নির্ধারিত ৪৫টি আসনে নারী প্রতিনিধিরা যাতে

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসতে পারে তার বিধান রাখার দাবি জানিয়ে আসছিলেন যা এই সংশোধনীতে রাখা হয়নি। ফলে নারীর ক্ষমতায়নের পথটি সংকুচিতই থেকে গেল।

বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন একান্ত প্রয়োজন। নারীদের প্রকৃত সমস্যাগুলো যথাযথভাবে নারীরাই উপলব্ধি করতে পারে। ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাওয়া নির্যাতনের শিকার অসংখ্য নারীর সমস্যা, কর্মজীবী, পেশাজীবী নারীদের সমস্যা, নারীদের যাতায়াতের সমস্যা, নারীর নিরাপত্তা এসব বিষয় বিগত ৩৬ বছর বা তারও আগে থেকে প্রবলভাবে বিদ্যমান, অথচ সমাধানের আশাব্যঞ্জক কোন পরিকল্পনার বা ব্যবস্থা কিছুই নেই। অন্যদিকে বিভিন্ন আন্দোলনের সময় নারীদের সামনে ঠেলে দেয়া হয়। নারীদের ব্যবহার করা হয় দলীয় স্বার্থে, নিজেদের রাজনীতির স্বার্থে। কিন্তু অন্ততঃ ১০০টি আসনে নারীরা সরাসরি নির্বাচিত হলে শতকরা নব্বই ভাগ নারীই দেখা যাবে সাধারণ নারীদের নিয়ে কথা বলছে। এ কারনেই রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যপকভাবে নারীর সমঅংশীদারীত্ব প্রয়োজন। ফলে অনেক অপরিচিত মুখ সামনে চলে আসবে। তারা স্বাবলম্বী, শক্তিশালী ও সক্রিয় নারী হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং এতে করে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন অবস্থান তৈরী হবে। বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনীতির বেহাল অবস্থায় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অভাব, নিরাপত্তার অভাব এ সব কিছুর মধ্যে যে বিষয়টি আমাদের আশান্বিত করে তা হলো, সাধারণ নারীদের অসাধারণ চেহারা নিয়ে এগিয়ে আসা।

৪.২১ জাতীয় সংসদে নারীর আসন, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারী-[১০০]

বিগত ৪ এপ্রিল,২০০৪ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তন,ঢাকায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে "জাতীয় সংসদে নারীর কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজন সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের কয়েকজন প্রথিতযশা ব্যক্তি সহ মিডিয়া ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচকদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ ঃ-

আয়শা খানম, সাধারণ সম্পাদিকা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

.... বাংলাদেশের সাধারণ নারীরা, যারা নির্বাচনে ৭৩% থেকে ৭৮% ভোটে অংশ গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য কি বাংলাদেশ সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহের কোন দায় নেই? বর্তমান সরকার জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষণ মনোনয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন দলের আনুপাতিক হারে ভাগ করে নেয়ার যে বিরল প্রস্তাব করেছে বাংলাদেশের নারী সমাজ তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার ৩৪ ধারায় বলা হয়েছে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন করা হবে। জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা শুধু নারী সমাজের নয়, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অগ্রসরমানতার জন্যও প্রয়োজন।...

জনাব মঞ্জুরুল আহসান খান, সভাপতি, সিপিবি

.....বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সহ অন্যান্য সংগঠন জাতীয় সংসদে নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবী জানিয়ে আসছে। মূল বিষয় আসনসংখ্যা কত হবে তা নয়, মূল বিষয় হচ্ছে সরাসরি নির্বাচন। প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থাটাকেই ঢেলে সাজাতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সম্পাদক, বাংলাদেশ অবজারভার

..... স্বাধীনতার পক্ষের বৃহৎ দল ও ক্ষুদ্রদল গুলো একত্রিত হতে পারছে না বলে নারী সমাজ তাদের ক্ষমতায়নে ততটা অগ্রসর হতে পারছে না। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। নারী আসন অবশ্যই সংরক্ষিত রাখতে হবে তা না হলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়।

জনাব হাসানুল হক ইনু, সভাপতি, জাসদ

..... মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ '৭২ এর সংবিধানে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের কথা থাকলেও তা মেনে চলা হচ্ছে না। আরোপিত নেতৃত্ব, স্বৈরাচারী নেতৃত্ব, উত্তরাধিকারী নেতৃত্ব সবসময়ে তল্পিবাহক ও তাঁবেদার চায়। নারী সমাজকেও তাঁবেদার বানাতে চায়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের সদিচ্ছার অভাব ও মৌলবাদী উত্থানই হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের পথের বাঁধা।

জনাব অজয় রায়, সভাপতি, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন

....সংসদ যাতে জনমতের অভিব্যক্তি ঘটাতে পারে-এই রেওয়াজ যেন হয়-তার জন্য কিছু করা যায়নি। নারীর ইস্যুকে অন্যান্য অন্দোলনের সাথে না মিশিয়ে অনবরত সংগ্রাম করে যেতে হবে। এজন্য গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, জেলা রাষ্ট্রপর্যায়ে কাজ করে যেতে হবে। রাষ্ট্রের অনৈতিকতার প্রতি অনাস্থা মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক দ্বৈরথের মধ্যে পড়ে যেন ইস্যুটি সরে না যায়।

জনাব সাইফউদ্দীন আহমেদ মানিক, সাধারণ সম্পাদক, গণফোরাম

....গণফোরাম সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে। এদেশের ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ঢাকার দু'টি মহিলা আসনে নূরজাহান মুরশিদ এবং আনোয়ারা বেগম সরাসরি নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনেব প্রথা একেবারেই নুতন নয়।

জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাধারণ সম্পাদক, সিপিবি

.....গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষ সরাসরি নির্বাচনের দাবী কখনোই প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। নারীসমাজ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যেমন নির্যাতিত ও পশ্চাৎপদ-তাই তাদের ক্ষমতায়ন ও সম-অধিকার এবং মুক্তির জন্য সুযোগ থাকা উচিৎ। তাই এই সরাসরি নির্বাচন নারীমুক্তির সাথে জড়িত। ১০০টি আসন নিয়ে যে দাবী তা অবশ্যই থাকবে তবে মূল ইস্যু হবে সরাসরি নির্বাচন।

জনাব এবিএম মুসা, ফল্যামিস্ট

.....রাজনৈতিক সচেতনতা, সামাজিক সচেতনতা নারীদের যোগ্যতার প্রধান মাপকাঠি। যে পর্যন্ত নারীরা সরাসরি যুদ্ধ করে পুরুষদের সাথে সংসদে যেতে না পারছে ততদিন পর্যন্ত সমানাধিকার বঞ্চিত হবেই। মহিলারা কিভাবে তাদের নিজস্ব মতামত সংসদে পেশ করবে-যেখানে পুরুষরাই তাদের বক্তব্য রাখতে পারছে না। ভবিষ্যতে নারী-পুরুষ সমানে যেন নির্বাচন করতে পারেন সেই আশা পোষণ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

জনাব আব্দুল কাইয়ুম মুকুল, যুগ্ম-সম্পাদক, দৈনিক প্রথম আলো

....জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন বিষয়ে সংবিধান সংশোধনীর সাথে আরো একটা সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তা হলো, সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিগণ যে দলেরই হোক না কেন, নারী ইস্যুতে তারা যেন দলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারেন। তবেই নারী সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব হবে।

জনাব আব্দুল মতিন খসরু, প্রাক্তন মন্ত্রী, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

.....অর্ধেক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব ছাড়া জাতীয় সংসদ হতে পারে না। এ লক্ষ্যে আওয়ামীলীগ সরকার ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, ঐ বছরেরই ৮ সেপ্টেম্বর ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন প্রক্রিয়া, এবং ২২ মার্চ ১৯৯৯ সালে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন প্রক্রিয়া ঘোষিত ও বাস্তবায়িত হয়। জাতীয় সংসদে নারী উন্নয়ন নীতিমালায় ২০০০ সালের শেষে জাতীয় সংসদের নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন প্রক্রিয়া চালুর ঘোষণা ছিল যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হতো।

হেনা দাস, সভানেত্রী,বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

.... রাজনৈতিক নেতারা আশ্বস্ত করেছেন যে তাঁরা সবাই নারী সমাজের সাথে আছেন। এখন ৩৮টি নারী সংগঠন একত্র হয়ে সরাসরি নির্বাচনের ইস্যুতে কাজ করে যাচ্ছে। আন্দোলনকে আরো তীব্র করতে হবে। আন্দোলনকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যেখানে সরকার বাধ্য হয় দাবী মেনে নিতে।

৪.২১.১. গোলটেবিল আলোচনার সুপারিশসমূহ

উপরে বর্ণিত গোলটেবিল আলোচনায় কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করা হয় যা নিম্নরূপ ঃ

উপস্থিত সকলে সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবিতে একমত ঘোষণা করেছেন।

- ❖ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন কেবল নারীসমাজের দাবী নয়, জাতীয় দাবি।
- ❖ নির্বাচনী ব্যবস্থায় পরিবর্তন প্রয়োজন।
- ❖ বড় রাজনৈতিক দলগুলো সংসদে তাদের তাঁবেদার গোষ্ঠী তৈরী করতে চায়-সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন প্রথা চালু রাখার মাধ্যমে।
- ❖ সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও সমগ্র নারী-সমাজের এই দাবি উপেক্ষিত হচ্ছে, কারণ রাজনৈতিক দলের ভেতরেই আছে সমস্যা ও সদিচ্ছার অভাব।
- ❖ সরাসরি নির্বাচন বিষয়ে আইন করতে সংবিধান সংশোধন করতে হবে।
- ❖ প্রতিটি দল থেকে কমপক্ষে ১০% নারীকে মনোনয়ন দিতে হবে।
- ❖ বর্তমানের বিকৃত রাজনীতির ধারক-বাহকদের হাতে শুধু নারীর ক্ষমতায়নই নয়, গণতন্ত্রও বিপন্ন।
- ❖ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবী শুধু পার্লামেন্টে যাবার জন্যই নয় এটা সার্বিকভাবে নারীমুক্তির বিষয়। এজন্য প্রয়োজন সংরক্ষিত আসনসংখ্যা বাড়ানো।
- ❖ সাংসদদের কাজ হবে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক হওয়া। স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় সরকারের হাতে থাকবে এখানে সাংসদ এবং স্থানীয় সরকারের কাজ কি হবে তা সংস্কার করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ শিক্ষিত, সচেতন নারীদের রাজনীতিতে এগিয়ে আসতে হবে, বিশেষ করে কালোটাকা, পেশীশক্তি সন্ত্রাস ও পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি থেকে মুক্তির জন্য।
- ❖ নির্বাচন কমিশনকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন।
- ❖ একটি দেশের অর্ধেক জনগণকে সক্রিয় রাজনীতির মূলস্রোতে না এনে নির্বাচন করলে তা গণতান্ত্রিক হবে না।
- ❖ নারীরা যদি ৩টি ওয়ার্ডে সরাসরি নির্বাচন করে সফল হতে পারে তবে জাতীয় সংসদেও সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রয়োজনে পেশী শক্তি ও কালো টাকাকে নির্মূল করতে হবে।
- ❖ আজকাল রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে নারীকে পরিবার থেকেও নিরুৎসাহিত করা হয়। কারণ রাজনীতির অঙ্গনে রয়েছে নোংরামির খুব বেশী সমাবেশ এবং নারীর যথাযোগ্য মর্যাদার অবমূল্যায়ন।

৪.২২ নির্বাচনী সংস্কারে নারী প্রসংঙ্গ-অভিমত

নারী আন্দোলনের নেত্রীরা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানাচ্ছিলেন সংসদে নারী আসন বৃদ্ধি এবং সরাসরি নির্বাচনের, কিন্তু দাবি পূরণ হয়নি। তবে নির্বাচনী আইন সংস্কারে নির্বাচন কমিশনের খসড়া প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলের শতকরা ৩৩ ভাগ পদে নারী সদস্য রাখার কথা বলা হয়েছে। সংস্কারের মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এ প্রসঙ্গগুলো অত্যন্ত জরুরি। এ নিয়েই মতামত রেখেছেন বিশিষ্ঠ জনেরা।[১০১]

"নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক সংস্কার প্রয়োজন"

–মোজাফ্ফর আহমদ, শিক্ষাবিদ, সভাপতি, সুজন।

রাজনৈতিক দলগুলোতে নীতিনির্ধারণে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধি নেয়ার যে, খসড়া প্রস্তাব করা হয়েছে, তা ভালো প্রস্তাব। সব ক্ষেত্রে যেমন ইতিবাচক সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও তা হওয়া প্রয়োজন। দলের মধ্যে যে, নারী প্রতিনিধি নেয়া হবে এর সংখ্যা যেন পুরুষদের সংখ্যা থেকে খুব একটা কম না হয়, সেদিকে খেয়াল দিতে হবে। যদিও এটা কিছুটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তার পরও ধীরে ধীরে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এগিয়ে যাবে, -সেটাই চাওয়া। পুরুষতান্ত্রিকতা ছেড়ে নারীদের জন্য কাজের জায়গা করে দিতে হবে। করুণা নিয়ে নয়, নারীরা তাদের যোগ্যতায় আসবে। জাতীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের বিকাশ সমাজের উন্নয়নের সহায়ক- সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

"বৈষম্যমুলক আইনের পরিবর্তন চাই",

–আয়েশা খানম, সাধারণ সম্পাদিকা(বর্তমানে সভানেত্রী), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

প্রায় আড়াই দশক ধরে নারী পক্ষের দাবী এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধিত্বের। নির্বাচন কমিশন থেকে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্বের যে প্রস্তাবটি এসেছে, তা হঠাৎ করে আসেনি, অতীতের আন্দোলনের মাধ্যমে এসেছে। নির্বাচন কমিশন এই প্রস্তাব দিলেও রাজনৈতিক দলগুলো একমত পোষণ করেনি। রাজনৈতিক নেতা ও দলের কাছে আশা করব, তারা নারীদের রাজনৈতিক ভূমিকার কথা চিন্তা করে কথা বলবে। রাজনৈতিক দলের জন্য যেসকল নারী কাজ করেন তাঁদের অনেকেরই সাংসদ হওয়ার যোগ্যতা আছে। রাজনীতিতে পুরুষতান্ত্রিকতা এত বেশি প্রবল, নারীরা

Dhaka University Institutional Repository

যোগ্যতা থাকার পরও নানা ভাবে প্রতিবন্ধকতার শিকার হন। সব ক্ষেত্রেই মেয়েদের পিছিয়ে রাখার একটা প্রবণতা থাকে। এ দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক নয়। আইন পরিষদের মাধ্যমে নির্বাচনে এক-তৃতীয়াংশ নারীর মনোনয়ন দিতে হবে। ২০০১ সালে নির্বাচিত সংসদে অধিকাংশ সময় সংরক্ষিত আসন সদস্য বিহীন থাকে। তখন সংরক্ষিত আসন বাড়ানো ও সরাসরি নির্বাচনের দাবিতে নারী আন্দোলন আরও তীব্র হয়। তাতে সংসদে ১০০ অথবা ৬৪ টি নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের প্রস্তাব রাখা হয়। আওয়ামী লীগ- বিএনপি দুই দলই নির্বাচনী ইস্তেহারে এ দাবি রাখার অঙ্গীকার করলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। পরে ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ননীতি উপেক্ষা করে সংসদে ৪৫টি সংরক্ষিত আসনের বিধান করে। পরে তা নির্বাচিত সংসদে দলীয় আসনের অনুপাতে ভাগ করে নেয়ার ব্যবস্থা করে। তাঁরা নির্বাচিত এলাকা বা নারীসমাজের প্রতিনিধি হওয়া অথবা কাজ করার ক্ষমতা রাখেন না। আমরা 'সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি' সরাসরি নির্বাচনের কথা বলে আসছি। বর্তমান সরকার যেহেতু সব ইতিবাচক উদ্যোগ নিচ্ছে, তাই সংসদে ৩৩ শতাংশ নারী আসনের দাবি জানাই। নির্বাচনটা নির্বাচনের দিনই সরাসরি হতে হবে।

"সংস্কারের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা থাকতে হবে",

–সুলতানা কামাল, আইনজীবী, সাবেক উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

দেশের ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠি নারী। সেখানে নির্বাচন কমিশন প্রস্তাব দিয়েছে এক তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধির কথা। তারা তো অর্ধেক নারী প্রতিনিধির কথাও বলতে পারত। সে ক্ষেত্রে বলব, ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধি দেয়া খুব একটা কঠিন কিছু নয়। এটা দেয়া যায়। আর এর জন্য আমাদের নারী নেত্রীরা অনেক দিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন। তাই নির্বাচন কমিশনের এ প্রস্তাব নতুন কিছু নয়। আমাদের নারীরা সব কাজেই এসেছে ধীরে ধীরে এবং তাতে তারা ভালোও করেছে। তাই তারা যেন সঠিক অধিকারটি পায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

"নারীর যতটুকু প্রাপ্য, তা তাদের দিতে হবে",

–মাহমুদা ইসলাম, সভাপতি উইমেন ফর উইমেন-

নীতি নির্ধারণে রাজনৈতিক সংগঠনের কমিটি গুলোয় এক তৃতীয়াংশ নারী নেতৃত্ব–এটা আমরা অনেক দিন ধরে চাইছি। নির্বাচন কমিশনের অন্য সংস্কারে যেমন ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে, নারী সংক্রান্ত সংস্কারেও তেমনি ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে আশা করছি। নীতি নির্ধারণে এক-তৃতীয়াংশ নারীর উপস্থিতি প্রস্তাবে অনেক রাজনৈতিক দল যে, বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, তাতে আমরা উদগ্রীব। রাজনৈতিক দলগুলো বলেছে, নারীরা রাস্তায় আন্দোলনে অনেক সাহসিকতা দেখাতে পারলেও গুণগত কাজে তেমন পারদর্শী হবে না। আমি বলি যারা রাস্তার বৈরী পরিবেশে সাহসিকতা দেখতে পারে তারা সংসদে সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে গুণগত কাজ করতে পারবে। হুট করেই নারীদের অযোগ্য বলা যাবে না। নির্বাচন কমিশন যে খসড়া প্রস্তাব দিয়েছে, তা সংসদেও থাকতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে।

"বৈঠকের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে শর্তের বাস্তবায়ন করতে হবে",

– দিলারা চৌধুরী, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলের নীতি নির্ধারণে , নির্বাচন প্রক্রিয়ায়, মনোনয়নে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়লে দলের গুণগত পরিবর্তন হবে। আমরা এখন যে, এক-তৃতীয়াংশ আসন সংসদে চাইছি, তা শুধু সংখ্যা চাইছি না। গুণগত মানও থাকতে হবে। কারন ১৫জন নারীও যদি সংসদে তাঁদের কাজটি ঠিকমতো করেন, তাহলে আমরা আমাদের নারী নেতৃত্বের দাবী আরও জোড়ালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। সংসদে এক-তৃতীয়াংশ আসন পাওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলে নারী নেতৃত্ব যাঁরা আছেন, তাঁদের নির্বাচন কমিশনের সংগে বৈঠকে বসতে হবে। বৈঠকের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে শর্তটার বাস্তবায়ন করতে হবে। মেয়েদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নিয়ে আসতে হলে সবাইকে মিলে ভালো পদক্ষেপ নিতে হবে, সনাতন ধারণাগুলো পরিহার করতে হবে। সেই ১৯৭৩ সাল থেকে যা চলে আসছে, পুরুষেরাই সব করবে– এটা পরিহার করতে হবে। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী । কিন্তু তাদের শুধু ভোটব্যাংক হিসেবেই ব্যবহার করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন যে, খসড়া বিধিমালাটি করেছে, তা বাস্তবায়ন করতে হবে ।

"সাংগঠনিক কাঠামোতেও নারীরা ভালো করবে"

–তাসমিমা হোসেন, সম্পাদক, পাক্ষিক অন্যান্য ও সাবেক সাংসদ।

নির্বাচন কমিশনের এই খসড়া প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে আমাদের নারীদের এগিয়ে যাওয়ার পথ কিছুটা সুগম হতো। এতে ধীরে ধীরে নারীরা আরও এগিয়ে যেতে পারবে। সব স্থানে মেয়েরা পুরুষদেব পাশাপাশি যেমন ভালো করে আসছে, সাংগঠনিক কাঠামোতেও তেমনি ভালো করবে। সাংগঠনিক কাজে যেমন তাদের জায়গা করে নেয়া হচ্ছে, তেমনি নির্বাচনে সফলতার জন্য তাদের নির্বাচনী এলাকা তৈরীতে সহায়তা করতে হবে । এর ফলে রাজনীতিতে মেয়েরা এগিয়ে আসবে। রাজনীতিতে এমনিতে নারীরা কম আসে। একজন নারীর সফলতা দেখে তখন অন্যরাও রাজনীতির প্রতি উৎসাহিত হবে। এটা অনেক বড় একটা অর্জন।

"নির্বাচনের দিনই সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন করতে হবে",

–সালমা আলী, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি।

নীতিনির্ধারণে ৩৩ শতাংশ নারীর উপস্থিতির প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, এতে আমরা খুশি হয়েছি। রাজপথ আন্দোলনে আমরা থাকব, আন্দোলনে মঞ্চের সামনে বসে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করব, তবে সংসদ নয় কেন, নীতিনির্ধারণে না কেন? সংরক্ষিত আসনগুলোয় সরাসরি নির্বাচন হবে এবং তা নির্বাচনের দিনই । পরে নেয়ার কথা বলা যাবে না। রাজনৈতিক দলের নারী নেত্রীরা দলের ভেতর তেমন সোচ্চার নন। সংসদে এক তৃতীয়াংশ আসনের জন্য দলের ভেতর তাঁদের কথা বলতে হবে। অনেক দিন ধরে আমরা সংসদে এক-তৃতীয়াংশ আসনের যে, আন্দোলন করেছি, সেই দাবি নির্বাচন কমিশনকে এখনই জানানোর সময়।

"আলোচনা, সংস্কার নির্বাচনের আগেই করতে হবে",

–ফরিদা আখতার, নারীনেত্রী, সম্মিলিত নারী সমাজ।

রাজনৈতিক দল নিবন্ধীকরণের জন্য নির্বাচন কমিশন খসড়া বিধিমালায় যে, শর্তগুলো দিয়েছে, আশা করছি সেই শর্ত বাস্তবায়িত হবে। আর সিদ্ধান্ত গ্রহণে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্বের বিষয়টি খুবই ভালো একটা উদ্যোগ। যদি দেখা যায় গুণগত নারী নেতৃত্বের খুবই অভাব তাহলে সংস্কারে বলে দিতে হবে তারা কী কী পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং কীভাবে নারীদের আরও দক্ষ ও যোগ্য করা যায়। কিন্তু ৩৩ শতাংশ শর্ত বাদ দেওয়া যাবে না। আর নারী আসনে

Dhaka University Institutional Repository

সরাসরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাচনের দিনই নির্বাচন করতে হবে। মূল নির্বাচনের পরে আবার নির্বাচন হবে, তা বললে হবে না।

"নিজেদের যোগ্যতায় গুছিয়ে রাজনীতিতে আসতে হবে",

সারা হোসেন, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।

রাজনৈতিক দলগুলোয় বিভিন্ন পর্যায়ে নীতিনির্ধারণী পদে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণের প্রস্তাব খুবই ভালো। যদি আমাদের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব আসার মতো যথেষ্ট নারী থাকেন তবেই নারীরা আসবেন। ৩৩ শতাংশ কোটা পূরণের জন্যই যে, শুধু নারীদের নিয়ে আসতে হবে, তা নয়। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজ দায়িত্বে নেতৃত্ব দেয়ার মতো নারী খুঁজে বের করতে হবে, যিনি অবশ্যই সৎ ও যোগ্য হবেন। তা হলে ভবিষ্যতে অন্য যে নারী প্রতিনিধিরা আসবেন, তাঁরাও নিজেদের যোগ্য তৈরী করে আসতে পারবেন, অন্তত আসতে চেষ্টা করবেন। রাজনীতিতে সংস্কারের ক্ষেত্রে নারীদের নিজ নিজ দায়িত্বে সংস্কার করতে হবে। নিজেদের গুছিয়ে রাজনীতিতে আসতে হবে, নিজেদের যোগ্যতায়-কারও মেয়ে বা স্ত্রী বলে নয়। নিজেকে দক্ষ করে নিতে হবে। নিজেকে যোগ্য করে নিতে হবে।

"বাধ্যতামূলকভাবে নারী প্রতিনিধি নেওয়ার জন্য চাপ দিতে হবে",

তানজীব-উল-আলম, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

শুধু কোটা পূর্ণ করার জন্য নয়, নারীদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে। আইন করে নির্দিষ্ট শতাংশ নারী প্রতিনিধি নেয়া হলো ঠিকই কিন্তু তাঁদের সুপারিশ ও কথাগুলো দলে স্থান পেল না, সে রকম হলে হবে না। নির্বাচন কমিশন যদি নারী প্রতিনিধিদের গুরুত্ব দেয় তাহলে আমাদের সুযোগ্য নারীরা বের হয়ে আসবেন। নারীরা নিজেদের আরও দক্ষ করবেন। আজকে এই মূহুর্তেই বৃহৎ রাজনৈতিক অঙ্গনে ভালো না করলেও ভবিষ্যতে ভালো করবেন নারীরা। শিক্ষিত, ডিগ্রিধারী খোজার চেয়ে কাজে যারা দক্ষ,যোগ্য, আন্তরিক তাঁদের খোঁজা উচিত। শিক্ষিতরাই মানবিশিষ্ট, তা কিন্তু নয়। একজন কম লেখাপড়া জানা নারীর মধ্যে নেতৃত্ব দেয়ার, দেশের উন্নয়নে সহায়তা দেয়ার যথেষ্ট গুণ থাকতে পারে, সে দিকেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। বাধ্যতামূলকভাবে আমাদের নারী প্রতিনিধি নেয়ার জন্য চাপ দিতে হবে। আর নির্বাচন কমিশন এখন যে সংস্কার হাতে নিয়েছে তাতে আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা যোগ্য নেতৃত্ব পাব।

৪.২৩ নারীর সক্রিয় রাজনীতি আর সংসদে পিছিয়ে থাকার বিষয়ে অভিমত

"সংসদে তিনশত টি আসন নারীর জন্য উন্মুক্তই আছে"। কথাটি বলেছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা,২০০০ সালে, বাংলাদেশ টেলিভিশনে "দেশবাসীর মুখোমুখি" অনুষ্ঠানে।[১০২] এ কথার মাধ্যমে তিনি পুরুষের সংগে নারীকে সমানভাবে প্রতিযোগিতা করার কথাই পরোক্ষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে সরাসরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কম সংখ্যক নারী মনোনয়ন পায়। ৯৬ এর নির্বাচনে আওয়ামীলীগ থেকে ৪ জন, বিএনপি থেকে ৩ জন, গণফোরাম ৭ জন, বামফ্রন্ট ৪ জন এবং ন্যাপ মোজাফ্ফর ৩ জন নারীকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। মনোনয়নের দিক থেকে নারীর সংখ্যা কম হওয়ার অন্যতম কারণ, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কম। দলগুলো বলে থাকে যোগ্য নারী প্রার্থী পাওয়া যায় না। রাজনীতিতে পুরুষের সংগে সমানভাবে প্রতিযোগিতা করতে হলে নারীকে ব্যাপক ভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে আসতে হবে। মহিলারা রাজনীতিতে যথেষ্ট সচেতন এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায় তাদের রাজনৈতিক দলের সংগে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে , কিন্তু সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে কম আসছেন । সরাসরি নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণে বা রাজনীতিতে নারীর সক্রিয়ভাবে কম আসার বিষয়ে কয়েকজন নারী নেত্রী ও রাজনৈতিক নেত্রীর অভিমত যা ১৩/৩/২০০০ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ।[১০৩]

ফরিদা ইয়াসমিন, নারী নেত্রী

..... রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীর সংখ্যা বাড়ানো জরুরী হয়ে পড়েছে । পাঁচ বছর আগে বেজিংয়ে বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারীর মর্যাদা উন্নত করার লক্ষ্যে চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারী - পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি তেমন হয়নি । ৪৮টি দেশের নারী নেতৃবৃন্দ এক যৌথ বিবৃতিতে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নারী প্রতিনিধিদের জন্য আরও বেশী সংখ্যক কোটা পদ্ধতির প্রস্তাব দিয়েছেন । নির্বাচনের ব্যয় নূন্যতম পর্যায়ে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে আইন পাস করতে হবে এবং নির্বাচনী প্রচারাভিযানের জন্য তহবিল সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রদান করতে হবে যাতে অধিক সংখ্যক নারী আসতে ও জয়ী হতে পারেন ।

বিশ্বের আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নারীর অংশগ্রহণ মাত্র ৫ থেকে ১০ ভাগ । বিশ্ব জুড়ে মন্ত্রী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ মাত্র ৪ ভাগ । ৮০ টিরও বেশী দেশে মন্ত্রী পর্যায়ে কোন নারী নেই । আর এ পর্যন্ত বিশ্বের ইতিহাসে রাষ্ট্র প্রধান হতে পেরেছেন মাত্র ২১ জন নারী । উন্নয়নশীল ৫৫টি দেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ৫ শতাংশ বা তারও কম । ৭০- এর দশকে বিশ্বে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণেতাদের মধ্যে নারীর উপস্থিতি ছিল ১১ শতাংশ । '৮০ এবং '৯০ এর দশকে তা মাত্র এক শতাংশ করে বেড়ে যথাক্রমে ১২ এবং ১৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে । আমাদের জাতীয় সংসদে তিনশটি সাধারণ এবং নারীদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে । তাই ২০০১ সালকে সামনে রেখেই নারী সমাজের দাবী ছিল সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৬৪টি জেলা থেকে ৬৪ জন প্রতিনিধি এবং এই আসনগুলোতে সরাসরি নির্বাচন । সরকার এ দাবীর সংগে নীতিগতভাবেও একাত্মতা পোষণ করেছিলেন । অথচ মন্ত্রী পরিষদের সভায় সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ আরও ১০ বছর বাড়ানোর একটি খসড়া বিল অনুমোদিত হয় । এটি জাতীয় সংসদে পাস হলে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বাড়ানো এবং তাতে সরাসরি নির্বাচনের নারী আন্দোলনের দাবী অন্তত ১০ বছরের জন্য বাস্তবায়নের পথ বন্ধ হল । পশ্চাৎপদ সমাজের নারীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন রয়েছে । কারন নারীকে এগিয়ে নিতে হলে, নারীকে ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে হলে ব্যাপকভাবে প্রয়োজন নারী নেতৃত্ব তৈরী করা । প্রয়োজন রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ।

অধ্যাপিকা পান্না কায়সার, এম.পি ।

...নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াটা বাংলাদেশে সবেমাত্র শুরু হলো । ইউনিয়ন পরিষদে মেয়েদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ভূমিকা রেখেছেন । নারীদের জন্য এটা একটি বিরাট প্লাস পয়েন্ট । মেয়েরা এখন পুরুষের পাশাপাশি সব ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছেন । ইতোমধ্যে রাজনীতিতে মেয়েরা আসতে শুরু করেছেন । মেয়েদের অধিকারের ব্যাপারে মেয়েদেরই এগিয়ে আসতে হবে । মেয়েদের নিজের যোগ্যতা দিয়েই পুরুষের সমানতালে এগিয়ে আসতে হবে । নারীর সরাসরি নির্বাচনে আসা উচিত এটি আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেও নিজে সরাসরি নির্বাচন করার স্বপ্ন দেখি না । কারণ আমাদের দেশে নির্বাচনে টাকা পয়সা একটা বিরাট ফ্যাক্টর ।

Dhaka University Institutional Repository

মেহের আফরোজ চুমকি এম,পি ।

....আমাদের এখানে পরিবেশের কারণেই রাজনীতিতে মেয়েরা এগিয়ে আসছে না । আমাদের সামাজিক পরিবেশটাও মেয়েদের রাজনীতির জন্য অনুকূল নয় । রাজনীতিতে নানা ধরনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়- এসব কারণে পরিবার থেকেও বাধা আসে । এছাড়াও রয়েছে শিক্ষার অভাব । তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে মেয়েরা যে ভাবে এগিয়ে আসছেন রাজনীতিতেও মেয়েরা সমানভাবে এগিয়ে আসবে । আমার মতে যাঁরা মেয়েদের অধিকারের কথা বলেছেন, নারী আন্দোলনে জড়িত তাঁরা সরাসরি রাজনীতিতে আসতে পারেন । তাঁদের এখন এগিয়ে আসা দরকার । এজন্য তাঁদের নিজের কনস্টিটুয়েন্সি গড়ে তুলতে হবে । কনস্টিটুয়েন্সিতে গিয়ে কাজ করা, রাজনৈতিক দলগুলোর সংগে জড়িত হওয়া- এভাবে এগিয়ে আসতে পারেন ।

আয়েশা খানম, সাধারণ সম্পাদিকা (বর্তমানে সভানেত্রী), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ।

....সাধারণ আসনে নির্বাচনে নারীর প্রথম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোতে নারী সক্রিয় নয় । তার কারণ হচ্ছে আমাদের পারিবারিক ও রাজনৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক ব্যবস্থা । এখনও পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটিতে নারীকে সামগ্রীকভাবেই দায়দায়িত্ব পালন করতে হয় । সক্রিয় রাজনীতিতে জড়াতে গেলে যতটা সময় দেওয়া প্রয়োজন, তা সংসার বা পরিবার থেকে এলাউ করা হয় না । আর সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি তো রয়েছেই । আরেকটা কারণ হচ্ছে নারী অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী নয় । দলীয় সংকীর্ণতা, কোন্দল, প্রতিপত্তির প্রভাব ইত্যাদি কারণে আমাদের মেয়েরা রাজনীতির প্রতি নিরুৎসাহিত হচ্ছে । এ ছাড়াও নারী রাজনীতিতে এলেও নীতি নির্ধারক পর্যায়ে পৌঁছতে পারছেন না । রাজনৈতিক দলগুলোতে কাজের পরিবেশ তৈরী হয়নি । আর আমারদের নির্বাচন ব্যবস্থা যে রকম তাতে প্রচুর টাকা লাগে । মাসলম্যানের সংগে যোগাযোগ থাকতে হবে । অথবা উঁচু পর্যায়ে কোন নেতার সংগে ভাল সম্পর্ক থাকতে হবে । এগুলো একজন নারীর পক্ষে সম্ভব নয় । এছাড়াও নারীর কনস্টিটুয়েন্সি (নির্বাচনী এলাকা) তৈরী হচ্ছে না । তবে মেয়েদের নির্বাচনী এলাকা তৈরী করার কাজ শুরু করতে হবে । পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলানো প্রয়োজন । রাজনীতিতে যোগ দেয়া , নিজের অবস্থান তৈরী করে নেয়া, এটাকে এখন মেয়েদের যুদ্ধ হিসাবেই নিতে হবে ।

সালমা খান, প্রেসিডেন্ট, উইমেন ফর উইমেন ।

....রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রাজনীতি । নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য যেমন দরকার ব্যাকগ্রাউন্ড তেমনি প্রয়োজন সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, সামাজিক প্রথার বাইরে যেটা দরকার তা হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রথা । পার্টি একজন নারীকে সহজে মনোনয়ন দেয় না । নারী নির্বাচনের জন্য সহজে তার পার্টির সাপোর্ট পায় না । এখানকার রাজনীতিতে অর্থ, ম্যাসল পাওয়ার (পেশী শক্তি) একটি বিরাট ভূমিকা রাখে । চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । নির্বাচন করতে গেলে অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত হওয়া যেমন প্রয়োজন তেমনি সামাজিক ও কনস্টিটুয়েন্সির সাপোর্ট দরকার । বিশেষ ব্যবস্থা না থাকলে নারীর ক্ষমতায়নে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় । তাই নূন্যতম ক্ষেত্রে পার্টির নমিনেশনের ব্যাপারে অঙ্গীকার থাকতে হবে ।

রাজনীতিতে মেয়েরা না আসার পেছনে সামাজিক কারণ দায়ী । আমাদের সমাজে কড়া পর্দা প্রথা ছিল । এখনও মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না । বিশেষ বিশেষ সময়ে মেয়েদের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় । তাই রাজনীতিতে প্রবেশের প্রস্তুতিপর্বেও মেয়েদের সহজ প্রবেশ নেই । তবে সচেতন

Dhaka University Institutional Repository

এবং মোটামুটি ভাবে পরিবার অর্থনৈতিক সাপোর্ট দিতে সক্ষম নারীকে রাজনীতিতে আসা উচিত। রাজনীতি মূলত পার্টি কেন্দ্রিক হয়। পার্টির সাপোর্ট ছাড়া নির্বাচনে জিতে আসা কষ্টসাধ্য।

শিরিন আখতার, সমন্বয়ক, সম্মিলিত নারী সমাজ, জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম -সম্পাদক।

....সাধারণভাবে তিন'শ আসন নারী-পুরুষ সবার জন্য। কিন্তু আমাদের সমাজটা হচ্ছে পিছিয়ে পড়া সমাজ। এখনও অনেক ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার স্বীকৃত হয় নি। আইন আছে বাস্তবায়ন নেই। কর্মক্ষেত্রে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা থাকার কথা তা' নেই। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ নেই। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কথা হলেও পিছিয়ে রয়েছে নারীরা। রাজনীতিতে অসততা, কালো টাকা, সন্ত্রাস, নারী-পুরুষ উভয়ের অন্তরায়। এসব কারণেই পার্লামেন্টসহ সকল স্তরে নারীর জন্য বিশেষ ভাবে ব্যবস্থা থাকা দরকার? আগে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারেনি। পার্লামেন্টেও নারীদের জন্য বিশেষ সিট থাকা দরকার। তাতে মনোনীত হওয়ার চেয়ে যোগ্য প্রার্থীরা নির্বাচন করে জিতে আসবেন। দুই দশক ধরেই সমগ্র নারী আন্দোলনের দাবী ছিলো সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের। নারীদের সামাজিক অবস্থার কারণে পার্লামেন্টে এই বিশেষ ব্যবস্থাটা দরকার। আমি মনে করি, এই পদ্ধতিতে নারীরা সাধারণভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে নিতেই নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক অনুশীলন শুরু হবে। এক সময় এই বিশেষ ব্যবস্থারও প্রয়োজন থাকবে না।

জাতীয় সংসদে নারীর ভিত্তি দূর্বল। যে যুক্তিতে সংসদে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছিল বাস্তবে তা' হয় নি। কারণ যাদের হাতে ক্ষমতা বা যাদের দ্বারা সংসদ পরিচালিত হয় তারা নারীদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াটিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে। যার ফলে জাতীয় সংসদের নির্বাচনে খুব কম সংখ্যক মহিলাই মনোনয়ন পেয়েছেন এবং জিতেছেন ও আরো কম সংখ্যক। বস্তুত ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে নারীর অবস্থান গৌণ। যার ফলে দেশের ২টি প্রধান দলের দলীয় প্রধান ২জন প্রভাবশালী মহিলা এবং তারা উভয়েই দেশ পরিচালনায় দায়িত্ব পেলেও নারীর প্রতি বৈষম্যের তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে যে ভাবে মনোনয়ন হয় তাতে মনে হয় যে কয়েকজন নারীকে ভাগ করে নেয়ার একটা মহড়া মাত্র। সেখানে গণতন্ত্র নাই। নারীর ক্ষমতায়নের দৃষ্টিভংগী নাই। যার ফলে দেখা গেছে যাদেরকে এ সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তাদের অধিকাংশের তেমন কোন রাজনৈতিক ঐতিহ্য নেই। তারা নারী ইস্যু নিয়ে ভাবেন বা কাজ করেন এমনটি ও নয়। যার ফলে এ ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে গত দুই দশক থেকে জাতীয় সংসদে নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও ঐ পদে সরাসরি নির্বাচনের জন্য সম্মিলিত নারী সংগঠন গুলো আন্দোলন করে আসছে অথচ সবসময়েই ক্ষমতাসীন দল তা এড়িয়ে গেছে দলের স্বার্থ বিবেচনায়। নারী স্বার্থটা তাদের কাছে বড় হিসেবে বিবেচিত হয়নি যদিও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রায় সব দলগুলির সকল নির্বাচনী ইস্তেহারে সংসদে নারীর আসন বৃদ্ধি সহ সরাসরি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ছিল। অথচ জনগণ চায় নারীর ক্ষমতায়ন। যা পরবর্তী আধ্যায়ে আরো ব্যাপক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১। ফরিদা আখতার, সম্পাদনা, সংরক্ষিত আসন, সরাসরি নির্বাচন, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা , ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ ।

২। ইনতিয়াজ আহম্মেদ ও অন্যান্য, সম্পাদনায়, নারী ও সাংসদ, সেন্টার ফর অল্টারনেটিভস,ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এলায়েন্স, জুলাই ২০০১,পৃ-১০ ।

৩। ঐ,পৃ-১ ।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, ০১ আগষ্ট'০৬ ।

৫। মালেকা বেগম,সংরক্ষিত মহিলা আসন, সরাসরি নির্বাচন, অন্যপ্রকাশ, একুশে বই মেলা-২০০০,পৃ-১৭ ।

৬। ঐ,পৃ-১৮ ।

৭। ইনতিয়াজ আহম্মেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত নারী ও সাংসদ, সেন্টার ফর অল্টারনেটিভস, ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এলায়েন্স, জুলাই ২০০১, পৃ-১৩ ।

৮। খালেদা নাসরীন,বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশ গ্রহণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা,পিএইচডি অভিসন্দর্ভ,রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,পৃ-১৯৫ ।

৯। ঐ, পৃ-১৯৫ ।

১০। সংসদ নির্বাচন শাখা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা ।

১১। খালেদা নাসরীন,বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশ গ্রহণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,পৃ- ২০৩, ২১১, ২২১, ২৩১, ২৩৯, ২৪৯, ২৫৯ এবং ২৬৮ ।

১২। ঐ, পৃ- ২৮০ ।

১৩। সংসদ নির্বাচন শাখা, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা ।

১৪। খালেদা নাসরীন,বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশ গ্রহণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,পৃ-২৮১ ।

১৫। ফরিদা আখতার সম্পাদিত,সংরক্ষিত আসন,সরাসরি নির্বাচন,নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ ,পৃ-১৮ ।

১৬। নির্বাচন শাখা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়,ঢাকা ও খালেদা নাসরীন,বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশ গ্রহণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,পৃ- ২৯০ ।

১৭। জাতীয় সংসদ মহিলা আসন,উপ-সম্পাদিয় কলাম,*দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১৫মে ১৯৯৬ ।

১৮। খালেদা নাসরীন,বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশ গ্রহণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-১৭৩ ।

১৯। ঐ,পৃ-৩০৩ ।

২০। ঐ,পৃ-৩০৩ ।

২১। ঐ,পৃ-৩০৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

২২। মালেকা বেগম, সংরক্ষিত মহিলা আসন, সরাসরি নির্বাচন, অন্য প্রকাশ, একুশে বই মেলা-২০০০, পৃ-২০।

২৩। ঐ,পৃ-৫৪।

২৪। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-৩,সংখ্যা-১-১৮,ফেব্রুয়ারী-মার্চ'১৯৮০,পৃ-৯৬৫।

২৫। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,সরকারী বিবরণী,৫ম জাতীয় সংসদের ৭ম অধিবেশন, ১১ অক্টোবর- ৬ নভেম্বর'১৯৯২।

২৬। মালেকা বেগম, সংরক্ষিত মহিলা আসন, সরাসরি নির্বাচন, অন্য প্রকাশ, একুশে বই মেলা-২০০০, পৃ-২০।

২৭। ঐ,পৃ -৫৪।

২৮। ঐ,পৃ –২১।

২৯। ঐ,পৃ –৫৪।

৩০। ঐ,পৃ- ২২।

৩১। ঐ,পৃ-২৩।

৩২। ঐ,পৃ -২৪।

৩৩। ঐ,পৃ-২৫।

৩৪। ঐ,পৃ- ৩৫।

৩৫। ঐ,পৃ -২৫।

৩৬। ঐ,পৃ- ২৬।

৩৭। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক, সরকারী বিবরণী, ৫ম খন্ড, প্রথম ভাগ, (২য় জাতীয় সংসদের ৫ম অধিবেশন),১৯৮০,পৃ-৫৬৬।

৩৮। খালেদা নাসরিন,বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশ গ্রহণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,পৃ-১৭৯।

৩৯। (ক) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-২, সংখ্যা-১-১৯,জুন'১৯৭৩।

(খ) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-২, সংখ্যা-২০-২৮,জুন-জুলাই'১৯৭৩।

(গ) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-২, সংখ্যা-২৯-৩৭, জুলাই'১৯৭৩।

(ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-২, সংখ্যা-১-১৪, জুন'১৯৭৪।

(ঙ) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-২, সংখ্যা-১৫-২৫, জুলাই'১৯৭৪।

৪০। (ক) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-২, সংখ্যা-১-১৬,মে-জুন'১৯৭৯।

(খ) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-২, সংখ্যা-১৭-২৬,জুন'১৯৭৯।

(গ) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-৩, সংখ্যা-১-১৮, ফেব্রুয়ারী-মার্চ'১৯৮০।

(ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-৩, সংখ্যা-১৯-৩৮, মার্চ-এপ্রিল'১৯৮০।

(ঙ) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-৪, সংখ্যা-১-১৯, মে-জুন'১৯৮০।

(চ) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-৪, সংখ্যা-২০-৩৫, জুন-জুলাই'১৯৮০।

(ছ) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-৫, ১ম ভাগ, ১৯৮০।

Dhaka University Institutional Repository

(জ) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-৭, ১ম ভাগ, ৭ম অধিবেশন, ১৯৮১ ।

(ঝ) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-৭, ৩য় ভাগ, ২৭ জুন-১১ জুলাই'১৯৮৮ ।

৪১ । বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-৩, সংখ্যা-১-১৮,ফেব্রুয়ারী-মার্চ'১৯৮০,পৃ-৯৬৫ ।

৪২ । বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-৩, সংখ্যা-১-১৮,ফেব্রুয়ারী-মার্চ'১৯৮০ ।

৪৩ । ঐ ।

৪৪ । ঐ,পৃ-১৮০ ।

৪৫ । ঐ,পৃ-১৮২ ।

৪৬ । ঐ,পৃ-১৮৩ ।

৪৭ । আইন শাখা-১, সংসদ বিষয়ক সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর,ঢাকা ।

৪৮ । খালেদা নাসরিন,বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশ গ্রহণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,পৃ-১৮৫ ।

৪৯ । ঐ,পৃ-১৮৬ ।

৫০ । ঐ,পৃ-১৮৬-১৮৭ ।

৫১ । ঐ,পৃ-১৮৭ ।

৫২ । ঐ,পৃ-১৮৮ ।

৫৩ । ঐ,পৃ-১৯৬ ।

৫৪ । ঐ,পৃ-১৯৭ ।

৫৫ । ঐ,৬ষ্ঠ অধ্যায় ।

৫৬ । ঐ,৬ষ্ঠ অধ্যায় ।

৫৭ । ঐ,৬ষ্ঠ অধ্যায় ।

৫৮ । এ এস এম সামছুল আরেফিন,বাংলাদেশের নির্বাচন,১৯৭০-২০০১,বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন, ২০০৩, পৃ-৫১৮ থেকে ৬৫২) ।

৫৯ । পিয়েরে ফর্নিলন, সেক্রেটারী জেনারেল, আন্ত পার্লামেন্টারী ইউনিয়ন (আইপিইউ),দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজনীতিতে নারী পুরুষের অংশীদারীত্ব শীর্ষক আন্তঃসংসদীয় ইউনিয়ন সম্মেলনে দেয় তথ্য, ১১- ১৫ ফেব্রুয়ারী,১৯৯৭ ।

৬০ । খালেদা নাসরিন,বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশ গ্রহণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,পৃ-৩১৭ ।

৬১ । Human Development Report, 1997 (UNDP).

৬২ । নারী অধিকার ঃ পেক্ষাপট বাংলাদেশ–প্রতিবেদন ,আর,ডি,আর,এস, জুলাই ২০০৩ ,পৃ– ৩৭

৬৩ । Inter Parliamentary Union on the basis of information provided by National Parliaments. Situation as of March 2003.

৬৪ । ফরিদা আখতার সম্পাদিত,সংরক্ষিত আসন,সরাসরি নির্বাচন,নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯,পৃ-৩৫-৫৩ ।

৬৫ । ঐ,পৃ-৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

৬৬। মালেকা বেগম,সংরক্ষিত মহিলা আসন,সরাসরি নির্বাচন,অন্যপ্রকাশ,একুশে বই মেলা-২০০০,পৃ-৪২।

৬৭। ফরিদা আখতার সম্পাদিত,সংরক্ষিত আসন,সরাসরি নির্বাচন,নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯,পৃ-৮।

৬৮। ঐ, পৃ- ১৫।

৬৯। মালেকা বেগম,সংরক্ষিত মহিলা আসন,সরাসরি নির্বাচন,অন্যপ্রকাশ,একুশে বই মেলা-২০০০,পৃ-৪৩।

৭০। ঐ,পৃ- ৪৭।

৭১। প্রতিবেদন, ১৯৯৬-২০০২,জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন, সংখ্যা বৃদ্ধিও সরাসরি নির্বাচন চাই, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সেপ্টেম্বর,২০০৩, পৃ- ৫৬।

৭২। ফরিদা আখতার সম্পাদিত, সংরক্ষিত আসন, সরাসরি নির্বাচন, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯, পৃ-১০।

৭৩। ঐ,পৃ-১২।

৭৪। ঐ,পৃ-১৩।

৭৫। প্রতিবেদন, ১৯৯৬-২০০২, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন, সংখ্যা বৃদ্ধিও সরাসরি নির্বাচন চাই, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সেপ্টেম্বর,২০০৩, পৃ, ২৪ - ৩৭।

৭৬। এ্যাডভোকেট এলিনা খান,জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন-প্রথম আলো ১৬/০৪/০১।

৭৭। প্রতিবেদন, ১৯৯৬-২০০২,জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন, সংখ্যা বৃদ্ধিও সরাসরি নির্বাচন চাই, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সেপ্টেম্বর,২০০৩, পৃ-৪৮।

৭৮। ঐ,পৃ- ৫০।

৭৯। মেয়াদ বৃদ্ধি নয়, চাই বাড়তি আসন ও সরাসরি নির্বাচন, দৈনিক *যুগান্তর*, তাং-০৪/০৮/২০০০।

৮০। সরাসরি নির্বাচনের প্রশ্নে কোন আপস নেই-সম্মিলিত নারী সমাজ,দৈনিক *আজকের কাগজ*,তাং-০৪/০৮/২০০০।

৮১। এ্যাডভোকেট এলিনা খান, সরাসরি নির্বাচন নিয়ে নারী সমাজের আর্তনাদ কারো কানে যাচ্ছে না?-অভিমত, দৈনিক *প্রথম আলো*, তাং-১৬/০১/২০০১।

৮২। সংসদে মহিলা সদস্যদের সরাসরি নির্বাচনের দাবীতে অবস্থান কর্মসূচি,দৈনিক *সংবাদ*, সম্মিলিত নারী সমাজের কর্মসূচিতে পুলিশের বাঁধা,দৈনিক *প্রথম আলো*, ১৬ জানুয়ারী নারী সমাজের প্রতীক অনশন, দৈনিক *মানবজমিন* ছবিসহ, তাং- ১২/০১/২০০১।

৮৩। সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবীতে নারী সমাজের প্রতীক অনশন পালন,দৈনিক *জনকণ্ঠ* ছবিসহ সকল জাতীয় পত্রিকা, তাং- ১৭/০১/২০০১।

৮৪। সংসদে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বাড়ান ও সরাসরি নির্বাচন দিন-সম্মিলিত নারী সমাজ ও নারী প্রগতি সংঘের সমাবেশে দাবী,দৈনিক *প্রথম আলো* ছবিসহ সকল জাতীয় পত্রিকা,তাং-১৯/০৩/২০০১।

৮৫। মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবীতে সমাবেশ ও মিছিল, দৈনিক *ইত্তেফাক* ছবিসহ সকল জাতীয় পত্রিকা, তাং-১১/০৬/০১।

৮৬। সংরক্ষিত মহিলা আসন-নারী নেত্রীরা যা বলেছেন,দৈনিক *সংবাদ* ও দৈনিক *মানবজমিন*, তাং-০৭/০৭/২০০১।

৮৭। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি নারী সমাজের খোলা চিঠি, দৈনিক *দিনকাল*,তাং-১৬/৮/২০০১।

৮৮। ক্ষমতায় গেলে সংসদের আসন বাড়াব-খালেদা জিয়া,যুগান্তর রিপোর্ট,দৈনিক *যুগান্তর*, তাং-০৭/০৮/২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

৮৯। নাশরাত চৌধুরী,সংসদের প্রথম অধিবেশনেই মহিলা আসন ইস্যু,দৈনিক *মানব জমিন*,তাং- ০৮/১০/২০০১।

৯০। সংসদে নারী আসন,সম্পাদকীয় কলাম,দৈনিক *প্রথম আলো*, তাং-০৫/১১/২০০১।

৯১। সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন দ্বিগুণ করার আহবান-মহিলা আইনজীবী ফোরাম, দৈনিক *দিনকাল* ,তাং-০৫/১১/২০০১,পৃ-১২।

৯২। সংসদে মহিলাদের জন্য ৬৪ আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান তৈরী হচ্ছে, দৈনিক *জনকণ্ঠ*, জাতীয় সংসদে জোট সরকারের অভিমত,দৈনিক *মানবজমিন*, তাং-০৮/১১/২০০১।

৯৩। ঐ, তাং-০৮/১১/২০০১।

৯৪। নাশরাত চৌধুরী,সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন চলতি অধিবেশনে বিল আসছে না, দৈনিক *মানবজমিন* ,তাং-০৭/১১/২০০১।

৯৫। নারী সংগঠন ও এনজিও গুলোর সংবাদ সম্মেলন, সংসদে মহিলা আসন বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের দাবী, দৈনিক *প্রথম আলো সহ সকল জাতীয় পত্রিকা*, তাং-১৩/১১/২০০১।

৯৬। প্রতিবেদন, ১৯৯৬-২০০২,জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন, সংখ্যা বৃদ্ধিও সরাসরি নির্বাচন চাই, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সেপ্টেম্বর,২০০৩, পৃ- ৫৩।

৯৭। ঐ, পৃ-৫৪।

৯৮। ঐ,পৃ-৫৬।

৯৯। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী ঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয়,শেরে বাংলা নগর,আগারগাঁও,ঢাকা।

১০০। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে গৃহীত কর্মসূচী এবং সুপারিশ সমূহ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ৪ এপ্রিল,২০০৪, ঢাকা।

১০১। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ও নির্বাচনী আইন সংস্কার, দৈনিক *প্রথম আলো*, ৩০ মে, ২০০৭।

১০২। সংসদে সাধারণ আসনের নির্বাচনে নারীর বাধা কি? দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১৩ মার্চ, ২০০০।

১০৩। সক্রিয় রাজনীতিতে নারীরা কম আসছেন কেন? দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১৩ মার্চ ২০০০, পৃ-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিত করণ

৫.১ ভূমিকা

আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী পূরণে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ জন্য উদ্দেশ্য ভিত্তিক একটি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়েছিল। উত্তর সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, প্রাক্তন ও বর্তমান সংসদ সদস্য (সংরক্ষিত মহিলা সাংসদ সহ), শিক্ষাবিদ, নারী নেত্রী, (সকল ক্ষেত্রে যাদের সহজে পাওয়া সম্ভব) আইনজীবী, এনজিও ব্যক্তিত্ব, অবসর প্রাপ্ত সরকারী বে-সরকারী চাকুরীজীবী সহ সুশীল সমাজের কতিপয় ব্যক্তিকে নিয়ে তালিকা তৈরী করা হয়। এদের মধ্যে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদদের সংখ্যা ৭০ জন। উক্ত তালিকার সংরক্ষিত আসনের প্রাক্তন মহিলা সদস্যদের মধ্যে থেকে ২৫ জন এবং তালিকার অবশিষ্ট অংশ থেকে ৭৫ জনকে সরল নির্বিচারী নমুনায়ন (Simple Randon Sampling) পদ্ধতিতে বাছাই করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে বাছাইকৃত তালিকা থেকে কাউকে না পাওয়া গেলে তালিকাভুক্ত তার পরবর্তীজনকে নমুনা (Sample) হিসেবে নেয়া হবে। সে অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করার পদক্ষেপ নেয়া হয় । কেউ কেউ নিজেই ফরম পূরণ করেছেন, কারো কারো কাছ থেকে তথ্য সরাসরি জিজ্ঞাসার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে, তালিকা ভূক্ত অধিকাংশ রাজনীতিবিদ সরাসরি তাঁদের মতামত প্রদানে অস্বীকার করেন। কারো কারো সাথে ফোনে / মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হয়। কারো কারো সাথে ব্যাক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে প্রশ্নপত্র প্রদান করেও তাঁদের মতামত পাওয়া যায়নি। প্রধানত; ১/১১ পরবর্তীতে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি জানা সত্ত্বেও রাজনৈতিক কারণে তাঁরা এ বিষয়ে অপারগতা প্রদর্শন করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচিত কোন কোন সদস্যের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলে অনুধাবন করা গেছে যে নারী অধিকার বা নারী সংক্রান্ত ইস্যুগুলো তাঁদের কাছে খুব একটা পরিষ্কার নয় বা এ বিষয়ে খুব একটা চর্চা করার সুযোগ তাঁরা পাননি। তবে তাঁরা সবাই এক কথায় অধিকার বঞ্চিত নারীদের নিয়ে অনেক ভাল কিছু করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। ফলে যাঁদের নিকট থেকে এ গবেষণার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তা পাওয়া গেল না। সে কারণে এ গবেষণাটি কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও যাঁদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের অধিকাংশই সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব যাঁরা দেশ, রাজনীতি, নারী বা নারী বিষয়ক ইস্যুগুলো সহ সব বিষয়ে ভাবেন। প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ পূর্বক নিম্নে বিভিন্ন, টেবিল,চার্ট লেখচিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে প্রদর্শন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫.১.১। মতামত প্রদানকারী/ উত্তরদাতাদের সাধারণ তথ্যাবলী

এই গবেষণায় ঢাকা মহানগরী ছাড়াও গবেষকের কর্মস্থলের কাছাকাছি রংপুর,দিনাজপুর ও নীলফামারী জেলা থেকে দৈব চয়নের ভিত্তিতে নির্ধারিত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে লিঙ্গ, অর্থনৈতিক শ্রেণী ও পেশা শ্রেণীর মধ্যে যথাযথ সমতা রাখার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মতামত প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন বয়সের উত্তরদাতাদের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এদের বয়সের সীমা ১৬ থেকে সর্বোচ্চ ৮৫ পর্যন্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১.২। উত্তরদাতাদের বয়স সীমা (বৎসর)

সারণি - ৫.১ উত্তরদাতাদের বয়স সীমা (বৎসর) ঃ

১৬-২৫	২৬-৩৫	৩৬-৪৫	৪৬-৫৫	৫৬-৬৫	৬৬-৭৫	৭৬-৮৫	৮৬+
৬%	৮%	২৪%	১৮%	২৪%	১৮%	২%	-

উপরের সারণি ৫.১ থেকে দেখা যায় যাঁদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাঁদের অধিকাংশের বয়স ৩৬ থেকে ৭৫ (৮৪%) বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ এ গবেষণায় তুলনামূলকভাবে বয়স্ক লোকের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৫.১.৩। উত্তরদাতাদের সামাজিক পরিচিতি

যে সকল উত্তরদাতাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাঁদের সামাজিক পরিচিতি নিম্নের টেবিল- ৫.২ ও রেখ চিত্র ৫.১ এ প্রদর্শন করা হল। তাতে দেখা যায়-

সারণি- ৫.২ উত্তরদাতাদের সামাজিক পরিচিতি ঃ

রাজনীতিবিদ	প্রাক্তন এম.পি.	নারী নেত্রী	শিক্ষাবিদ	সুশিল সমাজের সদস্য	আইনজীবী	এনজিও ব্যক্তিত্ব	সরকারী - বেসরকারী (অবঃ) চাকুরীজীবী	ছাত্র
২১%	১২%	৬%	২০%	১৭%	১১%	৩%	৮%	২%

লেখ চিত্র-৫.১

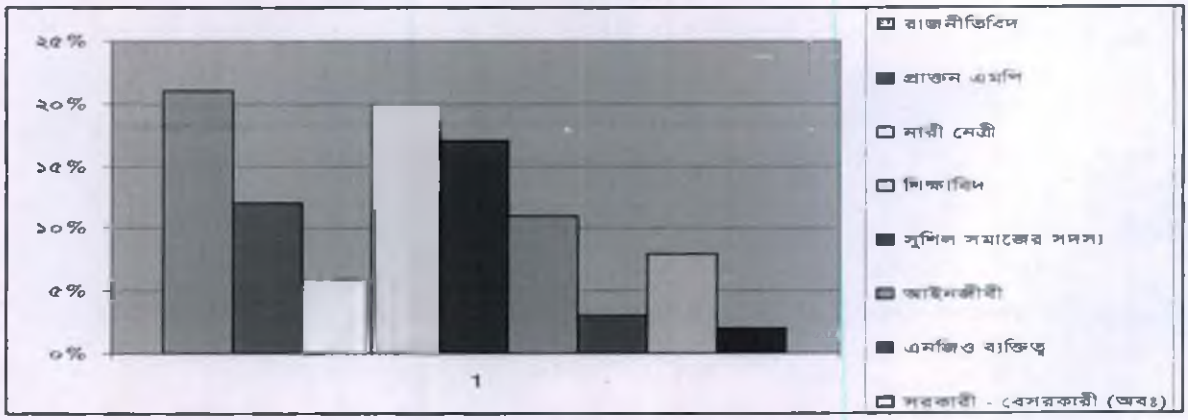

যে সকল উত্তরদাতাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক ২১% রাজনীতিবিদ, যদিও রাজনীতিবিদদের সংখ্যা এ ক্ষেত্রে আরো বেশী হওয়া উচিত ছিল। কারণ ধরে নেয়া হয় যে, রাজনীতিবিদরা সমাজের সমস্যাবলী নিয়ে বেশী ভাবেন এবং তাঁদের করণীয়ও বেশী। তবে যেহেতু রাজনীতিবিদের নিরপেক্ষ মতামত দেয়া কঠিন, সে কারণে এ গবেষণায় অন্যান্য পেশাজীবীদের বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ কারণে পেশাজীবী ও রাজনীতির সাথে তেমন সম্পর্ক নেই এমন দেশ প্রেমিক লোকজনের (৭৭%) নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অবশ্য পেশাজীবিদের যেমন প্রাক্তন এমপি, নারী নেত্রী, শিক্ষাবিদ, আইনজীবি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের একটা বড় অংশও রাজনীতির সাথে কম বেশী জড়িত বা রাজনীতিতে সচেতন। ফলে রাজনীতির সাথে সংশিষ্ট ও রাজনীতিতে সচেতন উত্তরদাতার সংখ্যা ৯০% এর উপরে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১.৪। উত্তরদাতা (মহিলা/পুরুষ) সংক্রান্ত তথ্য

এ গবেষণা কর্মটি মহিলাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিধায় তথ্য সংগ্রহে মহিলাদের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ সাধারণ আসনের নারী সংসদ সদস্যদের নিকট থেকে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশ অর্থাৎ জরুরী আইনের কারণে তথ্য না পাওয়ায় প্রকৃত পক্ষে তথ্য সংগ্রহে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া যায় নি। এ ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষের অনুপাত যথাক্রমে ৪৬ঃ৫৪।

সারণি-৫.৩ উত্তরদাতা (মহিলা/পুরুষ) সংক্রান্ত তথ্য ঃ

মহিলা	পুরুষ
৪৬%	৫৪%

৫.১.৫। উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

সারণি-৫.৪ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

এস,এস,সি	এইচ,এস,সি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর
-	৭%	৩৪%	৫৯%

লেখ চিত্র-৫.২

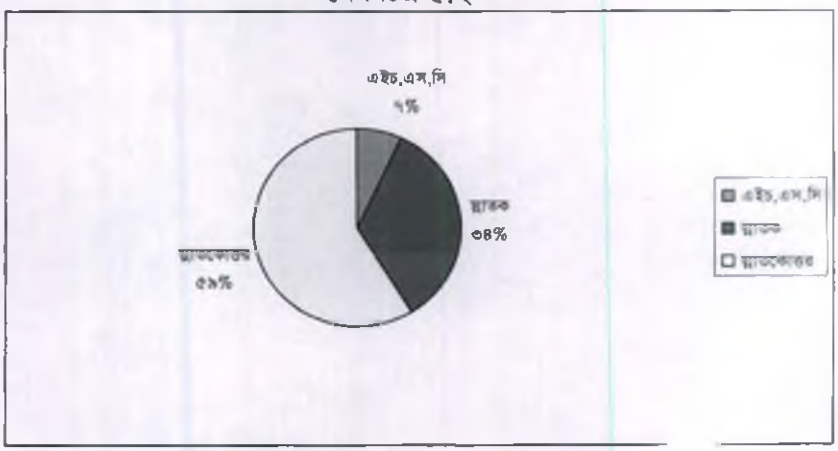

পূর্বেই বলা হয়েছিল এ গবেষণাটি যেহেতু একটি জটিল গবেষণা সেহেতু এ গবেষনার ক্ষেত্রে মতামত সংগ্রহের জন্য উচ্চ শিক্ষিত লোকজনকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উপরের সারণি ৫.৪ বা লেখ চিত্র-৫.২ থেকে প্রতীয়মান হয় যে উত্তরদাতাদের অধিকাংশই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। সারণি ৫.২ ও ৫.৪ এ দেখা যায় যে উত্তরদাতাদের অধিকাংশ (৯০% এর বেশী) সমাজে প্রতিষ্ঠিত, নেতৃত্ব প্রদানকারী এবং অধিকাংশ ৯৩% স্নাতক বা তদূর্দ্ধ পর্যায়ে শিক্ষিত।

৫.১.৬। রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা (বৎসর)

এ গবেষণায় যাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের একটি বড় অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৫.৫ রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা (বৎসর)

০-৫	৬-১০	১১-১৫	১৬-২০	২১-২৫	২৬-৩০	৩১+	রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট নয়
-	৪%	৪%	৩%	৩%	৭%	৪০%	৩৯%

উপরের সারণি- ৫.৫ থেকে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবলোকন করা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট তাদের হার ৬১% । উত্তরদাতাদের ৩৯% কোন ভাবেই রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট নন । যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত তাদের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ ৩০ বৎসরের বেশী সময় ধরে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ।

৫.১.৭। **উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরণ**

সারণি - ৫.৬ উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরণ

একক	যৌথ
৫৮%	৪২%

অত্র গবেষণায় যে সকল ব্যক্তিদের তথ্য নেয়া হয়েছে তাদের শতকরা ৫৮ একক পরিবারের ও শতকরা ৪২ যৌথ পরিবারের সদস্য অর্থাৎ গবেষণায় একক ও যৌথ পরিবারের প্রতিনিধিত্ব থাকায় এ ক্ষেত্রে উভয় ধরনের পরিবারের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে ।

৫.১.৮। **উত্তরদাতাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা**

লেখ চিত্র -৫.৩ উত্তরদাতাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা

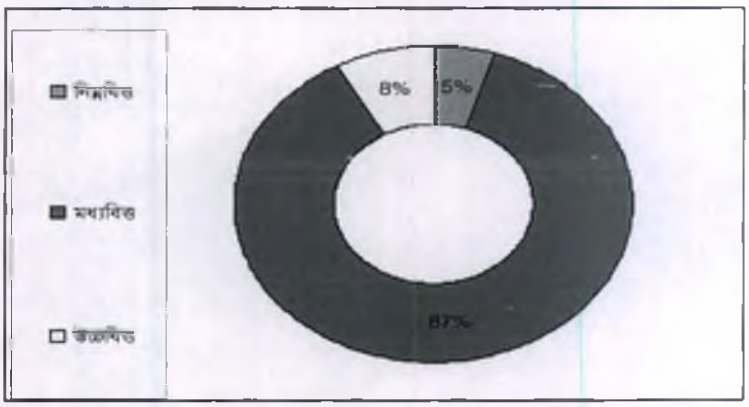

আমাদের দেশে মূলতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীই দেশ পরিচালনাসহ সার্বিক কর্মকান্ডে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে । এ শ্রেণীর নেতৃত্বেই দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাল মন্দ বেশী প্রভাবিত বা আলোড়িত হয় । আলোচ্য গবেষণায় যে শ্রেণীর লোক জনের নিকট থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে তারা মূলতঃ সমাজের প্রভাবশালী বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর মানুষ । গবেষণায় দেখা যায় উত্তরদাতাদের ৮৭% মধ্যবিত্ত শ্রেণীর । অর্থাৎ গবেষনায় সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি যাঁরা সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেন বা চিন্তা করেন তাঁদের আধিক্য থাকায় গবেষণায় ভাল তথ্য পাওয়া গেছে বলে প্রতীয়মান হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১.৯। পরিবারের মহিলা সদস্যগণের রাজনৈতিক সচেতনতা

আমাদের দেশে মহিলাদের আত্ম অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া আবশ্যক মনে করে সর্বমহল। কারণ রাজনীতি হচ্ছে সে প্লাটফরম যার দ্বারা একটি দেশের সব কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। তাই এ গবেষণায় তথ্য দাতাদের পরিবারের মহিলা সদস্যদের রাজনৈতিক সচেতনতা জানা অবশ্যক।

সারণি-৫.৭ পরিবারের মহিলা সদস্যগণের রাজনৈতিক সচেতনতা

সচেতন	সচেতন নয়
৯৬%	৪%

উপরের সারণি - ৫.৭ থেকে দেখা যায় গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য যে সমস্ত উত্তরদাতার মতামত নেয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে শতকরা ৯৬ ভাগ দাবী করেছেন যে তাঁদের পরিবারের নারী সদস্যরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন। উল্লেখ্য যে, প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজনই আমাদের সমাজে / দেশে বর্তমানে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান গবেষণায় উত্তরদাতাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। সে কারণেই এসব পরিবারের মহিলারাই হচ্ছেন সে সব মহিলা যাঁরা সমাজে মহিলাদের নেতৃত্ব দিতে পারে। তাই এ গবেষণায় রাজনৈতিক সচেতন পরিবারের সদস্যদের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সঠিক রাজনৈতিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা দূরীকরণে সঠিক পন্থা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

৫.১.১০। মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে মতামত

মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য ৪টি প্রস্তাবনা রাখা হয়েছিল। প্রস্তাবনা গুলো হচ্ছে (ক) রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা বা সম্পৃক্ত হওয়া উচিত নয়; (খ) রাজনৈতিক খবরাখবর রাখাই যথেষ্ট; (গ) নির্বাচনে ভোট দেয়া উচিত; (ঘ) রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা উচিত। প্রস্তাবনার বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। ফলাফল নিচের সারণি - ৫.৮ এ দেখানো হলো।

সারণি-৫.৮ মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে মতামত

"ক"	"খ"	"গ"	"ঘ"
-	-	১৫%	৮৫%

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, নারীদের সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে ৮৫% উত্তরদাতা তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। মাত্র ১৫% উত্তরদাতা নারীদেরকে শুধুমাত্র ভোটদানের মধ্যে সীমিত রাখার পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন। অন্যদিকে (ক) রাজনীতিতে সম্পৃক্ত না হওয়া বা অংশগ্রহণ না করা অথবা (খ) রাজনৈতিক খবরাখবর নিলেই যথেষ্ট এই দুটো ধারণার বিষয়ে কোন সমর্থন পাওয়া যায়নি।

৫.২.১। নারী অধিকার প্রাপ্তি সংক্রান্ত মতামত

আমাদের দেশে নারীরা সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন না বলে একটি অভিযোগ প্রায়শঃই শোনা যায়। এ বিষয়ে গবেষণায় উত্তরদাতাদের মতামত নেয়া হয়। ফলাফল নিম্নরূপ-

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৫.৯ নারী অধিকার প্রাপ্তি সংক্রান্ত মতামত

সংবিধান মোতাবেক অধিকার ভোগ করছেন	সংবিধান মোতাবেক অধিকার ভোগ করছেন না
১৮%	৮২%

উপরের বিভিন্ন সারণিতে প্রদর্শিত তথ্যমতে সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রমাণ হয় যে, এ গবেষণায় যে সকল উত্তরদাতাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে তাঁদের অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত এবং তাঁরা সমাজের নেতৃস্থানীয় । সংবিধান মোতাবেক নারীরা অধিকার ভোগ করছেন কিনা এ বিষয়ে তাঁদের অধিকাংশই অর্থাৎ ৮২% নেতিবাচক মনোভাব অর্থাৎ নারীরা সংবিধান অনুযায়ী প্রাপ্য অধিকার ভোগ করছেন না মর্মে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এই মতামতের মাধ্যমে আমাদের দেশ / সমাজে অধিকার প্রাপ্তিতে নারীর প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে।

৫.২.২। নারীদের অধিকার বঞ্চিতের ক্ষেত্র সমূহ

এ গবেষণায় কোন কোন ক্ষেত্রে নারীরা অধিকার বঞ্চিত হচ্ছেন সেই মর্মে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাগণের পছন্দ ক্রম অনুযায়ী তাঁরা যে বিষয় গুলো সনাক্ত করেছেন নিচে তার প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলো শতকরা হারে উল্লেখ করা হলো।

বঞ্চিতের ক্ষেত্র সমূহ	উত্তরদাতার শতকরা হার
১। শিক্ষা গ্রহণে	৭৯%
২। সঠিক মজুরী প্রাপ্তিতে	৭৭%
৩। সিদ্ধান্ত গ্রহণে / পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে	৭৭%
৪। আইনগত সুবিধা প্রাপ্তিতে	৭২%
৫। জনপ্রতিনিধিত্ব নির্ধারণে	৭০%
৬। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে।	৬৮%
৭। সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে	৬৭%
৮। ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে	৬৭%
৯। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে	৬৬%
১০। ধর্মীয় ক্ষেত্রে	৫৬%
১১। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গ্রহণে	৫৬%
১২। চাকুরীর ক্ষেত্রে	৫৩%
১৩। জাতীয় সংসদে	৪৯%
১৪। সম্পত্তি/সম্পদের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে	৪৪%
১৫। সর্বত্র মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে	৪৩%
১৬। পেশা নির্বাচনে	৪৩%
১৭। রাষ্ট্রীয় ভাবে	৪২%
১৮। যৌতুকের কারণে নিজ পরিবারে	৩৯%

Dhaka University Institutional Repository

১৯। সামাজিক কর্মক্ষেত্র সমূহে (সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্তিতে)।	৩৪%
২০। খাদ্য বন্টন ব্যবস্থায়	৩৩%
২১। পারিবারিক সহযোগিতায়	২৯%
২২। যোগ্যতা অনুসারে পদায়নে	২৭%
২৩। স্থানীয় সরকারে	২৬%
২৪। কোটা ব্যবস্থায় (চাকুরী ও সংসদ)	১৭%

উপরের টেবিল থেকে দেখা যায় কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে নারীরা অধিকার বঞ্চিত হচ্ছেন এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের ৭৯% শিক্ষা গ্রহণে, ৭৭% সঠিক মুজরী প্রাপ্তি এবং সিদ্ধান্ত গহণ বা পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, ৭২% আইন গত সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, ৭০% জনপ্রতিনিধিত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে, ৬৮% রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ৬৭% সামাজিক নিরাপত্তা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে,৬৬% অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে,৫৬% ধর্মীয় ক্ষেত্রে এবং জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রসহ আরো বহুবিধ ক্ষেত্রে নারীরা বঞ্চিত হচ্ছে মর্মে চিহ্নিত করেছেন।

৫.২.৩। বাংলাদেশের নারীদের অধিকার সচেতনতা বিষয়ে মতামত

আমাদের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে নারীরা তাদের অধিকাংশ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নয়। এর প্রেক্ষিতে পুরুষরা নারীর উপর বৈধ অবৈধ সব ক্ষেত্রে নিজের প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পায়। এ গবেষণায় উত্তরদাতাদের দৃষ্টিতে নারীরা নিজের অধিকার বিষয়ে কতটুকু সচেতন সে মর্মে তথ্য গ্রহণ করা হয়। নিচের সারণিতে উক্ত তথ্যের প্রতিফলন দেখা যায়।

সারণি - ৫.১০ বাংলাদেশের নারীদের অধিকার সচেতনতা বিষয়ে মতামত

অধিকার বিষয়ে সচেতন	অধিকার বিষয়ে সচেতন নয়
২২%	৭৮%

আলোচ্য গবেষণায় উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৬% মহিলা। উত্তরদাতাদের ৭৮% ই মনে করেন আমাদের দেশের নারীরা তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন নন। বিষয়টি অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। কারণ অধিকার বিষয়ে সচেতন না হলে অধিকার অর্জন করা যায় না। বাংলাদেশে নারী সমাজ এমনিতেই পুরুষ নির্ভর। এর প্রধান কারণ অজ্ঞতা ও নিজের অধিকার বিষয়ে অসচেতনতা। তাই নারীদেরকে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বার্থে নিজের বিষয়ে জানতে ও শিখতে হবে।

৫.২.৪। নারীর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য করণীয়

সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কী কী করণীয় এ বিষয়ে উত্তরদাতাগণ কিছু সুপারিশ প্রদান করেছেন। যার প্রধান প্রধান কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) দেশে সরকারি ভাবে নারী নীতি বাস্তবায়ন।

(২) নারী ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচীগুলোর বিষয়ে ব্যাপক প্রচার।

(৩) নারী নির্যাতন বন্ধ ও নারীর প্রতি বৈষম্য রোধকল্পে নারী/পুরুষ সকলকে উৎসাহিত করা।

(৪) সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচী গ্রহণ।

(৫) বর্তমান সচেতন নারী সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

(৬) পুরুষ সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) মেয়েদের ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৮) চাকুরীতে নিয়োগ বৃদ্ধি।

(৯) জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচন।

(১০) রেডিও টিভিতে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠান বৃদ্ধি করা।

(১১) নারীদের সচেতনতা মূলক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

(১২) পারিবারিক ভাবে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।

(১৩) রাজনৈতিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে আসা।

(১৪) নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করা।

(১৫) সামাজিক ও ধর্মীয় কু-সংস্কার দূর করা।

(১৬) আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

(১৭) বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(১৮) প্রতিটি পরিবারকেই তাদের মেয়েদেরকে সচেতন করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

(১৯) নারীদের রাজনীতিতে ব্যাপক ভিত্তিক অংশ গ্রহণ।

(২০) প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও দলের সহযোগী সংগঠনের কমিটিতে নারীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি।

(২১) প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মহিলা শাখার কার্যক্রম জোরদার করা।

৫.৩.১ নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের মনোভাব

আমাদের দেশে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই তাদের নিজেদের সংগীদের নারীর মূল্যায়ন করে। কমবেশী সকল দলই নারী উন্নয়ন কে দলের অন্যতম ইস্যু হিসেবে প্রচার করতে ভালবাসে। নারী উন্নয়নে রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যা সর্বমহলই স্বীকার করে। তাই এ ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গী উত্তরদাতাদের বিবেচনায় কেমন সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়।

সারণি- ৫.১১ নারীর ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক দলের মনোভাব

আওয়ামী লীগ			বিএনপি			জাতীয় পার্টি			জামায়াতে ইসলাম		
ইতিবাচক	নেতিবাচক	মাঝামাঝি	ইতিবাচক	নেতিবাচক	মাঝামাঝি	ইতিবাচক	নেতিবাচক	মাঝামাঝি	ইতিবাচক	নেতিবাচক	মাঝামাঝি
৩৭%	১২%	৫১%	৮%	৪৩%	৪৯%	৭%	৪৬%	৪৭%	৬%	৭১%	২৩%

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের মনোভাব সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য রাজনৈতিক দলে মনোভাব ইতিবাচক, নেতিবাচক এবং মাঝামাঝি (অর্থাৎ ইতিবাচকও নয়, নেতিবাচকও নয়) তিনটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করতঃ এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী- এ চারটি দলের মনোভাব উত্তর দাতাদের দৃষ্টিতে নির্ধারণ ও যাচাই করা হয়। প্রাপ্ত ফলাফল নিচে সারণী ও বার চিত্র এর মাধ্যমে দেখান হল। এতে দেখা যায় উত্তরদাতাদের মতে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর মনোভাব যথাক্রমে ৩৭%, ৮%, ৭% ও ৬% উত্তরদাতার মতে ইতিবাচক এবং যথাক্রমে ১২%, ৪৩%, ৪৬% ও ৭১% উত্তরদাতার মতে নেতিবাচক মনোভাব অর্থাৎ যথাক্রমে ৫১%, ৪৯%, ৪৭% ও ২৩% উত্তরদাতা বর্ণিত দলগুলোর অবস্থান মাঝামাঝি মর্মে তাঁদের অভিমত ব্যাক্ত করেছেন। উত্তরদাতাদের মতামত থেকে

Dhaka University Institutional Repository

একটি বিষয় স্পষ্ট যে উপরে বর্ণিত চারটি দলই একক বা জোটগত ভাবে রাষ্ট্র পরিচলনা করার সুযোগ পেলেও নারী নীতির প্রশ্নে তাঁদের কারো অবস্থান ভাল নয়। কোন দলেরই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় না। এমনকি আওয়ামী লীগ নিজেদেরকে আপোষহীন, প্রগতিশীল ও নারী বান্ধব দল দাবী করলেও উত্তরদাতাদের মাত্র ৩৭% এ দলকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক মর্মে বিবেচনা করছেন। ৭১% উত্তরদাতা জামায়াতে ইসলামীকে কে নেতিবাচক মনোভাবাপন্ন দল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোন কোন দলের নীতিতে অতি উচ্চ আশা বা প্রস্তাবনা প্রতিফলিত হলেও বাস্তবে তাদের কার্যক্রম যতটা না নারী উন্নয়ন কেন্দ্রিক তার চেয়েও বেশী রাজনৈতিক। সস্তা জনপ্রিয়তাই এর লক্ষ্য মর্মে অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন।

৫.৩.২। মনোভাব ইতিবাচক না হলে কী কী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন

উপরে লক্ষ্য করা গেছে যে, নারীদের ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের মনোভাব ইতিবাচক নয়। এ ক্ষেত্রে নারী স্বার্থে কি কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে সে মর্মে উত্তরদাতাদের মতামত নেয়া হয়। তাঁরা যে সব সুপারিশ করেছেন সেগুলোর গুরুত্বানুসারে শতকরা হারে নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

	উত্তরদাতাদের মতামত	উত্তরদাতাদের হার
(১)	নারী নেতৃত্বকে দলীয় কর্মকান্ডে আরো বেশী করে সংযুক্ত করতে হবে।	৮৮%
(২)	সংসদ ও স্থানীয় সরকারের সকল কাঠামোতে সংরক্ষিত আসন বলবৎ রাখতে হবে।	৮৪%
(৩)	সংসদসহ স্থানীয় সরকারে নারী নেত্রীদের আরো বেশী বেশী মনোনয়ন দিতে হবে।	৭৪%
(৪)	নারী নেত্রীদের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে মুল্যায়ন করতে হবে।	৭২%
(৫)	রাজনৈতিক দলের প্রতিটি কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ মহিলা রাখতে হবে।	৭১%
(৬)	সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের জড়িত করতে হবে।	৬৯%
(৭)	সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্যদের সাধারণ আসনে নির্বাচিতদের ন্যায় সমান গুরুত্ব দিতে হবে।	৬২%
(৮)	শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা খাত সহ কর্মসংস্থানের সকল ক্ষেত্রে নারীদের আরো অগ্রাধিকার দিতে হবে।	৪৯%
(৯)	বৈষম্য রোধ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারী ভাবে আরো বেশী পদক্ষেপ নিতে হবে।	৪৭%
(১০)	উদার মন নিয়ে নারীদের রাজনৈতিক কাজে যোগদানের সুযোগ দিতে হবে।	৪৪%

৫.৩.৩। নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে বিগত জোট সরকারের ভূমিকার যথার্থতা

বিগত জোট সরকারের মূল শরিক বিএনপি তার নির্বাচনী ইস্তেহারের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনসহ বহুবিধ কর্মসূচী ঘোষণা করেছিল। কিন্তু অভিযোগ আছে যে, নানাবিধ কারণে কর্মসূচীর কিয়দংশই বাস্তবায়িত হয়েছে। এক্ষেত্রে জোট সরকারের আচরণ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত নেয়া হয়। যা নিম্নের লেখ চিত্র ৫.৪ এ দেখানো হলো।

Dhaka University Institutional Repository

লেখ চিত্র - ৫.৪ নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে বিগত জোট সরকারের ভূমিকার যথার্থতা

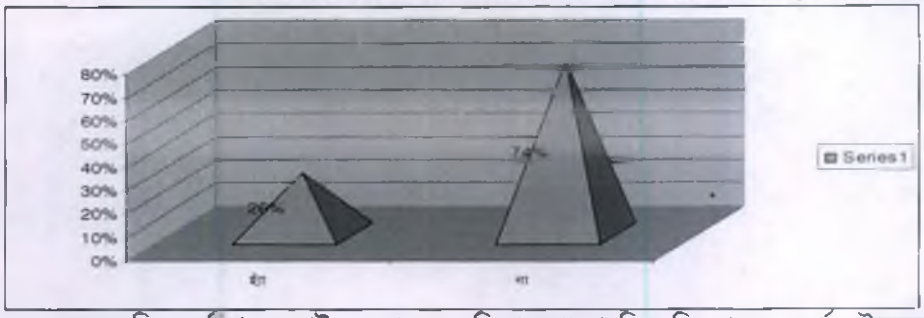

নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে বিগত জোট সরকারের ভূমিকা যথাযথ ছিল কি না সে মর্মে উত্তরদাতাদের মাত্র ২৬% ভাগ উত্তরদাতা জোট সরকারের ভূমিকা সমর্থন করেছেন অর্থাৎ অধিকাংশ ৭৪% উত্তরদাতা বিরুদ্ধ মতামত প্রদান করেছেন। অথচ গত ২০০১ এর সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নির্বাচনী ইস্তেহারে নারী উন্নয়ন বিষয়ক ঘোষণা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। উত্তরদাতাদের এ মতামতের মাধ্যমে নারীর উন্নয়নের বিষয়ে জোট সরকারের ব্যর্থতার চিত্রই বেরিয়ে এসেছে।

৫.৩.৪। নারীর ক্ষমতায়নে জোট সরকারের ভূমিকা যথার্থ না হওয়ার কারণ

উত্তরদাতাদের এক বৃহৎ অংশের মতামত হল যে নারী উন্নয়নে বিগত জোট সরকারের ভূমিকা তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে ভাল ছিল না। এ গবেষণায় এর কারণ অনুসন্ধান করা হয়। এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাগণ যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা গুরুত্বের ক্রমানুসারে নিম্নে উপস্থাপন করা হল -

ক্রঃ নং	উত্তরদাতাদের মতামত	উত্তরদাতার হার
১।	নারী নেতৃত্ব বিদ্বেষী জামায়াতে ইসলামীর প্রভাবে নারীদের ক্ষমতায়নে বিএনপি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।	৯৪%
২।	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন করার নীতি গ্রহণ না করা।	৯০%
৩।	দলের ভিতরে ও বাহিরে প্রকৃত পক্ষে গণতন্ত্র চর্চার অভাব।	৮৯%
৪।	নারীদের অধিকারের কথা বলা হলেও মূলত তা ক্ষমতায় থাকার জন্য। প্রকৃতপক্ষে নারীর ক্ষমতায়নে আন্তরিক ছিল না।	৮৯%
৫।	জোট সরকারের প্রগতিশীল আচরণের অন্তরালে প্রকট ধর্মীয় প্রভাব / হীনমন্যতা বিদ্যমান ছিল।	৮৮%
৬।	স্থানীয় সরকারের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারীদের পৃথক দায়িত্ব কর্তব্য নির্ধারণ করে কাজের সুযোগ সৃষ্টি না করা।	৭৯%
৭।	নারীদের নিরাপত্তার বিষয়ে কোন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ না করা।	৭৭%
৮।	যোগ্য নারীদের সঠিক পদে নিয়োগ না করা।	৭৬%
৯।	দেশ শাসনের জ্ঞান ও মেধার অভাব।	৬৬%
১০।	শিক্ষানীতিতে বৈষম্য বিদ্যমান।	৬৫%
১১।	বিএনপির নির্বাচনী অংগীকার বাস্তবায়ন না করা।	৫৬%
১২।	নারী উন্নয়ন নীতিমালা অনুসরণ না করা ও এতে জামায়াতে ইসলামীর প্রভাবে পরিবর্তন সাধন।	৫৩%

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪। নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিকা

নারী বিষয়ক ইস্যুগুলো আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মসূচীর অন্যতম অংশ। আওয়ামী লীগ বিগত সময়ে ক্ষমতাসীন থাকা কালে প্রথম বারের মত ১৯৯৭ সালে "নারী উন্নয়ন নীতি-১৯৯৭" প্রণয়ন সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তাদের নারী উন্নয়ন বিষয়ক ভূমিকা লক্ষ্যনীয় ভাবে ভাল ছিল কি না এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মনোভাব যাচাই করা হয়। তাদের মনোভাব নিম্নে সারণিতে দেখান হল ঃ-

সারণি- ৫.১২ নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিকার যথার্থতা বিষয়

হ্যাঁ	না
৪৪%	৫৬%

নারীর ক্ষমতায়নে বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের ভূমিকা যথাযথ ছিল কিনা এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য হাঁ ও না দুটি উত্তরের মধ্যে একটি বাছাইয়ের জন্য উপস্থাপনা করা হয়। উত্তর দাতাদের শতকরা ৫৬ ভাগ "না" বোধক মতামত প্রদানের মাধ্যমে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিকাও যথাযথ ছিল না এ সত্যকেই তুলে ধরেছেন।

ক্ষমতায়নের বিষয়ে জোট সরকারের ভূমিকাও বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিকার বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এ বিষয়টিই বেরিয়ে এসেছে যে, নারীর ক্ষমতায়নে জোট সরকার ও বিগত আওয়ামী লীগ সরকার কেউই যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করেনি।

৫.৪.১। নারীর ক্ষমতায়নে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিকা যথাযথ না হওয়ার কারণ

আওয়ামীলীগ সব সময় নিজেদেরকে নারী বান্ধব, প্রগতিশীল ও নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ দল হিসেবে দাবী করে আসছে। এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের অর্ধেকের বেশীর মতে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের নারী উন্নয়নে গৃহীত কাযক্রম লক্ষ্যণীয় ভাবে যথার্থ ছিল না। এ গবেষণায় এতদ সংক্রান্ত কারণ অনুসন্ধান করা হয়। উত্তরদাতাদের দেওয়া মতামত নিচে গুরুত্বের ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা হল ঃ-

১) আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও নানাবিধ ভয়ভীতি ছাড়াও সিদ্ধান্তহীনতা থাকায় ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল না।

২) সংসদের সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত যোগ্য নারী নেত্রী মনোনয়ন পাওয়ার মত থাকলেও তাদেরকে মনোনয়ন দেয়া হয়নি।

৩) পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্যদের পৃথক ভাবে দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ পূর্বক ক্ষমতা প্রদান করা যেতো কিন্তু করা হয়নি।

৪) মহিলারা পুরুষের পাশাপাশি কাজ করতে পারে এটা দলের সবাই আন্তরিকতার সাথে চায়নি।

৫) দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী নেত্রীদের মতামত গুরুত্ব পায়নি।

৬) সংরক্ষিত আসনে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচন করার বিধান করা যেতো কিন্তু আন্তরিকতার অভাবে করা হয়নি।

৭) কিছু ধর্ম ভিত্তিক দলের আওয়ামী লীগ বিরোধী প্রচারণা ও প্রপাগান্ডা।

৮) আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলেও মৌলবাদীদের মোকাবেলা করার মত দলীয় সাংগঠনিক সামর্থ্য ছিল না।

৯) ক্ষমতায় টিকে থাকার মানসিকতা।

Dhaka University Institutional Repository

১০) দলের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা করা যেতো, করা হয়নি।

১১) চাকুরীতে নিয়োগ বৃদ্ধি করা যেতো, করা হয়নি।

১২) প্রশাসনে কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩) বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য।

১৪) আওয়ামী লীগ সরকার ধর্মীয় প্রভাবশালীদের বিরাগভাজন হতে চায় নি।

৫.৫। দেশের প্রধান দু'টি দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-র প্রধান, যারা দেশের খুবই প্রভাবশালী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন,তার পরেও নারীর অধিকার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় একটি ভাল ভিত্তি দেয়া গেল না শীর্ষক মতামত

বিগত ১৫ বৎসরের বেশী সময় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দেশ শাসন করেছে এবং উভয় দলই বাংলাদেশের প্রধান ২টি দল এবং দলের প্রধান ২ জনই নারী , তাঁরা উভয়ই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা উভয়ই এবং উভয় দল নির্বাচনী ইস্তেহারে নারী উন্নয়ন ইস্যুগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে উভয়েরই শাসন আমল মিলে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে তেমন কোন ভাল অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত সারণি ৫.১৩-এ দেখান হল ঃ-

সারণি- ৫.১৩ নারীর অধিকার বাস্তবায়ন ভিত্তি শীর্ষক মতামত

ভাল ভিত্তি দেয়া গেছে	ভাল ভিত্তি দেয়া যায় নি
২৫%	৭৫%

এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের ৭৫% এর মতামত হল 'না' বোধক অর্থাৎ বিগত ১৫ বৎসরের বেশী সময়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ক্ষমতায় থাকলেও তারা নারী উন্নয়নের জন্য ভাল ক্ষেত্র তৈরী করতে পারেন নি।

৫.৫.১। নারী অধিকার বাস্তবায়ন ভিত্তি প্রসংগে

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দলীয় প্রধান প্রভাবশালী প্রধানমন্ত্রী থাকার পরেও নারী অধিকার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ভাল ভিত্তি দেয়া যায়নি। এ প্রস্তাবটি ৭৫% উত্তরদাতা কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে কি কি কারণ দায়ী সে মর্মে উত্তরদাতাগণ মতামত ব্যক্ত করেছেন । গুরুত্বের ক্রমানুসারে যা নিম্নরুপ-

১) নারী সমাজ পূর্ব থেকে পশ্চাৎপদ ছিল।

২) জাতীয় সংসদ সহ স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যগণ কর্তৃক যথাযথ ভূমিকা রাখতে না পারা।

৩) পুরুষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমর্থন না পাওয়ায়।

৪) নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে আওয়ামী লীগ ও জোট সরকার উভয়ই উদাসীন ছিল।

৫) সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনার অভাব।

৬) জোট সরকারের অংশীদার জামায়াতে ইসলামী নেতৃবৃন্দের নারীর ক্ষমতায়নে নেতিবাচক মনোভাব ।

৭) দলীয় স্বার্থের প্রাধান্য, দেশ পরিচালনায় আন্তরিকতার অভাব ও আর্থিক দুর্নীতি বিদ্যমান ছিল।

৮) সংসদে ও দলে বর্তমান নারী নেত্রীদের যোগ্যতার অভাব।

Dhaka University Institutional Repository

৯) সংকীর্ণ ধর্মীয় মনোভাব। ধর্ম ভিত্তিক দলগুলোর নারী বিরোধী মনোভাব।

১০) নারী নেত্রীগণ প্রকৃত পক্ষে নারীর উন্নয়নের বিষয়ে আন্তরিক ছিলেন না।

১১) নারী আন্দোলনের সাথে জড়িত নেতৃত্বের সাথে সরকারের ভালো যোগাযোগ / সম্পর্ক না থাকা।

১২) ধর্ম ভিত্তিক দল ও গোষ্ঠির সমর্থন হারানো বা বিরাগভাজন হওয়ার ভয়।

৫.৫.২ অধিকার আদায়ে রাজপথে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রসংগে

এটা সব সময়ই বলা হয় যে না চাইলে কা'রও কিছু পাওয়া যায় না। আর পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অধিকার প্রশ্নে কোন কিছুর অর্জন করা অতীতে কখনও সহজ ছিল না, বর্তমানেও নয় এবং নিকট ভবিষ্যতে এমনটি আশা করা যায় না। তাই নারীর অধিকার আদায়ে রাজপথে নামার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তথ্য প্রদানকারীদের মতামত নেওয়া হয়। ফলাফল নিম্নরূপঃ-

সারণি- ৫.১৪ অধিকার আদায়ে রাজপথে আন্দোলন প্রসংগে

রাজপথে নামতে হবে	রাজপথে নামতে হবে না
৬২%	৩৮%

উপরের টেবিল ৫.১৪ থেকে দেখা যায় শতকরা ৬২ জন উত্তরদাতা নারী অধিকার আদায়ে রাজ পথে নামার আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন । আমাদের দেশে নারীর সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে আন্দোলনে নামার যৌক্তিকতা বা জনসমর্থন রয়েছে মর্মে এ তথ্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়।

৫.৫.৩। অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে নামার প্রস্তুতি প্রসংগে

সারণি- ৫.১৫ অধিকার আদায়ে রাজপথে নামার প্রস্তুতি প্রসঙ্গ

প্রস্তুত	প্রস্তুত নয়
২৪%	৭৬%

নারীর অধিকার আদায়ের জন্য নারীদের রাজপথে নামতে হলে সে ক্ষেত্রে তারা প্রস্তুত কি না এ মর্মে উত্তরদাতাদের নিকট জানতে চাওয়া হলে মাত্র ২৪% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যে নারীদের রাজপথে নামার প্রস্তুতি আছে অর্থাৎ ৭৬% ভাগ উত্তরদাতার মতে নারীরা নিজেদের অধিকার আদায়ে রাজপথে নামতে প্রস্তুত নয়। যদিও উত্তরদাতাদের ৬২% ভাগ মনে করেন যে অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে নামতে হবে। উত্তরদাতাদের এ মতামত থেকে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। এ উত্তরের মাধ্যমে এ বিষয়টিও বেরিয়ে এসেছে যে অধিকাংশ মানুষ চান না যে নারীরা রাজপথে নেমে আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায় করে নিক। তবে তাদের একটা বড় অংশ মনে করে যে পুরুষরা নারীদের অধিকার ধীরে ধীরে ছেড়ে দিবে।

৫.৫.৪। নারীদের রাজপথে নামার প্রয়োজন হবে কিনা, সে বিষয়ে মতামত

সারণি- ৫.১৬ নারীদের রাজপথে নামার প্রয়োজন হবে কিনা, সে বিষয়ে মতামত

হ্যাঁ	না
২৮%	৭২%

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য গবেষণায় উত্তরদাতাদের ৬২% অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে নামার বিষয়টি সমর্থন করলেও অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে নামতে হবে না মর্মে ৭২% উত্তরদাতা মনে করেন। এর অর্থ দাঁড়ায় এরূপ যে, (১) পুরুষরা নারীদের রাজপথে দেখতে চায় না। (২) নারীদের রাজপথে নামার প্রয়োজন হবে না কারণ পুরুষরা নারীদের ন্যায্য অধিকার স্বেচ্ছায় দিয়ে দিবে।

৫.৬। ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় মহিলাদের সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা প্রসঙ্গ

বিগত ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার দেশে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় প্রতি তিনটি সাধারণ আসনের বিপরীতে ১টি করে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা চালু করে। অর্থাৎ প্রতিটি ইউনিয়নে ৩জন এবং পৌরসভাগুলিতে তিন বা তার অধিক সংখ্যক সংরক্ষিত আসনে মহিলারা সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এটি একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল। এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে মহিলারা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার এবং জনসেবা বিশেষ করে নারীদের সেবার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারছেন। এতে নারীরা আত্মপ্রত্যয়ী হতে পারছেন। সাহসী, আত্মসচেতন হওয়ার, ও সমাজে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

সারণি- ৫.১৭ ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে মহিলাদেব সংরক্ষিত আসনেব ব্যবস্থা আছে,এর যথার্থতা বিষয়ে মতামত

হ্যাঁ	না
৬৩%	৩৭%

এ প্রক্রিয়াটি যথাযথ কিনা এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত গ্রহণ করা হলে তাদের ৬৩% সরাসরি এর পক্ষে সমর্থন করেন। বাকী ৩৭% এ প্রক্রিয়াটি যথার্থ নয় দাবী করলেও এ ক্ষেত্রে তাদের অধিকাংশের মতামত নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক। কারণ তাদের মতে এ প্রক্রিয়াটি পর্যাপ্ত নয় বরং নারীদের জন্য আরো বেশী কিছু করা দরকার।

৫.৬.১। ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থার ত্রুটি

ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা থাকলেও এ ব্যবস্থায় নানা ত্রুটি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মতামত নেয়া হলে তারা নিম্নরূপ সীমাবদ্ধতা সনাক্ত করেছেন ঃ-

১) নারী আত্মনির্ভর নয়, পুরুষের উপর নির্ভরশীল।

২) রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয়।

৩) নারীদের উপর পুরুষেরা/স্বামীরা প্রভাব খাটায়।

৪) নারীরা ভোট প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে পুরুষের সহযোগিতা চায়।

৫) নারীদের ঘরে-বাইরে কাজ করতে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা।

৬) ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় পুরুষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও মহিলা সদস্যদের সংখ্যা স্বল্পতা।

৭) সামাজিক নিরাপত্তার অভাব।

৮) নারীরা বাইরে কাজে গেলে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

৯) নারী সদস্যদের সুনির্দিষ্ট কম এলাকা নির্ধারণ করে ক্ষমতা প্রদানসহ কাজের পরিধি নির্দিষ্ট করা হয়নি।

১০) যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত না হয়ে বৃহত্তম ওয়ার্ডের অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হয়।

১১) আসন সংরক্ষণই নারীর ক্ষমতায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টির অন্তরায়।

Dhaka University Institutional Repository

১২) শিক্ষিত নারীদের নগণ্য অংশ গ্রহণ।

১৩) নারী সদস্যদের প্রশিক্ষণের অভাব।

১৪) নারীর ক্ষেত্রে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাব।

৫.৬.২। স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নারীর অবস্থার উন্নয়ন প্রসঙ্গে

স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন থাকলেও এ প্রক্রিয়াটি নানা সমস্যার সম্মুখীন। এ ক্ষেত্রে নানা সীমাবদ্ধতার অবসান করার লক্ষ্যে কী কী করণীয় সে মর্মে উত্তরদাতাগণ সুপারিশ প্রদান করেছেন। যার প্রধান প্রধান কয়েকটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ-

১) নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

২) নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি।

৩) ধর্মীয় কু-সংস্কার দুর করা।

৪) নারীদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে ব্যাপক রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৫) স্থানীয় সবকার/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ধারণ করা।

৬) গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি করা।

৭) নারীদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৮) সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

৯) মহিলা সদস্যদের সম্মানী ও পদ মর্যাদা সাধারণ সদস্য অপেক্ষা বেশী করা।

১০) নারী সদস্যদের কাজের স্বাধীনতা দেয়া।

১১) নারী সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১২) একটি নির্দিষ্ট সময় পর সংরক্ষিত আসন পদ্ধতি বাতিল করা ও সরাসরি ভোটের ব্যবস্থা করা।

১৩) নারী সদস্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

১৪) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য রোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫.৭। **সক্রিয় রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ কম বিষয়ে মতামত**

ইতোপূর্বে বিভিন্ন গবেষণায় আমাদের দেশের সক্রিয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কম এর কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছিল। এ সব গবেষণায় দেখা যায় আমাদের দেশে সক্রিয় রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ কম এর পিছনে অনেকগুলো কারণ নিহিত আছে। ঐ গুলোর মধ্যে (১) পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা (২) শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব (৩) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (৪) রাজনৈতিক দলগুলোর সংকীর্ণতা (৬) রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্র চর্চার অভাব (৭) সন্ত্রাস ও কালোটাকা (৮) যথাযথ সম্মান না পাওয়া (৯) কর্মস্থলের অভাব (১০) কুসংস্কার (১১) নিরাপত্তার অভাব (১২) নির্বাচনে মনোনয়ন না পাওয়া এবং (১৩) নারীদের অন্তর্মুখী মানসিকতা অন্যতম। অত্র গবেষণায় এ সকল কারণগুলোর মধ্যে উত্তরদাতাদের বিবেচনায় সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোনগুলো তা ক্রমানুসারে সাজানোর জন্য আরও সুচিন্তিত মতামত দিতে বলা হয়। উত্তরদাতাগণ উপরে বর্ণিত কারণগুলো গুরুত্বানুসারে সাজিয়ে তাদের নিজ নিজ মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৫.১৮ আমাদের দেশে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ খুব কম এর কারণ

প্রস্তাবনা	গুরুত্বের ক্রমানুসারে												
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা	৬০%	৫%	১৩%	৮%	৩%	৮%	-	৩%	-	-	-	-	-
শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব	২০%	৫২%	১৩%	৭%	-	২%	৬%	-	-	-	-	-	-
অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা	৭%	১৮%	২৫%	৫%	৭%	৫%	১৩%	৫%	-	-	৫%	২%	৮%
পরিবার ও রাজনৈতিক কাঠামো	-	৪%	১৩%	২৬%	১০%	১৩%	৮%	৮%	১০%	৮%	-	-	-
রাজনৈতিক দল গুলির সংকীর্ণতা	-	২%	১১%	১৪%	২৮%	৯%	৯%	২%	১৪%	২%	৫%	২%	২%
রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্র চর্চার অভাব	-	-	-	১৫%	৮%	১৫%	৮%	১২%	১২%	১২%	১২%	৩%	৩%
সন্ত্রাস ও কালো টাকা	৩%	৬%	-	-	১১%	-	-	৬%	৩%	৬%	২৬%	১৪%	১৪%
যথাযথ সম্মান না পাওয়া	-	-	-	৮%	৮%	১৪%	১৮%	৩%	৬%	৮%	৬%	২১%	৮%
কর্মসংস্থানের অভাব	-	-	৩%	-	-	৩%	৭%	১১%	৫%	২০%	১৪%	১৪%	২৩%
কুসংস্কার	৬%	২%	৬%	১৮%	৬%	৮%	-	১২%	১৮%	৬%	৬%	-	১২%
শিক্ষাদীক্ষার অভাব	-	১১%	৭%	৪%	১৮%	১৪%	১৪%	১৪%	৪%	৭%	৭%	-	-
নির্বাচনে মনোনয়ন না পাওয়া	-	-	-	-	১০%	-	১৪%	৭%	১০%	১৪%	১৪%	১৪%	১৭%
নারীদের আত্ম মুখী মানসিকতা	৩%	-	১৩%	-	-	৮%	৪%	১০%	১৭%	-	১১%	৩০%	১৩%

মতামতের সমন্বিত ফলাফল উপরের সারণি ৫.১৮ এ দেখানো হলো। এতে দেখা যায় উত্তরদাতাগণ নারীর রাজনীতিতে বাধার ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। শতকরা ৬০ ভাগ উত্তরদাতা এটাকে সর্বোচ্চ অর্থাৎ ১নং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং আরও ৫% ও ১৩% উত্তরদাতা এটাকে ২য় ও ৩য় গুরুত্বপূর্ণ কারণ মর্মে উল্লেখ করেছেন। 'শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব' এ গুরুত্বপূর্ণ কারণটিকে ৫২% উত্তরদাতা ২য় সর্বোচ্চ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নারী উন্নয়নে বাধার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণ কে উপরে বর্ণিত ১৩টি কারণের মধ্যে ২৫% উত্তরদাতা ৩য়, ১৮% উত্তরদাতা ২য়, ৭% উত্তরদাতা ১ম কারণ হিসেবে এবং ১৩% উত্তরদাতা ৭ম কারণ হিসেবে মতামত দিয়েছেন। 'পরিবার ও রাজনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতা' এ বিষয়টিকে ২৬% উত্তরদাতা ৪র্থ, ১৩% উত্তরদাতা ৩য়, ১০% উত্তরদাতা ৫ম এবং ১৩% উত্তরদাতা ৬ষ্ট কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক দলগুলোর সংকীর্ণতাকে উত্তরদাতাদের ১১% ৩য়,১৪% ৪র্থ, ২৮% ৫ম, ৯% ৬ষ্ঠ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্রের চর্চার অভাব এ বিষয়টিকে ১৫% উত্তরদাতা ৬ষ্ঠ কারণ চিহ্নিত করলেও ৪৮% উত্তরদাতা এটাকে ৮ম থেকে ১১তম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। 'সন্ত্রাস ও কালোটাকা' প্রস্তাবটির ক্ষেত্রে মোট (২৬+১৪+১৪) = ৫৪% উত্তরদাতা ১১-১৩ তম গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যথাযথ সম্মান না পাওয়া প্রস্তাবনার

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে অধিকাংশ উত্তরদাতা গুরত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কর্মসংস্থানের অভাব এ প্রস্তাবটি উত্তরদাতাদের বিবেচনায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয়। কুসংস্কারকে প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা যথেষ্ট গুরত্ব দিলেও বাকীরা কম গুরুত্ব দিয়েছেন। 'নিরাপত্তার অভাব' প্রস্তাবনাটি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে উত্তরদাতার নিকট। আবার নির্বাচনে মনোনয়ন না পাওয়া বা নারীদের অন্তর্মুখী মানসিকতা এ ২টি প্রস্তাব ও উত্তরদাতাদের বিবেচনায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ উত্তরদাতাদের বিবেচনায় সক্রিয় রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহনের বাঁধা সমূহের মধ্যে প্রধানতম বাঁধাগুলি হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, পরিবার ও রাজনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতা, রাজনৈতিক দলগুলির সংকীর্ণতা এবং নিরাপত্তার অভাব।

৫.৮। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে নারীদের সরাসরি নির্বাচনে সীমাবদ্ধতা প্রসংগে

আমাদের দেশে নারীরা এখনও রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক নানা প্রতিকুলতায় তারা প্রতিনিয়ত প্রতি ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্থ হন। রাজনৈতিক ময়দান আরও কঠিন ও অমসৃণ। এই নারীরা যেখানে রাজনীতিতেই ভাল অবস্থানে নেই সেখানে সরাসরি নির্বাচনে তাদের অবস্থান আরও নাজুক। এ অবস্থায় জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচনে নারীদের সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে উত্তরদাতাদের শতকরা ৬৭ জন উত্তরদাতা সীমাবদ্ধতা আছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। যা নিচের লেখ চিত্র- ৫.৫ এ দেখানো হল।

লেখ চিত্র - ৫.৫ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে নারীর সীমাবদ্ধতা

৫.৮.১। সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনে নারীদের সীমাবদ্ধতা সমূহ

সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীদের নানাবিধ সমস্যা আছে। এ গবেষণায় উত্তরদাতারা সেরূপ কিছু সমস্যা চিহ্নিত করেছেন। যার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি সমস্যা গুরুত্বের ক্রমানুসারে উল্লেখ করা হলো।

১) নারীর অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা।

২) প্রচার কাজে পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা।

৩) পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ।

৪) কয়েকটি সংসদীয় এলাকা নিয়ে বিশাল সংরক্ষিত এলাকা।

৫) জনসংযোগের সমস্যা।

৬) সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার।

৭) শারীরিক গঠনের সীমাবদ্ধতা / সক্ষমতার অভাব।

৮) পারিবারিক আপত্তি।

৯) নিরাপত্তার অভাব।

Dhaka University Institutional Repository

১০) শিক্ষার অনগ্রসরতা।

১১) নারীদের একটি বড় অংশের সংকীর্ণ মানসিকতা।

১২) রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব।

১৩) অত্যাধিক নির্বাচনী ব্যয়। ইত্যাদি।

৫.৮.২। সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনে কোন সীমাবদ্ধতা না থাকার পক্ষে অভিমত প্রদানকারীদের প্রদর্শীত যৌক্তিকতা

তবে উত্তরদাতাদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন যে সংসদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে নারীদের তেমন কোন সীমাবদ্ধতা নেই তাঁরা এ সম্পর্কে নানা যুক্তি তুলে ধরেছেন। গুরুত্বের ক্রমানুসারে যা নিম্নরূপ-

১) সমাজের অধিকাংশ নারী অসচেতন হলেও নেতৃত্ব প্রদানযোগ্য প্রচুর সচেতন নারী রয়েছে।

২) এর মাধ্যমে অযোগ্য দলীয় নেত্রী না এসে যোগ্যতা সম্পন্ন নারী দরদী সঠিক নেতৃত্ব আসার পথ খুলে যাবে।

৩) নারী ও নারী নেতৃত্বের মধ্যে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ আসবে এবং নারী অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে।

৪) নারীরা আজকে বেশী সচেতন ও শিক্ষিত, আগের সেই ঘোমটার যুগ নেই।

৫) তারা দায়িত্ব পালনে যোগ্য ও দক্ষ।

৬) ইতোমধ্যে কেউ কেউ সরাসরি নির্বাচনে অংশ নিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করেছে।

৭) পুরুষ নেতৃত্বের একটা অংশ নারীদের সহযোগিতায় আগ্রহী।

৮) সাধারণ জনসাধারণের একটি বড় অংশ নারীদের ক্ষমতায়নের পক্ষে।

৯) অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া নিজেদের/দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

১০) নারীদেরকে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে না দিলে তাঁরা পিছিয়ে পড়বে।

১১) এতে নারীরা স্বাবলম্বী হতে, সাহসী হতে, নেতৃত্ব দিতে উৎসাহিত হবে।

১২) সরাসরি নির্বাচন না হলে নারী সংসদ সদস্যগণ পূর্বের মত পুরুষ সদস্যদের করুণা ভাজন হয়েই থাকবে।

১৩) এ ব্যবস্থায় নারী আত্মগৌরব সমুন্নত রেখে সমাজকে সেবা করতে পারবেন।

১৪) এতে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৫) বিশ্ব মানবতার স্বার্থে নারী সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার যোগ্য।

১৬) নারীদের কাজটি নারীকেই করতে দেয়া উচিত।

১৭) এর মাধ্যমে রাজনীতিতে সাংবিধানিক সম-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৮) তারা নির্বাচনী প্রচারে সুযোগ পাবে, এতে তাদের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে।

১৯) প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ায় তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

২০) মাঠ পর্যায়ের বাস্তব রাজনীতি সম্পর্কে তাদের মধ্যে ধারণা তৈরী হবে, যা তাদেরকে পরবর্তী সময়ের জন্য উপযোগী করে গড়ে তুলবে।

২১) এতে মহিলাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি পাবে, নারী ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। নারীরা রাজনীতিতে আসতে সাচ্ছন্দ বোধ করবে ও নারী রাজনীতিবিদদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

২২)জাতীয় সংসদ যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী ফোরাম এবং যেহেতু নারীদের উন্নয়নে বাস্তব ভিত্তিক অবদান রাখার লক্ষ্যে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু কেউ যদি সংসদ সদস্য হতে চান তবে তাকে রাজনীতি ও তার সাথে সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো বুঝতে হবে, জনগণের কাছাকাছি যেতে হবে, জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। জনগণের আস্থা অর্জন করতে হলে তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী থাকতে হবে। সেটা একমাত্র সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমেই সম্ভব। সরাসরি নির্বাচনই যোগ্য নারী নেতৃত্ব তৈরী করতে পারে।

২৩)সৎ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং পরিপক্ক নেতৃত্ব এগিয়ে আসার সুযোগ পাবে এবং নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

৫.৯। সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখা প্রসংগে মতামত

আমাদের দেশে ১৯৭২ এর প্রথম সংবিধানেই নারীদের জন্য ১৫টি সংরক্ষিত আসন রাখা হয়েছিল, সংসদে নারীদের বিষয় কথা বলা, নারীদের রাজনীতির প্রতি আগ্রহী করে তোলা সর্বোপরি নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে। স্বাধীনতার এতদিন পরে এখনও সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজন আছে কি না সে মর্মে উত্তরদাতাদের মতামত যাচাই করা হয়। এতে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ ঃ-

৫.১৯ সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখা প্রসংগে

সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত	সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয়
৬৯%	৩১%

এ প্রসংগে শতকরা ৬৯ জন উত্তরদাতা সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত মর্মে মতামত প্রদান করেছেন। এ মতামতের মাধ্যমে সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজনীয়তা অধিকাংশ উত্তরদাতা তুলে ধরেছেন যা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫.৯.১। সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন প্রসঙ্গ

জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে গত দেড় দশক ধরে নারী সংগঠন সমূহ আন্দোলন করে আসছে এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ও তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েও ক্ষমতায় গিয়ে তা আর রক্ষা করে না। এ বিষয়ে সুশীল সমাজ কি ভাবছেন তার প্রেক্ষিতে সরাসরি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উত্তরদাতাদের নিকট প্রশ্ন রাখা হয়। তাদের মতামত নিম্নের সারণিতে প্রদর্শিত '-

সারণি- ৫.২০ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা

সরাসরি নির্বাচন প্রয়োজন	সরাসরি নির্বাচনের প্রয়োজন নেই
৭৭%	২৩%

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায় শতকরা ৭৭ জন উত্তর দাতা সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন মর্মে মতামত প্রদান করেন। এ ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদের সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে কিংবা নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দলীয় সংখ্যার অনুপাতে সকল দলের মধ্যে সংরক্ষিত আসন ভাগাভাগি প্রক্রিয়াটি জনগণ আর সমর্থন করে না। জাতীয় সংসদে মাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জনগণের রায় ব্যতীত দলীয় ভাবে সংসদ সদস্য নির্বাচনের অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি জনগণের পছন্দের নয় মর্মে এতে প্রমাণিত হয়েছে।

৫.৯.১.১। সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যৌক্তিকতা

যাঁরা মনে করেন যে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য এখন সংসদে আসন রাখা প্রয়োজন, আর সিলেকশন নয় সরাসরি ইলেকশনের মাধ্যমে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া উচিত তাঁরা এর সম্পর্কে নানা যুক্তি তুলে ধরেছেন। যার প্রধান ফলাফল গুরুত্বের ক্রমানুসারে নিম্নরূপ -

১) বাংলাদেশের নারীরা সাধারণ প্রার্থীর ন্যায় নির্বাচনের জন্য এখনও সে অবস্থানে যায় নি। এমনকি তারা সে ধরণের অবস্থান তৈরী করতেও সক্ষম হয় নি।

২) সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীরা দলীয় আনুগত্য থেকে বের হওয়া এবং প্রার্থী হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে।

৩) সরাসরি নির্বাচন হলে সংরক্ষিত আসনের ভোটার বিশেষ করে নারীদের সাথে নির্বাচিত মহিলা সাংসদদের যোগাযোগ ও নৈকট্য বাড়াবে।

৪) জবাবদিহিতা থাকবে যা মনোনীত প্রতিনিধিদের থাকে না। এলাকার নারী সমাজ তাদের সংরক্ষিত আসনের প্রতিনিধির মাধ্যমে দাবি দাওয়া তুলে ধরতে পারবেন।

৫) এতে সৎ, যোগ্যতা সম্পন্ন এবং পরিপক্ক নেতৃত্ব এগিয়ে আসবে এবং নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখার সুযোগ পাবে।

৬) সরাসরি নির্বাচন হলে এলাকার জনগণের পছন্দের নারী নেতৃত্ব নির্বাচিত হবেন।

৭) নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা এ জন্য প্রয়োজন যাতে নারীরা সংসদে অনগ্রসর নারীদের উন্নয়নে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

৮) এতে মেয়েরা স্বাধীনভাবে ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ পাবে।

৯) দ্রুত নারী নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক হবে। সেই সাথে সঠিক নেতৃত্ব বেরিয়ে আসবে।

১০) নারীদের সমান অধিকার (সাংবিধানিক) নিশ্চিত হবে।

১১) সরাসরি নির্বাচন মহিলাদের জন্য অনেক সম্মানজনক।

১২) সংসদে নিজেদের মত করে মত প্রকাশ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সুদৃশ্য অলংকার তুল্য অপবাদ ঘোচাতে সক্ষম হবে।

১৩) গণতন্ত্রের বিকাশ ও চর্চার লক্ষ্যে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন হওয়া উচিত।

১৪) সমাজের প্রতিনিধির ক্ষেত্রে যেহেতু তারা পিছিয়ে আছে, নারীরা পুরুষের সমকক্ষ নয় সে কারণে আসন সংরক্ষণ প্রয়োজন, সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন মর্যাদা ও সমর্থনের ভিত্তির জন্য প্রয়োজন।

১৫) সরাসরি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্মাবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৬) মাঠ পর্যায়ের রাজনীতির বিষয়ে, সমাজের বিশেষ করে নারী সমাজের সমস্যা বিষয়ে ধারণা জন্মাবে যা সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে।

১৭) আপাততঃ নারীদের অধিকার হিসেবে সংসদে আসন সংরক্ষিত থাকা উচিত।

১৮) মহিলাদের শুধুমাত্র ৩০/৪৫টি সংরক্ষিত আসনই যথেষ্ট নয় বরং সরাসরি নির্বাচনে অংশ নিয়ে জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেয়া উচিত।

১৯) বিষয়টি গণতান্ত্রিক তাই পুরুষের মত মহিলাদেরকে একই ভাবে জনগণের ভোটেই নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসা উচিত।

২০) সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনই অধিকতর গণতান্ত্রিক। এতে নারীদের সম্মান ও ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এসবের প্রয়োজন আছে।

২১) আজ এ বিশ্বায়নের যুগে নারীদের আলাদা গ্রহের মানুষ ভাবার কোন কারণ নেই। তারা কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়েও ভাল কাজ করে।

২২) এদেশের প্রায় অর্ধেক নারী। এ কারণে তাদের এগিয়ে আনতে হবে।

২৩) এতে নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২৪) নারীর আত্মনির্ভরশীল হবার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

২৫) নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

২৬) নারীর নিজস্ব সমস্যা নিয়ে নারী প্রতিনিধি কথা বলতে সক্ষম হবে।

২৭) সরাসরি নির্বাচিত হলে এলাকার জনগণের সাথে যোগাযোগ, সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়ানো, দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা, বিশেষ করে নারী সমাজের দাবী, উন্নয়ন নিয়ে সাহসের সঙ্গে ভয়ভীতি অতিক্রম করে সংসদে তুলে ধরতে পারবে। সংসদীয় পদ থেকে কেউ সরাতে পারবে না। কারণ তিনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত। দয়া করে কোন রাজনৈতিক দল সাংসদ তৈরী করেনি। এজন্য ভোটে নির্বাচিত সাংসদ প্রয়োজন। দল কর্তৃক মনোনীত হলে সকল কর্মকান্ডে দলের প্রতি অনুগত্য থাকে। দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারে না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালুরাখা। নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় পুরুষ সদস্যদের দৃষ্টিতে যাতে দুর্বলতর বিবেচিত না হন।

২৮) যোগ্যতা সম্পন্ন নারী নেত্রী নির্বাচিত হবে। নারীর অংশিদারীত্ব বাড়বে, নারীর ক্ষমতায়ন হবে। নারীর অধিকারের জন্য সংসদে আরও কার্যকরী আইন রচিত হবে।

২৯) সমাজের অধিকাংশ নারী অসচেতন হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী সচেতন এবং তারা নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য।

৩০) দলীয় নেতৃত্ব না এসে যোগ্যতা সম্পন্ন নারী দরদী সঠিক নেতৃত্ব চলে আসবে।

৩১) নারী ও নারী নেতৃত্বের মধ্যে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমানের সুযোগ আসবে এবং নারী অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উৎসাহ যোগাবে।

৩২) সরাসরি নির্বাচনে জনগণ তাদের পছন্দের নারী প্রার্থীকে বেছে নিতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৯.১.২। **সংরক্ষিত আসন রাখার বিপক্ষে যৌক্তিকতা**

যাঁরা মনে করেন নারীর জন্য এখন আর সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজন নেই তাঁরাও এ গবেষণায় তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেছেন। তাঁরা মনে করেন সংরক্ষণ ব্যবস্থাটাই ভাল নয়। এ সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই নারীদের খাট করে রাখা হয়েছে। তাঁদের যুক্তি সমূহ ক্রমানুসারে নিম্নে বর্ণিত হ'ল-

১) রাজনীতি বা অন্য কোন কর্মকান্ডে নারীকে আলাদা দেখার এখন আর কোন কারণ নেই।

২) নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন করে তাদেরকে মুক্ত প্রতিযোগিতা থেকে দুরে রাখা ঠিক নয়। তাদের দুর্বল ভাবাও ঠিক নয়।

৩) নারীর জন্য সরাসরি নির্বাচন করার পথ খোলা থাকলে তারা আপন যোগ্যতার বলে নির্বাচনে যাবে এবং নির্বাচিত হবে। সংরক্ষিত আসন দ্বারা সংসদকে অলংকৃত করার প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর উদারতাই যথেষ্ট।

৪) নারীদের সরাসরি নির্বাচনের যোগ্যতা আছে। নারীদের সরাসরি নির্বাচনে মনোনয়ন দিলে নারীরা নির্বাচনে জয় লাভ করবে। নির্দিষ্ট আসনে নারীদের জন্য সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৫) সংরক্ষিত আসনে মনোনীত সাংসদদের দলের ও নেতৃত্বের লেজুড়বৃত্তি করতে হয়। তাতে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি হয় না। যোগ্য নেতৃত্ব লেজুড়বৃত্তি করতে পারে না বা করবেনা বিধায় তার সংসদ সদস্য হওয়ার পথ খোলা থাকে না। তাতে দেশ উপকৃত হয় না।

৬) কোটা প্রথা দিয়ে গণতন্ত্র হয় না। প্রতিটি রাজনৈতিক দলে তাদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে $\frac{১}{৩}/\frac{১}{৪}$ অংশ মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন রাখা বাধ্যতামূলক করা দরকার।

৭) সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। সবার জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যোগ্যতার ভিত্তিতে অধিকতর নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া যেতে পারে।

৮) সরাসরি নির্বাচনে পুরুষের সাথে একই কাতারে প্রতিযোগিতা করে নির্বাচিত হলেই প্রকৃত ক্ষমতায়ন বা সত্যিকার মূল্যায়ন পাওয়া সম্ভব। রাজনৈতিক দলগুলির সমযোগ্যতার ভিত্তিতে যে কোন নির্বাচনে ১০%, ২০% বা ৩০% মনোনয়ন নারীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

৯) সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির ক্ষেত্র তৈরী হয়।

১০) সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকলে নারী পুরুষ এর সম অধিকার নিশ্চিত হবে। রাষ্ট্রীয় ব্যয় কম হবে।

১১) পুরুষেরা তার আসন ছাড়বে না, নারীদেরকে তা অর্জন করতে হবে।

১২) এ প্রক্রিয়ায় নারীর সম্মান বৃদ্ধিসহ নারীর অধিকার নিশ্চিত হবে।

১৩) দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি ও জনগণের নিকট দায়বদ্ধতা তৈরী হবে।

১৪) সংরক্ষণ নিজের পদে দাঁড়াতে সাহায্য করে না, সংরক্ষণ দিয়ে সংরক্ষণ করা যাবে, সম অধিকার ও যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা হবে না।

১৫) উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যে কোন আসনে যোগ্য মহিলা প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়া হলে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। মহিলা নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। মহিলাদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ গঠনে সহায়ক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৬) সরাসরি নির্বাচিত হওয়াসহ দলীয় বা নিদলীয় ভাবে মনোনয়ন দিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত। এতে দেশ যোগ্য সংসদ সদস্য পাবে। নারী সংসদ সদস্যরা সম্মানিত বোধ করবেন। কারো করুণার পাত্র হবেন না।

১৭) সংবিধানে পুরুষ ও নারীর সমঅধিকার স্বীকৃত। সেক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রস্তাবটি অগণতান্ত্রিক ও অবমাননাকর। তাই এটা বাদ দিতে হবে।

৫.১০। ১৯৭৩ সালে সংবিধানে ১৫টি সংরক্ষিত আসন সৃষ্টির যৌক্তিকতা প্রসংগে

১৯৭৩ সালে সংবিধানের ৬৫ নং আর্টিকেলের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ১৫টি আসন সৃষ্টির যৌক্তিকতার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সিদ্ধান্ত যথার্থ ও সিদ্ধান্ত যথার্থ নয় এ দুটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে উত্তর দাতাদের মতামত চাওয়া হয়। এতে শতকরা ৭৮জন উত্তরদাতা সিদ্ধান্ত যথার্থ মর্মে মতামত প্রদান করেন। এ মতামত প্রদানের মাধ্যমে সদ্য স্বাধীন দেশে সংসদে নারীর ভূমিকা রাখার প্রয়োজনে ১৫টি আসন সৃষ্টির যৌক্তিকতা যথার্থই সমর্থিত হয়েছে।

সারণি- ৫.২১ ১৯৭৩ সালের সংবিধানে ১৫টি সংরক্ষিত আসন সৃষ্টি করা যথার্থ হয়েছিল কি না?

সিদ্ধান্ত যথার্থ	সিদ্ধান্ত যথার্থ নয়
৭৮%	২২%

৫.১০.১। ১৯৭৩ সালে সৃষ্ট সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ এর যৌক্তিকতা

১৯৭৩ সালে সংবিধানের ৬৫ নং আর্টিকেলের মাধ্যমে নারীদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষণের যৌক্তিকতা বিষয়ে উত্তরদাতাগণ যে মতামত দিয়েছেন তার কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১) সদ্য স্বাধীন দেশে আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখা।

২) নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করা।

৩) নারীদেরকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করা।

৪) পুরুষদের প্রভাব মুক্ত করা।

৫) ধর্মীয় ও সামাজিক কু-সংস্কার দূর করা।

৬) গণতন্ত্রের সঠিক চর্চা।

৭) নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্বীকৃতি প্রদান।

৮) নারীদের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে নেয়া।

৯) সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীদের নির্বাচিত হয়ে আসার সম্ভাবনা কম থাকা।

৫.১১। সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী প্রসংগ

সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৩০ থেকে ৪৫-এ উন্নীত করা হয়। সাধারণ আসনে বিজয়ী দল সমূহের প্রাপ্ত আসন সংখ্যার অনুপাতে আসন বন্টন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর হয়। যদিও দেশে আসন সংখ্যার $\frac{১}{৩}$ অংশ অথবা ৬৪টি করা সহ সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে প্রবল জনমত তৈরী হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৫.২২ সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত আসন ৩০ থেকে ৪৫-এ উন্নীত করা এবং বিজয়ী দল সমূহের মধ্যে সংখ্যানুপাতে আসন বন্টন করার বিধান সময় উপযোগী কিনা সে মর্মে উত্তরদাতাদের মতামত

সময় উপযোগী	সময় উপযোগী নয়
৩২%	৬৮%

সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত আসন ৩০ থেকে ৪৫-এ উন্নীত করণ ও বিজয়ী দলের প্রাপ্ত আসনের সংখ্যানুপাতে আসন বন্টন করার বিধান সময় উপযোগী কিনা এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উত্তরদাতাদের মতামত চাওয়া হয়। উপরের স্মারণী ৫.২২ থেকে দেখা যায় শতকরা ৬৮ জন উত্তরদাতা সংরক্ষিত আসন ৩০ থেকে ৪৫-এ উন্নীত করা ও বিজয়ী দল সমূহের প্রাপ্ত আসনের সংখ্যানুপাতে বন্টন সময় উপযোগী নয় বলে মতামত প্রদান করেন। এ মতামতে ১৪তম সংশোধনী যথাযথ হয়নি। এটাই প্রতীয়মান হয়েছে।

৫.১১.১। ১৪ তম সংশোধনীর পক্ষ সমর্থনকারীদের যুক্তি

উত্তরদাতাদের মধ্যে কম সংখ্যক অর্থাৎ মাত্র ৩১% ১৪তম সংশোধনের মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধি ও মনোনয়ন প্রক্রিয়ার পক্ষে সমর্থন করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের যৌক্তিকতা হল নিম্নরূপ-

১) বিজয়ী দল বেশী আসন পাবে তাতে সরকার স্থিতিশীল হবে।

২) নারীদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের পথ সহজ ও উন্মুক্ত রাখা। যাতে নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ও নারী নেতৃত্ব বৃদ্ধি পায় এবং নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পায়।

৩) এ ব্যবস্থা নারীদের ভবিষ্যতে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার পথ প্রশস্ত করবে।

৪) এ সংখ্যা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। প্রতি জেলায় ১টি করে ৬৪ হতে পারে বা প্রতি তিনটি সাধারণ আসনের বিপরীতে ১টি করে ১০০টি আসন হতে পারে।

৫) রাজনৈতিক দলগুলো সমান সংখ্যক মনোনয়ন না দেয়ায় যেহেতু সংসদ সদস্য হওয়ার পথ মহিলাদের জন্য রুদ্ধ।

৬) এ প্রক্রিয়ায় সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭) নারীর আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থবহ করার জন্য এরকম সিদ্ধান্ত প্রয়োজন ছিল।

৫.১১.২। সংবিধানের ১৪ তম সংশোধনীর বিরোধীতাকারীদের যুক্তি

উত্তরদাতাদের ৬৮% সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীর জন্য যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয় তার বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা এতে যে সব যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তার প্রধান প্রধান কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হল।

মহিলারা এখন পূর্বের অবস্থানে নেই। অনেক বেশী সচেতন। তাই তাদের রাজনীতিতে আরও বেশী ভূমিকা রাখতে দেয়া উচিত। প্রয়োজনে তাদের সমহিমায় এগিয়ে আসার সুযোগ করে দেয়া।

১) মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন নেই।

২) মহিলাদের বেশী করে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করার স্বার্থে।

Dhaka University Institutional Repository

৩) যোগ্য মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া প্রয়োজন।

৪) সংরক্ষিত আসনে অযোগ্য সাংসদ নিয়োগ বন্ধ করা।

৫) অহেতুক সাংসদের সংখ্যা বৃদ্ধি না করা।

৬) মনোনয়ন প্রক্রিয়াটি গণতন্ত্রের চেতনার পরিপন্থী।

৭) দলীয় নেতা-নেত্রীদের অনুকম্পায় সংসদ সদস্য হওয়ার মধ্যে আত্মতৃপ্তি নেই।

৮) কোন নির্ধারিত এলাকার প্রতিনিধিত্ব করে না।

৯) প্রভাবশালী নেতা নেত্রীর পারিবারিক প্রভাবের প্রতিফলন বন্ধ করার জন্য।

১০) জনগণের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতিফলন হওয়া উচিত।

১১) দলীয় নেতা কর্মীদের সন্তুষ্টির ক্ষেত্র বন্ধ করা।

১২) অহেতুক সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি বন্ধ করা।

১৩) সংসদ সদস্যদের জনসাধারণের কাছে দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা।

১৪) মনোনয়ন বাণিজ্য বা দুর্নীতির ক্ষেত্র বন্ধ করা।

৫.১১.৩। সংবিধানের ১৪ তম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন প্রসংগ

২০০৪ সালে সংবিধানের ১৪ তম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীর আসন সংখ্যা ৪৫ এ উন্নীত করণ ও মনোনয়নের মাধ্যমে সংসদ সদস্য বাছাই এর প্রক্রিয়াটি তাৎক্ষনিক ভাবে সকল বিরোধী দল ও নারী সংগঠন কর্তৃক প্রত্যাখান করা হয়েছিল।

সারণি- ৫.২৩ **সংবিধানের ১৪ তম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন প্রসংগ**

প্রতিফলন হয়েছে	প্রতিফলন হয়নি
১৪%	৮৬%

এ প্রক্রিয়ায় নারীদের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন হয়েছে কিনা এ বিষয়ে উত্তদাতাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। উপরের সারণি ৫.২৩ থেকে দেখা যায় শতকরা ৮৬ জন উত্তর দাতা এতে নারীদের মতামতের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন হয়নি মর্মে মতামত দিয়েছেন। অর্থাৎ ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত জনগণের বিশেষ করে নারী সমাজের আকাংক্ষার প্রতিফলন ছিল না।

৫.১১.৪। ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের অধিকার খর্ব হওয়া প্রসঙ্গ

উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ মনে করেন সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে যে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় নারী সংসদ সদস্য বানানোর পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে তা নারীর জন্য অবমাননাকর। নিম্নে লেখ চিত্রে সে মতামত প্রতিফলিত হয়-

Dhaka University Institutional Repository

লেখ চিত্র - ৫.৬ ১৪ তম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের অধিকার খর্ব হওয়ার বিষয়ে মতামত

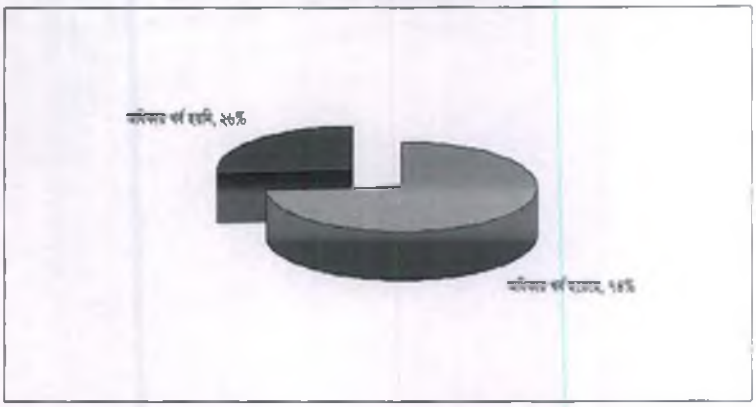

এতে দেখা যায় এ প্রক্রিয়ায় নারী অধিকার খর্ব হয়েছে মর্মে শতকরা ৭৪ জন উত্তরদাতা মতামত প্রদান করেছিল। এ ক্ষেত্রে কি করণীয় সে মর্মে উত্তরদাতার মতামত/সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

৫.১১.৫। **১৪ তম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের অধিকার খর্ব হওয়ার প্রেক্ষিতে করণীয়**

১) এ পদ্ধতির সংরক্ষিত আসন পদ্ধতি বাতিল করা।

২) সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি ও নারীদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত করা।

৩) সাধারণ আসনেও নারীদের মনোনয়ন ন্যূনতম $\frac{১}{৩}/\frac{১}{৪}$ পর্যন্ত বৃদ্ধি বাধ্যতামূলক করা।

৪) মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ করা।

৫) এক তৃতীয়াংশ সংসদীয় উপ-কমিটিতে মহিলা চেয়ারম্যান নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা।

৬) প্রত্যেকটি সংসদীয় উপ-কমিটিতে কমপক্ষে একজন মহিলা সদস্য মনোনয়ন বাধ্যতামূলক করা।

৫.১১.৬। **১৪ তম সংশোধনী ও বিএনপির নির্বাচনী অঙ্গিকার**

১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে বিগত জোট সরকারের বড় অংশ বিএনপি তার নির্বাচনী অঙ্গীকার থেকে সরে গেছে, সে মর্মে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নারী সংগঠনগুলো দাবী করে আসছিল। এক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণায় গৃহীত ফলাফল নিম্নের সারণি দেখান হল ঃ-

সারণি- ৫.২৪ **১৪তম সংশোধনী ও বিএনপি'র নির্বাচনী অঙ্গীকার প্রসংগে মতামত**

অঙ্গীকার থেকে সরে গেছে	অঙ্গীকার থেকে সরে যায়নি
৬৩%	৩৭%

১৪ তম সংশোধনীর মাধ্যমে বিগত জোট সরকারের বড় অংশ বিএনপি তার নির্বাচনী অংগীকার থেকে সরে গেছে কিনা এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য "অংগীকার থেকে সরে গেছে"ও " অংগীকার থেকে সরে যায়নি" দুটি বিকল্প প্রস্তাবনার মাধ্যমে উত্তর দাতাদের মতামত নেয়া হয়। ফলাফল থেকে দেখা যায় শতকরা ৬৩ জন উত্তরদাতা দাবী করেছেন যে বিএনপি তার নির্বাচনী অংগীকার থেকে সরে গেছে। এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাগণ যথাযথই মূল্যায়ন করেছেন যে, বিএনপি নির্বাচনের পূর্বে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সংসদে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখার যে অঙ্গীকার করেছিল তা থেকে সরে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১১.৬.১। বিএনপির নির্বাচনী অঙ্গীকার থেকে সরে যাওয়ার কারণ

এটা স্বীকৃত যে বিএনপি জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে ২০০১ সনের নির্বাচনে যে অংগীকার করেছিল তা থেকে সরে গেছে। এ গবেষণায় এর কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। প্রাপ্ত মতামতেব প্রধান প্রধান কয়েকটি নিচে গুরুত্বের ক্রমানুসারে উল্লেখ করা হল ঃ-

১) নারীর ক্ষমতায়নে জোট সরকার হয়ত কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে কিন্তু বাস্তবে নারীর ক্ষমতায়ন হয়নি। কারণ নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সরকারের ইচ্ছার অভাব ছিল।

২) তারা সংসদের সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি সহ সরাসরি নির্বাচনের বিধান রাখতে পারতো। দলীয় কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ আরো বেশী করা সহ, সংসদীয় কমিটিতে নারী নেতৃত্ব বহাল করতে পারতো।

৩) জামায়াতে ইসলামীর জন্য তাদের এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

৪) সাহসের অভাব ছিল।

৫) নেতৃত্বের সমস্যা ছিল।

৬) নারীদের অংশগ্রহণ সব ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে পারেনি।

৭) তারা তাদের অঙ্গীকার পূরণ করেনি বরং নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন বেড়েছে ।

৮) নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর মর্যাদা, নারীর অধিকার সম্পর্কে দলটির দৃষ্টিভঙ্গির ধীরগতি সম্পন্নতা পরিবর্তন।

৯) রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে। অরাজনৈতিক ব্যক্তি রাজনৈতিক নেতা হয়েছে। চালিকা শক্তি দুর্নীতিপরায়ন হওয়ায় গোটা দেশ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। নির্বাচনী অংগীকার রাখা হয়নি।

১০) বিএনপি'র নির্বাচনী অংগীকার ছিল সরাসরি ভোটে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন করা। কিন্তু জোটের শরীকরা ও প্রভাবশালী মন্ত্রীরা তা চায়নি। এতে গণতন্ত্র বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে ।

১১) প্রধানমন্ত্রী নারী হওয়া সত্বেও তারা নারীদের বিষয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিল না । অধিকারের কথা বললেও আইন পাশ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল।

১২) নারী সংগঠনগুলির চাপের মুখেও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা না করে সামান্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে মাত্র।

১৩) অধিকতর ক্ষমতার মোহ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করণ। অবাধ প্রতিযোগিতায় তাদের আসন হারাবার ভয় ছিল, সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে তাদের বেশী আসন পাওয়া নিশ্চিত ছিল।

১৪) নারী অধিকারের কথা তাদের বক্তৃতা বিবৃতিতেই ছিল বাস্তবে আন্তরিকতা ছিল কম।

১৫) নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল নিতান্তই লোক দেখানো ভোট অর্জন করার রাজনীতি।

১৬) দলীয় সংকীর্ণতা, গণতন্ত্র চর্চার অভাব, একনায়কতন্ত্র, ধর্মীয় গোঁড়ামি ইত্যাদি বিদ্যমান ছিল।

১৭) জোট সরকারের রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচিতে নারী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল। কারণ এ সরকারের একটা অংশ নারী নেতৃত্ব বিদ্বেষী ছিল।

১৮) পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, পুরুষকে শক্তিধর বিবেচনায় , পুরুষকে বেশী সুবিধা দিয়ে ক্ষমতায় থাকতে হয়।

১৯) রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী অংগীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করে না। নির্বাচিত হওয়ার পর যা করলে ক্ষমতায় থাকা যাবে দলগুলো তাই করে। নারীর অধিকার দেখা বড় কথা নয়। বড় কথা ক্ষমতা রক্ষা করা।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১১.৭। **সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন**

সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীতে সংরক্ষিত নারী আসনে প্রার্থী মনোনয়ন করার বিধান রাখা হয়েছে। এতে সাধারণ আসনে বিজয়ী দল সমূহের অর্জিত আসনের সংখ্যা অনুপাতে আসন বন্টনের বিধান আছে। এ প্রক্রিয়াটি নিয়ে নানা মহলের বিরোধিতা ছিল। এ বিষয়ে এ গবেষণায় উত্তরদাতাদের মতামত নিম্নরূপঃ-

সারণি ৫.২৫ সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন প্রক্রিয়া প্রসংগে মতামত

মনোনয়ন/বাছাই প্রক্রিয়া যথার্থ	মনোনয়ন/বাছাই প্রক্রিয়া যথার্থ নয়
১৭%	৮৩%

উপরের সারণি ৫.২৫ থেকে দেখা যায় শতকরা ৮৩ জন উত্তরদাতার মতে বর্তমান বাছাই প্রক্রিয়াটি যথার্থ নয়। অর্থাৎ বর্তমান বাছাই/ মনোনয়ন প্রক্রিয়াটি অধিকাংশ জনসাধারণ কর্তৃক অগ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

৫.১১.৭.১। **বাছাই প্রক্রিয়া যথার্থ নয় কেন মর্মে মতামত**

জাতীয় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন প্রক্রিয়াটি অধিকাংশ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়েও উত্তরদাতাগণ তাদের মতামত দিয়েছেন তাদের দাবী মতে এ প্রক্রিয়ায়-

১) নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দেয়ার পরিবর্তে করুণার পাত্র হিসেবে দেখা হয়েছে।

২) এতে নারীর রাজনৈতিক বিকাশ বন্ধ করা হয়েছে।

৩) নারীকে পুরুষের উপর নির্ভরশীল করে রাখার বিধিবদ্ধ ধারণা আরো বিকশিত হল।

৪) এতে পুরুষের প্রতি নারীর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

৫) এতে নারীর জন্য সুনির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারিত হয়নি।

৬) দলীয় নেতৃত্ব ইচ্ছা করলে যে কোন এলাকা হতে যে কাউকে মনোনয়ন দিতে পারে।

৭) এতে জনসাধারণের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব হয় না।

৮) প্রভাবশালী নেতা নেত্রীর নিজের লোক বা বিত্তশালীদের নিকটজন মনোনয়ন পাবে।

৯) মনোনয়নে চাটুকারগণ প্রাধান্য পাবে।

১০) দলে গণতন্ত্র চর্চায় বাধা তৈরী হবে।

৫.১১.৭.২। **এই প্রক্রিয়াটির নৈতিকতা প্রসংগে**

১৪ তম সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহীত মনোনয়ন প্রক্রিয়াটি বাস্তবতা ও নারী অধিকারের প্রশ্নে নৈতিক নয় মর্মে উত্তরদাতারা মনে করেন। এ বিষয়ে তাদের মনোভাব নিম্নরূপ-

১) নারী ভোটারদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে।

২) দলের নেতা নেত্রীদের হাতে সংরক্ষিত আসনের সাংসদ মনোনয়নের ক্ষমতা কুক্ষিগত করা হয়েছে।

৩) রাজনৈতিক দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে।

৪) দলে যোগ্য মহিলা নেত্রী থাকলেও তাদেরকে মনোনয়ন না দিয়ে প্রভাবশালী নেতা নেত্রীদের নিজস্বলোক (অযোগ্য হলেও) মনোনয়নের সুযোগ রাখা হয়েছে।

৫) সংরক্ষিত আসনের জন্য কোন সু-নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারণ না করে দেশের মহিলা নাগরিকদের অধিকার বাস্তাবায়নের পথ বন্ধ করা হয়েছে।

৬) মহিলা সংসদ সদস্যদের দায়মুক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১১.৭.৩। **আনুপাতিক মনোনয়ন পদ্ধতি এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রসংগে**

আনুপাতিক মনোনয়ন পদ্ধতির ফলে নারীদের ক্ষমতায়নের পথ বাঁধাগ্রস্ত হওয়া না হওয়ার বিষয়ে দেশে বহু বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

সারণি- ৫.২৬ আনুপাতিক মনোনয়ন পদ্ধতির এবং নারীদের ক্ষমতায়নের পথে বাঁধা

বাধাগ্রস্থ হবে	হবে না
৮৮%	২২%

উপরের সারণি থেকে দেখা শতকরা ৮৮ জন উত্তরদাতার মতে জাতীয় সংসদে নারী আসনে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের পথ বাঁধাগ্রস্ত হবে।

৫.১১.৮। **১৪তম সংশোধনীর সময় তৎকালীন বিরোধী দল এবং অধিকাংশ নারী সংগঠন ও নারী নেত্রীগণ এর বিরোধিতা করে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখার আহবান জানিয়েছিলেন। এ বিরোধিতার যথার্থতা বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত**

২০০১ সালে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার সময় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন শূন্য ছিল। কারণ ৭ম জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংরক্ষিত মহিলা আসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ জন্য সংবিধানের সংশোধনী প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তৎকালীন জোট সরকার সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তারা নুতন করে সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিষয়টি প্রায় তিন বৎসর ঝুলিয়ে রাখে। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট এবং আওয়ামীলীগ তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেছিল। কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিষয়টি নানা অজুহাতে ফেলে রাখে। এ সময় বিভিন্ন নারী সংগঠন ও বিরোধীদল সমূহ সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে নারী আসন বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখার দাবীতে সারাদেশ ব্যাপী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। কিন্তু জোট সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে সংসদে কোন প্রকার আলোচনা ছাড়াই নিজেরা সংবিধান সংশোধন করে নারী আসন ৩০থেকে ৪৫ এ উন্নীত করে এবং সংসদে সাধারণ আসনে বিজয়ী দলগুলির আসনের অনুপাতে মহিলা আসন ভাগ করার বিধান চালু করে। এ বিষয়ে নারী সংগঠন ও বিরোধী দলের বিরোধিতার যথার্থতা নিয়ে উত্তরদাতার মতামত জানতে চাইলে শতকরা ৭৭ ভাগ উত্তরদাতা এ ক্ষেত্রে উক্ত সংশোধনীর বিরোধিতার বিষয়টি সমর্থন করেন যা নিচের সারণি ৫.২৮ এ উপস্থাপিত হল।

সারণি- ৫.২৭ **১৪তম সংশোধনীর সময় তৎকালীন বিরোধী দল এবং অধিকাংশ নারী সংগঠন ও নারী নেত্রীগণ এর বিরোধিতা করে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখার আহবান জানিয়েছিলেন**। এ বিরোধিতার যথার্থতা বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত নিম্নরূপ।

বিরোধিতা যথার্থ	বিরোধিতা যথার্থ না
৭৭%	২৩%

মাত্র শতকরা ২৩ ভাগের মতে এ বিরোধিতা সঠিক বা যথার্থ ছিল না। অর্থাৎ এ তথ্য থেকে স্পষ্ট যে জোট সরকারের এ সিদ্ধান্তটি দেশের অধিকাংশ মানুষ সমর্থন করেননি। এ গবেষণায় উত্তরদাতাগণ কি কারণে উক্ত ১৪তম সংশোধনীর বিরোধিতা করছেন বা বিরোধিতাকে সমর্থন করছেন সে বিষয়ে তাঁরা তাঁদের মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১১.৮.১। ১৪ তম সংশোধনীর বিরোধীতায় যথার্থতা বিষয়ে উত্তরদাতাদের মূল্যায়ন

১) তাদের বিরোধিতা যৌক্তিক ও সংবিধান সম্মত।

২) যে প্রক্রিয়ায় নারী আসনে মনোনয়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা মূলত দলীয় স্বার্থ বিবেচনায়, নারীর স্বার্থ এখানে নেই। তাছাড়া বাছাই প্রক্রিয়াটিও নারীর জন্য অবমাননাকর। নারী উন্নয়নের পরিপন্থী ও নারী পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির হাতিয়ার।

৩) দলীয় নেতাদের প্রতি অনুগত কিছু মহিলাকে সংসদ সদস্য বানানোর প্রক্রিয়া নারী উন্নয়নের স্বার্থে কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

৪) নারীর অধিকার আদায়ের জন্য এ বিরোধিতা করা হয়েছে। নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।

৫) জোট সরকার নিজের স্বার্থে এই অগ্রহণযোগ্য আইন করেছে। নারী স্বার্থ এখানে মুখ্য ছিল না। তাই বিরোধিতা যথার্থ ছিল।

৬) নারীর গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের ও রক্ষার স্বার্থে এই বিরোধিতা ফলপ্রসু না হলেও নারী আন্দোলন বেগবান হয়েছে।

৭) সরাসরি নির্বাচনে যোগ্য ও উপযুক্ত নেতৃত্ব নির্ধারণ করার লক্ষ্যে বিরোধিতা যথার্থ।

৮) নারীর ক্ষমতায়নের স্বার্থে এ বিরোধিতা প্রয়োজন ছিল এবং আছে।

৯) সরাসরি নির্বাচনের লক্ষ্যে নারী আন্দোলন ছিল গণতন্ত্রের সঠিক বিকাশের লক্ষ্যে। বর্তমান প্রক্রিয়াটি অগণতান্ত্রিক, যা নারী সমাজ পুরুষদের বুঝাতে ব্যর্থ হয়েছে।

১০) নারীদের সরাসরি নির্বাচনের জন্য শুধুমাত্র বিরোধী দল নয় অনেক সংগঠনের সাথে সাধারণ জনগণও বিরোধিতা করেছিল। এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নারীদের হাতে ও পায়ে শিকল পরানো হয়েছে।

১১) নারী সংগঠনগুলোর বিরোধিতার কারণ ছিল এ জন্য যে এমন একটি প্রক্রিয়ায় সংসদে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ ও নির্বাচন করা হোক যা হবে গণতান্ত্রিক, যেখানে জনগণের মনোভাবের প্রতিফলন ঘটবে, যা নারীদের আত্মনির্ভরশীল ও নেতৃত্ব দানে উৎসাহিত করবে। যেখানে দলগুলোর স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটবে না। নারী সংসদ সদস্যদের কেউ অলংকারের সাথে তুলনা করবে না।

১২) বাধা দেয়াটা সঠিক ছিল। তাদের দাবী ছিল সরাসরি নির্বাচন। বর্তমান পদ্ধতির আবরণে নারীদের খুব বেশী কিছু লাভ করা সম্ভব হবে না। সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন সম্ভব। সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থাই প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

৫.১১.৮.২। ১৪ তম সংশোধনীর সমর্থন ও উত্তরদাতাদের মতামতের যৌক্তিকতা

গবেষণায় দেখা গেছে উত্তরদাতাদের শতকরা ২৩ ভাগ বিগত জোট সরকার প্রণীত সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী সমর্থন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হল-

১) নারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী নয়।

২) সরাসরি নির্বাচন করার মত সামর্থ্য অধিকাংশ নারী নেত্রীর নেই।

৩) দলীয়ভাবে মনোনয়ন পাওয়া সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪) মনোনয়ন পেলেও বিজয়ী হতে পারবে না।

৫) এতে পুরুষ ও নারীদের রাজনৈতিক ও দলীয় বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে।

৬) এ উদ্যোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এক শ্রেণীর শহুরে এবং এনজিও নারীদের স্বার্থ সিদ্ধির আন্দোলন।

৭) বিরোধিতাকারীদের বিরোধিতা জোরালো ছিল না।

৮) আন্দোলনকারীদের সদিচ্ছার অভাব ছিল।

৫.১২। সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনে নারীদের প্রস্তুতি প্রসংগে

রাজনীতিবিদদের একটা বড় অংশ দাবী করেন যে সরাসরি নির্বাচন করার মত প্রস্তুতি নারী নেত্রীদের নেই। গবেষণায় এ বিষয়টির অবতারণা করা হয়। উত্তরদাতাদের মতামত নিচের লেখ চিত্র -৫.৭ এ প্রদর্শন করা হল।

লেখ চিত্র- ৫.৭ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনে নারীদের প্রস্তুতি প্রসংগ

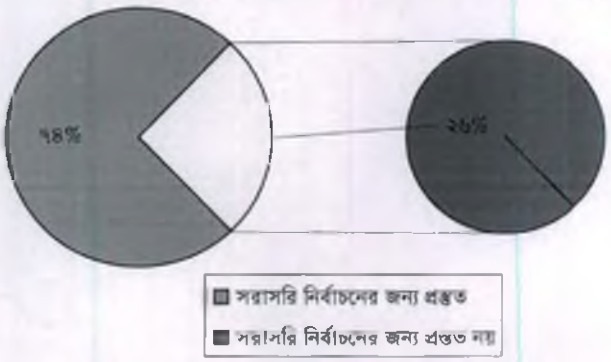

উপরের লেখ চিত্র ৫.৭ থেকে দেখা যায় শতকরা ৭৪ জন উত্তর দাতা মনে করেন যে নারীরা সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত।

৫.১৩। মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি প্রসংগে

১৯৭৩ সালের পর বর্তমান সময়ের মধ্যে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি সংক্রান্তে এর পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। তাই এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়। তাদের মতামত নিম্নরূপ ঃ

সারণি- ৫.২৮ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের পরিবেশ বিষয়ে অভিমত

সরাসরি নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে	সরাসরি নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি
৭১%	২৯%

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় শতকরা ৭১ জন উত্তরদাতা সরাসরি নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেছেন। সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের জন্য নারী সংগঠন গুলো দীর্ঘ দিন থেকে যে আন্দোলন করে আসছেন উপরের মতামতের মাধ্যমে তা সমর্থিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৪। **সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যগণের দায়িত্ব পালন প্রসংগে**

সংরক্ষিত নারী আসনের মনোনীত নারী সংসদ সদস্যগণ বিবিধ কারণে যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি মর্মে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক, পেশাজীবী, বিশেষ করে নারী সংগঠন গুলো অভিযোগ করে আসছিল। যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এ পদের সৃষ্টি তা যদি বাস্তবায়ন না হয় তা হলে এ পদ ধরে রাখা অযৌক্তিক। এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত নেয়া হয়।

সারণি- ৫.২৯ সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যগণের যথাযথ দায়িত্ব পালন

যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পেরেছেন	যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারেননি
৯%	৯১%

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় শতকরা ৯১ জন উত্তর দাতা মনে করেন যে সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যগণ যথাযথ ভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। সমাজের সচেতন ব্যক্তিদের নিয়ে এ মতামতের মাধ্যমে বাস্তবিক অর্থে জাতীয় সংসদে নারীর করুণ অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে।

৫.১৫। **সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন পদ্ধতি প্রসঙ্গে**

সংরক্ষিত নারী আসনে কিভাবে নির্বাচন হওয়া উচিত এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ক) নির্বাচনী এলাকার সকল ভোটারের সরাসরি ভোটে; খ) নির্বাচনী এলাকায় শুধুমাত্র নারী ভোটারদের ভোটে; গ) সংসদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসনের আনুপাতিক হারে; ঘ) সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ভোটে; ও ঙ) অন্যান্য (যদি থাকে) পাঁচটি বিকল্প প্রস্তাবনা উত্তবদাতাদের মতামতের জন্য উপস্থাপন করা হয়। যার ফলাফল নিচের সারণিতে দেখান হল।

সারণি- ৫.৩০ সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন পদ্ধতি

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
৭১%	১৫%	৯%	৫%	

সারণি ৫.৩০ থেকে দেখা যায় সর্বোচ্চ শতকরা ৭১ জন উত্তরদাতা মনে করেন নির্বাচনী এলাকার সকল ভোটারের সরাসরি ভোটে সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন হওয়া উচিত। সর্বনিম্ন সংখ্যক শতকরা ৫ জন উত্তরদাতা সাধারন আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ভোটে ও দ্বিতীয় সর্বনিম্ন শতকরা ৯ ভাগ উত্তরদাতা ১৪তম সংশোধনীর আলোকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসনের আনুপাতিক হারে বন্টনের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। মতামতের আলোকে দেখা যায় অধিকাংশ উত্তরদাতা সময়ের দাবী হিসেবে সকল ভোটারের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন বাস্তব সম্মত মর্মে এ বিকল্পটি সমর্থন করেছেন।

৫.১৬। **১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়ন নীতিমালা এবং ২০০৪ সালে সংশোধিত নীতিমালার তুলনামূলক মূল্যায়ণ**

১৯৯৭ সালে আওয়ামীলীগ সরকার নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে। পরে ২০০৪ সালে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকার অতিগোপনে ১৯৯৭ -এ প্রণীত নীতিমালায় বেশ কিছু পরিবর্তন পূর্বক সংশোধিত নীতিমালা গ্রহণ করে। এ দুইটি নীতিমালার ক্ষেত্রে কোনটি উত্তরদাতার নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ সে মর্মে তাদের মতামত নেয়া হয়। যা নিম্নের সারণিতে দেখানো হল।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৫.৩১ ১৯৯৭ সালের [illegible] এবং ২০০৪ সালের সংশোধিত নারী উন্নয়ন নীতিমালার গুরুত্ব

নারী উন্নয়ন নীতিমালা-১৯৯৭	নারী উন্নয়ন নীতিমালা সংশোধনী-২০০৪	নীতিমালা বিষয়ে জানা নাই
৪৫%	১৫%	৪০%

উপরের সারণি ৫.৩১ দৃষ্টে দেখা যায় শতকরা ৪৫ জন উত্তরদাতা ১৯৯৭ সালে নীতিমালার পক্ষে মতামত দিয়েছেন এবং শতকরা ১৫ জন ২০০৪ সালে পরিবর্তিত নীতিমালার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। শতকরা ৪০ জন উত্তরদাতা দাবী করেছেন যে, বর্ণিত নীতিমালা বিষয় তাঁদের জানা নাই।

৫.১৬.১। পছন্দনীয় নীতিমালাটি নারী উন্নয়নের জন্য যথার্থতা বিষয়ে

বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন নীতি নিয়ে নারী সমাজের আন্দোলন দীর্ঘদিনের। নারী অধিকার বাস্তবায়নে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হতে পারে। কিন্তু যে দলিলটির জন্য ১৯৯৭ সালে তারই অঙ্গচ্ছেদন করা হল ২০০৪ সালে অতি সংগোপনে কারো সাথে কোন আলোচনা না করেই। তাই যাঁরা এই নারী উন্নয়ন/নারী নীতি নিয়ে ভাবেন এবং নারী নীতি পড়ে দেখেছেন তাঁদের দৃষ্টিতে এ নীতি কতটুকু কার্যকরী তা নিয়ে প্রশ্ন রাখা হয়। উত্তরদাতাদের অভিমত নিম্নরূপ -

সারণি- ৫.৩২ উত্তরদাতার পছন্দনীয় নীতিমালাটি নারী উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট কিনা সে মর্মে উত্তরদাতার মতামত

যথার্থ	যথার্থ নয়
৪০%	৬০%

উপরের সারণি ৫.৩২ এ দেখা যায় উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ নারীনীতি বিষয়ে কমবেশী জানেন বা পড়ে দেখেছেন। তাদের মধ্যে আবার শতকরা ৬০ ভাগ তাদের পছন্দনীয় নারী নীতিটি নারী উন্নয়নেব জন্য যথার্থ নয় মর্মে মনে করেন। অর্থাৎ নারীনীতি নিয়ে যথেষ্ট আন্দোলন বা বিতর্ক হলেও নারী উন্নয়নের জন্য সর্বজন গ্রাহ্য নারী উন্নয়ন নীতি বাংলাদেশে এখনও গৃহীত হয়নি।

৫.১৬.২। পছন্দের নীতিমালাটি নারী উন্নয়নে যথার্থ না হলে এতে কী কী সংযোজিত হওয়া উচিত

যেহেতু উত্তরদাতাদের অধিকাংশের কাছেই তাদের পছন্দনীয় নারী উন্নয়ন নীতিটি নারী উন্নয়নেব জন্য যথার্থ নয় মর্মে তাঁরা মনে করেন সেহেতু তাঁদের নিকট থেকে পছন্দনীয় নীতিটিব ক্রটি বিচ্যুতিব আলোকে নীতিমালায় কি কি সংযোজন হওয়া উচিৎ সে মর্মে তাঁদের মতামত চাওয়া হলে তারা অনেক গুলো সুপারিশ প্রদান করেন। যার প্রধান প্রধান কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

১) এতে নারী-পুরুষ বৈষম্যের বিষয়গুলি দুর করার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। তাই নীতিমালায় বৈষম্যের ধরণ, বৈষম্য নিরসনের উপায় বা কর্মপন্থা সংযোজন করা প্রয়োজন।

২) নীতিমালাটি সংবিধান সম্মত হয় নি। কারণ সংবিধানে নারী- পুরুষ সমান অধিকার বর্ণিত হলেও নারী নীতিমালায় তার ব্যত্যয় ঘটেছে।

৩) নীতিমালা প্রণয়নে ধর্ম ভিত্তিক দলও গোষ্ঠীর আচরণ, তাদের সমর্থন হাতছাড়া হওয়ার ভয় কাজ করেছে।

৪) নীতিমালায় উত্তরাধিকার প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫) নীতিমালায় নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা হলেও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি আলাদাভাবে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়নি বরং এ ক্ষেত্রে পুরুষকেই পরোক্ষভাবে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত রাখার বা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বেশী ।

৬) নারী উন্নয়ন নীতিমালায় নারীর মৌলিক চাহিদা সমূহ পূরণের লক্ষ্যে নারীকে কিভাবে কাজে লাগানো হবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি ।

৭) পুরুষের সাথে সমানভাবে সকল কাজে ও ক্ষেত্রে নারীদের সমঅধিকারের ভিত্তিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ রাখার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি ।

৮) নীতিমালায় ধর্মের বিষয়টিকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যার ফলে নারীর অধিকার ধর্মীয় আবরণে চাপা পড়েছে ।

৫.১৭। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নারীর সমস্যা

দেশে দীর্ঘ দিন থেকে সকল নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীর জন্য সরাসরি নির্বাচনের দাবী ও আন্দোলন চলে আসছে । এর পিছনে যুক্তি হল নারী এখন যথেষ্ট শক্তিশালী না হলেও সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে সে তার স্বকীয়তা খুঁজে পাবে এবং এটা হবে নারীর প্রকৃত উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক । তাই এ উত্তরদাতাদের নিকট জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীর বিষয়ে সমস্যা সমূহ সনাক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হলে তাঁরা বহুবিধ কারণ চিহ্নিত করেছেন । তার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি গুরুত্বের ক্রমানুসারে নিচে উল্লেখ করা হ'ল ।

১. পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা (পারিবারিক সহযোগিতার অভাব) ।

২. রাজনৈতিক দল গুলোতে অধিকতর নারী নেতৃত্ব সহ্য না করা ।

৩. গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চার অভাব ।

৪. অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী না হওয়া ।

৫. সমাজিক দৃষ্টিভংগি ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা ।

৬. পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের সমাজিক ও শারীরিক নিরাপত্তার অভাব ।

৭. প্রতিপক্ষ বিশেষ করে পুরুষ প্রার্থীর দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাস ও কালো টাকার প্রভাব ।

৮. অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে দলীয় রাজনীতিতে দক্ষতা / অভিজ্ঞতা কম থাকা ।

৯. অপবাদ- (চারিত্রিক ও পারিবারিক) । রাজনীতিতে জড়িত নারীদেরকে কেউ ভাল চোখে দেখে না ।

১০. নারী ভোটারদের উপর পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ । নির্বাচনের ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রতি অধিক নিভর্শীলতা । পুরুষদের আচরণ বা তাদেরকে যে ভাবে তোয়াজ করতে হয় যেটা নারী মর্যদার ক্ষেত্রে অবমাননাকর ।

১১. শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শারীরিক সামর্থতা ।

১২. সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষের প্রভাব । পুরুষদের অনীহা, নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করা । পুরুষ নেতৃত্ব / কর্মী ও ভোটারদের অন্যরকম দৃষ্টি । সমাজের সর্বত্রই পুরুষের আধিপত্য ।

১৩. নারী হওয়ার কারণে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মনোনয়ন না পাওয়ার আশংকা বা ভীতি ।

১৪. প্রচার কাজে বিভিন্নভাবে সামাজিক বাধার মুখোমুখি হওয়া সহ ফতোয়াবাজদের মিথ্যাচার ।

১৫. নারী ভোটারদের শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব । অন্তর্মুখী মনোভাব রা মানসিকতা, নারী সমাজের অনগ্রসরতা ।

১৬. নিজ দল, বিরোধীদল ও ভোট সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে গণতান্ত্রিক আচরণের অনুপস্থিতি ।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. দেশের মানুষ ধর্মভীরু। তাঁরা চান না মহিলারা পর্দা ঠেলে পুরুষ এর পাশাপাশি কাদা ছোড়াছুড়ির রাজনীতিতে আসুক।

১৮. মনোনয়ন বাণিজ্যের দৌড়ে টিকতে না পারার আশংকা।

১৯. প্রচার কাজে প্রয়োজনীয় কর্মী বাহিনী না পাওয়া বা তাদের সহযোগিতা যথাযথভাবে না পাওয়া,যার ফলে ব্যাপক জন সংযোগ করতে না পারা।

২০. সাধারণ মানুষের বড় অংশের নারীর ক্ষমতায়ন মেনে নিতে অনীহা বা তাদের উদার মানসিকতার অভাব।

২১. এক শ্রেণীর মানুষের / ভোটারের নারী বিদ্বেষী মনোভাব।

৫.১৮। মহিলা সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য একজন নারীর যোগ্যতা প্রসংগে

আমাদের দেশে একজন পুরুষের পক্ষে সংসদ সদস্য হওয়া যত সহজ নরীর ক্ষেত্রে তত সহজ নয়। পুরুষ অলিখিত সম্পদশালী ও সন্ত্রাসী বা কালো টাকার মালিক হলেই সংসদ সদস্য হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে তা নয়। তাই বর্তমান প্রতিবন্ধকতার মধ্যে একজন নারী সংসদ সদস্য হতে হলে কি কি যোগ্যতা থাকা উচিৎ সে বিষয়ে উত্তরদাতাগণ কিছু সুপারিশ দিয়েছেন -যা গুরুত্বের ক্রমানুসারে নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

১) সু-শিক্ষিত হতে হবে।

২) রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হতে হবে।

৩) অর্থনৈতিক ভাবে যথেষ্ট স্বাবলম্বী হতে হবে।

৪) সবার মৌলিক অধিকার বিষয়ে ভাল ধারণা থাকা প্রয়োজন।

৫) জনগণের আশা আকাংখা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে।

৬) নারী অধিকার নারীর প্রতি বৈষম্য, নারী নীতি, নারী উন্নয়ন কৌশল ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে জানা থাকা।

৭) বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন।

৮) সমাজ ও জনগণের মধ্যে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে।

৯) সততা ও সুনাম থাকা প্রয়োজন।

১০) সামাজিক কর্মকান্ডে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াব সদিচ্ছা থাকার মনোভাব।

১১) সমাজ সচেতন রাজনৈতিক ও নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য কাজ করার মানসিকতা।

৫.১৯। সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহনে নারীর সমস্যা

আমাদের জাতীয় সংসদে যে কয়জন নারী সদস্য আছেন তাঁদের মধ্যে ৩/৪ জন মাত্র জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আর বাঁকী সদস্যরা মনোনীত, যদিও মনোনয়নের পর নির্বাচন কমিশন কর্তৃক একটি নির্বাচনের অবয়ব দেয়া হয় যে নির্বাচনে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে কেউ প্রার্থী হতে পারে না। দলীয় সিদ্ধান্তে যাঁরা প্রার্থী হন তাঁরাই নির্বাচিত হন। তাই জাতীয় সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে এঁদের সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা প্রচুর। যা উত্তরদাতাগণদের মতামত থেকে স্পষ্ট হয়েছে। এর প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি গুরুত্বের ক্রমানুসারে নিম্নরূপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১. পুরুষ সহকর্মীদের অসহযোগিতা ।

২. সংসদীয় রাজনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাব ।

৩. নিজ এলাকার সমস্যা বলতে গেলে ঐ এলাকার সাধারণ আসনে নির্বাচিত এমপি কর্তৃক বাধা প্রদান ।

৪. স্পীকার এর দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে প্রায়সময়ই ব্যর্থতা ।

৫. জনস্বার্থের চেয়ে দলীয় স্বার্থের বিষয়ের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা ।

৬. সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের বিষয়ে অন্য সবারই মধ্যে কম বেশী হীনমন্যতা দেখা যায় ।

৭. ইতোপূর্বে মহিলা আসন এলাকা নির্ধারিত ছিল । সে ক্ষেত্রে প্রতিটি মহিলা আসন কয়েকটি সাধারণ আসন নিয়ে গঠিত । অর্থাৎ প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় ২ জন এমপি, যা নিয়ে সমস্যা হত । বর্তমানে মহিলাদের জন্য আসন থাকলেও এলাকা নেই । ফলে এ জটিলতা আরো বেড়েছে । এ কারণে মহিলা সংসদ সদস্যগণ আরো গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছেন ।

৮. নারী সদস্যদের মতামতের যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয় না ।

৯. সংসদীয় কমিটিতে কম নেয়া হয় এবং সাধারণত কাউকে চেয়ারম্যান করা হয় না ।

১০. গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটিতে নারী সদস্য কম নেয়া হয় ।

১১. নারী সদস্যদেরকে পুরুষ সদস্য অপেক্ষা কম যোগ্যতা সম্পন্ন মনে করা হয় ।

১২. সংরক্ষিত আসনের সদস্যরা দলের মনোনীত বিধায় তারা নিজের থেকে কোন বিষয়েই তেমন কোন উদ্যোগ নিতে পারেন না ।

১৩. এমন কিছু সদস্য আছেন যাঁদের রাজনীতিতে তেমন কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই । বিশেষ কোন প্রভাবশালীর বদান্যতায় এমপি হয়েছেন । তাঁদের অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও নেই । সংসদে তাঁরা নানা সমালোচনার সম্মুখীন হন ।

১৪. সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যগণ সংসদে ও সংসদের বাহিরে হীনমন্যতায় ভোগেন ।

১৫. এরা সাধারণতঃ সাহসের সাথে কোন কাজ করতে পারেন না ।

১৬. তাঁরা সাধারন আসনে নির্বাচিতদের মত সুযোগ সুবিধা পান না । সমান মর্যাদাও পান না ।

১৭. সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় এদের প্রভাব কম, সামগ্রিক কার্যক্রমেই তাদের প্রভাব কম ।

১৮. জনগণ সাধারনত সাধারণ আসনের সদস্যদের তুলনায় সংরক্ষিত আসনের মনোনীত সদস্যদের কম গুরুত্ব দেয় ।

১৯. সাধারণ ভাবে যোগ্যতা ও দক্ষতার অভাব ।

২০. সংসদে বক্তব্য রাখার সুযোগ কম পান ।

২১. সরকারী ভাবে ও সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদেরকে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের তুলনায় বেশী গুরুত্ব দেয়া হয় ।

২২. অভিজ্ঞতার অভাব হেতু সংসদীয় কার্যক্রমে অনেকেই যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারেন না । ফলে সংসদে পুতুলের ন্যায় বসে থাকেন নির্বাক ও নিশ্চুপ হয়ে ।

২৩. অনেকেই সংসদে কথা বলতে ও মতামত দিতে ভয় পান ।

২৪. সংসদে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দেখা যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২০। জাতীয় সংসদে ও রাজনীতিতে নারীর সমস্যা মোকাবিলায় করণীয়

ইতোপূর্বে রাজনীতিতে ও জাতীয় সংসদে নারীর সমস্যা সমূহ আলোচিত হয়েছে। এ সমস্যা গুলো মোকাবিলায় সরকারী ও দলীয় ভাবে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সে মর্মে এ গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলের প্রধান প্রধান গুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

৫.২০.১ সরকারী ভাবে

১) আইন করে নারী- পুরুষ বৈষম্য দূর করা জরুরী।

২) সংসদীয় কমিটিগুলিতে অধিকতর নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে।

৩) সরকারীভাবে প্রতিটি কমিটিতে নারীদের স্থান দিতে হবে।

৪) সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের বিধান রাখতে হবে।

৫) নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যদের অধিকতর রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬) নিরপেক্ষ স্পীকার নির্বাচন করা ও ডেপুটি স্পীকার মহিলা নিয়োগ করা।

৭) স্পীকার কর্তৃক সংসদীয় বিধি বিধান যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা।

৮) শিক্ষিত, সমাজমূখী, জনগণের আস্থাশীল নারী নেতৃত্ব যাতে নির্বাচিত হতে পারে সে রূপ সুযোগ/বিধান স্পষ্ট করা।

৯) একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে সংরক্ষিত আসন বিলুপ্ত করে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

১০) নারীদের নির্বাচনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করার পদক্ষেপ নেয়া।

১১) নারীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পরিবর্তনের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।

১২) সরকারী ভাবে দায়িত্ব অর্পণ ও নারী সংসদ সদস্যদের সফলতা ব্যাপক ভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

১৩) নারী সংসদ সদস্যদেরকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখা। তারা যাতে স্বাধীন ভাবে সংসদে কথা বলতে পাবে সে ব্যবস্থা করা।

১৪) একজন পুরুষ সংসদ সদস্য সংসদে ও সংসদের বাইরে যে ধরণের পদক্ষেপ নিতে পারে মহিলা সংসদ সদস্যগণও যাতে সেরূপ করতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৫) নারী সংসদ সদস্যদের পুরুষ সংসদ সদস্যদের ন্যায় মর্যাদা নিশ্চিত করা উচিত।

১৬) সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী সংসদ সদস্যদের মতামতের গুরুত্ব দেয়া।

১৭) নারী সংগঠনগুলোকে অধিকতর শক্তিশালী করা।

১৮) নারীর ক্ষমতায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৯) সংবিধান সম্মত অধিকারের ক্ষেত্রে যাতে বৈষম্য না হয় সে মর্মে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

২০) সংসদীয় কার্যক্রমে সমান সুযোগ দেয়া।

২১) সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিধি প্রণয়ন করা।

২২) নিরাপত্তা বিধান করা।

২৩) নারীর সমস্যা সমাধানে মহিলা সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ত করা।

২৪) উন্নয়ন কাজে মহিলা সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ত করা।

৫.২০.২ দলীয় ভাবে

১) সকল প্রকার কমিটিতে মহিলা সদস্যদের নাম প্রেরণ।

২) সকল সদস্যকে সমান দৃষ্টিতে দেখা ও স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ দেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

৩) সকল প্রকার দলীয় কর্মকান্ডে নারী সদস্যদের পুরুষ সদস্যদের সমান সুযোগ দেয়া ।

৪) নারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্যনীতি পরিহার করা।

৫) নারী সদস্যদের রাজনীতি চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৬) দেশপ্রেমিক, সৎ, কর্মঠ, শিক্ষিত, রাজনীতিতে অভিজ্ঞ নারীদের নির্বাচন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোনয়ন দেয়া।

৭) জাতীয় সংসদে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ কমিটির চেয়ারম্যান পদে নারী সদস্যদের রাখার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ।

৮) দলীয়ভাবে সংসদ, রাজনীতি, অর্থনীতি সহ অন্যান্য বিষয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৯) নারীদেরকে বেশী বেশী রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

১০) রাজনৈতিক দলকে নারী সদস্যদের বিষয়ে উদার হতে হবে।

১১) সংসদীয় কাজে নারীকে অগ্রাধিকার দেয়া।

১২) দলীয় শৃংখলার অজুহাতে মত প্রকাশে বাঁধা না দেয়া ।

১৩) দলীয় হুইপ এর মাধ্যমে নারী সদস্যগণকে সংসদে মতামত প্রকাশে উৎসাহ দান।

১৪) অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারীয়ান দ্বারা সংসদীয় কার্যপ্রণালী সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে দলীয় ফোরামে ওয়ার্কসপ পরিচালনা করা।

১৫) দলে ও সংসদে নারী পুরুষ ভেদে সর্বক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আচরণ ও গণতন্ত্রের চর্চা করা।

১৬) নারী সংসদ সদস্যদের মতামতকে সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করা ।

১৭) দলের গঠনতন্ত্রে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যে সংসদ সদস্যগণ দলের বিরুদ্ধে হলেও দেশের স্বার্থে সংসদে সত্য কথা বলতে পারে।

১৮) সংসদীয় যে কোন ফোরামে নারী সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

৫.২১। জাতীয় সংসদ ও নারী আসন, নানা প্রসংগ

জাতীয় সংসদে নারী আসন সৃষ্টি, মনোনয়ন প্রক্রিয়া বা আসনের সংরক্ষণ, ভোটের ধরণ প্রভৃতি বিষয়ে উত্তরদাতাদের সরাসরি কয়েকটি প্রস্তাবনার ভিত্তিতে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। এ সবের সব উত্তর নারী আসন সংক্রান্ত নানা বিতর্কের অবসান করতে পারে। এ গুলোর ফলাফল নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

৫.২১.১. সংসদে নারী আসন ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন।

সারণি- **৫.৩৩ জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের যথার্থতা**

হ্যাঁ	না
১৬%	৮৬%

যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে জাতীয় সংসদে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা আসলেই যথাযথভাবে বাস্তাবায়ন হচ্ছে কি না এ মর্মে উত্তরদাতাদের মতামত চাওয়া হয়। যার ফলাফল সারণি ৫.৩৩ দেখান হল। সারণি থেকে দেখা যায় শতকরা ৮৬ জন উত্তরদাতার অভিমত হল, যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এর দ্বারা আমাদের সংসদে নারী আসনে মনোনয়ন প্রাপ্ত নারী সংসদ সদস্যদের নীরব দর্শকের ভূমিকার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২১.২. জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ

প্রস্তাব রাখা হয়েছিল যে সংসদে নারীর জন্য আলাদা আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই। এ প্রস্তাবনাটি অধিকাংশ উত্তরদাতা সমর্থন করেনি।

সারণি- **৫.৩৪ সংসদে নারী জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক অভিমত**

হ্যাঁ	না
৩৪%	৬৬%

উপরের সারণি ৫.৩৪ থেকে দেখা যায় শতকরা ৬৬ জন উত্তরদাতা জাতীয় সংসদে নারীর জন্য আলাদা আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এর মাধ্যমে আজকের সচেতন নারী সমাজের দাবী অর্থাৎ সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের বিষয়টির সাথে উত্তরদাতাগণ ঐক্যমত পোষণ করেন।

৫.২১.২.১। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও মনোনয়নের ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান

রাজনৈতিক দলেই নারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। বাস্তবিক অর্থে জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনের নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী মনোনয়ন পান খুবই কম। মনোনয়ন বাণিজ্যে নারীর অবস্থান খুবই নাজুক। এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের সবাই অভিন্ন মতামত দিয়েছেন। যা সারণি ৫.৩৬ এ দেখান হল।

সারণি- **৫.৩৫ নারীদের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মনোনয়নের সংখ্যা বাড়ানো প্রসংগে**

হ্যাঁ	না
১০০%	০%

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় শতকরা ১০০ জন উত্তরদাতাই মনে করেন যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই সকল নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীর জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। উত্তরের পক্ষে শতকরা হার এটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অন্য যা কিছুই করা যাক না কেন বিভিন্ন নির্বাচনে নারীদের মনোনয়ন আরো বৃদ্ধি করা একান্তই প্রয়োজন।

৫.২১.২.২। সংরক্ষিত নারী আসন ও নির্বাচন পদ্ধতি

"সংরক্ষিত আসনে নারীদের নির্বাচন নির্বাচনী এলাকার জনগণের সরাসরি ভোটে হওয়া উচিত" কি না এ বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে শতকরা ৬৯ জন উত্তরদাতা প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

লেখ চিত্র - ৫.৮ **সংরক্ষিত আসনে নারীদের নির্বাচন, নির্বাচনী এলাকার জনগণের সরাসরি ভোটে হওয়া উচিত**

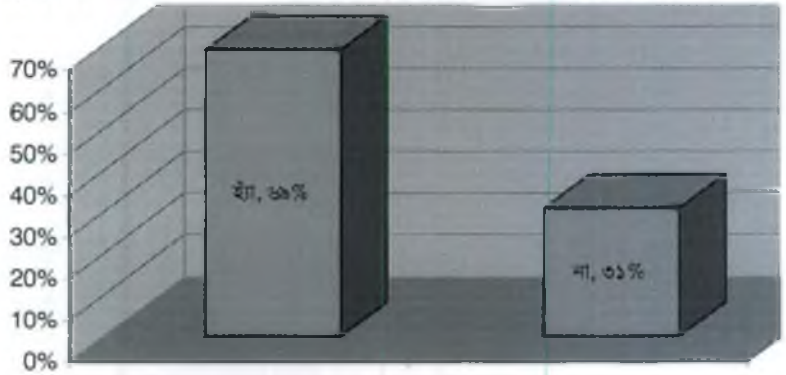

আধার

Dhaka University Institutional Repository

"সংরক্ষিত আসনে নারীর নির্বাচন শুধু মাত্র নারী ভোটারদের ভোটে হওয়া উচিত" এরূপ বিকল্প প্রস্তাবনার পক্ষে মতামত দিয়েছেন মাত্র শতকরা ১৩ ভাগ উত্তরদাতা।

সারণি- ৫.৩৬ সংরক্ষিত আসনে নারীদের নির্বাচন শুধুমাত্র নারী ভোটারদের ভোটে হওয়া প্রসংগে

হ্যাঁ	না
১৩%	৮৭%

অন্য দিকে

সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন সাধারণ আসনে নির্বাচিত এমপিদের ভোটে হওয়া উচিত এ ধরণের একটি প্রস্তাবনার প্রতি মাত্র শতকরা ৫ ভাগ উত্তরদাতা সমর্থন জানিয়েছেন।

সারণি- ৫.৩৭ সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন সাধারণ আসনে নির্বাচিত এমপিদের ভোটে হওয়া উচিত কি না

হ্যাঁ	না
৫%	৯৫%

অর্থাৎ সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচন বা মনোনয়নের বর্তমান প্রক্রিয়া যা সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে তা জনগণের পছন্দনীয় নয় মর্মে প্রমানিত হয়। উপরের সিদ্ধান্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে হওয়া উচিৎ মর্মে জনগণ মনে করেন।

৫.২১.৩। জাতীয় সংসদ ও সংসদে নারী সদস্যদের অংশ গ্রহণ

জাতীয় সংসদে মনোনীত সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যগণ সংসদ কার্যক্রমে যথাযথ ভাবে অংশ গ্রহণ করছেন না বা তারা সে সুযোগ পাচ্ছেন না মর্মে সুশীল সমাজ দীর্ঘদিন থেকে অভিযোগ করে আসছেন। এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের জবাব নিম্নরূপ ঃ

সারণি- ৫.৩৮ সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যগনের সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ প্রসংগে

হ্যাঁ	না
২৩%	৭৭%

উপরের সারণি ৩.৩৮ থেকে দেখা যায় শতকরা ৭৭জন উত্তরদাতার মতে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যগণ সংসদের কার্যক্রমে যথাযথ ভাবে অংশগ্রহণ করেন না। অর্থাৎ জাতীয় সংসদের নারী আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ যথাযথ ভাবে জাতীয় সংসদের কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করছেন না বা যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছেন না মর্মে বিভিন্ন সময়ে সুশীল সমাজের আনীত অভিযোগ এ গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আবার একই ভাবে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে পারছেন কি না ? ফলাফল নেতিবাচক ।

সারণি ৫.৩৯ **সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যগণের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন প্রসংগে**

হ্যাঁ	না
২১%	৭৯%

অর্থাৎ শতকরা ৭৯ জন উত্তরদাতার মতে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে পারছেন না । উত্তরদাতাদের এ মতামত বাস্তবতার সাথে সম্পূর্ণ রূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ ।

তদুপরি সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যদের অধিকাংশই নারীদের স্বার্থের বিষয়ে সচেতন এবং তারা তাদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন মর্মে একটি নির্ধারিত প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে উত্তরদাতাদের অভিমতও নেতিবাচক । শতকরা ৭১ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যগণ নারীর স্বার্থের বিষয়ে সচেতন নন এবং তারা তাদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নি ।

সারণি- ৫.৪০ **সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যগণের নারী স্বার্থের বিষয়ে সচেতনতা এবং তাদের যোগ্যতার পরিচয় প্রদান প্রসংগে**

হ্যাঁ	না
২৮%	৭২%

৫.২১.৩.১ । **জাতীয় সংসদ ও নারী সদস্যদের গুরুত্ব**

সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যগণ সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের তুলনায় কম গুরুত্বপান মর্মে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পেশাজীবী বিশেষ করে নারী সংগঠন গুলি থেকে বার বার অভিযোগ তোলা হয়েছে । এ বিষয়ে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

সারণি- ৫.৪১ **সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সাংসদ ও সাধারণ আসনে নির্বাচিত সাংসদ এর সার্বিক গুরুত্ব প্রাপ্তি প্রসংগে**

হ্যাঁ	না
৭৪%	২৬%

সারণি থেকে দেখা যায় শতকরা ৭৪ জন উত্তরদাতার মতে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যগণ সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের তুলনায় কম গুরুত্বপান ।

আবার সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ দলীয় যোগ্যতা দিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এমন একটি প্রশ্নের অবতারণা করা হলে উত্তরদাতাদের মাত্র ৩৭% তা সমর্থন করেন অর্থাৎ শতকরা ৬৩ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ দলীয় যোগ্যতা দিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হননি বরং তারা

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ বা ব্যবসায়ীদের আত্মীয় হিসেবে বা অন্য কোন তদবিরের মাধ্যমে সংসদের নারী আসনে সদস্য হওয়ার সুযোগ নিয়েছেন।

সারণি- ৫.৪২ সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ দলীয় যোগ্যতা দিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন কি না

হ্যাঁ	না
৩৭%	৬৩%

৫.২১.৪.১। **মন্ত্রীসভা ও নারীর অবস্থান**

এ বিষয়টি লক্ষ্যণীয় যে, দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রীসভার ৪০-৬০ জন সদস্যদের মধ্যে নারী সদস্য রাখা হয় হাতেগোনা ২-৪ জন। এ বিষয়ে গবেষণায় শতকরা ১০০ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন নারী উন্নয়নের স্বার্থে মন্ত্রিসভায় আরো বেশি সংখ্যক মহিলা সংসদ সদস্য থাকা উচিৎ।

সারণি- ৫.৪৩ মন্ত্রীসভায় আরো অধিক সংখ্যক মহিলা সংসদ সদস্য থাকা প্রসংগে

হ্যাঁ	না
১০০%	০%

৫.২১.৫.১। **জাতীয় সংসদ ও সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা**

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৬৪ অথবা ১০০ করার জন্য দীর্ঘদিন থেকে নারী সংগঠনগুলিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দাবী/আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু এ সবের তোয়াক্কা না করে বিগত জোট সরকার এ আসন সংখ্যা ৩০ থেকে বৃদ্ধি করে ৪৫-এ উন্নীত করে। বিএনপি সহ জোট সরকারের শরীক দল গুলিও নারী উন্নয়নে তাদের আগ্রহ দেখিয়েছিল। তাই সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৩০-৪৫ এ উন্নীত করা বিগত জোট সরকারের সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ কিনা এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়। নিম্ন সারণি থেকে দেখা যায় শতকরা ৭১ জন উত্তরদাতা প্রস্তাবনার বিপক্ষে তাদের মতামত প্রদান করেছেন। অর্থাৎ এ মতামতের মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে, সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫-এ উন্নীত করার বিষয়টি অধিকাংশ জনগণ সমর্থন করেননি।

সারণি- ৫.৪৪ সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫-এ উন্নীত করা বিগত জোট সরকারের সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ কি না

হ্যাঁ	না
২৯%	৭১%

এ প্রেক্ষিতে

উত্তরদাতাদের নিকট জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন কতটি থাকা উচিৎ সে মর্মে কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব রাখা হয়। প্রতিটি জেলাতে একটি করে সংরক্ষিত নারী আসন ঘোষণা করা প্রয়োজন এরূপ একটি প্রস্তাবের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের শতকরা ৬২ ভাগ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৫.৪৫ প্রতিটি জেলাতে একটি করে সংরক্ষিত নারী আসন ঘোষণা করা প্রয়োজন কি না

হ্যাঁ	না
৬২%	৩৮%

এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, উত্তরদাতাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শতকরা ৩৮ জন প্রস্তাবনার বিপক্ষে মতামত প্রদান করেছেন। এ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৬৪ জেলায় ৬৪টি হলে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি সহ প্রতি জেলায় একটি হিসেবে সুনির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারিত হতো। সংসদ সদস্যগণের দায়বদ্ধতা সৃষ্টির যুক্তিতে প্রস্তাবের পক্ষে উত্তরদাতাদের মতামত যথাযথ হয়েছে ঠিক। তবে এ ক্ষেত্রে শতকরা ৩৮ জন উত্তরদাতা প্রস্তবনার বিপক্ষে মতামত প্রদানে হয়তবা মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও নড়াইলের মত ছোট জেলায় একটি সংরক্ষিত আসন অন্যদিকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বগুড়ার মত বড় জেলাতেও একটি সংরক্ষিত আসনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি জেলাতে কমপক্ষে একটি সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ বড় জেলাগুলোর ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা দুটি বা ততোধিক করার বিষয়টিও বিবেচনা যোগ্য। আবার-

প্রতি ৩টি সাধারণ আসনেব বিপরীতে ১টি করে সংরক্ষিত নারী আসন নির্ধারণ করা যায় এ ধরনের প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের শতকরা ৯১ ভাগ এটি সমর্থন করেন।

সারণি - ৫.৪৬ **প্রতি ৩টি সাধারণ আসনের বিপরীতে ১টি করে সংরক্ষিত নারী আসন নির্ধারণ প্রসংগে**

হ্যাঁ	না
৯১%	০৯%

অন্যদিকে-

মহিলা আসন সংখ্যা বর্তমান ৪৫টি রাখাই যথেষ্ট এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মাত্র শতকরা ১৮ ভাগ এ প্রস্তাব সমর্থন করেন অর্থাৎ শতকরা ৮২ ভাগ উত্তরদাতা জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা যথেষ্ট নয় মর্মে অভিমত দিয়েছেন।

সারণি-৫.৪৭ **মহিলা আসন সংখ্যা বর্তমান ৪৫টি রাখাই যথেষ্ট** কি না

হ্যাঁ	না
১৮%	৮২%

কিন্তু

কোন কোন নারী সংগঠনের দাবীর আলোকে জাতীয় সংসদে মহিলা আসন সংখ্যা ১৫০টি হওয়া উচিত কি না সে মর্মে মতামত জানতে চাইলে উত্তরদাতাদের শতকরা ৫ ভাগ এ প্রস্তাব সমর্থন এবং মাত্র শতকরা ৬ ভাগ এ প্রস্তাব নাকচ করেছেন। শতকরা ৮৯ ভাগ উত্তর দানে বিরত ছিলেন।

সারণি- ৫.৪৮ **মহিলা আসন সংখ্যা ১৫০টি করার প্রস্তাব প্রসংগে**

হ্যাঁ	না	উত্তবদান থেকে বিরত
৫%	৬%	৮৯%

Dhaka University Institutional Repository

শতকরা ৮৯ জন ১৫০টি মহিলা আসনকে হয়তবা অযৌক্তিক ও আধিক্য বিবেচনা করেই কোন মতামত দেন নি। কেন না সারণি ৫.৪৫ ও ৫.৪৬ থেকে যথাক্রমে দেখা যায় যে, শতকরা ৬২ জন উত্তরদাতা প্রতি জেলায় একটি করে ও শতকরা ৯১ জন উত্তরদাতা প্রতি ৩টি সাধারণ আসনের বিপরীতে ১টি করে সংরক্ষিত আসন রাখার পক্ষে মতামত প্রদান করেন। এ ক্ষেত্রে আরো লক্ষ্যণীয় যে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫টি এ বৃদ্ধি , প্রতি জেলাতে ১টি এবং ৩টি সাধারণ আসনের বিপরীতে ১টি এ তিনটি প্রস্তাবনার মধ্যে, তিনটি আসনের বিপরীতে একটি সংরক্ষিত আসন সৃষ্টির পক্ষে সর্বোচ্চ শতকরা ৯১জন উত্তরদাতা মতামত প্রদান করেছেন।

৫.২১.৬.১। জাতীয় সংসদ ও নারী নেত্রী

আমাদের দেশে প্রভাবশালী নারী নেত্রীগণ রাজনীতি বিমুখ। তারা রাজনীতিতে আসলে রাজনৈতিক ঐতিহ্যের গুণগত পরিবর্তন হতো। কিন্তু তারা একদিকে যেমন রাজনীতিতে আগ্রহী নন অন্যদিকে রাজনৈতিক দল গুলিও এ বিষয়ে তেমন কোন আগ্রহ দেখায় না। এ বিষয়ে শতকরা ৭৯ ভাগ উত্তরদাতাদের অভিমত হল প্রভাবশালী নারী নেত্রীদের সরাসরি রাজনীতিতে আসা উচিত।

লেখ চিত্র- ৫.৯ প্রভাবশালী নারী নেত্রীদের সরাসরি রাজনীতিতে আসা প্রসংগে

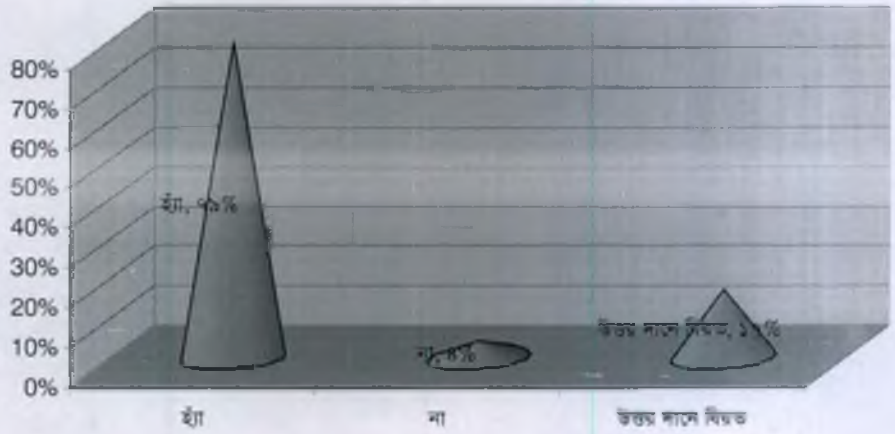

৫.২২। সমাজ, রাজনীতি ও জাতীয় সংসদে নারীর অবস্থান

আলোচ্য গবেষণায় আমাদের সমাজ, রাজনীতি ও জাতীয় সংসদে নারীর অবস্থান বিষয়ে উত্তরদাতাগণ নানা দৃষ্টি ভঙ্গিতে কিছু বাস্তব সমস্যা তুলে ধরেছেন যার প্রধান প্রধান কয়েকটি গুরুত্বের ক্রমানুসারে উল্লেখ করা হল।

১. নারীদের সামাজিক অবস্থান, স্বল্প শিক্ষা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, পারিবারিক নেতিবাচক প্রভাব, ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা, পুরুষের হীনমন্যতা প্রভৃতি কারণে নারীরা পিছিয়ে আছে।

২. নারীদের প্রতি সর্বক্ষেত্রে নেতিবাচক মনোভাব বিদ্যমান আছে।

৩. নারী উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবায়ন হয়েছে খুব কমই।

৪. নারী অধিকার আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন না হলেও সব ক্ষমতাসীন দল / সরকার ঐ আন্দোলনকে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়ে নারীদের দাবীগুলিকে গুরুত্ব দেয়নি।

৫. প্রতিটি সরকারেরই ৩০ থেকে ৬০ জন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে নারী মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী ছিল মাত্র ২.৫ জন।

Dhaka University Institutional Repository

৬. পুরুষরা নিজেদের স্বার্থে নারীদের গুরুত্ব দিতে চায় না।

৭. জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে গুরুত্বপূর্ণ নারী নেত্রীদের পরিবর্তে কম গুরুত্বপূর্ণ নারীরা সুযোগ পায়।

৮. এরশাদ এবং খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট সরকার নারীদের অধিকার তথা ক্ষমতায়নের প্রশ্নে আন্তরিক ছিলেন না বরং অনেক ক্ষেত্রে জোটের শরীক দলের চাপে নারী বিরোধী মনোভাব দেখিয়েছেন।

৯. শেখ হাসিনার সরকার নারীদের অধিকার ও ক্ষমতায়নের প্রশ্নে আন্তরিক হলেও ধর্মাশ্রয়ী দল ও বিরোধী বিএনপি সহ অন্যদের ভয়ে সাহসী পদক্ষেপ নিতে পিছপা হয়েছিলেন।

১০. নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে পুরুষের অসহযোগিতা ও সরকারের সঠিক নীতির অভাব আজও বিদ্যমান।

১১. নারী সংসদ সদস্যরা উন্নয়ন কর্মকান্ডে তেমন কোন অবস্থান দেখাতে পারেননি। কারণ তাদের জন্য তেমন কোন সরকারী বরাদ্দ রাখা হয় না।

১২. সরকারী ভাবে এখনো নারীদের সম অধিকার বাস্তবায়িত হয়নি। সংবিধান ও আইনে থাকলেও বাস্তবে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সে কারণে নারীরা কম গুরুত্ব পাচ্ছে।

১৩. পুরুষের নারী বিদ্বেষী মনোভাবের পরিবর্তন হয়নি। নক্ষত্রীরাও যথারা যোগ্যতা নিয়ে সাহসী হতে পারেনি।

১৪. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীদের অনুকূলে নয়।

১৫. নারীরা সংগঠিত নয় এবং নারী নেতৃত্ব রাজনৈতিক দলগুলিতে খুব ভাল অবস্থানে নেই। দুটি বৃহৎ দলের প্রধান নারী হলেও তারা পুরুষ নেতৃত্ব বা পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, পুরুষরাই তাদের মদদ দাতা। তারা উভয়ই ক্ষমতার জন্য প্রভাবশালী পুরুষ নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল।

১৬. সবকাবের ভিতর ও বাহিরে নারী নেতৃত্বেব প্রভাব কম তাই সবকারেব কাছে লবিং করার ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে আছে।

১৭. নারীরা তাদের অধিকার আদায়ে যথেষ্ট সচেতন নয়। যে সকল নারীরা রাজনীতিতে জড়িত তারাও দলের বা সরকারের বাইরে কোন কথা বলে না। অন্যদিকে নারী সংগঠন ও নারী নেত্রীদের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

১৮. নারীরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

১৯. ব্যাপক নারী সমাজ তাদের অধিকার বিষয়ে পুরাপুরি সচেতন নয়।

২০. জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে সংসদ সদস্যরা মনোনীত হওয়ায় তারা গুরুত্বহীন।

২১. প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ নেতা-কর্মীই নারীর ক্ষমতায়নের বিরোধী।

৫.২৩। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও তার ক্ষমতায়ন (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে)

নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান শর্ত হল সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা। নারীর অংশ গ্রহণ ছাড়া কোন ক্ষেত্রেই তার মুক্তি নেই। আর এ অংশ গ্রহণ হতে হবে অর্থবহ। অর্থবহ অংশগ্রহণ ছাড়া কোন ক্ষেত্রে কার্যকর ফলাফল পাওয়া সম্ভব নয় যেমন হচেছ জাতীয় সংসদের ক্ষেত্রে। এখানে নারী সংসদ সদস্যরা অলংকারের সাথে তুলনীয় হন। থাকেনা কোন ভূমিকা। তাই রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিভাবে নারীর অংশ গ্রহণ অর্থবহ করা যায় সে মর্মে উত্তরদাতাদের নিকট থেকে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে প্রধান প্রধান কিছু সুপারিশ উল্লেখ করা হল ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

৫.২৩.১ সরকারী কাঠামোতে

১. আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়,বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

২. নারীর আইনগত অধিকার,নারীর উন্নয়ন ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন ও নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ।

৩. সকল কর্মক্ষেত্রে নারীর স্বার্থ সংরক্ষণ, অংশগ্রহণ ও ভাগ্যোন্নয়ন সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়া।

৪. নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ।

৫. নারী উন্নয়নে, জাতীয় নারী নীতি বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নের বিষয়টি সম্পৃক্তকরণ।

৬. নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পদের বরাদ্দ বা পুনঃ বরাদ্দ নিশ্চিত করণ।

৭. সরকারী কাঠামোতে নীতি নির্ধারণী কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৮. সরকারি বেসরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের কোটা নির্ধারণ ও যথাযথভাবে নিশ্চিত করণ। নিয়োগের অনুরূপ কোটা পদোন্নতির ক্ষেত্রেও বহাল করা।

৯. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ন্যায় সেবামূলক খাতে সরকারী-বেসরকারী সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।

১০. মন্ত্রীপরিষদে নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

১১. মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে একজন মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ দেয়া।

১২. নারী বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প, খেলাধুলা পরিচালনার জন্য নারীদের দায়িত্ব প্রদান করা। জেলা উপজেলা পর্যায়ে খেলাধুলা পরিচালনার জন্য মহিলা কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া।

১৩. সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচীর সকল ক্ষেত্রে নারীকে সংযুক্ত করণ।

১৪. নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ এবং নির্যাতন বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৫. দেশের সকল নারীকে সমাজ সচেতন ও রাজনীতিমুখী করার কার্যক্রম গ্রহণ। এতে নারীরা সাহসী হবে এবং নিজেকে বুঝতে শিখবে।

৫.২৩.২ জাতীয় সংসদে

১. জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধিসহ সরাসরি ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২. বিভিন্ন সংসদীয় কমিটিতে নারী সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সভাপতি/ সদস্য নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা।

৩. সংসদ সদস্যদের ভোটাধিকারে স্বাধীন মতামত প্রকাশের ক্ষমতা প্রদান করা।

৪. সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্যদেরকে সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যদের সমান গুরুত্ব প্রদান করা।

৫. নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে বিদ্যমান আইনের সংশোধন।

Dhaka University Institutional Repository

৬. নারীর অধিকার আদায়ে সংসদ সদস্যদের নিয়ে শক্তিশালী সহায়ক দল গঠন।

৭. বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশন এর আওতায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় নেয়া কর্মসূচী গুলি যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয় ভিত্তিক নারী সদস্যদের নেতৃত্বে সংসদীয় কমিটি গঠন করা।

৮. নারী নির্যাতন সহ নারীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর আনীত অভিযোগ অভিযুক্তকে প্রমাণ করতে হবে,সে নির্দোষ এরূপ বিধান/আইন প্রণয়ন।

৯. জাতীয় সংসদে ডেপুটি স্পীকারের পদটি মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত করা যেতে পারে।

১০. রাজনৈতিক দলের সংসদীয় কার্যাবলী পরিচালনার জন্য কমপক্ষে একজন হুইপ মহিলা নিয়োগ করা যেতে পারে।

৫.২৩.৩ স্থানীয় সরকার কাঠামোতে

১. সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য নির্ধারিত করা।

২. সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের পদমর্যাদা , আইনের মাধ্যমে সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যদের সমান করা।

৩. সাধারণ সদস্য ও সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজ সম বন্টন নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে একাধিক এলাকা নিয়ে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা।

৪. স্থানীয় সরকারে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ) ভাইস চেয়ারম্যান পদ সৃষ্টি করে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা।

৫. নির্বাচনী এলাকা বৃহত্তর বিবেচনায় সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যদের সম্মানী বেশী করা।

৫.২৪। নারীর উন্নয়ন বা নারীর ক্ষমতায়নে জাতীয় সংসদের ভূমিকা বিষয়ে সুপারিশ বা মতামত

১. সংসদের মোট আসনের ১/৩ অংশ আগামী ২৫-৩০ বৎসরের জন্য নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা এবং ২/৩ অংশ উভয়ের জন্য উন্মুক্ত রাখা যেতে পারে।

২. বাংলাদেশকে ১০০টি নারী আসন ও ২০০ টি পুরুষ আসনে বিভক্ত করে উভয় আসনে নারী পুরুষের সম্মিলিত ভোট অথবা নারী আসনে নারীদের ভোটে এবং পুরুষ আসনে পুরুষদের ভোটে একই সংগে নির্বাচন করা যায়।

৩. নারী সংসদ সদস্যদের মধ্যে থেকে বেশী পরিমানে মন্ত্রী নিয়োগ করা যেতে পারে।

৪. নারী সংসদ সদস্যদেরকে জাতীয় সংসদে কথা বলার বেশী বেশী সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

৫. নারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলির সংসদীয় কমিটিতে বেশী পরিমানে নারী সংসদ সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৬. "নারী উন্নয়ননীতি নির্ধারণী ফোরাম" গঠনপূর্বক তার চেয়ারম্যান ও অধিকাংশ সদস্য মহিলা সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে নেয়া যেতে পারে।

৭. জাতীয় সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ ও সিডো চুক্তি কার্যকর করা।

Dhaka University Institutional Repository

৮. নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য সদস্যদেরকে প্রভাবিত করা।

৯. নারী উন্নয়নে বিভিন্নভাবে জনমত গঠন করা।

১০. সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য সুনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা।

১১. সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ যাতে নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন সে বিষয়ে সরকারি বিধি বিধান প্রণয়ন ও তা বাস্তাবায়ন করা প্রয়োজন।

১২. জনসাধারণের অর্ধেক অংশ নারীদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত, বুদ্ধিহীন ও অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল। দেশের সার্বিক অর্থনীতির উন্নতির স্বার্থে নারী সমাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

১৩. তৃণমূল পর্যায় থেকে নারী নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। মহিলাদের জন্য সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে মহিলা সংসদ সদস্য নির্বাচন করা যেতে পারে।

১৪. ডেপুটি স্পীকারের ১টি পদ নারীদের মধ্যে থেকে মনোনয়ন দেয়ার ব্যবস্থা করা।

১৫. নারী উন্নয়ন ইস্যুতে সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় মহিলা পরিষদ সৃষ্টি করা।

১৬. আমাদের আমলাতন্ত্র নারী বিদ্বেষী, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর নারীদের নিয়ে কাজ করছে দাবী করলেও নারী স্বার্থে এদের ভূমিকা খুবই কম। এ সংস্থাকে কার্যকর করতে হবে।

১৭. নারী উন্নয়ন ইস্যুগুলির বিষয়ে সংসদে উন্মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা।

১৮. সংসদীয় কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৯. নারী সংসদ সদস্যদেরকে সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের ন্যায় সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তা হলে তারা নারী উন্নয়নে সতস্ফুর্তভাবে এগিয়ে আসতে পারবে।

২০. নারী উন্নয়নে বা ক্ষমতায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী সংসদ সদস্যরা যাতে নেতৃত্ব দিতে পারে সে স্বার্থে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফলাফল ও সুপারিশমালা

৬.১ ভূমিকা

এ গবেষণায় সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত থেকে আমরা নারীর বর্তমান আর্থ- সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা, পুরুষের সাথে বৈষম্য , পুরুষ দ্বারা যুগ যুগ ধরে নিয়ন্ত্রিত ও নির্যাতিত হওয়ার কারণ অবলোকন করেছি। জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হওয়া স্বত্বেও সমাজে, পরিবারে , রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তারা কি ভাবে অবহেলিত হচ্ছে তার চিত্রও ফুটে উঠেছে। আর এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নারীর সংগ্রাম, সংগ্রামের ফসল সিডো চুক্তি সহ দেশে-বিদেশে নারী আন্দোলন যদিও অনেক বেগবান হয়েছে তথাপিও নারীর প্রাপ্য অধিকার অর্জিত হয়নি। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয় বরং এখানকার নারী ভিত্তিক সমস্যা আরো বেশী। এ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন নারীর ক্ষমতায়ন। আর সবাই বিবেচনা করেন যে, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজতম পথ। কারণ রাজনীতিই নিয়ন্ত্রন করে রাষ্ট্রযন্ত্র। সেখান থেকে নারী ভিত্তিক ইস্যুগুলো Address করা সম্ভব। আর এ ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ছাড়াও পলিসি নির্ধারণ করে থাকে। আর আমাদের দেশে জাতীয় সংসদের গুরুত্ব আরো বেশী , কারণ এটা সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার। এখানে সংসদের ক্ষমতা অনেক বেশী । যদিও এখানে গণতন্ত্র হোচট্ খায় নেতা ও নেতৃত্বের একনায়কতান্ত্রিক মানসিকতায়। আমাদের দেশে জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন ছাড়াও দেশের নীতি নির্ধারণী কাজ করে। এখানে বসে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সুযোগ রয়েছে, প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটি মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কাজ পর্যালোচনা করতে পারেন, অডিট করতে পারেন, করণীয়-বর্জনীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাই জাতীয় সংসদ হতে পারে নারী উন্নয়ন আর নারী-পুরুষের বৈষম্য হ্রাসের একটি প্রাণ কেন্দ্র। আর তাই এ গবেষণার মূল উপজীব্য হল সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসন। যেখানে নারীরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে এসে সততা, যোগ্যতা ও দক্ষতা নিয়ে কাজ করে নারীর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে। জাতীয় সংসদের নারী আসন বিষয়ে পরিচালিত এ গবেষণার ফলাফল নিম্নরূপ-

৬.২ নারী ও তার সামাজিক অবস্থা

আমাদের দেশের ১৪ কোটি মানুষের অর্ধেক নারী যারা প্রতিনিয়ত অন্ন, বস্ত্র , বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার সুযোগ থেকে পুরোপুরি না হলেও যথেষ্টভাবে বঞ্চিত। নারী ও মেয়ে শিশুরা ভোগে পুষ্টিহীনতায়, নারীরা নির্যাতিত হন অহরহ, এর পরিত্রাণ দরকার।

দেশের রাজনীতিতে নারীদের আগমন বেশী দিনের নয় এবং তারা নানা সীমাবদ্ধতার মাঝে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। এখন পর্যন্ত এ দেশের রাজনীতিতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ খুব চোখে পড়ার মত নয়। দেশের নারীর সমাজিক অবস্থা পুরুষ নির্ভর বা পুরুষ নিয়ন্ত্রিত । অধিকাংশ নারীই পুরুষের মতের বাইরে যেতে পারেনা। নারী-পুরুষের বৈষম্য বহুমাত্রিক। মেয়েরা জন্মলগ্ন থেকেই বৈষম্যের শিকার। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নারী ও পুরুষের সমঅধিকার স্বীকৃত, কোন ক্ষেত্রেই বৈষম্য নেই। কিন্তু তাদের সাংবিধানিক অধিকার এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হয়নি, বরং তা পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

Dhaka University Institutional Repository

নারী অধিকার বাস্তবায়ন বা ক্ষমতায়নের স্বার্থে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের জন্য কিছু কিছু সংরক্ষিত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংসদেও ১৯৭২ সালের প্রথম সংবিধান থেকেই মহিলাদের জন্য ১০ বৎসরের মেয়াদে ১৫টি আসন সংরক্ষিত হয়। ১৯৭৮ সালের এক সামরিক ফরমানে আসন সংখ্যা ১৫ থেকে ৩০ এ বৃদ্ধি এবং মেয়াদ ১০ এর পরিবর্তে ১৫ বৎসর করা হয়। ২০০৪ সালে সংবিধানের ১৪ তম সংশোধনীর মাধ্যমে এ আসন সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫ এ উন্নীত হয়। ১৯৭৩ থেকে ২০০৪ মোট ৮টি সংসদ এর ৪র্থ সংসদে কোন সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল না। বাকী ৭টি সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়। তবে এ আসনগুলিতে কখনই নির্বাচন হয় নি, হয়েছে মনোনয়ন। যদিও গত দেড় দশক ধরে দেশের সকল নারী সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে সংসদের নারী আসন বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের জন্য দাবী জানিয়ে আসছিল। এমনকি আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র নির্বাচনী ইস্তেহারে সংরক্ষিত আসনগুলোতে সরাসরি নির্বাচনের অঙ্গীকার থাকলেও নির্বাচন শেষে ক্ষমতাসীন হয়ে কখনই তারা তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেনি।

নারী ও তার অধিকার রক্ষায় আমাদেব দেশে প্রচুর আইন করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সে সকল আইন নারীর অনুকূলে ব্যবহৃত হয়েছে খুব কমই। আইনগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেহেতু পুরুষের ভূমিকাই বেশী সেহেতু পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর আইন প্রয়োগে বৈষম্য ছিল, আছে এবং আগামী দিনগুলিতেও থাকবে বলেই মনে হয়। নারীর অধিকার রক্ষা, বৈষম্য রোধ ও নারী নির্যাতনকারীদের হাত থেকে নারীদের রক্ষার জন্য প্রণীত আইনসমূহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, তাই নারীর অধিকার রক্ষায়, এর প্রয়োগে সরকার ও জাতীয় সংসদ গুরুত্বপুর্ন অবদান রাখতে পারে।

শিক্ষা নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারেব সুযোগগুলি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে নারী শিক্ষার অগ্রগতি বেশ দ্রুত ও আশানুরূপ সত্বেও শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী স্বাক্ষরতার নিম্নহার ও অব্যাহত নারী পুরুষ বৈষম্য, নারী শিক্ষায় তুলনামূলক কম অর্থ বরাদ্দ, নারীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা, পাঠ্যসূচী ও পাঠক্রমে পুরুষ প্রধান্য, নারী শিক্ষার লক্ষ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সমন্বয়ের অভাব প্রভৃতি নারীর শিক্ষা প্রসারে বাঁধা হয়ে আছে। শিক্ষার ন্যায়, স্বাস্থ্য সেবাও নারীর মৌলিক অধিকার। কিন্তু আমাদের দেশে স্বাস্থ্য খাতে নারী-পুরুষ বৈষম্য লক্ষ্যণীয় এবং নারীরা এ খাতে অবহেলিত। নারী ও মেয়ে শিশুরা পুষ্টিহীনতায় ভোগে সারা জীবন, সন্তান ধারণে তাদের মতামত গৌণ, চিকিৎসা সেবা গ্রহণেও তাদের নিজস্ব স্বাধীনতা নেই। পৃথিবীর মোট শ্রমশক্তিতে নারীর অবদান ৬৬%, কিন্তু মজুরীর মাত্র ১০% নারী পায়। আর অর্জিত আয়ের মাত্র ১ ভাগ তারা ভোগ করতে পারে। নারী ১জন পুরুষের চেয়ে সপ্তাহে ২১ ঘন্টা বেশী কাজ করে। দরিদ্রতা নারীর নিত্যসংগী। বাংলাদেশে দরিদ্রতা একটি প্রকট সমস্যা এবং নারী ও মেয়ে শিশুরা এতে বেশী ভুক্তভোগী। পারিবারিক সম্পদে নারীর অধিকার পুরুষের চেয়ে কম। তার পরও নানাবিধ প্রাকৃতিক বা মানুষ সৃষ্ট অনেক কারণে নারীরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হন। নারী নির্যাতনের ইতিহাস বহু পুরোনো। এ নির্যাতন শারিরীক এবং মানষিক উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত অমানবিক ও দুঃখজনক।

নারীর যে করুণ অবস্থা, বৈষম্য, অত্যাচার, নির্যাতন, খুন এ থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান দীর্ঘদিনের। কিন্তু বাস্তবে তা হয়েছে খুবই কম। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর অবস্থান, অধঃস্তন পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, পরিবার ও সমাজের গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের অভাব, সর্বত্র নারীর নিরাপত্তাহীন পরিবেশ,নারীর প্রতি নির্যাতন সহ সব ধরনের বৈষম্য রোধের জন্য সবারই বাহ্যিক আন্তরিকতার অভাব নেই, কিন্তু বাস্তব রূপ ভিন্ন। আর তাই নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে "নারী উন্নয়ন নীতি" প্রণীত হলেও এর যে লক্ষ্য তার বাস্তবায়ন

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্রিয়া কোন ভাবেই গতিশীল নয়। আর তাই তো নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণার মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে ২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকার চুপিসারে এই নীতিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনে । তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিছু সংশোধনী সহ ২৪/০২/২০০৮ তারিখে এ নীতি চূড়ান্ত অনুমোদন করে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির নেতারা উপদেষ্টা পরিষদকে ধর্মদ্রোহী ও ইসলাম থেকে খারিজ হয়েছে মর্মে প্রকাশ্য ঘোষনা দেয়। তাই নারী অধিকার বা ক্ষমতায়ন ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ হবে, এটা ভেবেই এগিয়ে যেতে হবে নারীদের।

৬.৩ নারী ও রাজনীতি এবং ক্ষমতায়ন

নারীর সমস্যা বহুবিধ । তার ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কন্টকাকীর্ণ, চরম বৈষম্যের। আর এ অবস্থা থেকে নারীকে বাঁচাতে প্রয়োজন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। কারণ রাজনীতিতে অংশ গ্রহনই হচ্ছে সংবিধান, নির্বাচন, নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন তথা রাষ্ট্রচারের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা। আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ না থাকলে, নিজস্ব মতামত সংযুক্ত করতে না পারলে নারীর অবস্থানের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে না।

বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে জাতীয় সংসদে নারীর সমঅংশীদারিত্ব, এতে কার্যকর ও ফলপ্রসু অংশগ্রহণ, সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অতীব জরুরী এবং এটা বাস্তব সত্য। দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের পাশাপাশি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে হবে। রাজনৈতিক প্লাটফরম ছাড়া একজন নারী পুরুষের ন্যায় ভোট দিতে, নির্বাচনে প্রার্থী হতে বা নির্বাচিত হতে পারবে না।

বাংলার রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ইতিহাস অনুকুল নয়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে, রাজনীতিতে নারীর প্রকাশ্য আবির্ভাব। এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালী নারী স্বর্নকুমারী দেবী, সরলা দেবী চৌধুরানী ননীবালা দেবী, দুকড়ি বালা দেবী, সরলা বালা দেবী , প্রভা চট্টোপাধ্যায়, সরযুবালা দেবী, ইন্দুমতি গুহঠাকুরতা, প্রফুল্ল কুমারী বসু , সুশিলা মিত্র, স্নেহশীলা চৌধুরী, বিষ্ণুপ্রিয় দেবী, উষাগুহ, জোবেদা খাতুন চৌধুরানী, লৌলতন নেছা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত সহ হাজারো নারীর অবদান চিরস্মরণীয়। স্বদেশী আন্দোলন,নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন, সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন এর পাশাপাশি নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, বাল্য বিবাহ বন্ধ ইত্যাদি সামাজিক আন্দোলনে বাঙালী নারীদের অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়।

পাকিস্তান আমলেও রাজনীতিতে বাঙ্গালী নারীদের ভূমিকা অব্যাহত থাকে। বেগম সুফিয়া কামাল , বেগম মোতাহার হোসেন, সারা তৈবুর , রাজিয়া খাতুন চৌধুরী, হাসিনা রহমান, রওশন আরা বাচ্চু প্রমুখ রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এ গণ অভ্যুত্থান আর ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের নারীদের গৌরবোজ্জল ভূমিকা আজও বাঙ্গালীদের অনুপ্রাণিত করে।

৬.৪ নারী ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজনীতি

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের রাজনীতিতে ও জাতীয় সংসদে নারীদের বিচরণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭২ এর সংবিধানে জাতীয় সংসদের ৩০০ সাধারণ আসনের সাথে মহিলাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তী দফায় এ সংখ্যা ৩০ এবং পরে ৪৫-এ উন্নীত হয়। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক শেখ মুজিবর রহমান এবং ১৯৮২ সালে

Dhaka University Institutional Repository

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নিহত হওয়ার পরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ২জন প্রভাবশালী নারীর আবির্ভাব ঘটে। যারা দীর্ঘ দিন তাদের স্ব-স্ব দলের প্রধান ছাড়াও একাধিক মেয়াদে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। যদিও তাদের প্রভাবে নারী সমাজের অগ্রযাত্রা যেরূপ বিকশিত হওয়ার সুযোগ ছিল তা সেভাবে হয়নি। এর প্রধান কারণ পুরুষদের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা।

১৯৮২ সালে তৎকালীন সেনা প্রধান এরশাদ ক্ষমতায় আসেন। তিনি ১৯৮৮ সালে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করেন। তার এ ঘোষণা ছিল রাজনৈতিক, যা তৎকালিন প্রেক্ষাপটে নারীদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ সংকুচিত করে ফেলে। তাছাড়া তার আমলে যে সকল মহিলা জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে মনোনীত হয়েছিল তাদের অধিকাংশের কোন রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না। তারা সবাই সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। বাস্তবে তারা হয় গৃহিণী, নয়ত বা কোন প্রভাবশালী/বিত্তশালীর আত্মীয়া।

বিএনপি তার ১৯৯১ সালের নির্বাচনী ইস্তেহারে জাতিসংঘ ঘোষিত নারী ও শিশু অধিকার এবং এ সংক্রান্ত সকল আর্ন্তজাতিক সনদের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে প্রতিশ্রুতির অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি। অবশ্য বিএনপি একজন নারীকে (অধ্যাপিকা জাহানারা খাতুন) সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বানিয়ে ছিলেন।

৬.৫ নারী ও নারী উন্নয়ন নীতি ও বিভিন্ন শাসন আমল

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার শাসন আমলে (১৯৯৬-২০০১) ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবসে বাংলাদেশে প্রথম বারের মত "জাতীয় নারী দিবস " ঘোষিত হয়। বেইজিং প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশন (PAF) বাস্তবায়নে ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়নে ১৫টি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে "জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা " গ্রহণ ও অনুমোদিত হয়। এ সময় আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন " জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ" গঠন করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন গুলিতে ১/৩ অংশ সংরক্ষিত সদস্য পদে নারীর সরাসরি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সময় নারী ও শিশু নির্যাতন বিরোধী আইন/২০০০ পাশ করা হয়। সন্তানের পরিচয়ের ক্ষেত্রে পিতার সাথে মাতার নাম অন্তর্ভুক্ত ও ব্যবহার করার বিধান চালু করা হয়। প্রথম বারের মত সেনাবাহিনীতে মহিলা নিয়োগের আইন চালু হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম বারেব মত একজন নারীকে মন্ত্রণালয়ের সচিব করা হয় এবং হাইকোর্টের বিচারপতি পদেও নারী নিয়োগ পান। এ সময়ে নারীদের উন্নয়নে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

বেগম খালেদা জিয়ার ২য় আমলে (২০০১-২০০৬) বিএনপি তার ইস্তেহারে দেশের উন্নয়নেব মূলধারায় নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেয়। জোট সরকার গঠন করার পর মন্ত্রী পরিষদে তিন জন নারীকে নিয়োগ দেয়া হয়। নারী শিক্ষা ও নারী শিশু অধিকার নিশ্চিত করার কিছু কর্মসূচি হাতে নেয় হয়। তবে শেখ হাসিনা সরকার প্রনীত নারী নীতিকে গোপনে জোটের অন্যতম শরীকের প্রভাবে বেশ কিছু পরিবর্তন আনে যা নারী উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বিধায় নারী সমাজ তীব্র প্রতিবাদ করে।

ডঃ ফখরুদ্দিন আহম্মদ এর তত্তাবধায়ক সরকার বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জোট সরকারের আনা পরিবর্তন সহ আরও কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন সহ ২০০৮সালের ৮ মার্চ তারিখে অত্যন্ত বাস্তব ভিত্তিক নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। নারী সংগঠন গুলো এটাকে স্বাগত জানিয়েছেন কিন্তু মৌলবাদি কিছু সংগঠন ও দল এর বিরোধিতা করেছে এবং বিরোধিতা অব্যাহত আছে। ফলে ভবিষ্যতেও নারী উন্নয়ন নীতিতে কাঁচি চালাবার অবকাশ নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার পর জাতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমশঃই বাড়ছে। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ছাড়াও সাধারণ আসনে নারী প্রতিযোগী বা মনোনয়নের হার বাড়ছে। আর সংরক্ষিত নারী আসনে যারা নির্বাচিত/ মনোনীত হয়ে সংসদে গিয়েছেন তাদের অধিকাংশ বাস্তবে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেননি তাদের অবস্থানগত কারণে। এরা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে, নারীর সমস্যা সমাধানে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। বিধায় সংরক্ষিত নারী আসনে সময় সীমা ও সংখ্যা বাড়ানো হলেও সকল নারী সংগঠন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সরাসরি নির্বাচনের দাবী অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে, নারীর কাজ করার ক্ষেত্রও বেড়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলের মধ্যে নারীর অংশ গ্রহণ বাড়াবার লক্ষ্যে দলগুলোর কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। পুরুষ প্রধান সমাজ ব্যবস্থা ও পারিবারিক ব্যবস্থার মধ্যে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের বহু সমস্যা চিহ্নিত হলেও তা সমাধানে রাজনৈতিক দলগুলোর তেমন কোন উদ্যোগ নেই । তবে আশার কথা হল নারীদের ভোট দানে অংশগ্রহণ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্থানীয় সরকার সহ জাতীয় সংসদে তাদের প্রার্থী হওয়ার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। হালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের প্রথা চালু করেছে এবং নিবন্ধনের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হিসাবে সব দলগুলোই আগামী ২০২০ সালের মধ্যে তাদের দলের প্রতিটি কমিটিতে ৩৩% মহিলা সদস্য রাখার অংগীকার করেছেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ মুহূর্তে দুইজন নারী অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। আওয়ামী লীগ সভা নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রাজনীতিতে আগমন রাজনীতিতে নারী ক্ষমতায়ন বা যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়। তারা উভয়ে এসেছেন পরিস্থিতির প্রয়োজনে, উত্তরাধিকার হিসেবে দলীয় প্রধান হয়েছেন। তারা উভয়েই দলের নেতার অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের কোন্দল থেকে দলকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার স্বার্থে দলের নেতৃত্ব নিয়েছেন। ২ জনের মধ্যে শেখ হাসিনাকে মহান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর মেয়ে হয়েও বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পরে চরম বেদনা, ঘাত প্রতিঘাত, জীবনাশংকার মধ্যে রাজনীতিতে আসতে হয়েছে। আজকে উভয়ে তাদের স্ব-স্ব দলের নিকট অপ্রতিদ্বন্দ্বি এবং দলের অন্যতম নীতিনির্ধারক শক্তি, অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। একজন জননেত্রী আর অন্যজন দেশ নেত্রী অভিধায় অভিহিত এ দুই নেত্রী বাংলাদেশের রাজনীতিতে সফল উত্তরাধিকারের ধারা সৃষ্টি করেছেন। ১১ জানুয়ারী ২০০৭ এর জরুরী অবস্থা জারীর পর ২ জনই বহু অনিয়মের অভিযোগে দীর্ঘদিন জেল খাটলেও তাদের জনপ্রিয়তা এবং তাদের কোন বিকল্প নেতৃত্ব না থাকায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়ে তাদেরকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলে তারা জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং জাতীয় সংসদ ও উপজেলা নির্বাচনে সকলের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্যতম নিয়ামক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মুষ্টিমেয় নারী আপন মহিমায় ও যোগ্যতায় রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এদের মধ্যে বেগম মতিয়া চৌধুরী, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, বেগম রাজিয়া ফয়েজ, জাহানারা ইমাম, সাহারা খাতুন, মরহুমা আইভি রহমান, শিরিন সুলতানা অন্যতম।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরও কয়েকজন মহিলা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন যাঁরা মুলতঃ উত্তরাধিকার বা আত্মীয়তার সুযোগে রাজনীতিতে এসেছেন। জোহরা তাজউদ্দিন এর রাজনীতিতে আগমন স্বামীর নিহত হবার পর। রওশন এরশাদ তার স্বামীর পরিচয় ও সুযোগে, মরহুমা খুরশিদ জাহান হক তার বোন বেগম খালেদা জিয়ার বদান্যতায়,বেগম মনজুরা

Dhaka University Institutional Repository

মহিউদ্দিন তার ভাই এরশাদের আনুকুল্যে, তদ্রুপ কাজী জাফরের স্ত্রী কামরুন নাহার জাফর, মওদুদ আহম্মেদের স্ত্রী হাসনা জসিমউদ্দিন মওদুদ, জুলফিকার আলী ভুট্টোর স্ত্রী ইশরাত সুলতানা (ইলেন ভুট্টো), হালে আনোয়ার হোসেন এর স্ত্রী তাসমিমা হোসেন বা অলি আহম্মেদ এর স্ত্রী মমতাজ বেগম প্রমূখ অন্যতম।

৬.৬ নারী ও রাজনৈতিক দলে নারীর অবস্থান

বাংলাদেশে নারীদের রাজনীতিতে যথেষ্ট পরিমানে অংশ না নেওয়ার বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত এক এক রকম। যেমন আওয়ামী লীগের মতে পারিবারিক কাজে নারীর বেশী সময় দেয়া এবং স্বামী বা পরিবারের অন্যান্য পুরুষদের সমর্থনের অভাবে নারীরা রাজনীতিতে কম আসছে। বিএনপির মতে ধর্মীয় অপব্যাখ্যার কারণে, নারী যাতে নেতৃত্ব পর্যায়ে পৌছতে না পারে সে কারণে পুরুষেরা নারীদের সহায়তা করে না বিধায় নারীরা রাজনীতিতে কম আসছে। আর জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশ (বর্তমানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী) নারী নেতৃত্বকে হারাম বা ইসলামে নারী নেতৃত্ব স্বীকৃত নয় মর্মে দাবি করেন। তারা যদিও ২০২০ সালের মধ্যে প্রতিটি কমিটিতে ৩৩% নারী সদস্য রাখার অঙ্গিকার করে নির্বাচন কমিশন থেকে দলের নিবন্ধন পেয়েছেন। তাদের মতে নারীদের প্রথম দায়িত্ব হল সংসারের কাজ কর্ম ও সন্তান প্রতিপালন।

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কমিটিতে নারীর সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য। বিএনপির স্থায়ী কমিটিতে নারীর সংখ্যা ১৫জনের মধ্যে মাত্র একজন । ৭৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্য নির্বাহী কমিটিতে ১১জন , আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ১৩ জনের মধ্যে ৩ জন নারী এবং কার্য নির্বাহী কমিটির ৬৫ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৬ জন নারী , জাতীয় পার্টি স্থায়ী কমিটির ৩০ জনের মধ্যে একজন মহিলা এবং জাতীয় কার্য নির্বাহী কমিটিব ১৫১ জনের মধ্যে ৪ জন মাত্র মহিলা। অন্যদিকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মজলিশ-ই-সুরা ও মজলিশ-ই-আমলায় যথাক্রমে ১৪১ ও ১৪ সদস্যের মধ্যে একজনও নারী সদস্য নেই।

প্রকৃতপক্ষে কোন রাজনৈতিক দলই নারীর অবস্থার উন্নতি ও সমানাধিকারের স্বার্থে বাস্তবমুখি কর্মসূচি গ্রহন করেন নাই। আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা জাতীয় পার্টি সবাই নারী উন্নয়নের জন্য দলীয় ঘোষণা পত্রে ভাল ভাল কথা বললেও বাস্তবায়নের জন্য কোন সুস্পষ্ট রুপ রেখা দলীয় ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত হয়নি। অন্য দিকে জামায়াতে ইসলামী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীকে বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করবে । নারীর অধিকার ইসলামী মতে প্রতিষ্ঠা করবে।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কম এবং এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলের অনাগ্রহতার কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে পুর্নগঠিত নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলের প্রতিটি কমিটিতে ৩৩% নারী সদস্য রাখার বিষয়ে গত ১৯ মে ২০০৭ তারিখে মতামত প্রকাশ করলে, অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে ভাল সাড়া পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত নভেম্বর/০৮ মাসে রাজনৈতিক দলগুলির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের আরোপিত শর্ত হিসেবে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে ২০২০ সালের মধ্যে দলের প্রতিটি কমিটিতে ৩৩% নারী সদস্য রাখার অঙ্গিকার মুলে নিবন্ধন করাতে হয়েছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী বা মোট ভোটারের অর্ধেক নারী। ব্যাপক হারে নারী ভোটারেরা নির্বাচনে ভোট দিলেও বিভিন্ন সরকারে নারী প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ নারী সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাই বাংলাদেশের মন্ত্রী সভায় নারীর প্রতিনিধিত্ব ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের ১৯৭২-১৯৭৫ মেয়াদে ৪% , বিএনপি সরকারের ১৯৭৯-১৯৮২ মেয়াদে ৬%, জাতীয় পার্টির সরকারের ১৯৮২-১৯৯০মেয়াদে ৩%, বিএনপি ১৯৯১-১৯৯৬ মেয়াদে ৮%, আওয়ামী

Dhaka University Institutional Repository

লীগ সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ১৬%, এবং বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিগত জোট সরকারের ২০০১-২০০৬ মেয়াদে ছিল মাত্র ৫%, এতে মন্ত্রী পরিষদে নারী মন্ত্রীর সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। তারপরও তাদের দেয়া হয়েছিল কম গুরুত্বপূর্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব।

মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করুন অধিকাংশ জনসাধারণ এটা চায়। এর হার ৯৮%। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ প্রয়োজন। তাতে নারীর ক্ষমতায়নের ফলে নারী বৈষম্য, নারী নির্যাতন এবং যৌতুক সহ নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টিকারী কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হবে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারীদের অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সীমিত। গবেষণায় দেখা গেছে নারী রাজনীতির পথটি মসৃন নয়। তাকে অনেক কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়। তাকে যে সব বাধার সম্মুখিন হতে হয় তার মধ্যে মূখ্য কয়েকটি যেমন সমাজ ও পরিবারের রক্ষনশীল মনোভাব, সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গি, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা , পুরুষ নিয়ন্ত্রিত রাজনীতি, নারীর নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি বড় ধরনের প্রতিবন্ধক।

৬.৭ নারী ও জাতীয় সংসদ এবং নারীর প্রতিনিধিত্ব

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনগুলির ক্ষেত্রে বর্তমানে নির্ধারিত এলাকা নাই। ইতোপূর্বে যখন ১৫ ও ৩০টি সংরক্ষিত আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল তখন প্রতিটি আসনের জন্য এলাকা নির্ধারিত ছিল। তখন এক বা একাধিক জেলা নিয়ে আসন ভাগ করা ছিল। অর্থাৎ একজন সংরক্ষিত মহিলা সংসদ সদস্যের আসন ছিল গড়ে সাধারণ আসনেব ১০টির সমান। এত বিশাল এলাকায় একজন নারী সংসদ সদস্যের যোগাযোগ রক্ষা করা ও কাজ করা ছিল খুবই দূরহ ব্যাপার । তারপর সংশ্লিষ্ট মহিলা সংসদ সদস্যের কিছুটা হলেও দায়বদ্ধতা ছিল। জনগণও জানত যে তাদের একজন মহিলা সংসদ সদস্য আছেন। কিন্তু সংবিধানের ১৪ তম সংশোধনীতে নারীর সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৪৫ এ বৃদ্ধি করা হলেও আসনগুলির ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা এলাকা নির্ধারন করা হয়নি। ফলে সংরক্ষিত আসনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচনী এলাকা কোন ভাবেই প্রাধান্য পায়নি। কোন কোন এলাকা থেকে কেউ কখনো মনোনয়ন পায়নি। রাজধানী কেন্দ্রিক কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের আত্মীয়রা সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্য হয়েছেন। এদের কেউ কেউ দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতার আত্মীয়া অথবা কোন প্রভাবশালী ও বিত্তশালী ব্যবসায়ীর আত্মীয়া, রাজনৈতিক ঐতিহ্য এদের অনেকেরই ছিল না। তাছাড়া এদের জন্য কোন এলাকা নির্ধারিত না থাকায় তাদের দায়বদ্ধতা ও জবাব দিহিতা ছিল না।

গবেষণায় দেখা যায় রাজনীতির প্রতি পরিবারের ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। পরিবারে ৬৫%-৭০% ভাগ সদস্য নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে ইতিবাচক ভাবে দেখে। ১৫%-২০% ভাগ নিরপেক্ষ এবং ১০%-১৫%ভাগ সদস্য নেতিবাচক মনোভাবাপন্ন।

গবেষণায় আরো জানা যায়, বর্তমান রাজনীতিতে যে সব মহিলা মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত তাদের অনেকের ছাত্রাবস্থায় রাজনীতির সাথে তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতি করেছেন কিন্তু পরে আর কোন রাজনীতিতে জড়াননি এমন নারীর সংখ্যাই বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণায় দেখা যায় এখন পর্যন্ত রাজনীতিতে নারীর যে অবস্থা তাতে নারীর জন্য ৩/৪টি মেয়াদে সংসদে সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত। কারণ পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করে নির্বাচনে জয়ী হওয়া প্রায় অসম্ভব। শতকরা ৯২ জন মানুষ মনে করেন নারীর জন্য এখনও সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে আরো দেখা যায়, সংবিধানে ১৪ তম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীর সংরক্ষিত আসন ৩০ থেকে ৪৫টি উন্নীত করার বিষয়টি ২২% মানুষ সমর্থন করেছেন। ৮৮% এর বিরোধিতা করেছেন। যারা বিরোধিতা করেছেন তারা প্রতি জেলায় ১টি করে অথবা প্রতি ৩টি সাধারণ আসনের বিপরীতে ১টি সংরক্ষিত নারী আসনের পক্ষপাতি।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও জাতীয় সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত কম। ১ম জাতীয় সংসদে সাধারণ আসনে কোন নারী ছিল না। ২য়,৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ও ৮ম সংসদের সাধারণ আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব যথাক্রমে মাত্র ০.৩৩%, ২.৩৩%, ১.৩৩%, ৩%, ২.৩৩%, ৪.৬৮% এবং ৪.৩৩%। ৭ম ও ৮ম সংসদে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া উভয়েই ৩টি বা তার অধিক আসনে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ উভয় সংসদে সাধারণ আসনে নারীর প্রকৃত আসন প্রাপ্তি যথাক্রমে ৮ ও ৭টি। সংরক্ষিত আসনের ১৫/৩০/৪৫টি আসন সহযোগে জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব সর্ব্বোচ ৮ম সংসদে ১৪.৭৮%।

জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনে নারী প্রার্থীর অংশগ্রহণের হার ও অত্যন্ত নগণ্য। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সূত্র থেকে দেখা যায় সংসদের সাধারণ আসনে নারীর অংশগ্রহণ সর্ব্বোচ ১.৯% যা নারীর প্রতি রাজনৈতিক দলগুলির অবহেলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দলীয় ভাবে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে সাধারণ আসনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, গণফোরাম, এর নারী প্রার্থী মনোনয়নের হার ছিল যথাক্রমে ১.৩৩%, ১%, ১%, ০%, ৪.২৬% ও ২.৩৩%। যা রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বৃহত্তর দল হিসেবে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অংগীকারের সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ৮ম জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী, ঐক্যফ্রন্ট যথাক্রমে ১৪,৮ ও ৬টি আসনে নারী প্রার্থী দিলেও প্রকৃত প্রার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২, ৪, ও ৫টি কারণ শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া ও রওশন এরশাদ একাই যথাক্রমে ৩টি, ৫টি ও ২টি আসনে নির্বাচন করেছেন।

৬.৮ নারী ও সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী

সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর পূর্বে যে রাজনৈতিক দল বা জোট ক্ষমতায় যেতেন তারাই বিধি অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনে দলীয় আনুগত্যশীল বা প্রভাবশালী নেতাদের আত্মীয় বা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের আত্মীয়া দল কর্তৃক সমর্থনের মাধ্যমে প্রধানতঃ দলীয় প্রধানের আনুকূল্যে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য হতেন। ১৪ তম সংশোধনীর মাধ্যমে সাধারণ আসনে বিজয়ী দলগুলোর সাধারণ আসনে প্রাপ্ত আসন সংখ্যার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। কিন্তু এ সব মনোনয়নের ক্ষেত্রে কখনই প্রভাবশালী নারী নেত্রীরা যারা রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত নন অথচ নারী ইস্যু নিয়ে কাজ করেন তারা গুরুত্ব পান নি। যারা মনোনয়ন পান তারা পারিবারিক কারণে বা আর্থিক কারণে বা অন্য কোন প্রভাবের কারণে পান। তার পরও এদের অধিকাংশই দেখা যায় ঢাকা সহ বিশেষ বিশেষ এলাকা থেকে সুযোগ বেশী পান। গবেষণায় দেখা গেছে মোট ৬০টি জেলার মধ্যে ১৯টি জেলা থেকে কখনই কোন নারীকে সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন দেয়া হয় নি। মনোনীত নারীদের বেশীর ভাগ ঢাকা ভিত্তিক। কালে ভদ্রে কেউ এলাকায় গেলেও এটা তাদের গৌন কাজের একটি। যদিও এটা মূখ্য হওয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণায় এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে যদিও নারীকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে নিয়ে আসা বা রাষ্ট্র পরিচালনার কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংসদে নারী আসন সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচিত সাংসদকে মনোনীত ও ব্যবহার করা হয়েছে সংসদে ক্ষমতাসীন দলের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, যার ফলে তারা সংসদে আখ্যায়িত হয়েছে বা তাদের তুলনা হয়েছে অলংকারের সাথে।

তার পরও জাতীয় সংসদে নারী সাংসদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে সর্বমহলে। গবেষণায় দেখা গেছে নারীর ক্ষমতায়নের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, নারীদের রাজনীতিতে উৎসাহিত করণ, নারী-পুরুষ বৈষম্য রোধ, আইন প্রনয়নে নারীর অংশগ্রহণে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করণ, প্রভৃতি কারণে নারীর জাতীয় সংসদে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করা উচিত।

৬.৯ নারী ও সংরক্ষিত আসনে সংসদ সদস্যদের রাজনৈতিক অবস্থান

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে যে সকল সৌভাগ্যবতী নারী সংসদ সদস্য হওয়ায় সুযোগ পেয়েছেন তাদের সামাজিক / রাজনৈতিক অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯৭৯ সালের ২য় সংসদে যে ৩০ জন নারী মনোনয়ন পেয়ে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ২১ জন নির্বাচনের পূর্বের বৎসর এবং ১জন ২বৎসর আগে বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালের ৩য় সংসদে মনোনীত ৩০ জনের মধ্যে ১৭ জনের তেমন কোন সামাজিক পরিচিতি ছিল না। ২১ জনের রাজনীতিতে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। এদের কেউই নারী নেত্রী ছিলেন না। অন্যদিকে ৫ম সংসদে মাত্র ৪ জন, ৬ষ্ঠ সংসদে ১১ জন এবং ৭ম সংসদে মাত্র ৩ জন নারী সাংসদ রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। এক সময়ে অরাজনৈতিক নারীদের জাতীয় সংসদে মনোনীত করার প্রবণতা থাকলেও তা এখন ধীরে ধীরে কমছে। জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি অর্থাৎ আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের জন্য নারী সংগঠনগুলো গত দুই দশক থেকে আন্দোলন করে আসছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বিরোধীদল সব সময়েই জাতীয় সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরাসরি নির্বাচন দাবী করে আসছিল। সংসদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৩০টির পরিবর্তে কম পক্ষে জেলা ওয়ারী ১টি করে ৬৪টি অথবা প্রতি ৩টি সাধারণ আসনের ক্ষেত্রে ১টি আসনের প্রস্তাব সর্বমহলে আলোচিত হয়েছিল এবং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখার লক্ষ্যে দুই যুগ ধরে নারী সংগঠন গুলো আন্দোলন করে আসছিল। কিন্তু প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে ও বক্তব্যে এ বিষয়ে অঙ্গীকার করলেও বাস্তবে ক্ষমতায় গিয়ে তারা সে প্রতিশ্রুতি রাখেনি বরং সব সময় ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এ বিষয়টি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে। এমনকি সংসদে ২/৩ অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও বিগত জোট সরকার ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে নিজেদের দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করেছেন এবং রাজনীতিতে, নারী ভিত্তিক ইস্যু বিষয়ে অনভিজ্ঞ বা অযোগ্য নারীদেরকেই বেশী মাত্রায় দলীয় মনোনয়ন দিয়ে সংসদ সদস্য বানানো হয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলি সংরক্ষিত নারী আসন বিষয়ে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। অধিকাংশ দলগুলোই সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তা প্রতি জেলায় ১টি হিসেবে অন্তত ৬৪ টি বা তার বেশী হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন। তবে সরাসরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের দাবী/মতামত অভিন্ন নয়। কোন কোন দল সরাসরি নির্বাচনের বিপক্ষে, কারো কারো মতে কিছু দিন পর সংরক্ষিত আসনের বিষয়টি পরিত্যাগ করা যেতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোর অনেকের মতে মহিলা আসনে নারী ও পুরুষ উভয়েই ভোট দিবেন, তবে এ ক্ষেত্রে তাদের ২ টা ভোট দিতে হবে ১টি সাধারণ আসনের অন্যটি সংরক্ষিত আসনের জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ার্কাস পার্টির মতে,সংসদ সহ স্থানীয় সরকার পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীদের যে সংরক্ষিত আসন তা প্রত্যক্ষ নির্বাচনেব মাধ্যমে হতে হবে। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) মনে করে সংসদের সংরক্ষিত আসনে সারাসরি নির্বাচনের বিষয়টি সমর্থন যোগ্য। ৬৪ বা ১০০ টি আসনসহ সরাসরি নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এর মতে প্রয়োজন প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং নারী আসন হওয়া উচিত আনুপাতিক হারে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল মনে করে জাতীয় সংসদ যেহেতু নীতি নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়ামক শক্তি, সেহেতু জাতীয় সংসদে নারীকে পূর্ণ ক্ষমতায় আবির্ভূত হতে হবে। তবে যেহেতু নারীরা সবাসরি নির্বাচন করার মত যোগ্যতা অর্জন করেনি বা তাদের সে ধরনের সুযোগ কম সে কারণে বর্তমান মনোনয়ন পদ্ধতিই উত্তম, তবে আসন সংখ্যা বাড়ান যেতে পারে। আওয়ামী লীগের মতে নারীদের রাজনীতিতে আসতে হবে তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে। জাতীয় সংসদই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু, তাই জাতীয় সংসদে না এলে নারীদেরকে বৈষম্য ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। জাতীয় সংসদের মাধ্যমে নারী ইস্যু নিয়ে কাজ করতে হবে। তাই নারীর কর্ম পরিধি বাড়ানোর লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তা সরাসরি নির্বাচনেব মাধ্যমে হওয়া উচিত।

৬.১০ নারী ও নারী সংগঠন এবং সংরক্ষিত আসন

বিভিন্ন নারী সংগঠন যেমন নারী গ্রন্থ প্রবর্তনার মতে স্থানীয় সরকারের ন্যায় জাতীয় সংসদে এখনও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। এ ক্ষেত্রে আসন সংখ্যা ৬৪টি করতে হবে এবং নির্বাচন হবে সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভাবে জনগণের ভোটে। তবে ভবিষ্যতে যাতে এরূপ সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থার প্রয়োজন না হয় সে মর্মে এখন থেকে কাজ করতে হবে এবং প্রতিটি দল যাতে প্রতিটি নির্বাচনে অন্ততঃ ৩০% মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দেয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

নারী পক্ষের মতে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৬৪টি আসন থাকবে এবং আসন গুলিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন হতে হবে। সব ভোট কেন্দ্রে একই সাথে ভোটাররা সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে ২টি পৃথক ভোট দিবেন।

এ বিষয়ে 'উইমেন ফর উইমেন' এর দাবী হচ্ছে আসান সংখ্যা ৬৪ হবে। নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ এবং এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন দল বা স্বতন্ত্র মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। দেশের অধিকাংশ নারী সংগঠন ও নারী নেত্রীগণ এ মনোভাব পোষণ করেন। তবে ধর্মভিত্তিক কয়েকটি নারী সংগঠন এর বিরোধিতা করে আসছে।

বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা যায় ড. আনিসুজ্জামান, ড. মুহাম্মদ ইউনুস, কবি শামসুর রাহমান (বর্তমানে মৃত) সাংবাদিক আবেদ খান, সম্পাদক মাহফুজ আনাম, সম্পাদক মতিউর রহমানদের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও মনে করেন নারী উন্নয়ন তথা নারীর ক্ষমতায়নে জাতীয় সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তাই নারীর প্রতি বৈষম্যরোধ করতে হলে জাতীয় সংসদে অবশ্যই নারীর প্রবেশাধিকার বাড়াতে হবে। এটা ৬৪ থেকে ১০০ পর্যন্ত হতে পারে। আর নির্বাচন হতে হবে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে।

সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির দাবী দীর্ঘদিনের। এ দাবীর কারণ ছিল এ জন্য যে, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেই নীতি নির্ধারণে নারীর অবস্থান অত্যন্ত দুর্বল। এ অবস্থার অবসানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন প্রতিটি দলের নীতিনির্ধারণে ৩৩% নারী প্রতিনিধি রাখার প্রস্তাব করেছে। এ বিষয়ে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই এরকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। কম বেশী সবাই এটাকে সমর্থন করেছে। এমনকি যে জামায়াতে ইসলামী নারী নেতৃত্বকে হারাম বলে মনে

Dhaka University Institutional Repository

করে, অথচ দলের রেজিস্ট্রেশন নেয়ার সময় আগামী ২০২০ সালের মধ্যে দলের প্রতিটি কমিটিতে ৩৩% নারী প্রতিনিধি নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছে।

এ গবেষণায় যাদের নিকট থেকে সরাসরি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের অধিকাংশই বেশী বয়সের অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সমাজে প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ বা সুশিল সমাজের প্রতিনিধি এবং এরা সবাই কম বেশী রাজনীতি সচেতন। উত্তরদাতাদের ৪৬% মহিলা এবং বাকী ৫৪% পুরুষ। যদিও এ গবেষণায় প্রাক্তন সংসদ সদস্যদের নিকট থেকে বেশী তথ্য পাওয়ার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ১/১১ এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এ সকল প্রাক্তন সংসদ সদস্যগণ নানা কারণে তথ্য দিতে চাননি। সে কারণে এ গবেষণায় আরো তথ্য প্রাপ্তিতে কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। এ গবেষণায় উত্তরদাতার ৯৩ ভাগই স্নাতক বা তদুর্দ্ধ পর্যায়ের উচ্চশিক্ষিত। পরিবার গুলো রাজনীতি সচেতন এবং গবেষণায় আরো দেখা গেছে বা উত্তরদাতাদের ৯৬ ভাগ পরিবারের মহিলারা রাজনীতি সচেতন।

৬.১১ নারী ও রাজনীতি এবং তার অধিকার

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় সচেতন জনসাধারণের ৮৫ ভাগই মনে করেন যে, নারীর রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে মাত্র ১৫% নারীদের ভূমিকা শুধুমাত্র নির্বাচনে ভোট দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। এটা খুবই আশার কথা যে দেশের জনসাধারণের একটা বড় অংশই চায় যে নারীরা রাজনীতিতে আসুক। নারীর রাজনীতিতে আসার কারণ তাদের একটি বড় অংশ এখনও অধিকার বঞ্চিত, নানা ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার এবং সামাজিক ও পারিবারিক নির্যাতন তাদের নিত্য সঙ্গী। উত্তরদাতাদের ৮২ ভাগই মনে করেন বাংলাদেশের সংবিধানে প্রদত্ত অধিকার নারীরা প্রকৃতপক্ষে ভোগ করেন না। এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের ৭৮% মনে করেন নারীরা তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন নয়। গবেষণায় নারীদের বঞ্চনার ক্ষেত্র সমূহ উৎঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে নারীরা সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বঞ্চনার শিকার। শিক্ষা, চাকুরী, সঠিক মজুরী প্রাপ্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ/ পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আইনগত সুবিধা প্রাপ্তি, রাজনৈতিক ক্ষেত্র, ব্যাক্তি স্বাধীনতা, সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্র, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, ধর্মীয়, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গ্রহণে নারীরা দারুণ ভাবে বঞ্চিত বলে অর্ধেকের বেশী উত্তরদাতা মনে করেন।

গবেষণায় পাওয়া তথ্য মতে শতকরা ৭৮% উত্তরদাতা মনে করেন যে, নারীরা তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন নয়। অবশ্য ২২ ভাগ মনে করেন নারীরা তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন। যারা নারীরা সচেতন নয় মর্মে মনে করেন তারা নারীদের সচেতন করে তোলার জন্য কিছু সুপারিশ প্রদান করেছেন। তারা মনে করেন ব্যাপক সরকারী ও বে-সরকারি সর্মসূচী গ্রহণ, নারীদের ক্ষেত্রে ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ, নারী-পুরুষে বৈষম্য হ্রাস, মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ, নারীদের সচেতন করে গড়ে তোলার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা, জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারের প্রতি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি নারীর সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১২ নারী ও তার ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক দলের মনোভাব

নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে আমাদের দেশে প্রধান প্রধান দলের মনোভাব ইতিবাচক নয়। আওয়ামী লীগের মতো প্রগতিশীল দাবীদার রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেও উত্তরদাতাদের মাত্র ১৭% মনে করেন এ দলটির মনোভাব নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক। বিএনপি ও জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে এ মনোভাব আরো কম উত্তরদাতার। তবে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে এ তিনটি দলের অবস্থান অন্যান্য দলগুলির চেয়ে ইতিবাচক। উত্তরদাতাদের মতে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে জামায়াতের অবস্থান মূলত: নেতিবাচক। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির মনোভাব নারীর অনুকূলে অর্থাৎ ইতিবাচক করার লক্ষ্যে উত্তরদাতাগণ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা/ সুপারিশ করেছেন। তাদের মতে নারী নেতৃত্বকে দলীয় কর্মকান্ডে আরো বেশী করে সংযুক্ত করা, নারী নেত্রীদের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়ন করা, সংসদ সহ স্থানীয় সরকারে নারী নেত্রীদের আরো বেশী বেশী মনোনয়ন দেয়া, সংসদ সহ স্থানীয় সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত আসন বহাল রাখা, রাজনৈতিক দলের প্রতিটি কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ মহিলা রাখা, সঠিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের জড়িত করা প্রভৃতি বেশী গুরুত্ব পেয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নে বিগত জোট সরকারের ভূমিকা ৭৪% উত্তরদাতার মতে যথার্থ ছিল না। এ ক্ষেত্রে জোট সরকারের শরীক জামায়াতে ইসলামীর প্রভাবে নারীদের ক্ষমতায়নের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ না করা, বিএনপির নির্বাচনী অংগীকার বাস্তবায়ন না করা , নারী উন্নয়ন নীতিমালা অনুসরণ না করা ও নারী নীতিতে চুপিসারে পরিবর্তন সাধন করা , সরকারের প্রগতিশীল আচরণের অন্তরালে ধর্মীয় প্রভাব ও গোড়ামী বিদ্যমান থাকা প্রভৃতি কারণে জোট সরকার নারী উন্নয়নে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারে নি।

একই বিষয়ে গবেষণায় দেখা যায় ৬৬% উত্তরদাতা মনে করেন নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিকাও যথার্থ ছিল না। এর অন্যতম কারণ ছিল নারীদের ক্ষমতায়নে সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা না থাকা, কিছু ধর্মভিত্তিক দলের আওয়ামী লীগ বিরোধী প্রচার, ধর্মীয় মৌলবাদীদের মোকাবিলা করার মত সাংগঠনিক সামর্থের অভাব ও ধর্মীয় প্রভাবশালীরা যাতে বিরাগভাজন না হয় সে মানসিকতা, দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী নেত্রীদের মতামত গুরুত্ব না পাওয়া প্রভৃতি কারণে আওয়ামী লীগ নারীর ক্ষমতায়নে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেনি।

গবেষণায় আরো দেখা যায় দেশের প্রধান ২টি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দলীয় প্রধান দেশের খুবই প্রভাবশালী মহিলা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তার পরও ৭৫% উত্তরদাতার মতে তারা দেশে নারীর অধিকার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ভাল ভিত্তি দিতে পারেন নি। এ অন্যতম কারণ হচ্ছে পুরুষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমর্থন না পাওয়া, নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে আওয়ামী লীগ ও জোট সরকারের উদাসীন মনোভাব, সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনার অভাব, জোট সরকারের অংশীদার জামায়াতে ইসলামীর নেতিবাচক মনোভাব, সংসদে ও দলে বিদ্যমান নারী নেত্রীদের যোগ্যতার অভাব, ধর্মভিত্তিক দলগুলোর নারী বিরোধী মনোভাব, ধর্মভিত্তিক দল ও গোষ্ঠির সমর্থন হারানো বা বিরাগভাজন হওয়ার ভয় প্রভৃতি।

গবেষণায় দেখা যায় ৬২% উত্তরদাতা মনে করেন অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে নামা প্রয়োজন। যদিও এদের ৭৫% মনে করেন রাজপথে নামার মত প্রস্তুতি নারীদের নাই। আবার তাদের ৬২% মনে করেন নারীদের রাজপথে নামতে হবে না, পুরুষেরাই নারীর ন্যায্য অধিকার দিয়ে দিবে কারণ পুরুষরা নারীদের রাজপথে দেখতে চায় না।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ক্ষমতায়ন প্রশ্নে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় সংরক্ষিত মহিলা আসনে নারীর নির্বাচিত হওয়ার যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তার প্রতি ৬০% উত্তরদাতার সমর্থন রয়েছে । ৩৭% এ প্রক্রিয়ায় যথার্থ নয় মনে করেন। কারণ নারী পুরুষের উপর নির্ভরশীল, তারা রাজনৈতিক ভাবে সচেতন নয়, নারীদের উপর পুরুষেরা বিশেষ করে স্বামীরা প্রভাব খাটায়, নারীরা ভোট প্রদান সহ বিভিন্ন বিষয়ে পুরুষের সহযোগিতা চায়, নারীর সামাজিক ও ধর্মীয় নিরাপত্তার অভাব, পারিবারিক সম্প্রীতি বিপর্যয়ের জন্য এ সব নারীদের দায়ী করা হয় । এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নারী শিক্ষার প্রসার, নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও অধিক সংখ্যক নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, নারীর অধিকার রক্ষায় ব্যাপক রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি, দলগুলিতে গণতন্ত্রের চর্চা, নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার পদক্ষেপ গ্রহণ, সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা, নারী সদস্যদের কাজের স্বাধীনতা দেয়া, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য রোধ কল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ প্রভৃতি জরুরী ।

আমাদের দেশে সক্রিয় রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ কম। বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে, এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণ দায়ী যেমন (১) পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা (২) শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব (গ) অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা (ঘ) পরিবার ও রাজনৈতিক কাঠামো (ঙ) রাজনৈতিক দলগুলির সংকীর্ণ মানসিকতা (চ) রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্র চর্চার অভাব (ছ) সন্ত্রাস ও কালোটাকা (জ) যথাযথ সম্মান না পাওয়া (ঝ) কুসংস্কার (ঞ) নিরাপত্তার অভাব (ট) নির্বাচনে মনোনয়ন না পাওয়া বা (ঠ) নারীর অর্ন্তমূখী মানসিকতা ইত্যাদি। এ বিষয়ে আলোচ্য গবেষণায় উত্তরদাতাদের মনোভাব যাচাই করা হয়। তাতে উত্তরদাতাগণ নারীর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা প্রশ্নে কয়েকটি কারণ কে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এর মধ্যে (১) পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব। (২) অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা (৩) পরিবার ও রাজনৈতিক কাঠামো (৪) রাজনৈতিক দলগুলির সংকীর্ণ মানসিকতা (৫) রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্র চর্চার অভাব (৭) কুসংস্কার ও (৮) নারীর নিরাপত্তার অভাব প্রভৃতি কারণগুলিকে উত্তরদাতাগণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে (১) সন্ত্রাস ও কালো টাকা (২) কর্মসংস্থানের অভাব (৩) যথাযথ সম্মান না পাওয়া (৪) নির্বাচনে মনোনয়ন না পাওয়া বা (৫) নারীর অন্তর্মূখী মানসিকতা এ ধরণের প্রস্তাবগুলি অগ্রহণযোগ্য বা গুরুত্বহীন মর্মে উত্তরদাতাগণ অভিমত ব্যাক্ত করেছেন।

৬.১৩ নারী ও জাতীয় সংসদ এবং নারীর সীমাবদ্ধতা

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে ৬৭% উত্তরদাতার মতে নারীরা নানাবিধ সমস্যার সম্মূখীন হন। এ সমস্ত সমস্যা বা সীমাবদ্ধতার অন্যতম কারণ হলো, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, প্রচার কাজে পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা, নারীদের উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রন, কয়েকটি সংসদীয় এলাকা নিয়ে বিশাল সংরক্ষিত এলাকা, জন সংযোগের সমস্যা, পারিবারিক আপত্তি, নিরাপত্তার অভাব, নারীদের রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব প্রভৃতি।

তবে যারা মনে করেন যে সরাসরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তেমন কোন সীমাবদ্ধতা নেই তাদের যুক্তি হলো সমাজের অধিকাংশ নারী অসচেতন হলেও নেতৃত্ব প্রদানযোগ্য প্রচুর সচেতন নারী আমাদের সমাজে আছে। এতে যোগ্যতা সম্পন্ন নারী দরদী সঠিক নেতৃত্ব আসার পথ খুলে যাবে। নারী ও নারী নেতৃত্বের মধ্যে নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ আসবে। পুরুষ নেতৃত্বের একটা বড় অংশ নারীদের সহযোগিতায় আগ্রহী, সাধারণ জনসাধারণের একটা বড় অংশ নারীদের ক্ষমতায়নের পক্ষে । অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া নিজেদের/দেশের উন্নয়ন সম্ভব

Dhaka University Institutional Repository

নয়। এ প্রক্রিয়ায় নারীরা স্বাবলম্বী হতে, সাহসী হতে, নেতৃত্ব দিতে উৎসাহিত হবে, এতে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

উত্তরদাতাদের ৬৯ ভাগ মনে করেন জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত এবং এদের ৭৭ ভাগই মনে করেন এ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া উচিত। যারা সংসদে নারী আসন সংরক্ষণের বিরোধী তাদের একটা বড় অংশের মতে নারীকে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করে সংসদে আসা উচিৎ। তাতে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত হবে। যারা মনে করেন নারীদের সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত তবে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি/প্রত্যক্ষ নির্বাচন হওয়া উচিত তাদের মতে সংরক্ষিত আসন ছাড়া সরাসরি নির্বাচন করার মত অবস্থানে নারীরা যায় নি বা সে অবস্থান সৃষ্টি করতে পারেন নি। সংরক্ষিত আসনের সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্যদের জবাবদিহিতা থাকবে যা মনোনীত নারী প্রতিনিধিদের থাকে না। সংরক্ষিত আসন থাকা এ কারণে প্রয়োজন যাতে নারীরা সংসদে অনগ্রসর নারীদের উন্নয়নে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। নারী নেতৃত্ব দ্রুত বিকাশে সহায়ক হবে। এ প্রক্রিয়াটি মনোনয়নের চেয়ে অনেক উত্তম এবং তা মহিলাদের জন্য সম্মানজনক। এতে নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি, আত্মবিশ্বাসী হওয়া, নারীর প্রতি আত্মনির্ভরশীল হবার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। নারীর নিজস্ব সমস্যা নিয়ে নারী প্রতিনিধি কথা বলার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে যারা মনে করেন সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন নেই, তারা নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে মনে করেন যে, রাজনীতি বা অন্য কোন কারণে নারীর আলাদা দেখার এখন আর কোন সুযোগ নেই। নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাদেরকে রাজনীতি থেকে দুরে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। নারীর জন্য সরাসরি নির্বাচন করার পথ খোলা থাকলে তারা আপন যোগ্যতার বলে নির্বাচনে যাবে এবং নির্বাচিত হবে। নারীদের সরাসরি নির্বাচনের যোগ্যতা আছে। কোটা প্রথা দিয়ে গণতন্ত্র হয় না। তাতে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবেনা। সংরক্ষিত আসন নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে না। সংরক্ষণ দিয়ে সংরক্ষণ করা যাবে, সম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। সংবিধানে যেহেতু নারী পুরুষের সমঅধিকার স্বীকৃত সে ক্ষেত্রে সংরক্ষণের প্রক্রিয়াটি অগণতান্ত্রিক ও অবমাননাকর।

১৯৭৩ সালে সংবিধানের ৬৫ নং আর্টিকেলের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার বিষয়টি তখনকার প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মর্মে ৭৮% উত্তরদাতাই মনে করেন। এর পক্ষে যৌক্তিক কারণ হিসেবে তারা মনে করেন যে, সদ্য স্বাধীন দেশে আইন প্রনয়নে ভূমিকা রাখা, নারীদের রাজনৈতিক সচেতন রাখা, নারীদেরকে পুরুষের প্রভাবমুক্ত করা, ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার দূর করা। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্বীকৃতি প্রদান, সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীদের নির্বাচিত হয়ে আসার সম্ভাবনা থাকা।

সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫টি করা হয়। এ সময়ে সারা দেশব্যাপী নারী আন্দোলনের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের দাবী তোলা হয়। কিন্তু তৎকালীন জোট সরকার সংসদে ২/৩ অংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকা সত্বেও নারী আসনে সামান্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচনের পরিবর্তে সাধারণ আসনে বিজয়ী দলগুলির প্রাপ্ত আসনের সংখ্যানুপাতে আসন বন্টনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ বিষয়ে এ গবেষণা থেকে দেখা যায় এ প্রক্রিয়াটিকে ৩২% উত্তরদাতা সমর্থন করে সময়োপযোগী দাবী করেছেন এবং ৬৮% এর বিরোধিতা করেছেন। যারা এ প্রক্রিয়ায় সমর্থন করেন তাদের যুক্তি হল এ ব্যবস্থা নারীদের ভবিষ্যতে

Dhaka University Institutional Repository

সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার পথ প্রশস্ত করবে। এতে সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত করবে।

অন্যদিকে যারা এ প্রক্রিয়া সময়োপযোগী বলে মানতে নারাজ তাদের দাবী হল পুরুষ সদস্যদের দ্বারা মনোনীত হওয়ার জন্য মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন নেই বরং তাদেরকে বেশী করে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। এটা গণতন্ত্রের চেতনার পরিপন্থী। দলীয় নেতা-নেত্রীদের অনুকম্পায় সংসদ সদস্য হওয়ার মধ্যে কোন আত্মতৃপ্তি নেই। এতে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হয় না এবং এরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অযোগ্য নারী সংসদ সদস্য মনোনীত হয়। যোগ্য মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া প্রয়োজন। তাছাড়া বিশেষত: এ ধরনের মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে দুর্নীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

জাতীয় সংসদে নারীদের সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫ এ উন্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় নারীদের আশা আকাংখার প্রতিফলন হয়নি মর্মে ৮৫% উত্তরদাতাই দাবী করেন। ৭৪% উত্তরদাতার মতে এ প্রক্রিয়ায় নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বরং খর্ব হয়েছে। তাই তারা মনে করেন বর্তমান প্রক্রিয়ায় আসন সংরক্ষণ পদ্ধতি বাতিল পূর্বক সংরক্ষিত আসন সংখ্যা আলোচনা সাপেক্ষে সম্মানজনক পর্যায়ে বৃদ্ধি করা ও সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে নারী প্রতিনিধি নির্বাচন করা প্রয়োজন। সাধারণ আসনেও নারীদের মোট মনোনয়নের ১/৩ অথবা সুনির্দিষ্ট একটা অংশ পর্যন্ত নারীকে মনোনয়ন দেয়া বাধ্যতামূলক করা উচিত। প্রতিটি সংসদীয় উপকমিটিতে আনুপাতিক হারে মহিলা সংসদ সদস্য মনোনয়ন বাধ্যতামূলক বা সংসদীয় উপ-কমিটিগুলোর ১/৩ অংশ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নারীকে নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। ১৪ তম সংশোধনীর প্রশ্নে বাংলাদেশের একটি বৃহৎ দল হিসেবে বিএনপি তার নির্বাচনী অংগীকার থেকে সরে গেছেন বলেও মনে করেন ৬৩% উত্তরদাতা। কারণ বিএনপি নির্বাচনপূর্ব ইস্তেহারে সংসদে নারী আসন বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের অংগীকার করেছিল। এ বিষয়ে অংগীকার থেকে সরে যাওয়ার প্রধান প্রধান কারণ হচ্ছে (১) বিএনপি'র সদিচ্ছার অভাব ছিল। (২) সরকারের শরীক জামায়াতে ইসলামীর জন্য তাদের এ অবস্থা হয়েছে (৩) সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের আসন হারাবার ভয় ছিল। (৪) দলের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, পুরুষকে শক্তিধর বিবেচনায় পুরুষকে বেশী সুযোগ দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার মানষিকতা। (৫) দলীয় সাহসের অভাব, মৌলবাদী শক্তিকে মোকাবিলার সাহস ছিল না। (৬) রাজনৈতিক দলগুলি বিজয়ের পর নির্বাচনী অংগীকার পুরণ করে না। ক্ষমতায় টিকে থাকার কৌশল হিসেবে যে টুকু না করলে নয় সেটুকুই করে।

১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সংসদ সদস্য বাছাই/মনোনয়ন প্রক্রিয়াটির প্রতি সমর্থন নেই শতকরা ৮৩ ভাগ উত্তর দাতার। মূলত এ প্রক্রিয়াটি নারীর ক্ষমতায়নের পথে একটি বাধা হিসেবে তারা বিবেচনা করেছেন। এ প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা বলেছেন যে, এ ক্ষেত্রে নারী সদস্যদের জন্য কোন নির্ধারিত এলাকা নেই। যে কোন এলাকা থেকে যে কাউকে মনোনয়ন দেয়া যায়। এতে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব হয় না। প্রভাবশালী নেতা-নেত্রী বা বিত্তবানদের আত্মীয়স্বজন মনোনয়ন পান, এতে রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্র চর্চায় বাঁধা তৈরী হয়। উত্তরদাতাদের মতে এ প্রক্রিয়াটি কোন ভাবেই নৈতিক নয়। এতে নারী অধিকার খর্ব হয়েছে। রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের হাতে সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা কুক্ষিগত করা হয়েছে। রাজনৈতিক দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। দলে যোগ্য নেত্রী থাকলেও তাদের বাদ দিয়ে প্রভাবশালী নেতা-নেত্রীদের নিজস্ব লোক (অযোগ্য হলেও) মনোনয়নের সুযোগ রাখা হয়েছে। সংরক্ষিত আসনের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারণ না

Dhaka University Institutional Repository

করে দেশের মহিলা নাগরিকদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে এবং মহিলা সংসদ সদস্যদের দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। আর তাই শতকরা ৮৮ ভাগ উত্তরদাতার মতে এই বাছাই প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের পথ বাঁধা গ্রস্থ করা হয়েছে।

১৪ তম সংশোধনীর সময় তৎকালীন বিরোধী দল ও নারী সংগঠন গুলো এর বিরোধিতা করে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখার আহবান জানিয়েছিলেন। শতকরা ৭৭ ভাগ উত্তর দাতার মতে এ ক্ষেত্রে বিরোধিতা যথার্থ ছিল। তাদের মতে নারী সংগঠন ও বিরোধী দলের এ বিরোধিতা যৌক্তিক ও সংবিধান সম্মত ছিল। এ ব্যবস্থাটি দলীয় স্বার্থ বিবেচনায় হয়েছে, নারী স্বার্থ এখানে নেই। এ বাছাই প্রক্রিয়াটি নারীর জন্য অবমাননাকর। নারী উন্নয়ন পরিপন্থী এবং নারীর পুরুষের প্রতি নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির হাতিয়ার ও পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক।

অবশ্য এ বাছাই প্রক্রিয়াটি উত্তর দাতাদের ২২% ভাগ সমর্থন করেছেন এবং তাদের দাবি মতে এতে নারীদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হবেনা। কারণ নারীরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বি নয়। দলীয় ভাবে তাদের মনোনয়ন পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে এ প্রক্রিয়ার বিরোধীদের বিরোধিতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এক শ্রেণীর মানুষের ও এনজিও কর্মীদের স্বার্থ সিদ্ধির আন্দোলন। তাছাড়া নারী সংগঠন বা কিছু রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা খুব জোরালো ছিল না।

মহিলা সংসদ সংস্যদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন পদ্ধতি যথার্থ মর্মে ৭৪% উত্তরদাতা মনে করেন। শতকরা ৭১ ভাগ উত্তরদাতার মতে ১৯৭৩ সালের পর বর্তমান সময়ের মধ্যে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমান সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যগণ যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি মর্মে উত্তরদাতাদের শতকরা ৯১ জন মনে করেন। সচেতন সমাজের এ মতামত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সৃষ্টি করা হয়েছিল স্বাধীনতার ৩০/৩৫ বছর পরেও তা বাস্তবায়ন হয়নি।

৬.১৪ নারীর সংরক্ষিত আসন

সংরক্ষিত নারী আসনে কিভাবে নির্বাচন হওয়া উচিত এ বিষয়ে মতামত নেওয়া হয় এবং ৪টি বিকল্প প্রস্তাব করা হয়। এতে শতকরা ৭১ জন নির্বাচনী এলাকার সকল ভোটারদের ভোট, মাত্র ১৫% জন শুধু মাত্র নারী ভোটারদের ভোটে, মাত্র ৯ জন এর মতে বর্তমান পদ্ধতিতে সংসদে বিজয়ী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসনের আনুপাতিক হারে আর মাত্র শতকরা ৫ জন মনে করেন সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ভোটে সংরক্ষিত নারী আসনে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত / মনোনীত হতে পারেন।

১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়ন নীতিমালা গৃহীত হয় এবং ২০০৪ সালে উক্ত নীতিমালায় কিছু পরিবর্তন করা হয়। উক্ত নীতির বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত জানতে চাওয়া হলে শতকরা ৪১ জন ১৯৯৭ সালের নীতিমালা এবং ১৯% ২০০৪ সালের নীতিমালার বিষয়ে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেন। ৪০% দাবী করেন নীতিমালা বিষয়ে তাদের জানা নেই। অর্থাৎ ১৯৯৭ সালে প্রথম প্রণীত নীতিমালাটি উত্তরদাতাদের দৃষ্টিতে ভাল প্রতিভাত হয়েছে। অবশ্য যারা নীতিমালা পড়েছেন এবং মতামত দিয়েছেন তাদের ৬০% জানিয়েছেন এ নীতিমালা নারী উন্নয়নের জন্য যথার্থ নয়। তারা নীতিমালাটিকে সংবিধান সম্মত নয় বলেও মনে করেন। নারী উন্নয়ন নীতিমালা তৈরীর ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুভূতি বিবেচনায়

Dhaka University Institutional Repository

রাখতে গিয়ে এবং মৌলবাদি দল/ সংগঠন গুলির সমর্থন হারানোর ভয়ে বা তাদের মোকাবিলার ভয় কাজ করেছে। ফলে নারী-পুরুষের বৈষম্য বিলোপে কোন নীতিমালাকেই যথেষ্ঠ আধুনিক বা যুগোপযোগী বলা যায় না।

নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিষয় গুলোকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত সে বিষয়ে উত্তরদাতারা নারী শিক্ষা বিস্তার ও সচেতনতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করণ, ধর্মীয় কুসংস্কার দুরীকরণ, রাজনৈতিক দলগুলির ইতিবাচক ভূমিকা ও মহিলা সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা, বাস্তবমুখী সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ, নির্বাচনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণ, যে কোন নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের একটি নির্দিষ্ট অংশ নারী প্রার্থী দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করণ, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূরকরা এবং নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশ করেছেন।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীরা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হন তা গবেষণায় উৎঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। হাজার সমস্যার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে - পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা - পারিবারিক সহয়তা না পাওয়া, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা, অর্থনৈতিক অসামর্থতা, রাজনৈতিক দল গুলিতে অধিকতর নারী নেতৃত্ব সহ্য না করা, দলে গণতন্ত্রের চর্চার অভাব, পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের সামাজিক ও শারীরিক নিরাপত্তার অভাব, নারী ভোটারদের উপর পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ। তাছাড়া নারী প্রার্থীরা নির্বাচনে পুরুষদের প্রতি অধিক নির্ভরশীল। নারী হওয়ার কারণে যোগ্যতা থাকা সত্বেও মনোনয়ন না পাওয়ার আশঙ্কা, মনোনয়ন লাভে টিকতে না পারা, প্রচার কাজে পুরুষ সহকর্মিদের সহযোগিতা কম পাওয়া, নারী ভোটারদের শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, স্বামী/বাবা কর্তৃক প্রভাবিত হওয়া, ইত্যাদি।

এ অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য নারীদের সুশিক্ষিত হতে হবে, হতে হবে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন, অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী, জনগনের প্রত্যাশা বিষয়ে আগ্রহী ও ওয়াকিবহাল, বুদ্ধি মত্তা ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন , সততা ও গ্রহণ যোগ্যতা সম্পন্ন। জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা, সামাজিক কর্মকান্ডে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সদিচ্ছা, সমাজ সচেতন রাজনীতিবিদ হতে হবে।

৬.১৫ জাতীয় সংসদ ও নারীর সমস্যা

জাতীয় সংসদে প্রতিটি নারী সদস্যদেরকে নানাবিধ সমস্যায় পড়তে হয়। এক সময় তাদেরকে আখ্যায়িত করা হত ত্রিশ সেট অলংকার হিসেবে। এখন সেরূপ বলা না হলেও তারা মর্যাদা প্রাপ্তিতে পিছিয়ে আছে। তাদেরকে সংসদ সদস্য হিসেবে প্রতিনিয়ত নানা সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এ সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে - পুরুষ সহকর্মীদের অসহযোগিতা, সংসদীয় রীতিনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাব, নিজ এলাকার সমস্যার কথা বলতে গিয়ে ঐ এলাকার সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যের বিরাগ ভাজন হওয়া, জনস্বার্থের চেয়ে দলীয় স্বার্থের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, বাধ্য হওয়া সংরক্ষিত নারী আসনের বিষয়ে অন্য সবারই মধ্যে কম বেশী হীনমন্যতা বিদ্যমান থাকা। সংরক্ষিত নারী আসনের এলাকা নির্ধারিত না থাকায় নারী সদস্যরা নিজ এলাকার সমস্যা বলতে গিয়ে গুরুত্ব পায় না। তাদের মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয় না। সংসদীয় কমিটি গুলিতেও তারা তেমন গুরুত্ব পান না, এদেরকে পুরুষ সদস্য অপেক্ষা কম যোগ্যতা সম্পন্ন মনে করা হয়। তারা দলের মনোনীত বিধায় নিজে কোন বিষয়ে উদ্যোগ নিতে পারে না। এদের অনেকের রাজনৈতিক পূর্ব অভিজ্ঞতাও থাকে না। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাও কম তাই তাদের দ্বারা সংসদে ফলপ্রসূ কোন কিছু আশা করা যায় না। এরা সংসদ ও সংসদের বাইরে হীনমন্যতায় ভোগে। সংসদে এরা বক্তব্য রাখার সুযোগ কম পান। অনেকে সংসদে কথা বলতে ও মতামত দিতেও ভয় পান।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে নারীদের প্রতি যে বৈষম্য বা তারা যে স্বমহিমায় কাজ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন এ জন্য সরকারী ও দলীয় ভাবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের অভিমত অনুযায়ী সরকারী ভাবে প্রধানত যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হল- (১) সরকারী ভাবে আইন করে বৈষম্য দূর করা, (২) সংসদীয় কমিটিতে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, (৩) প্রতিটি কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ। (৪) সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের বিধান রাখা। (৫) নারী সদস্যদের অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, (৬) নিরপেক্ষ স্পীকার এবং নারীদের মধ্যে থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন। (৭) শিক্ষিত সমাজমুখী, জনগণের আস্থাশীল নারী নেতৃত্ব যাতে নির্বাচিত হতে পারে সেরূপ বিধান করা। (৮) এক নির্দিষ্ট সময়ের পরে সংরক্ষিত আসন বিলুপ্ত করে সরাসরি নির্বাচনেব ব্যবস্থা করা। (৯) নারীদের নির্বাচনে সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা দুর করার পদক্ষেপ নেয়া, (১০) নারীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পরিবর্তনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। (১১) সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী সংসদ সদস্যদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া। (১২) নারীর ক্ষমতায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। (১৩) নারী সংসদ সদস্যদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিধি প্রণয়ন করা। (১৪) উন্নয়ন কাজে নারী সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ত করা এবং দলীয় ভাবে সকল প্রকার কমিটিতে মহিলা সদস্যদের নাম প্রেরণ, সকল সদস্যদের সমান ভাবে দেখা ও সাধারণ ভাবে কথা বলার সুযোগ দেওয়া, নারী সদস্যদের রাজনীতি চর্চার পরিবেশ তৈরী করা, দেশের অভিজ্ঞ,প্রজ্ঞাবান ও নারী নেত্রীদের সংসদে মনোনয়ন দেয়া, নারী সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান পদে নারী সদস্যদের নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ। সংসদীয় কাজে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া, দলীয় শৃঙ্খলার অজুহাতে মত প্রকাশে বাধা না দেওয়া, সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি বিষয়ে দলীয় ভাবে আলোচনা ও বিশদ জ্ঞান প্রদানের জন্য দলীয় ফোরামে ও সংসদে নারী-পুরুষ ভেদে সর্বক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আচরণ ও গণতন্ত্রের চর্চা করা, নারী সংসদ সদস্যদের মতামতকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা, ইত্যাদি।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সৃষ্টি হয়েছিল অগ্রসর নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য। কিন্তু দীর্ঘ দিন পরেও তা বাস্তবায়ন হয়নি মর্মে অনেকেই মনে করেন। এ গবেষণায় শতকরা ৮৬ ভাগ উত্তরদাতা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। তথাপি ৬৬ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকার প্রয়োজন আছে।

বর্তমান নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়নে মহিলারা খুব একটা বিবেচিত হন না। এ বিষয়ে শতকরা ১০০ ভাগ উত্তরদাতাই মনে করেন যে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদ সহ প্রতিটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের উচিত প্রার্থী মনোনয়নেব ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা। উত্তরদাতাদের শতকরা ৬৯ ভাগই মনে করেন সংশোধিত নারী আসনে নির্বাচনী এলাকার জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচন হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে শতকরা ৮৭ জনের এর মতে সরাসরি নির্বাচন নির্বাচনী এলাকার শুধু মাত্র নারী ভোটারদের ভোটে হওয়া উচিত নয়। সাধারণ আসনে নির্বাচিত এমপিদের ভোটে নারী আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি ৯৬ ভাগ উত্তরদাতা সমর্থন করেন নি।

গবেষণায় দেখা যায় যে, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সব সময় ক্ষমতাসীন দল তাদের নিজেদের ইচ্ছা মাফিক দলীয় বা কোটাওয়ারী স্বার্থ বিবেচনায় মনোনয়ন দিয়েছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সংসদ সদস্যগণ যারা রাজনীতি বা নারীদেব নিয়ে ভাবেন না, তারাই এক্ষেত্রে বেশী বেশী সুযোগ

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছেন। এরা গৃহিনী, শিক্ষক বা ব্যবসায়ী। অর্থাৎ তাদের অধিকাংশের রাজনৈতিক পরিচয় নেই। ফলে তারা যথার্থ মর্যাদা পাননি, এবং সংসদে তাদের অবস্থান আক্ষরিক অর্থে ফলপ্রসু ছিলো না মর্মে সুধি মহলে সব সময়ই আলোচিত হয়ে আসছে । এ বিষয়ে এ গবেষণার ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের ৬৭ভাগ এর মতে জাতীয় সংসদে বা সংসদের বাইরে নারী আসনের সদস্যগণ সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের সমান সামাজিক মর্যাদা পান না। শতকরা ৭৭ ভাগ মনে করেন নারী সংসদ সদস্যগণ জাতীয় সংসদের কার্যক্রমে যথাযথ ভাবে অংশগ্রহণ করেন না। শতকরা ৭৯ ভাগ এর মতে তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করেন না। শতকরা ৭২ ভাগ এর মতে এদের অধিকাংশরাই নারী স্বার্থের বিষয়ে সচেতন নয় এবং এরা যথাযথ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে নি। ফলে শতকরা ৭৪ ভাগ এর মতে এ নারী সংসদ সদস্যগণ সাধারণ আসনে নির্বাচিত পুরুষ সদস্যদের তুলনায় কম গুরুত্ব পান। উত্তরদাতাদের শতকরা ৬৩ এর মতে নারী সংসদ সদস্যগণ দলীয় যোগ্যতা দিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হননি।

উত্তরদাতাদের সকলের মতে নারীর ক্ষমতায়নের স্বার্থে সরকারের মন্ত্রিসভায় নারী সংসদ সদস্য বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। নারীর ক্ষমতায়নের এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিগত জোট সরকার জাতীয় সংসদে নারী আসন ৩০টি থেকে বৃদ্ধি করে ৪৫টি করেছে - এরূপ প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে শতকরা ৭১ ভাগ নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করেন।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা কত হওয়া উচিত এ বিষয়ে বিতর্ক শেষ হয়নি। নানা ব্যক্তি বা সংগঠন এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন ও প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। এ গবেষণায় কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে উত্তরদাতাদের মনোভাব যাচাই কালে দেখা যায় প্রতিটি জেলাতে একটি করে সংরক্ষিত নারী আসন ঘোষণা করা যেতে পারে এ প্রস্তাবনায় শতকরা ৬২ ভাগ সমর্থন দিলেও প্রতি ৩টি আসনের বিপরীতে ১টি করে সংরক্ষিত আসন রাখার বিষয়ে শতকরা ৯১ ভাগ সমর্থন দিয়েছেন। মহিলা আসন সংখ্যা বর্তমান ৪৫টিতে রাখার বিষয়ে শতকরা ৮২ ভাগ নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। আসন সংখ্যা ১৫০টি করার প্রস্তাবের পক্ষে মাত্র শতকরা ৫% ভাগ সমর্থন দিয়েছেন। অর্থাৎ নারী আসন সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ করার পক্ষেই অধিকাংশের মতামত/ সমর্থন পাওয়া গেছে।

এ গবেষণায় উত্তরদাতাদের ৭৯% মনে করেন প্রভাবশালী নারী নেত্রীদের সরাসরি রাজনীতিতে আসা উচিত। তাদের মতে প্রতিটি সরকারের সময়েই নারীরা কম গুরুত্ব পেয়েছে, বা তাদের কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৬.১৬ গবেষনায় প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল

এ গবেষণায় প্রাথমিক (Primary) ও গৌণ (Secondary) উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান ফলাফল ও সে সাথে সুপারিশ মালা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

১। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, সাংবিধানিক ভাবে নারীরা সবদিক দিয়ে পুরুষের সমান। কিন্তু গবেষণা থেকে দেখা যায় নারীরা দেশের বর্তমান কাঠামোতে প্রকৃত পক্ষে সম অধিকার পায় না। সুশীল সমাজের শতকরা ৮২ ভাগ মনে করেন নারীরা তাদের সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করেন না। যে সব ক্ষেত্রে তারা অধিকার বঞ্চিত হচ্ছেন তার মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ, সঠিক মজুরী প্রাপ্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আইনগত সুবিধা প্রাপ্তি, জনপ্রতিনিধি নির্ধারণে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, ধর্ম, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গ্রহণ, চাকুরী, পেশা নির্বাচন, সম্পদের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে, পারিবারিক সহযোগিতা ইত্যাদি অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

২। উত্তরদাতাদের শতকরা ৮৫ ভাগ মনে করেন নারীদের সরাসরি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত। মাত্র ১৫% মহিলাদের রাজনীতিতে সচেতনতার শর্তে শুধুমাত্র ভোট দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো নারীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে কেউ বিরোধীতা করেনি।

৩। নারীদের একটি বড় দুর্বলতা হচ্ছে, নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতার অভাব। বাস্তবে তারা পরনির্ভরশীল, বিশেষ করে পিতা, স্বামী বা পুত্রের উপর নির্ভরশীল। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তারা অধিকার সংরক্ষণ করেন তা তাদের জানা নেই বা জানতে আগ্রহীও নন। এ গবেষণায় এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, উত্তরদাতাদের শতকরা ৭৮ ভাগ মনে করেন নারীরা তাদের নিজের বিষয়ে সচেতন নন।

৪। বাংলার রাজনীতিতে বৃটিশ ভারত সময় কাল থেকে সবকয়টি আন্দোলন, সংগ্রামে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল। এমনকি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও তাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় লিপিদ্ধ আছে।

৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সরকারের সময়ে নারী উন্নয়নে কিছু কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তবে এর কিছু কিছু পদক্ষেপ যতনা নারী উন্নয়ন বিষয়ক তার চেয়ে বেশী ছিল নিজ দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য।

৬। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেই নারীর অবস্থান ভাল নয়। প্রতিটি দলের স্থায়ী বা নির্বাহী কমিটিতে নারীর সংখ্যা শতকরা ২-৩ ভাগের বেশী নয়। তাই নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে দলের কাঠামোতে ৩৩% নারী সদস্য রাখার সিদ্ধান্ত, দলগুলি ২০২০ সালের মধ্যে পূরণের অঙ্গীকার করে দলের নিবন্ধন গ্রহণ করেছে।

৭। স্বাধীনতা পরবর্তী কোন সরকারের মন্ত্রীপরিষদে নারী সদস্য সংখ্যা ২-৪ জনের বেশী ছিল না।

৮। গবেষণায় প্রাপ্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল যে দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দল গুলির আচরণ বা মনোভাব এখনও নারীবান্ধব বা নারী উন্নয়ন মুখী নয়। তাদের নারীমুখী রাজনৈতিক কর্মসূচী যতটা না নারীমুখী তার চেয়ে বেশী রাজনীতিমুখী। বিএনপি বা আওয়ামী লীগের মত দলের মনোভাবও খুব ভাল নয়।

৯। নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে বিগত জোট সরকারের ভূমিকা খুব ভাল ছিল না বলে গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে নারী নেতৃত্ব বিদ্বেষী জামায়াতে ইসলামীর প্রভাবে নারীদের ক্ষমতায়নে বিএনপির ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে না পারা। নারী উন্নয়ন নীতি অনুসরণ না করে বরং জামায়াতে ইসলামীর প্রভাবে এতে পরিবর্তন সাধন, জোট সরকারের প্রগতিশীল আচরণের অন্তরালে প্রকট ধর্মীয় প্রভাব, সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান না করা ইত্যাদি।

১০। নারীর ক্ষমতায়নে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিকাও আশানুরূপ ছিল না মর্মে উত্তরদাতাদের শতকরা ৫৬ ভাগ অভিমত দিয়েছেন। এর প্রধান কারণ হচ্ছে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব দ্বিধা-দ্বন্দ ও নানাবিধ ভয়ভীতি ছাড়াও সিদ্ধান্তহীনতায় থাকায় ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ না করা, মৌলবাদীদের মোকাবিলা করার মত দলীয় সাংগঠনিক সামর্থ না থাকা, বা ধর্মীয় প্রভাবশালীদের বিরাগভাজন হতে না চাওয়া, কিছু ধর্মভিত্তিক দলের আওয়ামী বিরোধী প্রচারণা ও প্রপাগান্ডা, দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী নেত্রীদের মূল্যায়ন না করা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

১১। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অংশ গ্রহণ কম। এ বিষয়ে এ গবেষণায় উত্তরদাতাদের মতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্র চর্চার অভাব, সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার অভাব এবং সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদি কারণে নারীরা রাজনীতিতে পিছিয়ে আছে।

১২। ১৯৭৩ সালে সাংবিধানিক ভাবে জাতীয় সংসদে নারীর জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষণ করা হয়। এ সিদ্ধান্তটি যুগোপযোগী ও যৌক্তিক ছিল মর্মে শতকরা ৭৮ ভাগ উত্তরদাতা দাবী করেছিল। তাদের মতে সদ্য স্বাধীন দেশে আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখা, নারীদের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ, নারীদের রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করা, পুরুষের প্রভাব মুক্ত করা, নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি প্রদান, নারীদের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, ধর্মীয় ও সামাজিক কু-সংস্কার দুর করা এবং যেহেতু সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীর নির্বাচিত হয়ে আসার সম্ভাবনা কম প্রভৃতি কারণে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ যৌক্তিক ও যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

১৩। ১৯৭৩ সালের প্রথম সংসদে ১৫ সদস্যের সংরক্ষিত নারী সাংসদদের মধ্যে রাজনীতিবিদ ছিলেন মাত্র তিন জন, ৭ জন শিক্ষাবিদ এবং ৫ জন সমাজসেবী ছিলেন। ১৯৭৯ সালের ২য় সংসদে যারা মহিলা সদস্য হিসেবে মনোনয়ন পান তাদের ১ জন ১৯৭৭ সালে এবং ২১ জন ৭৮ সালে বিএনপিতে যোগ দিয়ে এ মূল্যবান সুযোগ পেয়ে যান। ১৯৮৬ সালের ৩য় সংসদে যারা জাতীয় সংসদে সদস্য মনোনীত হন তাদের ২১ জনের রাজনীতিতে কোন পুর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। এমনকি এদের ১৭ জনের সুনির্দিষ্ট সামাজিক পরিচিতিও পাওয়া যায়নি। ১৯৯০ সালের ৫ম ও ১৯৯৬ সালের ৬ষ্ট নির্বাচনেও যথাক্রমে ৪ ও ১১ জন মহিলা সংসদ সদস্য হন, যাদের রাজনৈতিক ঐতিহ্য ছিল না বা তারা নারী নেত্রীও ছিলেন না। অর্থাৎ যারা মহান সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সংসদ সদস্য হওয়ার মত গৌরব অর্জন করেছেন তাদের অধিকাংশই রাজনীতি বা নারী ইস্যু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের বহির্ভূত। যার ফলে এসব নারী সদস্য জাতীয় সংসদে অলংকারিক হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন।

১৪। আমাদের দেশের সকল কর্মকান্ডে নারীর বলিষ্ঠ ভূমিকা আছে, শুধুমাত্র রাজনীতি ছাড়া। আজকের বিশ্বে রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে রাজনীতি দ্বারা। অথচ আমাদের দেশে এ রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীর অংশ গ্রহণ খুবই সীমিত। ফলে আমাদের দেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে জাতীয় সংসদে নারীর সম অংশীদারিত্ব কার্যকর ও ফলপ্রসু অংশ-গ্রহণ, সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বাস্তব অবস্থা তৈরী না হওয়ার প্রধান কারণ দেশে রাজনৈতিক শক্তির সদিচ্ছার অভাব।

১৫। গবেষণায় দেখা যায় ৬৭% উত্তরদাতা মনে করেন যে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন থাকা উচিৎ এবং তাদের নির্বাচনী প্রতিযোগিতা নারী প্রার্থীদের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। তাদের মতে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে নারীকে রাজনীতিতে আসতে হয়। তার অবস্থান পুরুষের চেয়ে ভিন্ন। তাই পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করে নির্বাচন করার সময় এখনও আসে নাই। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের শতকরা ৬৭ ভাগ মনে করেন নানান সীমাবদ্ধতার কারণে নারীরা পুরুষের সাথে নির্বাচনে সরাসরি প্রতিযোগিতায় আসতে পারে না। সীমাবদ্ধতাগুলির মধ্যে নারীর উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ, নারীর অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, প্রচার কাজে পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার, নিরাপত্তার অভাব, রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব ইত্যাদি অন্যতম।

১৬। জাতীয় সংসদে ১ম থেকে ৮ম পর্যন্ত ৮টি সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনে নারী প্রার্থী মনোনয়নের হারও অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। দেশে মোট ভোটার সংখ্যার অর্ধেক নারী ভোটার হলেও বিগত সবগুলো সাধারণ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর

Dhaka University Institutional Repository

হার গড়ে মাত্র শতকরা ১.১৪ ভাগ। বিগত প্রথম ৭টি নির্বাচনে মোট ১০৫৩৪ জন পুরুষ প্রার্থীর বিপরীতে নারী প্রার্থী ছিল মাত্র ১৭৬ জন। অর্থাৎ নারী প্রার্থী ছিল পুরুষ প্রার্থীর শতকরা ০.০১৫ ভাগ।

১৭। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীর জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। কিন্তু বর্তমানে নারী আসনের বিপরীতে কোন নির্বাচনী এলাকা নেই। এর পূর্বে অবশ্য সংরক্ষিত ১৫টি বা ৩০টি আসনের ক্ষেত্রে নারী আসনের এরিয়া নির্ধারিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সংরক্ষিত মহিলা সংসদ সদস্যের কোন নির্দিষ্ট এলাকা নেই। তাই কোন এলাকার জনসাধারণের জন্য তার কোন দায়িত্ব বা দায়বদ্ধতা নেই।

১৮। গবেষণায় দেখা যায় যে, সংবিধানের ১৪ তম সংশোধনীর পর সংরক্ষিত নারী আসনের ক্ষেত্রে কোন নির্বাচনী এলাকা নেই কিন্তু এর পূর্বে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ সকল নির্বাচনী এলাকার বিপরীতে অনেক ক্ষেত্রে ঐ নির্বাচনী এলাকা ব্যতীত অন্য এলাকা থেকে মনোনয়ন দেয়া হত। ঢাকা মহানগরী থেকে সব সময় বেশী সংখ্যক সদস্য মনোনয়ন পেয়েছেন, যাদের অধিকাংশের গ্রামের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। গবেষণায় দেখা গেছে ৬৪টি জেলার মধ্যে ১৯টি জেলা (৩০%) থেকে ১ম হতে ৮ম সংসদ পর্যন্ত সংরক্ষিত নারী আসনে কোন নারী মনোনয়ন পাননি।

১৯। জনপ্রতিনিধি হলেও সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যদের কোন সুনির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব নেই। তারা বিভিন্ন সভা সমিতিতে যোগদান, অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা ইত্যাদি অলংকারিক কাজগুলো করে থাকেন। সাধারণতঃ রাজনৈতিক দলগুলো সরকার গঠন করার পর নিজ দলের নারী সদস্যদের বা দলের বাইরেও নারীকে সংসদ সদস্য মনোনয়ন দিত। এর মাধ্যমে ক্ষমতাশীল দল সংসদে তাদের সদস্য বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ব্যবস্থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। দেখা যায় ১৯৭৩ সাল হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সংরক্ষিত নারী আসনের সবগুলো আসনে সরকার দলীয় বা তাদের শরীক দলগুলোর নারী সদস্যরাই নির্বাচিত হয়েছে।

২০। আলোচ্য গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় শতকরা ৬৯ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন এখনও জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন রাখা উচিত এবং যে ৩১% সংরক্ষিত আসন এর বিরুদ্ধে তাদের একটি অংশের দাবী নারী নিজেরা এখন যথেষ্ট স্বাবলম্বী। তারা সরাসরি নির্বাচন করার যোগ্যতা রাখে এবং তাদের তা করতে দিলে নারী উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের শতকরা ৭৭ ভাগ মনে করেন যে সংরক্ষিত নারী আসনে এখন মনোনয়ন নয় সরাসরি নারীদের মধ্যে নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন।

২১। প্রথম থেকে ৮ম সংসদ পর্যন্ত জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন প্রাপ্তদের অধিকাংশের তেমন কোন রাজনৈতিক ঐতিহ্য ছিল না। ১ম সংসদে রাজনীতিবিদ এর হার ছিল মাত্র ২১.৪৩% যা দ্বিতীয় সংসদে কমে ৯.৬৮% এ দাঁড়ায়। এ সংসদে ১৯.৩৫% গৃহিনী সংসদ সদস্য হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। ৩য় সংসদে ১৪.৭১% রাজনীতিবিদ, ৪র্থ সংসদে কোন নারী ছিল না। অবশ্য ৫ম থেকে ৮ম সংসদ পর্যন্ত নারী রাজনীতিবিদ এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে গবেষণায় দেখা গেছে জেনারেল জিয়াউর রহমান ও এরশাদ এর আমলে রাজনীতি বহির্ভূত নারীরা মহিলা আসনে সংসদ সদস্য হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন বেশী।

২২। জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব কখনই ভাল ছিল না। ১ম থেকে ৮ম সংসদ পর্যন্ত সাধারণ আসনে নারীর প্রতিনিধিত্ব সর্বোচ্চ মাত্র ৪.৬৭% (৭ম সংসদে) এবং এ হার সংরক্ষিত মহিলা আসন সহযোগে ৮ম সংসদে মাত্র সর্বোচ্চ ১৭%।

Dhaka University Institutional Repository

২৩। কী কী কারণে জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন সে মর্মে এ গবেষণায় দেখা যায় যারা এ সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রতি সমর্থন দিয়েছেন তাদের মতে সংসদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করণ, জাতীয় উন্নয়নে পিছিয়ে পড়া নারীদের অংশগ্রহণ, কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়ন, সাংবিধানিক অঙ্গীকার রক্ষা, রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ ইত্যাদি।

২৪। নারীর উন্নয়নের স্বার্থে জাতীয় সংসদে নারী সংসদ সদস্য থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রধান কারণ গুলি হলো নারীর ক্ষমতায়নের জন্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ, নারীদেব রাজনীতিতে উৎসাহিত করণ, নারী-পুরুষ বৈষম্য রোধ, আইন প্রণয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করণ ইত্যাদি।

২৫। ২০০৪ সালে জোট সরকার জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৩০ থেকে ৪৫ -এ উন্নীত করে। এ সময় দেশের অধিকাংশ নারী সংগঠন ও বিরোধী রাজনৈতিক দল জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা প্রতি জেলায় ১টি অথবা ১/৩ অংশে উন্নীত করণ ও সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে প্রবল আন্দোলন ও জনমত গড়ে তোলে। কিন্তু জোট সরকার সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে আসন সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫ এ উন্নীত করে এবং সংসদের সাধারণ আসনে বিজয়ী দলগুলির প্রাপ্ত আসনের অনুপাতে আসন বন্টনের সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারের এ সিদ্ধান্তটি আলোচ্য গবেষণায় শতকরা ৬৮ ভাগ সময় উপযোগী নয় মর্মে মতামত দিয়েছেন। অর্থাৎ সরকারের এ সিদ্ধান্তটি জনগণ কর্তৃক সমর্থিত হয়নি।

২৬। সংবিধানের ১৪ তম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীর আশা আকাংখার প্রতিফলন হয়নি মর্মে উত্তরদাতাদের শতকরা ৮৬ ভাগ মনে করেন এবং শতকরা ৭৪ ভাগ মনে করেন, যে প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত আসনে নারী সংসদ সদস্য মনোনয়ন/নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা নারীর জন্য অবমাননাকর। শতকরা ৬৩ ভাগ মনে করেন এর মাধ্যমে বিগত জোট সরকারের প্রধান অংশীদার বিএনপি তার নির্বাচনী অঙ্গীকার থেকে সরে গেছে। শতকরা ৮৩ ভাগ মনে করেন যে সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীতে সংরক্ষিত নারী আসনে যে প্রক্রিয়ায় মনোনয়ন/বাছাই করা হচ্ছে তা যথার্থ নয়। কারণ উত্তরদাতাদের মতে এতে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দেয়ার পরিবর্তে করুণার পাত্র হিসেবে দেখা হয়েছে। এতে নারীর রাজনৈতিক বিকাশ বন্ধ হয়েছে। পুরুষের প্রতি নারীর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবে। উত্তরদাতাদের শতকরা ৮৮ ভাগ এর মতে আনুপাতিক মনোনয়ন পদ্ধতি নারীর ক্ষমতায়নের পথ বাঁধাগ্রস্থ করবে। এ বিষয়ে শতকরা ৭৭ ভাগ উত্তরদাতা মনে করে ঐ সময় নারী সংগঠন ও বিরোধী দলগুলো সরকারের এ সিদ্ধান্তের বিষয়ে পূর্ব থেকেই বিরোধিতা করে আসছিল এবং তাদের এ বিরোধিতা যৌক্তিক ছিল।

২৭। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে শতকরা ৭১ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ সংরক্ষিত আসনে নারীর সাথে নারী প্রতিযোগিতা করতে পারে। এক্ষেত্রে শতকরা ৭৪ ভাগ উত্তরদাতাদের মতে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনে নারীদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি আছে।

২৮। নারীর উন্নয়ন বা নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশ গ্রহণ/প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু যারা এ আসনেব প্রতিনিধিত্ব করেছেন তারা কখনই যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালন করেননি বা করতে পারেননি বা করার সে রকম যোগ্যতা (২/৪ জন ব্যতিক্রশ ছাড়া) তাদের ছিল না মর্মে বিভিন্ন সময় রাজনীতিতে পেশাজীবী বা নারীসমাজ অভিযোগ করেছেন। এ গবেষণায়ও এটি প্রতিফলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শতকরা ৯১ ভাগ উত্তরদাতার মতে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সংসদ সদস্যগণ যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারেনি বা তারা সে সুযোগ পাননি বা দেয়া হয়নি।

২৯। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি কি হবে তা নিয়ে বিতর্ক বহুদিনের। এ গবেষণায় শতকরা ৭১ ভাগ উত্তরদাতা নির্বাচনী এলাকার সকল ভোটারের সরাসরি ভোটে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। মাত্র ১৫% ভাগ নির্বাচনী এলাকার শুধুমাত্র মহিলাদের ভোটে, ৯% বর্তমান পদ্ধতিতে সংসদে বিভিন্ন দলের সাধারণ নির্বাচনে প্রাপ্ত আসনের অনুপাতে এবং মাত্র ৫% সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ভোটে মহিলা সংসদ সদস্য নির্বাচনের পক্ষে মতামত দিয়েছেন।

৩০। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় শতকরা ৭৭ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে মনোনীত নারী সংসদ সদস্যগণ সংসদীয় কার্যক্রমে যথাযথ ভাবে অংশ গ্রহণ করেননি বা সে সুযোগ পাননি। এমনকি শতকরা ৭৯ ভাগ উত্তরদাতার মতে নারী সাংসদগণ তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেননি বা করতে পারেনি। শতকরা ৭২ ভাগ উত্তরদাতার মতে তাঁরা দায়িত্ব পালনের মত যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেননি। এমনকি তাঁরা নারীর স্বার্থ বিষয়ে সচেতন নয়। যার ফলে শতকরা ৭৪ ভাগ উত্তরদাতার মতে এ সব নারী সংসদ সদস্যগণ সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। শতকরা ৬৩ ভাগ উত্তরদাতার মতে এ নারী সংসদ সদস্যগণ কম গুরুত্ব পাওয়ার বিষয়ে প্রধান কারণ হচ্ছে, সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত অধিকাংশ সংসদ সদস্যগণ দলীয় যোগ্যতায় সংসদ সদস্য হননি বরং তারা প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ বা বিত্তবানদের আত্মীয় হিসেবে বা অন্য কোন উপায়ে সংসদ সদস্য হয়েছেন যাদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ইতিহাস নেই।

৩১। জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন কতটি হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে বিতর্ক দীর্ঘ দিনের। এ বিষয়ে গবেষণায় কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। উত্তরদাতাদের শতকরা ৬২ ভাগ প্রতি জেলায় ১টি করে নারী আসন রাখা যেতে পারে মর্মে প্রাথমিক মতামত দেন। কিন্তু প্রতি তিনটি সাধারণ আসনের বিপরীতে ১টি করে মহিলা আসন রাখার প্রস্তাবটি শতকরা ৯১ জন সমর্থন দিয়েছেন। বিকল্প হিসেবে বর্তমান অর্থাৎ আসন সংখ্যা ৪৫টি রাখার বিষয়ে শতকরা ৮২ ভাগ নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করেছেন এবং আসন সংখ্যা ১৫০টি করার প্রস্তাবের পক্ষে মাত্র ৫% সমর্থন দিয়েছেন।

৬.১৭ গবেষনায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশমালা

১। নারীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করে প্রতিটি বিষয়ে সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করা এবং তা বাস্তবায়নের তদারকী করার জন্য মহিলা সংসদ সদ্যদের নিয়ে সংসদীয় কমিটি গঠন করা।

২। আর্থ-সামাজিক ও উন্নয়ন মূলক কাজে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়,বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

৩। নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস করার লক্ষ্যে নারীর সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করণ।

৪। নারীর প্রতি সকল বৈষম্য, নিষ্ঠুরতা বিলোপ সাধনের ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ও আইন প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করার জন্য মহিলা সংসদ সদস্যদের বিশেষ ক্ষমতা দেয়া নিশ্চিত করণ।

৫। নারী ভিত্তিক ইস্যুগুলি বিষয়ে সংসদে আলোচনার পথ উন্মুক্ত রাখা, নারী সংসদ সদস্যগণ যাতে সংসদে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

৬। নারী সংসদ সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে তারা সংসদীয় কার্যক্রম, রাজনীতি বিষয়ে অনুধাবন করতে পারে এবং সংসদে প্রয়োজনীয় অবদান রাখতে পারে।

৭। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় কমিটি গুলিতে মহিলা সংসদ সদস্যদের বেশী বেশী অর্ন্তভূক্ত করা যাতে করে তারা মন্ত্রণালয়ের কাজগুলি বুঝতে পারে এবং নারী উন্নয়নে নারী ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণে মন্ত্রণালয়কে উৎসাহিত করতে পারে।

৮। নারীর শিক্ষা ও পেশাগত সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের রাজনীতিতে প্রবেশের পথ সুগম করতে হবে। নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্যোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তৃণমূল পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি করা জরুরী।

৯। নারী যেহেতু আর্থিক ভাবে দুর্বল সেহেতু নির্বাচনী কাজে তাদের দলীয় ভাবে সহায়তা প্রদান করতে হবে। প্রতিটি দলকে তার দলীয় মূলনীতি, কর্মসূচী ও ,ইস্তেহারে নারীর অধিকার ও ক্ষমতা সংক্রান্ত দাবী সন্নিবেশ করতে হবে।

১০। বাংলাদেশের বর্তমান সংসদীয় গণতন্ত্রে জাতীয় সংসদে নারী সদস্যগণ নানা প্রতিকুলতার শিকার হন। আর এ প্রতিকুলতা বা প্রতিবন্ধকতা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষ সদস্য দ্বারা সৃষ্ট। দলে নারীর অংশ গ্রহণ কম থাকায় যোগ্য নারীর অভাবে তাদের মধ্যে মনোনয়ন পান কম সংখ্যক মহিলা, বিজয়ীও হন মুষ্টিমেয় ২/৪ জন। যার ফলে মন্ত্রী পরিষদেও তাদের স্থান হয় খুবই কম। ফলশ্রুতিতে নারীর অবস্থান আরো দূর্বল হয়ে পড়ে। তাই নারীর অবস্থান বৃদ্ধি সহ যে কোন নির্বাচনে নারীদের বেশী বেশী মনোনয়ন দেয়া প্রয়োজন, সে সার্থে মন্ত্রিপরিষদেও নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১১। মহিলাদেরকে দেশের স্বার্থে সচেতন করতে হবে। এক্ষেত্রে রাজনীতি হচ্ছে উত্তম মাধ্যম। মহিলাদেরকে বেশী বেশী করে রাজনীতিতে আনতে হবে এবং আসার সুযোগ দিতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতিতে নারীদের আরো বেশী সম্পৃক্ত করতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজে বিরাজমান বাধা সমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব দূরীভূত করা, মৌলবাদ ও ফতোয়াবাজীর বেড়াজাল থেকে নারীকে মুক্ত করা, নারীর মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১২। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের উচিত যত দ্রুত সম্ভব দলের প্রতিটি কমিটিতে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। তার কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি ও যোগ্যতা অনুযায়ী মূল্যায়ন করা এবং দলের মহিলা শাখাকে শক্তিশালী করা। এক্ষেত্রে পুরুষদের এগিয়ে আসতে হবে কারণ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষদের সহায়তা ছাড়া নারীর রাজনীতি ও সংসদে সকল অংশ গ্রহণ সম্ভব নয়।

১৩। অপরিবর্তনীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন এবং মৌলবাদের হাত যাতে এটা কাটাছেড়া না করতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ। নারী সংগঠনগুলির সাথে মহিলা সংসদ সদস্যদের একটি যোগসূত্র থাকা প্রয়োজন। যাতে করে নারী সংসদ সদস্যগণ সংসদে নারী বিষয়ক ইস্যু গুলি নিয়ে বেশী কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে নারী সংগঠন গুলি নারী উন্নয়নের স্বার্থে নারী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারেও কাজ করতে পারে।

১৪। জাতীয় সংসদে নারীর জন্য ৩/৪ টার্ম সংসদীয় আসন সংরক্ষণ করা এবং তার পর পুরুষদের সাথে পৃথক নির্বাচনের সুযোগ দেয়া। বর্তমান পদ্ধতি বাতিল পূর্বক সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১০০ টিতে উন্নীত করা।

Dhaka University Institutional Repository

১৫। সংরক্ষিত আসনের জন্য সুনির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারণ। এক্ষেত্রে প্রতি তিনটি সাধারণ আসনের এলাকা নিয়ে একটি নারী সংসদ আসন নির্ধারণ করা এবং মনোনয়নের ক্ষেত্রে ঐ এলাকা থেকে প্রার্থী মনোনয়ন নিশ্চিত করণ।

১৬। সংরক্ষিত আসন গুলিতে সকল জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এতে প্রত্যেক ভোটার ২টি করে ব্যালট পেপার পাবে তার ১টিতে সাধারণ আসনের, অন্যটিতে সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীকে ভোট দেয়ার জন্য।

১৭। সংরক্ষিত মহিলা আসনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে যোগ্যতা সম্পন্ন নারীদের অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। যারা নারী ইস্যু নিয়ে ভাবেন, বিশেষ করে বিভিন্ন নারী সংগঠনের নেত্রীরা যাতে নির্বাচনে আসে সে পথ উন্মুক্ত করা প্রয়োজন।

১৮। প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে অতীতের ন্যায় যাতে প্রভাবশালীদের স্বজনরা যারা নারী ইস্যু নিয়ে ভাবেন না বা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন তারা যাতে সহজে সুযোগ না পায় তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১৯। সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যদের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিতে হবে, যাতে করে সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যের সাথে কোন বিরোধ না বাঁধে। তাছাড়া তারা যাতে আর অলংকারিক হিসেবে বিবেচিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

২০। অতীতে মহিলা সদস্যরা জাতীয় সংসদে জোরালো কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। তাদের মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয়নি। তারা সংসদে অলংকারিক হিসেবে বিবেচিত ছিলেন। ভবিষ্যতে যাতে এরূপ না হয় তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

২১। ইতোপূর্বে যারা সংরক্ষিত আসনে মহিলা সংসদ সদস্য মনোনীত হয়েছেন তাদের অধিকাংশের রাজনৈতিক ইতিহাস নেই। তারা হয় রাজনৈতিক ওয়ারিশ সূত্রে বা বিত্তবানের অর্থের প্রভাবে সদস্য হয়েছেন। নারী উন্নয়নের বা নারীর ক্ষমতায়নের স্বার্থে এটা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটা যে করেই হোক বন্ধ করতে হবে।

২২। জাতীয় সংসদ সহ যে কোন নির্বাচনে নারীরা যাতে নির্বিঘ্নে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা জোরদার সহ কালো টাকার প্রভাব ও সন্ত্রাস বন্ধ সহ আইন-শৃংখলার উন্নতি করা প্রয়োজন।

২৩। নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন। অনেক ক্ষেত্রেই নারী তার প্রতি চলমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে কিছু বলে না, নীরবে সহ্য করে। তাই নারীর সমস্যা নিয়ে ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণা, সমস্যা চিহ্নিত করণ ও সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। সমাজ উন্নয়নে ও জাতি গঠনে তাদের অবদান কোন অংশে কম নয়। কিন্তু তারা দেশের সামাজিক কাঠামোর নাগপাশে আবদ্ধ থেকে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। ক্ষুধা, দরিদ্রতা, পুষ্টিহীনতা, কর্মহীনতা সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা অবহেলিত এবং বৈষম্যের শিকার। অত্যাচার, নির্যাতন বা পারিবারিক নির্যাতন তাদের নিত্য সংগী । বাংলাদেশ বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী জনগোষ্টির সমন্বয়ে একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ যেখানে জাতি নির্ভর সামাজিক কাঠামোর আওতায় নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষের অধীন। অথচ দেশ ও জাতির উন্নয়নের স্বার্থে নারী পুরুষের বৈষম্য যত দ্রুত নিরসন করা যায় ততই মঙ্গল।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারায় নারীর অংশগ্রহণের ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। বর্তমানে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বিপুল সংখ্যক নারী সাবলম্বী হওয়ায় তারা নিজ পরিবার ও সমাজে নিজের অবস্থান তৈরী করতে সক্ষম হচ্ছে। নারী ক্রমেই পরনির্ভরতার অভিশাপ ভেঙ্গে মুক্ত জীবনের ও আত্মবিকাশের পথে এগিয়ে চলছে।

কিন্তু নারীর এ বিকাশ বা মুক্তি শহর নির্ভর। এখনও বাংগালী নারীর বড় অংশ নিরক্ষর, পশ্চাৎপদ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে নিগৃহীত। পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার প্রভাবে তারা নানা ভাবে অত্যাচার, নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার। নারীর অর্থনৈতিক দুর্বলতা, সামাজিক স্বীকৃতি বৈষম্যমূলক হওয়ায় এবং রাজনৈতিক ভাবে সমর্থন লাভের অভাব থাকায় তারা নানা ভাবে নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। এসিড সন্ত্রাস, ধর্ষণ, হত্যা, গুম, পাচার প্রভৃতি তাদের নিত্য সঙ্গী। প্রচলিত আইন ও আইনের প্রয়োগ কাঠামো নারীর অধিকার সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। অধিকন্তু, ধর্মীয় ও সামাজিক গোড়ামী, নারীকে আরো আষ্ঠে-পৃষ্ঠে বেধে রেখেছে। নারী মুক্তির অগ্রগতির পাশাপাশি নারীর শৃংখলময় নির্যাতিত অবস্থান ও পশ্চাৎপদতা এ উভয় অবস্থা নিয়ে নারী সমাজ এক বিশেষ বাস্তবতার মুখোমুখি।

জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৫(৩) ধারার মাধ্যমে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১৯৭৩ সালে এ সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ছিল ১৫টি এবং আসন গুলি ১০ বৎসরের জন্য সংরক্ষিত হয়। The Second Proclamation (Fifth Amendment) Order-1978 দ্বারা ৬৫(৩) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে আসন সংখ্যা ৩০-এ উন্নিত করণ ও মেয়াদ কাল ১০ বৎসরের পরিবর্তে ১৫ বৎসর করেন। অতৎপর সংবিধানের ১০ম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯১ সালে পুনরায় ১০ বৎসরের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। অতঃপর সর্বশেষে ২০০৪ সালে সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে এ আসন সংখ্যা ৪৫টিতে উন্নীত করা হয়। জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করার প্রধান প্রধান কারনগুলো হচ্ছে যেমন (১) রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা। (২) সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে যেহেতু নারীদের সংসদে আসার সুযোগ কম সেহেতু দেশের অর্ধেক জনগোষ্টির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করন। (৩) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করণ। (৪) নারীদেরকে রাজনীতিতে উৎসাহিত করণ। (৫) নারী-পুরুষ বৈষম্য রোধ। (৬) নারীর ক্ষমতায়ন। (৭) সংসদীয় গণতন্ত্রকে উৎসাহিত করন। (৮) কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা। (৯) জাতীয় উন্নয়নে পিছিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়া নারীদের সকল ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা। (১০) মহিলা বিষয়ক অধিকার প্রতিষ্ঠা। (১১) বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক ঘোষণাপত্রের শর্ত পুরণ। (১২) রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে নারীকে উৎসাহিত করণ, ইত্যাদি।

কিন্তু যে উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হলো বাস্তবতার দিক থেকে তা বাস্তবায়ন হয়নি। বিভিন্ন গবেষণা ও সুশীল সমাজের মতামত থেকে দেখা যায় বর্ণিত উদ্দেশ্য গুলো বাস্তবায়নের জন্য কখনই কোন পদক্ষেপ ছিল না। বরং সংরক্ষিত নারী আসন গুলি ব্যবহৃত হয়েছে সংসদে ক্ষমতাশীল দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বৃদ্ধির জন্য। এই সংসদ সদস্যগণ মূলতঃ সংসদে শোভাবর্ধনকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। তারা জাতীয় সংসদ সহ রাষ্ট্রের কোথাও তাদের প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেননি। তাদের দ্বারা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা বা ক্ষমতায়নের পথ সুগম হয়নি। রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের প্রভাব সৃষ্টি বা অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি পায়নি, বস্তুত পক্ষে সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যগণ সম্মিলিত নারীর স্বার্থে কোন ভূমিকা রাখতে পারেননি। যেটুকু পেয়েছেন তা ব্যক্তি বা গোষ্ঠির স্বার্থে-যা নারী উন্নয়নের জন্য কোন অর্থ বহন করে না।

বাস্তবতা হলো সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যগণের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ভূমিকা গ্রহণের মত কোন কর্মসূচী কখনই নেয়া হয়নি বা তারা নিজেরাও তেমন কোন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেননি। বাস্তবে তাদের নির্বাচন পদ্ধতিই তাদেরকে দুর্বল করে রেখেছে। বস্তুতঃ বিশেষজ্ঞদের মতে সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিই এ জন্য দায়ী, কারণ এ আসন গুলোর নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমন্ডলী হলেন জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনের সদস্যগণ। ফলে সংরক্ষিত আসনে কখনই সরাসরি নির্বাচন হয়নি, যা হয়েছে তা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনয়ন। এ সংরক্ষিত আসনে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা দলের নেতা-নেত্রীদের অনুকম্পা বা অর্থ বিত্ত ব্যবহার করে সংসদ সদস্য হয়েছেন। যার ফলে তারা হয়েছেন অন্যদের করুনার পাত্রী। নিজস্ব স্বকীয়তা তাদের নেই। তারা অনেকটা দলের পুতুল হয়েছেন। তাই নানা অলংকারিক নামে আখ্যায়িত হয়েছেন।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের জন্য দেশের নারী সংগঠন গুলো এবং বিরোধী দল গুলো ও আন্দোলন করে আসছে গত ১৫/১৬ বৎসর ধরে। কিন্তু সব সময়ই সরকারী দল বিরোধী দলের উপর দোষ চাপিয়ে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনে আগ্রহ দেখায়নি।

এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য গবেষণাটি একটি মূল্যবান দলিল বলে আমি মনে করি। কারণ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্থা যা রাষ্ট্রপরিচালনায়, আইন প্রনয়ন সহ রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণের কাজ করে। তদুপরি মন্ত্রানালয় ভিত্তিক সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে প্রতিটি মন্ত্রানালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা, তদারকী, সমস্যা সনাক্তকরণ ও সুপারিশমালা প্রনয়ন করে।

আলোচ্য গবেষণার মাধ্যমে প্রমানিত হয়েছে বর্তমানে জাতীয় সংসদে যে প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত আসনে নারী সংসদ সদস্য মনোনয়ন করা হয়েছে তা একটি অকার্যকর প্রক্রিয়া। কারণ এতে নারী উন্নয়ন বা নারীর ক্ষমতায়নের পথে এই নারী সংসদ সদস্যগণ মুলতঃ কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেননি। বরং তারা সাধারণ আসনে নির্বাচিত মূলতঃ পুরুষ সদস্যদের দ্বারা মনোনীত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। তাদের তেমন কোন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও পূর্ব ইতিহাস নেই। তারা আজ পর্যন্ত নারী বিষয়ক ইস্যুগুলো নিয়ে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেননি, এমনকি অধিকাংশের তেমন কোন ভূমিকাও নেই।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুতঃ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল গুলো বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দল নারীদের সমস্যা সমাধানের বা নারীর প্রতি সব ধরণের বৈষম্য বিলোপে কতটুকু আন্তরিক সে বিষয়েই প্রশ্ন রাখা যায়। না হলে স্বাধীনতা পরবর্তী প্রতিটি সরকারই সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যদের নারী বিষয়ক সমস্যা গুলোর সাথে কাজে লাগায়নি কেন? আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকা কালে এমনকি নির্বাচনী ইস্তেহারের ঘোষনা দিয়েও ক্ষমতায় গিয়ে নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেনি। তারা সংসদে ২/৩ অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই দাবীতে বিএনপির উপর দোষ চাপাল। অথচ তারা এতদ বিষয়ে সংসদে যে খসড়া আইনটি পেশ করেছিল তাতে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়টি ছিল না। অনুরূপ ভাবে, ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় এসে জাতীয় সংসদে তাদের ২/৩ অংশের বেশী সমর্থন থাকা স্বত্বেও তারা নির্বাচনী ইস্তেহারে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে গেলো। তারা অযুহাত তুললো যে আওয়মী লীগ জাতীয় সংসদে না থাকায় জোট সরকার এত বড় একটি জাতীয় ইস্যুতে একক ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে ইচ্ছুক নয়। এবং সেভাবে তারা জাতীয় সংসদে প্রায় ৪ (চার) বৎসর নারী আসন শূন্য রাখল। ক্ষমতার শেষের দিকে দেশে নারী সংগঠন ও বিরোধীদল গুলির প্রবল দাবীর মুখে জোট সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংসদে নারী আসন ৩০ থেকে মাত্র ৪৫ এ উন্নীত করল এবং পূর্বের নীতি অনুযায়ী সকল নারী আসন ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক নিয়ে নেয়ার পরিবর্তে সাধারণ আসনে বিজয়ী দল গুলোর মধ্যে তাদের নিজ নিজ দলীয় আসন সংখ্যার আণুপাতিক হারে ভাগ করে নেয়ার বিধান চালু করল। অথচ নারীর ক্ষমতায়নে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়টি বেমালুম এড়িয়ে গেল যদিও এটা তাদের ইস্তেহারে ছিল।

জাতীয় সংসদে সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের অনুকম্পায় মনোনীত নারী সংসদ সদস্যদের যে করুণ উপস্থিতি তা নারীর জন্য বিশেষ কোন দিক নির্দেশ করে না। বিভিন্ন গবেষণা ও সুশীল সমাজের অভিমত থেকে প্রতীয়মান হয় যে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যগণ যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হননি বা তাদের সে সুযোগও দেয়া হয়নি। কিন্তু সবাই বিশ্বাস করে যে জাতীয় সংসদ হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী প্রতিষ্ঠান। যেখানে সত্যিকার অর্থে বা যথাযথভাবে একজন নারী সংসদ সদস্যের অংশগ্রহণ এর অর্থ হচ্ছে প্রথমতঃ নারী যে যে বিষয়ে বৈষম্যের শিকার এবং তার উপর যে সব কারণে, বিষয়ে, আকারে-প্রকারে অত্যাচার নির্যাতন করা হচ্ছে সে গুলো নিরসনে জাতীয় সংসদে আলোচনা, উপস্থাপনা এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং দ্বিতীয়তঃ যে কোন বিষয়ে আইন প্রনয়ন, নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নারী প্রতিনিধিরা সকল বিষয়ে নারীদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট থাকবে এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেশের গোটা নারী সমাজের অগ্রগতি ও তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ ত্বরান্বিত হবে। নারীর সার্বিক ও যথাযথ অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এ দেশের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে।

সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় এটা প্রতীয়মান হয় যে জাতীয় সংসদে যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে সংরক্ষিত আসন সৃষ্টি করা হয়েছিল বাস্তবে তা ফলপ্রসূ হয়নি। তারই আলোকে এ গবেষণা এ ক্ষেত্রে বিরাজমান কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি সনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। আমার বিশ্বাস এ গবেষণাটি জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন বিষয়ে প্রাপ্ত ফলাফল ও সনাক্তকৃত ত্রুটি বিচ্যুতি গুলো ভবিষ্যৎ কর্মসূচী গ্রহণে সহায়ক হবে। তাতে জাতীয় সংসদে মহিলাদের ভূমিকা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ গবেষণাটির ফলাফল এ ধরনের পরবর্তী যে কোন গবেষণায় উপাত্ত হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তদুপরি আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গবেষণা হওয়া উচিৎ। সে মর্মে নিম্নে কয়েকটি সুপারিশ প্রণয়ন করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) সে সকল মহিলা ইতোপূর্বে সংরক্ষিত নারী আসনে সদস্য হয়েছিলেন শুধু মাত্র তাদের উপর একটি ব্যাপক ভিত্তিক জরিপ পরিচালনা করা যেতে পারে।

(খ) জাতীয় সংসদকে নারী-বান্ধব করার উপায় খুঁজে বের করার জন্য নারী নেত্রীদের নিয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করা যেতে পারে।

(গ) সিডো সনদ বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম মূল্যায়ন করার নিমিত্তে একটি জরিপ পরিচালনা করা যেতে পারে।

(ঘ) বেইজিং ঘোষণা (প্লাট ফরম ফর এ্যাকশন) এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৯৬ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ভিত্তিক গৃহিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্তে একটি গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক দলিলাদি ।

১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, ০১ আগষ্ট'০৬ ।

২) রিপোর্ট ২০০৪, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা ।

৩) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৭ অর্থ মন্ত্রণালয় ।

৪) নারী উন্নয়ন জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-১৯৯৯, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।

৫) বাংলা পিডিয়া,বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ (খন্ড-৫), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,মার্চ-২০০৩ ।

৬) Advancement for the Women- United Nations Report-1999 .

৭) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-৩,সংখ্যা-১-১৮,ফেব্রুয়ারী-মার্চ'১৯৮০ ।

৮) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-২,সংখ্যা-১-১৯,জুন'১৯৭৩ ।

৯) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-২,সংখ্যা-২০-২৮,জুন-জুলাই'১৯৭৩ ।

১০) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-২,সংখ্যা-২৯-৩৭, জুলাই'১৯৭৩ ।

১১) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-২,সংখ্যা-১-১৪, জুন'১৯৭৪ ।

১২) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-২,সংখ্যা-১৫-২৫, জুলাই'১৯৭৪ ।

১৩) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-২,সংখ্যা-২৬-৩৭, জুলাই'১৯৭৪ ।

১৪) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-২,সংখ্যা-১, জুন-জুলাই'১৯৭৫ ।

১৫) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-২,সংখ্যা-১-১৬, মে-জুন'১৯৭৯ ।

১৬) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-২,সংখ্যা-১৭-২৬, জুন'১৯৭৯ ।

১৭) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-৩,সংখ্যা-১৯-৩৮, মার্চ-এপ্রিল'১৯৮০ ।

১৮) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-৪,সংখ্যা-১-১৯, মে-জুন'১৯৮০ ।

১৯) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-৪,সংখ্যা-২০-৩৫, জুন-জুলাই'১৯৮০ ।

২০) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-৪,সংখ্যা-৩৬-৪৮, জুলাই'১৯৮০ ।

২১) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক,সরকারী বিবরণী, ৫ম খন্ড, প্রথম ভাগ-১৯৮০, দ্বিতীয় ভাগ-১৯৮১ ।

২২) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক,সরকারী বিবরণী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯৮১ (৬ষ্ঠ অধিবেশন) ।

২৩) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক,সরকারী বিবরণী, ৭ম খন্ড, ১৯৮১, প্রথম ভাগ (৭ম অধিবেশন) ।

২৪) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক, ১ম খন্ড, ১ম ভাগ, ১ম অধিবেশন, ২৫ এপ্রিল-২ জুন'১৯৮৮ ।

২৫) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক, ১ম খন্ড, ২য় ভাগ, ১ম অধিবেশন, ৫ জুন-২৬ জুন'১৯৮৮ ।

২৬) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক, ১ম খন্ড, ৩য় ভাগ, ১ম অধিবেশন, ২৭ জুন-১১ জুলাই'১৯৮৮ ।

২৭) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক, ৩য় খন্ড, ৩য় অধিবেশন, ১ ফেব্রুয়ারী-২৪ মার্চ' ১৯৮৯ ।

২৮) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক, ৪র্থ খন্ড, ২য় ভাগ, ২০ জুন-১০ জুলাই' ১৯৮৯ ।

২৯) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক, ৫ম খন্ড, ৪র্থ জাতীয় সংসদ, ২৪ জানুয়ারী-৮ ফেব্রুয়ারী'১৯৯০ ।

৩০) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক, ৫ম জাতীয় সংসদ, ৭ম অধিবেশন, ১১ অক্টোবর-৬ নভেম্বর'১৯৯২ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩১) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক, ৫ম জাতীয় সংসদ, ১৩শ অধিবেশন, ৬ জুন-২৩ জুন'১৯৯৩ ।

৩২) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক, ৭ম জাতীয় সংসদ, খন্ড-২,সংখ্যা-১-১৯, ১ নভেম্বর-২০ নভেম্বর'১৯৯৬ ।

৩৩) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক, ৭ম জাতীয় সংসদ, ২য় অধিবেশন, খন্ড-১,সংখ্যা-২৩-৩৩, ১৯৯৬ ।

৩৪) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,সংসদ-বিতর্ক, ৮ম জাতীয় সংসদ, ২য় অধিবেশন (প্রশ্ন ও উত্তর), ২ মার্চ-৪ এপ্রিল'২০০২ ।

৩৫) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,প্রশ্ন ও উত্তর, ৮ম অধিবেশন, ২৪ জানুয়ারী-১৪ মে'১৯৯৮ ।

৩৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সেপ্টেম্বর'০১ ।

৩৭) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,সরকারী বিবরণী,৫ম জাতীয় সংসদের ৭ম অধিবেশন, ১১ অক্টোবর-৬ নভেম্বর'১৯৯২ ।

৩৮) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক, সরকারী বিবরণী, ৫ম খন্ড, প্রথম ভাগ, (২য় জাতীয় সংসদের ৫ম অধিবেশন), ১৯৮০ ।

৩৯) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-৫, ১ম ভাগ, ১৯৮০ ।

৪০) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-৭, ১ম ভাগ, ৭ম অধিবেশন, ১৯৮১ ।

৪১) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ-বিতর্ক,খন্ড-৭, ৩য় ভাগ, ২৭ জুন-১১ জুলাই'১৯৮৮ ।

৪২) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি'৯৭, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

৪৩) সিডো, অক্টোবর'০৪, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

৪৪) মাহমুদা রহমান খান, জেন্ডার বিষয়ক বিভিন্ন ধারণা, এনসিবিপি-জেন্ডার ও প্রজনন স্বাস্থ্য ইউএনএফপিএ,২০০১ ।

৪৫) নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জানুয়ারী'২০০০ ।

৪৬) জাতিসংঘ নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ, ইউনিসেফ, ১৯৭৯ ।

৪৭) ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম সরকার ম্যানুয়েল ।

৪৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা, বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন এর বাস্তবায়ন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,জুলাই,২০০০ ।

৪৯) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা, পরিকল্পনা কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা ।

৫০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা'৯৭ ।

৫১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আদমশুমারী রিপোর্ট, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আগষ্ট'০১ ।

৫২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,নারীর আইনী অধিকার,জুন'২০০০ ।

৫৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,তথ্য মন্ত্রণালয়, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকার "আর নয় যৌতুক, যৌতুককে না বলুন" ।

৫৪) নারী উন্নয়ন জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-১৯৯৯, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপুঞ্জি

গ্রন্থ ঃ

১) মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী,তিনশ বছরের বাঙ্গালী নারীর ইতিহাস, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ'২০০৪ ।

২) মালেকা বেগম,সংরক্ষিত মহিলা আসন, সরাসরি নির্বাচন, অন্যপ্রকাশ, একুশে বই মেলা-২০০০ ।

৩) ইমতিয়াজ আহম্মেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত নারী ও সাংসদ, সেন্টার ফর অল্টারনেটিভস, ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এলায়েন্স, জুলাই ২০০১ ।

৪) এ এস এম সামছুল আরেফিন,বাংলাদেশের নির্বাচন,১৯৭০-২০০১,বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৩ ।

৫) ড. শওকত আরা হোসেন, স্বাধীনতা ও আমাদেব প্রত্যাশা, পারিজাত প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী'০৪ ।

৬) ফরিদা আখতার, সম্পাদনা, সংরক্ষিত আসন, সরাসরি নির্বাচন, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা , ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ ।

৭) ফরিদা আখতার, প্রতিরোধ (অর্থনীতি,যুদ্ধ ও নারীমুক্তি),নারী কেন্দ্র,আগষ্ট'০৪,ঢাকা ।

৮) মাহমুদা ইসলাম, নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী'০৪ ঢাকা ।

৯) মাহমুদ শামসুল হক,নারীকোষ, হাতেখড়ি প্রকাশনী, ৩৮, বাংলাবাজার,ঢাকা ।

১০) মালেকা বেগম ও অন্যান্য, নারী-২০০০ (এনসিবিপি),জানুয়ারী'২০০১ ।

১১) "অগ্রগতি ও সাফল্যের সাড়ে চার বছর"- পুস্তিকা, চলচিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তর,তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০০১ ।

১২) রোকেয়া কবীর, বাংলাদেশের নারী সমাজের অবস্থা ও অবস্থান, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ,সেপ্টেম্বর'৯৮ ।

১৩) তাহমিনা হক, নারী অধিকার ও কয়েকটি আইন, শ্রাবণ প্রকাশনী, নভেম্বর'০৭ ।

১৪) সালমা খান, বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, সূচীপত্র, আগষ্ট'০৬ ।

১৫) আলতাফ পারভেজ, বাংলাদেশের নারী : একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ, জন অধিকার, ঢাকা-২০০০ ।

১৬) খালিজা খাতুন ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী ও উন্নয়ন ঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান,উইমেন ফর উইমেন, মার্চ'৯৫ ।

১৭) সেলিনা হোসেন, মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত,নারীর ক্ষমতায়ন রাজনীতি ও আন্দোলন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা,মে'০৬ ।

১৮) ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভূইয়া, রাজনীতি ও উন্নয়নে নারী, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা,মার্চ'০৫ ।

১৯) জেসমিন আরা, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব, সূচীপত্র , ৩৮/২ক বাংলাবাজার,২০০৪ ।

২০) বেবী মওদুদ, বাংলাদেশের নারী , আগামী প্রকাশনী , ৩৬ , বাংলাবাজার, ১৯৯৪ ।

২১) হুমায়ুন আজাদ, নারী , আগামী প্রকাশনী , ৩৬, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯ ।

২২) শওকত আরা হোসেন,মুক্তিযুদ্ধ ও নারী, আগামী প্রকাশনী, মে ২০০০, ৩৬, বাংলাবাজার, ঢাকা ।

২৩) এ,এস,এম আতিকুর রহমান, ও সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজ গবেষনা পদ্ধতি, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯২ ।

২৪) ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড,বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রথম প্রকাশ-২০০৬ ।

২৫) The History of Doing, Radha kumar, কালী ফর উইমেন New Delhi এবং ভার্সো- লন্ডন- নিউইয়র্ক, ১৯৯৩ ।

২৬) এম. আবদুর রহমান, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা, কলকাতা, দ্বি, সং ১৯৭৮ ।

২৭) নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য - Women's participation in politics, Women for Women, Dhaka, November-1994.

Dhaka University Institutional Repository

২৮) খালেদা সালাউদ্দিন, " Women's plitical participation: Bangladesh Women in politics and bureaucracy, women for women 1995.

২৯) কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী,চিরায়ত প্রকাশনী,১২ বঙ্কিম চাটার্জী রোড, কলকাতা, ১৯৬০ ।

আর্টিকেল/প্রবন্ধ ঃ

১) ড. খালেদা সালাউদ্দিন, স্থানীয় সরকার ও নারী সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ,উইমেন ফর উইমেন, জুলাই'৯৯ ।

২) প্রতিবেদন, ১৯৯৬-২০০২,জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন, সংখ্যা বৃদ্ধিও সরাসরি নির্বচন চাই, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সেপ্টেম্বর,২০০৩ ।

৩) হামিদা আখতার বেগম ও অন্যান্য, ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন, সংখ্যা-১, ডিসেম্বর'৯৬ ।

৪) মেঘনা গুহঠাকুরতা ও অন্যান্য, নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, জানুয়ারী'৯৭ ।

৫) নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, "রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ : প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা" নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৪ ।

৬) নিলুফার পারভীন, দারিদ্র দূরীকরণে নারীর ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা, ক্ষমতায়ন ২: ৯৮ ।

৭) নায়ীকণ্ঠ,"বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের এক নতুন যুগ-The Asia Foundation P.P.5-6 ।

৮) রাখী দাস পুরকায়স্থ, প্রতিবেদন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ,২০০১ ।

৯) সীমা দাস, জাতীয় নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতির একদশক-উন্নয়ন পদক্ষেপ, পঞ্চবিংশ সংখ্যা,ঢাকা ।

১০) ফাল্গুনী অদিতি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ঐতিহ্যের অনুসন্ধান,উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৫ : এপ্রিল-জুন ১৯৯৬ ।

১১) শহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নারী, উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৫ : এপ্রিল-জুন-১৯৯৬ ।

১২) শাহীন রহমান, নারী চিত্র :রাজনীতি, প্রশাসন, নীতিনির্ধারনী অবস্থান, উন্নয়ন পদক্ষেপ,স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ৮ম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৭ ।

১৩) বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, গ্রামীন ও নারী সমাজ, সমাজ নিরীক্ষণ, ১৯৮৬ ।

১৪) শওকত আরা হোসেন, "নারী : রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন", ক্ষমতায়ন,১৯৯৮ ।

১৫) এম,এ,কুদ্দুস,"আন্তর্জাতিক নারী দিবস : নারী অধিকার ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" কারেন্ট ওয়ার্ল্ড, ঢাকা, এপ্রিল'০৩ ।

১৬) সনি দাস, জাতীয় নারী উন্নয়ন অগ্রগতির এক দশক,উন্নয়ন পদক্ষেপ, পঞ্চবিংশ সংখ্যা ।

১৭) বেলা নবী, "সিডিও পরিস্থিতি : বাংলাদেশ", উন্নয়ন পদক্ষেপ'৯৮ ।

১৮) মালেকা বেগম, "নারীর সম অধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ, সমাজ নিরীক্ষণ সংকলন, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'৯০ ।

১৯) বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, "রাষ্ট্রবাদ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি", ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষণ,সংখ্যা-৩৮, নভেম্বর'৯০ ।

২০) আল মাসুদ হাসানউজ্জামান ও নাসিম আখতার হোসেইন, "আইন সভায় নারী", বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড'০২ ।

২১) সুরাইয়া বেগম, "রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ এবং অংশগ্রহণের সংকট ঃ পরিপ্রেক্ষিত নারী" সমাজ নিরীক্ষণ, সংকলন-দুই, ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'৯৭ ।

২২) মালেকা বেগম,নারীর সম-অধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ,নারী ঃ রাষ্ট্র, উন্নয়ন ও মতাদর্শ, মেঘনা গুহঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, সম্পাদিত, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা-১৯৯০ ।

Dhaka University Institutional Repository

২৩) কে,এম মহিউদ্দিন, ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশ গ্রহণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, হাসানুজ্জামান, আল মাহমুদ সম্পাদিত, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ'০২ ।

২৪) আশাফা সেলিম, নারী অধিকার ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, আরডিআরএস,রংপুর, ডিসেম্বর'০৫ ।

২৫) হেনা দাস, মহিলা সমাচার,রাষ্ট্র পরিচালনায় নারী সম-অংশীদারিত্ব চাই, অক্টোবর-মার্চ'০৫-০৬ ।

২৬) সীমা মোসলেম ও অন্যান্য, ধর্ষণচিত্র ২০০০-০৪, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সেপ্টেম্বর'০৬ ।

২৭) মাঃ মামুনুর রশিদ, জাতীয় সংসদ এবং রাজনীতিতে নারী : বাস্তবতা ও করণীয়, ঢাকা, উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৩১তম সংখ্যা ।

২৮) মোঃ মাকসুদুর রহমান,বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের রাজনীতি : একটি পর্যালোচনা,ঢাকা, উত্তরণ, ২০০০ ।

২৯) জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও বাংলাদেশের নারী ঃ প্রেক্ষিত ২০০১, নারী বার্তা, বিশেষ সংখ্যা ঃ নির্বাচন ২০০১,উইমেন ফর উইমেন, পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ।

পত্রিকা ঃ

১) উন্মে মুসলিমা, ঘর থেকেই নারী ক্ষমতায়ন শুরু করতে হবে, কনসালট্যান্ট, বিশ্বব্যাংক প্রকল্প, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৯ আগস্ট'০৩, ।

২) সালমা খান, সিডও সনদ, দীর্ঘ ৩০ বছরের সংগ্রামের ফসল, অন্যন্যা পাক্ষিক পত্রিকা, বর্ষ-১০,সংখ্যা-৩, নভেম্বর'৯৭ ।

৩) গোলাম হোসেন, বাংলাদেশ বিকাশমান গণতন্ত্র : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, চট্রগ্রাম ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি'৯৩ ।

৪) ইউনিসেফ, বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি-২০০৭, *প্রথম আলো*, তাং-১৯-১২-০৬ ইং ।

৫) জাতীয় সংসদ মহিলা আসন,উপ-সম্পাদকীয় কলাম,*দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১৫মে ১৯৯৬ ।

৬) এ্যাডভোকেট এলিনা খান,জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন-প্রথম আলো ১৬/০৪/০১ ।

৭) মেয়াদ বৃদ্ধি নয়, চাই বাড়তি আসন ও সরাসরি নির্বাচন, দৈনিক *যুগান্তর*, তাং-০৪/০৮/২০০০ ।

৮) সরাসরি নির্বাচনেব প্রশ্নে কোন আপস নেই-সম্মিলিত নারী সমাজ,দৈনিক *আজকের কাগজ*,তাং-০৪/০৮/২০০০ ।

৯) এ্যাডভোকেট এলিনা খান, সরাসরি নির্বাচন নিয়ে নারী সমাজের আর্তনাদ কারো কানে যাচ্ছে না?-অভিমত,দৈনিক *প্রথম আলো*, তাং-১৬/০১/২০০১ ।

১০) সংসদে মহিলা সদস্যদের সরাসরি নির্বাচনের দাবীতে অবস্থান কর্মসূচি,দৈনিক *সংবাদ*, সম্মিলিত নারী সমাজের কর্মসূচিতে পুলিশের বাঁধা,দৈনিক *প্রথম আলো*, ১৬ জানুয়ারী নারী সমাজের প্রতীক অনশন, দৈনিক *মানবজমিন* ছবিসহ, তাং- ১২/০১/২০০১ ।

১১) সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবীতে নারী সমাজের প্রতীক অনশন পালন,দৈনিক *জনকণ্ঠ* ছবিসহ সকল জাতীয় পত্রিকা, তাং- ১৭/০১/২০০১ ।

১২) সংসদে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বাড়ান ও সরাসরি নির্বাচন দিন-সম্মিলিত নারী সমাজ ও নারী প্রগতি সংঘের সমাবেশে দাবী,দৈনিক *প্রথম আলো* ছবিসহ সকল জাতীয় পত্রিকা,তাং-১৯/০৩/২০০১ ।

১৩) মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবীতে সমাবেশ ও মিছিল, দৈনিক ইত্তেফাক ছবিসহ সকল জাতীয় পত্রিকা, তাং-১১/০৬/০১ ।

১৪) সংরক্ষিত মহিলা আসন-নারী নেত্রীরা যা বলেছেন,দৈনিক *সংবাদ ও দৈনিক মানবজমিন*, তাং-০৭/০৭/২০০১ ।

১৫) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি নারী সমাজের খোলা চিঠি, *দৈনিক দিনকাল*,তাং-১৬/৮/২০০১ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬) ক্ষমতায় গেলে সংসদের আসন [illegible] দৈনিক *যুগান্তর*, তাং-০৭/০৮/২০০১ ।

১৭) নাশরাত চৌধুরী,সংসদের প্রথম অধিবেশনেই মহিলা আসন ইস্যু,দৈনিক *মানব জমিন*,তাং- ০৮/১০/২০০১ ।

১৮) সংসদে নারী আসন,সম্পাদকীয় কলাম,*দৈনিক প্রথম আলো*, তাং-০৫/১১/২০০১ ।

১৯) সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন দ্বিগুণ করার আহবান-মহিলা আইনজীবী ফোরাম, দৈনিক *দিনকাল* ,তাং-০৫/১১/২০০১,পৃ-১২ ।

২০) সংসদে মহিলাদের জন্য ৬৪ আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান তৈরী হচ্ছে, দৈনিক *জনকন্ঠ*, জাতীয় সংসদে জোট সরকারের অভিমত,দৈনিক *মানবজমিন*, তাং-০৮/১১/২০০১ ।

২১) নাশরাত চৌধুরী,সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন চলতি অধিবেশনে বিল আসছে না, দৈনিক *মানবজমিন* ,তাং-০৭/১১/২০০১ ।

২২) নারী সংগঠন ও এনজিও গুলোর সংবাদ সম্মেলন, সংসদে মহিলা আসন বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের দাবী, দৈনিক *প্রথম আলো সহ সকল জাতীয় পত্রিকা*, তাং-১৩/১১/২০০১ ।

২৩) জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ও নির্বাচনী আইন সংস্কার, দৈনিক *প্রথম আলো*, ৩০ মে, ২০০৭ ।

২৪) সংসদে সাধারণ আসনের নির্বাচনে নারীর বাধা কি? দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১৩ মার্চ, ২০০০ ।

২৫) সক্রিয় রাজনীতিতে নারীরা কম আসছেন কেন? দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১৩ মার্চ ২০০০ ।

২৬) ফরিদা আক্তার,আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কি সংরক্ষিত আসনের গার্জেনের ভূমিকায় নেমেছে?, দৈনিক আজাকের কাগজ, ১৯/০৭/২০০০ ।

২৭) শিরিন আক্তার,জাতীয় সংসদে নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন প্রসঙ্গে,দৈনিক জনকন্ঠ, ১৮/০১/২০০১ ।

২৮) ফরিদা আক্তার, দুখের বিষয় ঃ শেখ হাসিনা নারীদের প্রতি অঙ্গীকার রাখেননি, দৈনিক আজাকের কাগজ, ০৩/০৭/২০০১ ।

২৯) উর্মি রহমান,সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব কি বিলুপ্ত হয়ে যাবে?, দৈনিক প্রথম আলো, ১২/০৭/২০০১ ।

৩০) পারভীন সুলতানা,সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসন,দৈনিক জনকন্ঠ, ১৭/০৭/২০০১ ।

৩১) ফরিদা আক্তার,সংরক্ষিত আসন ঃ ২০০১ সালে কি হারালাম আর কি পেলাম, দৈনিক প্রথম আলো, ০১/০১/২০০২ ।

৩২) সাজেদুল ইসলাম ফাতেমী, সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধির দাবী, প্রতিবেদন, দৈনিক যুগান্তর, ০২/০১/২০০২ ।

৩৩) সুলতানা রহমান, জাতীয়তাবাদী কয়েকজন নেত্রীর কারণে সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবী ভেস্তে যাবার উপক্রম,দৈনিক আজকের কাগজ, ০৩/০১/২০০২ ।

৩৪) ড. নীলিমা ইব্রাহিম,নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি, দৈনিক প্রথম আলো, ১২/০১/২০০২ ।

৩৫) ইলা চন্দ্র, সংসদে নারী আসন, নির্বাচনী অঙ্গীকার এখনই বাস্তবায়ন করা উচিত, দৈনিক প্রথম আলো, ৩১/০৩/২০০২ ।

৩৬) ফাতেমা সুলতানা মালা, বিশেষ প্রতিবেদন, সংরক্ষিত নারী আসনের হিসাব নিকাশ, দৈনিক আজকের কাগজ, ৩০/০১/২০০২ ।

৩৭) ফরিদা আক্তার, সংরক্ষিত আসন বিল পাশ নাকি জোট সরকারের বিদায় ঘন্টা?, দৈনিক প্রথম আলো, ০৬/১২/২০০৪ ।

৩৮) আনোয়ার সাদী, ক্ষমতায়নের মুল ধারায় নারীর অংশ গ্রহণ জোড়ালো করার দর্শন থেকেই জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিধান করা হয়, দৈনিক যুগান্তর, ০৫/০১/২০০৫ ।

৩৯) ড. কামাল হোসেন, সংসদে নারীদের জন্য একশ' আসন সংরক্ষিত করে সরাসরি নির্বাচন চাই, দৈনিক আমার দেশ, ২৮/০৫/২০০৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪০) আয়শা খানম, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি হঠাৎ পরিবর্তন কেন , দৈনিক প্রথম আলো, ২৬/০৬/২০০৬ ।

৪১) দৈনিক ইত্তেফাক রিপোর্ট, সংসদে মহিলা আসনের বিধান হাইকোর্টে সংবিধানসম্মত ঘোষণা, ৩১/০৫/২০০৫ ।

৪২) প্রথম আলো প্রতিবেদন, সংসদে নারী আসন সংক্রান্ত রিট খারিজ, নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিলে ক্ষমতায় গিয়ে পালন করা উচিত, দৈনিক প্রথম আলো, ৩১/০৫/২০০৫ ।

৪৩) সংরক্ষিত মহিলা আসন নির্বাচন, আন্দোলনের পথে অগ্রসর হচ্ছে নারী সংগঠনগুলো, দৈনিক যুগান্তর, ০১/০৬/২০০৫ ।

৪৪) সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা , ১১ জুন পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানি, দৈনিক ভোরের কাগজ, ০৭/০৬/২০০৫ ।

৪৫) নিজস্ব প্রতিবেদন, মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচনের সুযোগ বাতিল, দৈনিক সংবাদ, ২০/০৭/২০০৫ ।

৪৬) মালেকা বেগম,এবার যেতে হবে জনতার আদালতে,দৈনিক প্রথম আলো, ২৭/০৭/২০০৫ ।

৪৭) নিজস্ব প্রতিবেদন,নারী প্রার্থীরাই সংরক্ষিত নারী আসন রাখার বিরোধী,দৈনিক প্রথম আলো,০১/৯/২০০৮ ।

৪৮) সালমা খান,নির্বাচন,সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব,দৈনিক প্রথম আলো,১৮/১১/২০০৮ ।

৪৯) ওয়াসেক বিল্লা, দলগুলোর প্রাথমিক প্রার্থী তালিকায় নারীর উপস্থিতি কম,দৈনিক প্রথম আলো,১৮/১১/২০০৮ ।

৫০) নূহ-উল-আলম লেলিন, নারী নেতৃত্বে নারী- বিদ্বেষী সরকার, ,দৈনিক প্রথম আলো,১৪/৭/২০০৮ ।

৫১) সংবাদ বিশ্লেষণ, রাজনৈতিক দলের ইস্তেহারে নারী ,সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন বিষয়ে নিরব বিএনপি, জামায়াত, জাপা, দৈনিক প্রথম আলো,১৮/১২/২০০৮ ।

৫২) ফরিদা আখতার , নারীকে মাইনাস করার প্রকল্প , দৈনিক প্রথম আলো,০৪/০৭/২০০৭ ।

গবেষণা ঃ

১) রেবা নার্গিস, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন- বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, এম,ফিল অভিসন্দর্ভ, ডিসেম্বর-২০০৪ ।

২) সত্যজিত দত্ত, "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ পরিপ্রেক্ষিত, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন'০২" এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'০৩ ।

৩) খালেদা নাসরিন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পিএইচডি থিসিস/২০০২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

৪) সালাউদ্দিন ও শামীম, নগর কেন্দ্রীক অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টর-একটি পর্যালোচনা-১৯৯২ ।

৫) জেসমিন আরা বেগম, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব, এম,ফিল গবেষনা অভিসর্ন্দভ, ২০০১ ।

৬) নাসরিন সুলতানা,উন্নয়ন,রাজনীতি ও নারী : অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব- বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, এম, ফিল অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,নভেম্বর'০১ ।

৭) সুলতানা নাজনীন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,জুলাই ১৯৯৮ ।

অন্যান্য ঃ

১) এম,এ বাশার, বেগম রোকেয়া স্মরণিকা,০৭, বেগম রোকেয়া ফোরাম, রংপুর, ডিসেম্বর'০৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

২) নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে এনজিও ও নারী উন্নয়ন সহায়ক পুস্তিকা, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর,ঢাকা ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ),জুলাই'০১

৩) এ্যাডভোকেট মাসুদা রেহানা বেগম ও অন্যান্য, উন্নয়নের বাহক নারী, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য চাই পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ,বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বুকলেট, ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ।

৪) হামিদা আখতার বেগম ও অন্যান্য, ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন, সংখ্যা-৬, ২০০৪ ।

৫) আবেদা সুলতানা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি-একটি বিশ্লেষণ, ক্ষমতায়ন ১৯৯৮, সংখ্যা-২, উইমেন ফর উইমেন,ঢাকা ।

৬) তাহেরা ইয়াসমিন, মহিলা, কাজ ও এনজিও, এক বাস্তব চিত্র, গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার,ঢাকা'৯৪ ।

৭) নারী রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে গৃহীত কর্মসূচি এবং সুপারিশসমূহ, গোলটেবিল আলোচনা,বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ৪ এপ্রিল'০৪ ।

৮) আয়শা খানম সম্পাদিত, নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ কমিটির একত্রিশতম অধিবেশন-এর সমাপনী মন্তব্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ,অক্টোবর'০৪ ।

৯) হেনা দাস, মহিলা সমাচার, সাংবিধানিক অধিকার ও রাষ্ট্রের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা, এপ্রিল-জুন'০৫ ।

১০) সজিবের বোধদয়, আমরাই পারি নারীর বিরুদ্ধে সকল নির্যাতন বন্ধ করতে, পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট সচিবালয়, সড়ক নং-৩, বাড়ী নং-৪, বনানী, ঢাকা ।

১১) এম.ডি.আখতার ও অন্যান্য, পারিবারিক নির্যাতন, আমাদের পরিবারে কি থাকা উচিত, অক্সফ্যাম জিবি, সেপ্টেম্বর'০৪ ।

১২) বর্ধিত জাতীয় পরিষদ সভা, সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন,বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ,৭-৯, সেপ্টেম্বর'০৫ ।

১৩) বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার/২০০১ ।

১৪) মাহাবুব-উল-হক, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র; দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়ন-২০০০ ঃ লিঙ্গের প্রশ্ন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা-২০০০ ।

১৫) Advancement for the Women- United Nations Report-1999 .

১৬) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী ইশতেহার ১৯৯১|

১৭) পিয়েরে কর্নিলন, সেক্রেটারী জেনারেল, আন্ত পার্লামেন্টারী ইউনিয়ন (আইপিইউ),দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজনীতিতে নারী পুরুষের অংশীদারীত্ব শীর্ষক আন্তঃসংসদীয় ইউনিয়ন সম্মেলনে দেয় তথ্য, ১১- ১৫ ফেব্রুয়ারী,১৯৯৭

১৮) Human Development Report, 1997 (UNDP).

১৯) নারী অধিকার ঃ লেক্সাপট বাংলাদেশ–প্রতিবেদন ,আর,ডি,আর,এস, জুলাই ২০০৩ ।

২০) Inter Parliamentary Union on the basis of information provided by National Parliaments. Situation as of March 2003.

২১) নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে গৃহীত কর্মসূচী এবং সুপারিশ সমূহ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ৪ এপ্রিল,২০০৪, ঢাকা ।